ওঁ

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকৃত-ভাষ্য-সহ

বেদান্তদর্শন

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী

কলিকাতা।

৪৭ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার হইতে

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮৩৩।

 [মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার :—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ হরিঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

তৃতীয় খণ্ড।

—*—

বেদান্তদর্শন।

নিবেদন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকৃত "বেদান্তপারিজাতসৌরভ"-নামক ভাষ্যসহ শ্রীভগবান্ বেদব্যাসোপদিষ্ট "ব্রহ্মসূত্র" এই খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"-নামক মূলগ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদস্বরূপে এই খণ্ডকে গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত মূলগ্রন্থের পাঠান্তে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, ইহাতে যে সকল বিচার প্রবর্তিত করা হইয়াছে, তাহা সম্যক্ বোধগম্য করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। বেদান্তদর্শনে সম্পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস দার্শনিকপ্রণালীতে উপদেশ করিয়াছেন। ইহা নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে সর্ব্ববিধ সংশয় দূরীভূত হয়। এই দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ অযোগ্য; কেবল শ্রীগুরুপ্রেরণায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং তাঁহারই কৃপায় ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। যদি ইহা পাঠ করিয়া, সাধকমণ্ডলী ব্রহ্মসূত্রের মর্ম্মাবধারণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও

সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তবেই প্রযত্ন সফল হইয়াছে মনে করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব।

আর এইস্থলে বক্তব্য এই যে মেট্‌কাফ্ প্রেসের অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিরতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া "প্রুফ" গুলি নিজে পরীক্ষা করিয়া এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি এইরূপ সাহায্য না করিলে, এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পন্ন করা অত্যধিক কালসাপেক্ষ হইত এবং আমার পক্ষে সাতিশয় কঠিন হইয়া পড়িত। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে নিবেদন এই যে, আমার ভুল ভ্রান্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া, সহৃদয় পাঠকগণ গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২৯	২৪	গুরুপরম্পরা	গুরুপরম্পরা
৩৩	১৪	অনন্ত ও নাম	অনন্ত নাম
৪০	১	অভপ্রায়	অভিপ্রায়
৪০	১	বস্তুতঃ	বস্তুতঃ,
৪১	৭	বাচা	বাচো
৫২	১	সর্ব্বাতীত	সর্ব্বাতীত ;
৫৮	৪	অচেন	অচেতন
৬৭	৩	ভয়বিয়হিত	ভয়বিরহিত
৭১	৫	বাকার	বাক্য
৮৯	১১	দ্বৈত—	দ্বৈতা—
৯৩	১৯	ব্রহ্মণোবোপপত্তেশ্চ	ব্রহ্মণ্যোবোপপত্তেশ্চ
১০৬	১৪	বাচ্যো	বাচ্য
১০৯	১৫	জৈমিনিরাচার্গো	জৈমিনিরাচার্য্যো
১১১	১১	শ্রীভবান্	শ্রীভগবান্
১২৩	১৯	স্বর্ধাতে	স্বর্গ্যাতে।
৩০	৫	ইংসপ্রযুক্তানাদ্রববাক্যশ্রবণাৎ	ইংস প্রযুক্তানাদরবাক্যশ্রবণাৎ
৪১	২১	অজ্ঞামন্ত্রে	অজ্ঞামন্ত্রে
৫০	৮	মতৎ	মতং
৫৭	১	উদ্ধেশ্য	উদ্দেশ্য

ঘা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৯৪	২৩	সর্ব্বনিয়ন্তারূপে	সর্ব্বনিয়ন্তৃরূপে
১৯৮	১	শ্লোক	শ্লোকে
১৯৮	২১	নিত্য। সুতরাং	নিত্য। (বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের অবস্থা ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে)। সুতরাং
২০৭	১	এতদাত্ম্যমিদং	ঐতদাত্ম্যমিদং
২১০	১৪	নৈর্ঘণ্যে	নৈর্ঘৃণ্যে
২১১	২৪	ত্যাদাবুপলত্যাতে	ত্যাদাবুপলভ্যাতে
২১৯	৫	স্থণুক	দ্ব্যণুক
২৩০	১২	দুইটি	দুইটির
২৩৩	১	বুদ্ধেরা	বৌদ্ধেরা
২৪০	২১	অসম্ভব	অসম্ভব ;
২৪৪	১৮	অনুরুদ্ধ	অনিরুদ্ধ
২৪৭	৮	শ্চান্তরিক্ষশ্চৈতদমৃতামিতি	শ্চান্তরিক্ষশ্চৈতদমৃতমিতি
২৬০	২৩	পরনাত্মনঃ	পরমাত্মনঃ
২৬৯	৯	শাঙ্করিক ;	শাঙ্করিক
২৭০	৭	লইল	হইল
২৭১	১১	জীবোংহশঃ	জীবোহংশঃ
৩০৮	১১	থাকতেই	থাকাতেই
৩০৯	১	কিন্তু ;	কিন্তু
৩১৮	২৪	৯	২৯
৩২২	১৫	ভাযোই	ভাষ্যেই

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধি
৩২৬	২৪	শঙ্করাচার্য্যে	শঙ্করাচার্য্যের
৩৩৬	৫	(শ্রেষ্ঠরূপ) অস্ত্যেব	(শ্রেষ্ঠরূপং) অস্ত্যেব ;
৩৩৮	১৩	ভেদব্যপদেশ,	ভেদব্যপদেশঃ
৩৪১	১২	বাক্যপাদ	বাক্‌পাদ
৩৪৮	১৯	হেমমাসন্থ	হেমমাসন্থং
৩৫৭	২৩	অহঃ	অহং
৩৫৮	১৫	চাক্ষসপুরুষ	চাক্ষুষপুরুষ
৩৫৯	৮	পুরুষবিগ্ময়ামপি	পুরুষবিগ্যায়ামপি
৩৬০	১৮	বাক্যে শেষতা	বাক্যশেষতা
৩৬৭	১৩	পুরোডাশিনীষূপষৎস্থ	পুরোডাশিনীষূপসৎস্থ
৩৭৮	২৪	এবং বেদে	এবংবিদে
৩৮৭	১৫	বগ্মানা	বিগ্যানা
৩৯৬	১৬	বিগ্ময়া	বিগ্যায়া
৪১২	৫	উত্তরেষামরিরোধ”	উত্তরেষামবিরোধা”
৪৪০	১৯	প্রাপ্তয়োর্গ্যত্যাৎ	প্রাপ্তয়োর্গত্যাৎ
৪৭১	২	অর্চ্চিঃকে	অর্চ্চিকে
৪৭৮	১২	বিভুর্গ্যে	বিভুর্যে

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্ত-দর্শন।

ভূমিকা।

বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা এইক্ষণে আরম্ভ হইল। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস কিরূপে সাধিত হয়, জীবের স্বরূপ কি, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তাহারই বা স্বরূপ কি, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, তাঁহাকে কি প্রকারে জীব লাভ করিতে পারে, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে যে, মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহার স্বরূপ কি, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের কিরূপে সংস্থিতি হয়, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্রনামক বেদান্ত-দর্শনে, তদ্বিষয়ক সমস্ত শ্রুতির উপদেশ সংগ্রহ করিয়া, প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছি। তিনি বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া তদ্বিষয়ে পথ প্রদর্শন করুন। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

বেদান্তদর্শন মোক্ষমার্গাবলম্বী সাধকগণের আদরণীয় গ্রন্থ। মোক্ষ-মার্গাবলম্বী ভারতবর্ষীয় সাধকসম্প্রদায়সকল সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম সন্ন্যাসী, অপর শ্রেণীর নাম বৈষ্ণব। গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ সচরাচর "সাধু" নামে আখ্যাত হয়েন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক শাখা সম্প্রদায় আছে; কিন্তু তৎসমস্ত

উক্ত মূল দুই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইহাদিগের মধ্যে কোন না কোনটি হইতে নির্গত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনের বহুবিধ ভাষ্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌বোধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাসমন্বিত এক "বৃত্তি" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কালক্রমে বোধায়নকৃত বৃত্তি এইক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। পাণিনিগুরু পণ্ডিতবর উপবর্ষও ব্রহ্মসূত্রের এক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও এইক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরামানুজস্বামিকৃত ভাষ্যে বোধায়নকৃত বৃত্তি কোন কোন স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে; উপবর্ষ এবং বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার উল্লেখ শাঙ্করভাষ্যেও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে এই সকল ব্যাখ্যা এক্ষণে প্রচলিত নাই।

সন্ন্যাসিসম্প্রদায় অতি প্রাচীন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ জ্ঞান-মার্গাবলম্বী নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। মহর্ষি দত্তাত্রেয় এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান প্রাচীন আচার্য্য; তাঁহার নামানুসারে ইঁহাদিগের মধ্যে একটি সম্প্রদায় পরিচিত। কিন্তু আধুনিককালে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য হইতে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রভা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; এক সহস্র বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিককাল পূর্ব্বে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নাস্তিক বৌদ্ধনামধারী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অপভ্রংশকালে ভারতবর্ষে যখন একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রুতিসকলকে অনাদৃত করিয়া, যখন ইঁহারা স্বীয় যুক্তির প্রাধান্য-স্থাপন-পূর্ব্বক ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্ব-শূন্যবাদ প্রভৃতিই জগত্তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হয়েন; তিনি অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে এই সকল (নামে মাত্র) বৌদ্ধপণ্ডিত-দিগের তর্কজাল খণ্ডন করিয়া শ্রুতির প্রামাণ্য স্থাপিত করেন। তৎপর হইতে এযাবৎ নাস্তিক বৌদ্ধমত আর ভারতবর্ষে উন্নতশির হইতে পারে

নাই। এইক্ষণকার অধিকাংশ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়স্থ সাধকগণ শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের অতি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; সেই ভাষ্যই এইক্ষণে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ও ৺ কাশীধামে পণ্ডিতসমাজে বহুলরূপে প্রচলিত। নাস্তিক বৌদ্ধমতের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করাতে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে পণ্ডিত সমাজে এযাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্যের বিচারশক্তি এত অদ্ভুত যে, পাঠকমাত্রেই তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে জগৎ ভ্রমমাত্র, সত্য নহে। এক একান্ত নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য। জীব পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ; অবিদ্যাহেতু তিনি আপনাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই তাঁহার পূর্ণব্রহ্মরূপতা লাভ হয়, এবং জগদ্ভ্রান্তি দূর হয়।

বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এক সম্প্রদায়ের প্রধান উপদেষ্টা; তাঁহার নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম মাধ্বি-সম্প্রদায় হইয়াছে। তিনিও ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি দ্বৈতবাদী। তাঁহার প্রণীত ভাষ্যে তিনি এই দ্বৈতবাদই সংস্থাপন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ এই মাধ্বি-সম্প্রদায়ের এক শাখা বলিয়া এক্ষণে পরিচিত; পরন্তু বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত "গোবিন্দ ভাষ্য" নামক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যান্তর গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয়। মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে অদ্বৈত-শ্রুতিসকল ব্রহ্মের সহিত জীবের সাদৃশ্যপ্রকাশক মাত্র। একদিকে দ্বৈত-শ্রুতিসকলকে ঔপচারিক বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়া একান্তাদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন; অপরদিকে মধ্বাচার্য্য "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অদ্বৈত-শ্রুতিকে ব্রহ্ম ও জীবের সাদৃশ্যমাত্র প্রকাশক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমন্-

মধ্বাচার্য্যের কৃত ভাষ্য অদ্যাপি প্রচলিত আছে। নিত্য ভগবৎ-সামীপ্য-নামক মুক্তি এই সম্প্রদায়ের অভীষ্ট।

দ্বিতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্‌বিষ্ণুস্বামী ; তিনি "বিশুদ্ধাদ্বৈত-বাদী" ছিলেন, এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই ভাষ্য এইক্ষণে এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য। জীব বিশুদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন, ইহাই এই সম্প্রদায়ের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার নামানুসারে তৎসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ "বিষ্ণুস্বামী" সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশে এই সম্প্রদায়ের সাধু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগের দুই চারিটি আখড়া বর্ত্তমান আছে। শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বৃহৎ আখড়া সকল আছে ; কিন্তু তথাপি এই সম্প্রদায়ের সাধু-সংখ্যা অল্প।

তৃতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায় ; ইঁহাদিগের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজস্বামী। শঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পরেই শ্রীরামানুজস্বামী আবির্ভূত হয়েন ; তিনি ব্রহ্মসূত্রের অতি বিস্তীর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট একান্তাদ্বৈতমতের অতি বিস্তীর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন ; এবং নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতমতে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া, তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ, জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট,এবং সত্য ; ঈশ্বরই নিজ সৃষ্টির উপাদান ; তদ্ভিন্ন অন্য উপাদান নাই ; জীব তাঁহার অংশবিশেষ। মৃত্তিকা যেমন ঘটশরাবাদি নানাবিধ বিশেষ মৃন্ময় বস্তুর সামান্য, তদ্রূপ ঈশ্বর এবং জীবে সামান্য-বিশেষ-অংশাংশী সম্বন্ধ। ঈশ্বর জীবের অন্তর্য্যামী ও নিয়ন্তা ; তিনি ভক্তবৎসল হওয়াতে নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন ; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহে তিনি অবস্থিত ; ভক্তিই মোক্ষসাধনের উপায়, ভক্তি অবলম্বন করিয়া জীব ক্রমশঃ উচ্চ অবস্থা সকল প্রাপ্ত হয়,

এবং তাহা অতিক্রম করিয়া, পরে ব্রহ্মসালোক্যরূপ মুক্তি লাভ করে। শ্রীরামানুজকৃত ভাষ্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বহুলপরিমাণে আদৃত, তাহা এইক্ষণে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রামানুজস্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ "শ্রী" সম্প্রদায় নামে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইলেও, এইক্ষণে তাঁহারা সচরাচর রামানন্দী অথবা রামানুজ কিংবা রামাত সম্প্রদায় নামেই বিশেষ-রূপে পরিচিত। অযোধ্যাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থান; ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাধুদিগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যাই এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

চতুর্থ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নাম "নিম্বার্ক" অথবা "নিম্বাদিত্য" সম্প্রদায়। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার প্রথম মানসপুত্র অবিদ্যাবিরহিত সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ঋষি এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য। হংসাবতার হইতে উক্ত সনকাদি ঋষি প্রথমতঃ সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন; শ্রুতিতে বহু স্থানে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদিগের নামানুসারে এই সম্প্রদায়কে "চতুঃসন" সম্প্রদায় নামেও আখ্যাত করা হয়, এবং শাস্ত্রে ইঁহাদিগকে "ঋষি" সম্প্রদায় নামেও কোন স্থানে আখ্যাত করা হইয়াছে। নারদ মুনি এই সনকাদি আচার্য্যের প্রথম শিষ্য; নারদ হইতে শ্রীমন্ নিয়মানন্দাচার্য্য এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন; নারদশিষ্য শ্রীনিয়মানন্দাচার্য্যই পরে "নিম্বার্ক" অথবা "নিম্বাদিত্য" নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। * কথিত আছে যে, একদা বহুসংখ্যক যতি অতিথিরূপে দিবাব-

* শ্রীনিম্বার্কস্বামী যে শ্রীমন্নারদশিষ্য ছিলেন, তাহা বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম সূত্রের শ্রীনিম্বার্ককৃত ভাষ্যে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে, এবং গুরুপরম্পরা বিবরণ যাহা নিম্বার্কসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, তাহাতেও ইহা উল্লিখিত আছে।

সানে আচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হয়েন; তিনি যোগবলে তাঁহাদিগের আহার্য্য বস্তু সমুদয় উপস্থিত করিলে, তাঁহারা সূর্য্যাস্তের পর ভোজন করেন না বলিয়া জ্ঞাপন করাতে, তাঁহারা অভুক্ত থাকিবেন দেখিয়া, আচার্য্য ঋষি তাঁহার আশ্রমস্থ বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের উপরে আরোহণ পূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন, এবং সেই চক্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত হইয়া অতিথি যতিগণের নিকট সূর্য্য বলিয়াই প্রতি-ভাত হয়েন; তদ্দর্শনে তাঁহারা ভোজনসামগ্রী গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন। পরন্তু তাঁহাদের ভোজন সমাপন হইলে, আচার্য্য সেই সুদর্শনচক্রকে প্রত্যাহার করিলে, অতিথি যতিগণ দেখিতে পান যে, তৎকালে রাত্রির চতুর্থাংশ অতীত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ঘটনা হইতে আচার্য্যের নাম "নিম্বাদিত্য" হয়; নিম্ববৃক্ষের উপরে আসীন হইয়া সূর্য্যকে ধারণ করিয়া-ছিলেন, এই অর্থে "নিম্বাদিত্য" অথবা "নিম্বার্ক" নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়েন, এবং তদবধি ঐ সম্প্রদায়ও "নিম্বাদিত্য" অথবা "নিম্বার্ক" নামে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছে। ব্রজধাম এই নিম্বার্কসম্প্রদায়স্থ সাধুদিগের কেন্দ্রস্থান। শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যা অপেক্ষা এই সম্প্রদায়ের সাধুসংখ্যা অল্প। মহর্ষি বেদব্যাসও নারদশিষ্য ছিলেন; তৎকৃত ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী রচনা করেন। তাহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের ভাষ্যের ন্যায় অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সারগর্ভ। এই ভাষ্য "বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ" নামে আখ্যাত। ইহাকে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া নিম্বার্কশিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসা-চার্য্য "বেদান্ত-কৌস্তুভ" নামে অপর এক ভাষ্য প্রচারিত করেন, তাহাও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। পরে সেই ভাষ্যের নানাপ্রকার টীকা ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রচারিত হয়। বঙ্গদেশে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, তৎসমকালে শ্রীকেশবাচার্য্য নামে এই সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ আচার্য্য ঐ ভাষ্যের এক টীকা প্রকাশ করেন; তাহা অদ্যাপি প্রচলিত

আছে। শ্রীনিম্বার্কস্বামী এবং শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের কৃত ভাষ্য ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশে প্রকাশিত ছিল না, শ্রীবৃন্দাবনবাসী জনৈক সাধু শ্রীকিশোরদাস বাবাজী সম্প্রতি তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সাধারণের প্রাপ্তব্য নহে, কারণ ইহা বিক্রীত হয় না।

শ্রীনিম্বার্কস্বামী স্বীয়ভাষ্যে দ্বৈতাদ্বৈতমীমাংসা সংস্থাপন করিয়াছেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই দ্বৈতাদ্বৈত মীমাংসাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন। মূল ব্রহ্মসূত্রেও বেদব্যাস এই দ্বৈতাদ্বৈতমীমাংসাই সর্ব্ববেদান্তের উপদেশ বলিয়া, প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তাহা ব্রহ্মসূত্র পর পর পাঠ করিয়া গেলে সহজেই বোধগম্য হইবে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বীয়ভাষ্যে তাহা স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদে ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া মহামুনি বেদব্যাস বহুবিধ সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মই জগৎকারণ হওয়াতে তাঁহাকে কেবল নির্গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। বেদব্যাসকৃত সূত্রের ব্যাখা করিতে গিয়া, ব্রহ্মের জগৎকারণতাবিষয়ক বহুবিধ শ্রুতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ৪র্থ সূত্রের ভাষ্যে ও অপরাপর স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন; উক্ত পাদের ১১শ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিমীমাংসা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—

"দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে; নামরূপবিকারভেদোপাধি-বিশিষ্টং, তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতম্। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ," "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং," "সর্ব্বাণি রূপাণি

বিচিত্য ধীরোনামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে," "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্,অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্," "নেতি নেতি, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমিতি," "ন্যূনমন্যৎ স্থানং, সম্পূর্ণমন্যৎ" ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণোদ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি"।

অস্যার্থঃ—শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, নামরূপাদি বৈকারিক ভেদোপাধিবিশিষ্ট রূপ এবং তদ্বিপরীত সর্ব্ববিধ উপাধিবর্জ্জিত রূপ। "যে অবস্থায় ব্রহ্ম দ্বৈতের ন্যায় হয়েন, তখনই ভেদ লক্ষিত হয়, একে দ্রষ্টা অপরে দৃশ্যরূপে বিভিন্ন হয়; যে অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ-ভূত, তখন ভেদরহিত হওয়ায়, কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে', "যখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া কোন বস্তুর দর্শন হয় না, শ্রবণ হয় না, জ্ঞান হয় না, তাহাই ভূমা (বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ), যাহাতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে অবস্থিত বলিয়া দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞান হয়, তাহা অল্প; যাহা ভূমা তাহা অমৃত (অনশ্বর), যাহা অল্প তাহা নশ্বর" ; "সেই ধীর (ব্রহ্ম) সর্ব্ববিধ রূপ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নামে সংজ্ঞিত করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন" ; "ব্রহ্ম নিষ্কল (বিভাগরহিত, অদ্বয়) নিষ্ক্রিয়, শান্ত, শুদ্ধস্বভাব (দোষরহিত), নিরঞ্জন (আবরণবিহীন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ), তিনি মোক্ষের সেতুস্বরূপ, নির্ধূম পাবকস্বরূপ", "তিনি ইহা নহেন, উহা নহেন, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন" ; "যাহা ন্যূন, তাহা সীমাবদ্ধ, যাহা পূর্ণ তাহা ইহা হইতে বিভিন্ন", ইত্যাদি বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়ভেদে সহস্র সহস্র শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন"।

শ্রুতি যে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয়রূপত্ব নির্দ্দেশ

করিয়াছেন, তাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তৎকৃত ভাষ্যে উক্ত প্রকারে অনেক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। দৃশ্যমান জগতের ব্রহ্মাভিন্নত্ব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম) ইত্যাদি অশেষবিধ বাক্যের দ্বারা শ্রুতি নানা স্থানে নানারূপে ঘোষণা করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষৎ যাহা শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষরূপে একাধারে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদুক্ত এতদ্বিষয়ক কোন কোন শ্রুতি "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অপরাপর বহু শ্রুতিও এইরূপ আছে, তাহা ভাষ্যে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যে সর্ব্বশ্রুতিসিদ্ধ, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। বেদব্যাস বেদান্তেরই মর্ম্ম ব্রহ্মসূত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং তিনিও স্বপ্রণীত গ্রন্থে ব্রহ্মের দ্বিরূপতাই উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের দ্বিরূপতা সিদ্ধ হওয়াতে, জীবের ও জগতের সহিত তাঁহার ভেদাভেদসম্বন্ধ এবং ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব প্রতিপাদিত হয়।

দৃশ্যমান জগৎসম্বন্ধে বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ব্রহ্মই ইহার উপাদান এবং নিমিত্তকারণ। এতৎসম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যাকার-দিগের মধ্যে মতবিরোধ নাই। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও লয়কর্ত্তা হওয়াতে, তিনি যে জগৎ হইতে অতীত হইয়াও আছেন, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। জগৎ হইতে অতীত হইয়া অবস্থিতি করাতে, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার জগৎ ব্রহ্মেতেই প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মভিন্ন কোন উপাদান ইহার নাই; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জগতের যে অভেদসম্বন্ধ আছে, তাহাও অবশ্যস্বীকার্য্য। অতএব ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে হইলে, এই সম্বন্ধকে ভেদাভেদসম্বন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। বস্তুতঃ জগৎ গুণাত্মক, এবং ব্রহ্ম গুণী; গুণী বস্তু হইতে

গুণ (অথবা শক্তি) পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল নহে, অথচ গুণী বস্তু গুণ হইতে অতীতও বটে; সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে ভেদাভেদসম্বন্ধ বলা যায়। ব্রহ্মকে এই অর্থেই জগতের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অন্য অর্থে নহে। ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে এইরূপ ভেদাভেদসম্বন্ধ, এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এতদুভয়ই বেদান্তশাস্ত্রের সম্মত।

সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয়রূপতাতে কেবল দৃষ্টতঃই বিরোধ আছে; ইহা বাক্যবিরোধ, প্রকৃত বিরোধ নহে। কারণ কোন বস্তুর ধর্ম্মসম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে যে, দুই বিরুদ্ধধর্ম্ম একাধারে থাকিতে পারে না; কিন্তু গুণ ও গুণী এতদুভয়ের সম্বন্ধে এইরূপ বিরুদ্ধতা নাই; "গুণী" বলিলেই তাহা স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত বলিয়া স্বভাবসিদ্ধ ধারণা হয়; ইহাতে কোন বিরুদ্ধতা কাহার অনুভূতি হয় না।

জগৎ যে গুণবিকার, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রেরও সম্মত। পরন্তু সাংখ্যকার গুণকে পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল অথচ স্বভাবতঃ গর্ব্বদাসবৎ ব্রহ্মের অধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন; বেদান্তদর্শনকার গুণ ও গুণাত্মক জগৎকে ব্রহ্মেরই গুণ ও অংশ বলিয়া শ্রুতিপ্রমাণমূলে বর্ণনা করিয়া, ব্রহ্মকে আবার স্বরূপতঃ গুণাতীত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উভয়দর্শনের উপদেশপ্রণালীতে এইমাত্র প্রভেদ।

ব্রহ্মসম্বন্ধে বেদান্তের আরও মীমাংসা এই যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞস্বভাব, জড়স্বভাব নহেন। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এবং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞস্বভাব হওয়াতে, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানে প্রকাশিত সমস্ত জাগতিক রূপ ব্রহ্মসত্তাতে অভিন্নভাবে নিত্য অবস্থিত।* অতএব ব্রহ্মস্বরূপে নূতন

---

* এই সম্বন্ধে "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের উপসংহারাংশ ও চতুর্থপাদ দ্রষ্টব্য।

কোন বিকারের সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং কালশক্তিও ব্রহ্মস্বরূপে অস্তমিত ; গুণ ও গুণী বলিয়া কোন ভেদও ব্রহ্মের উক্তস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না ; এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন ভেদও উক্তস্বরূপে নাই। ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম আবার জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়েরও একমাত্র কারণ হওয়াতে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ; এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-সাধিনী যে শক্তি ব্রহ্মের আছে, তাহা ব্রহ্মের নিত্য অঙ্গীভূত শক্তি ; কারণ তাহা জগৎ-প্রকাশের পূর্ব্বে ও পরে সমভাবে ব্রহ্মসত্তায় থাকে। সেই শক্তিবলে ব্রহ্ম আপনা হইতে যেন পৃথক্‌রূপে জগৎকে প্রকাশিত করেন, এবং জাগতিক চিত্রসকলকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন ; এবং সকলের নিয়ন্তারূপেও অবস্থিতি করেন। এই শক্তি তাঁহার স্বরূপগত হওয়ায়, ব্রহ্মের ঈশ্বরসংজ্ঞা হইয়াছে ; এই ঐশীশক্তিপ্রভাবে ব্রহ্ম জগদ্ব্যাপার সমাধান করিয়াও নির্ব্বিকার থাকেন। এই শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয়স্বরূপান্তর্গত জগৎকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন মাত্র ; সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহার বিকারিত্বের আশঙ্কা হইতে পারে না। যে শক্তি দ্বারা তিনি আপনাকে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করেন, তাহা-কেই জীবশক্তি বলে। অতএব জীবের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে "দ্বৈতাদ্বৈত" বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।

জীবের স্বরূপ, এবং ব্রহ্মের সহিত জীবের এই প্রকার ভেদাভেদসম্বন্ধ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বনে বিশদরূপে স্বীয় গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ভেদাভেদসম্বন্ধই পূর্ব্বোক্ত নিম্বাদিত্যসম্প্রদায়ের সম্মত। এই সম্বন্ধই বেদব্যাসকর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রে প্রদর্শিত বলিয়া নিম্বার্ক-ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহেন ; "তত্ত্বমসি"

ইত্যাদি বেদবাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব জীব ও ঈশ্বরে অভেদসম্বন্ধ; পরন্তু জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে; জীব ব্রহ্মের অংশ, জীব অপূর্ণদর্শী, ব্রহ্ম পূর্ণদর্শী; ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্; তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদি জগদ্ব্যাপার সাধন করেন; জীবের মুক্তাবস্থায়ও সম্পূর্ণ সর্ব্ব-শক্তিমত্তা হয় না, ইহা বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশমাত্র হওয়াতে, পরমমোক্ষাবস্থায়ও তিনি অংশই থাকেন; কারণ কোন বস্তুর স্বরূপের ঐকান্তিক বিনাশ সম্ভব হয় না; সুতরাং মুক্ত-জীবও জীবই থাকেন; তিনি পূর্ণব্রহ্ম হয়েন না, এবং তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা হয় না (ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৭ সংখ্যক সূত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য, উক্ত সূত্র যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে)। চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তি ও মুক্তপুরুষের স্বরূপ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের উক্ত প্রকার স্বরূপ ও ব্রহ্মের সহিত উক্ত ভেদাভেদসম্বন্ধ ব্রহ্ম-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৪২ সংখ্যক সূত্রে বেদব্যাস স্বয়ং উপ-দেশ করিয়াছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে নিম্বার্কভাষ্য এবং শাঙ্করভাষ্যে কোন প্রভেদ নাই; অতএব এই সূত্রটি এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে; এতদ্দ্বারা গ্রন্থের উপদিষ্ট বিষয় বোধগম্য করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে"।

এই সূত্রের সম্যক্ নিম্বার্কভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

নিম্বার্কভাষ্য।—অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি। পরমাত্মনোজীবোংঽশঃ, "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি"-ত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ, "তত্ত্বমসী"-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ; অপি

চ আথর্বণিকাঃ "ব্রহ্মদাশাব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা" ইতি ব্রহ্মণোহি কিতবাদিত্বমধীয়তে।

অস্যার্থঃ—"জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাবহেতু, উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ সূত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন :—জীব পরমাত্মার অংশ ; কারণ "পরমাত্মা" "জ্ঞ" (পূর্ণজ্ঞ), জীব "অজ্ঞ" (অপূর্ণজ্ঞ), পরমাত্মা ঈশ্বর (সর্ব্বশক্তিমান্), জীব অনীশ্বর (অল্পশক্তিমান্), দুইই "অজ" (অনাদি) ইত্যাদি বহুশ্রুতি জীব ও পরমাত্মার ভেদপ্রদর্শন করিয়াছেন। আবার "তত্ত্বমসি" (জীব পরমাত্মাই, তাঁহা হইতে অভিন্ন) ইত্যাদি বহু শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার অভেদও উপদেশ করিয়াছেন। এবঞ্চ অথর্ব্ব-বেদীয় শ্রুতি বলিয়াছেন "দাশসকল (কৈবর্ত্তাদি অপকৃষ্ট জাতি) ব্রহ্ম, দাসেরা (ভৃত্যেরাও) ব্রহ্ম, ধূর্ত্তেরাও ব্রহ্ম" ; এই সকল শ্রুতিতে ধূর্ত্ত-লোকেরও ব্রহ্মত্ব উক্ত হইয়াছে।"

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য এতদপেক্ষা বহু বিস্তৃত ; কিন্তু নানা প্রকার বিচারান্তে শঙ্করাচার্য্যও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে বেদব্যাস এই সূত্রে ভেদাভেদসম্বন্ধই স্থাপিত করিয়াছেন। ভাষ্যের শেষ মীমাংসা এই :—

চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ।"

অস্যার্থঃ—"যেমন অগ্নির ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণত্ববিষয়ে ভেদ নাই, তদ্রূপ চৈতন্যবিষয়ে জীব ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রুতি-বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ও ভেদ উক্ত হওয়াতে, জীব ঈশ্বরের অংশ।"

তৎপরবর্ত্তী চারিটি সূত্র দ্বারা এই ভেদাভেদসম্বন্ধ আরও বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। এই সকল সূত্র যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।

জীব এইরূপে ঈশ্বরাংশ বলিয়া অবধারিত হওয়াতে, তিনি কাজেই ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণজ্ঞ হইতে পারেন না; সুতরাং জীবকে ঈশ্বরের ন্যায় বিভুস্বভাব বলা যাইতে পারে না; জীব পরমেশ্বরের ন্যায় সম্পূর্ণ বিভুস্বভাব হইলে, জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদত্বই সিদ্ধ হয়, জীবত্ব আর সিদ্ধই হয় না; জীবের স্বভাবসিদ্ধ যে অপূর্ণজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বশক্তিমত্তা দৃষ্ট হয়, তাহা আর থাকিতে পারে না; যিনি বিভু তাঁহার আবরণ কে জন্মাইতে পারে? কিন্তু জ্ঞানের আবরণ না হইলে, জীবত্ব ঘটে না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, পূর্ণজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বহু হইবার ইচ্ছাতেই জীব ও জগৎ প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তি নিত্য। এতৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্রুতি মূলগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ পাদে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাকালে অপরাপর শ্রুতিও উদ্ধৃত করা হইবে, এবং সূত্রব্যাখ্যা উপলক্ষে জীবের বিভুত্বাভাব বিষয়ে বিস্তারিত বিচারও করা হইবে। এইস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে ব্রহ্মের এই ইচ্ছা নিত্য ও স্বরূপগত হওয়াতে, জীবের জীবত্বও নিত্য। মুক্তজীব ও বদ্ধজীবে এই মাত্র প্রভেদ যে, বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় ব্রহ্মরূপতা এবং জগতের ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে পারেন না; দৃশ্য জগতের সহিত একাত্মতাবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন; মুক্তাবস্থায় তিনি আপনার ও জগতের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ববুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন,—আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। শ্রুতি বহু স্থানে এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ", "তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যক, ১ম অঃ)

অস্যার্থঃ—তিনি আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া জানিয়াছিলেন, অতএব তিনি সকলের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্তাবস্থায়

সকলই এক বলিয়া যখন দর্শন হয়, তখন শোক অথবা মোহ কি প্রকারে হইতে পারে ?

বামদেব পরমমোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সকল ভাষ্যকারেরই তাহা স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বামদেবের মোক্ষদশায় তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন "আমিই সূর্য্য, আমিই মনু" ইত্যাদি ("ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি")। ভাষ্যকার সকলও তাঁহার এই বাক্য স্বপ্রণীত ভাষ্যে নানাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তপুরুষ আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। এই মাত্র বদ্ধজীব ও মুক্তজীবে প্রভেদ। মুক্ত হইলে পুরুষের অস্তিত্ব এককালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; মুক্ত হইলে যে সর্ব্ববিধ দেহ বিলুপ্ত হয়, তাহা নহে; দেহের দেহরূপে অবস্থিতি (অর্থাৎ জীবের ভোগ্যরূপে অবস্থিতি) বিলুপ্ত হয়, তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হয়—তাহা স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। কোন বস্তুর একদা বিনাশ নাই, তদ্বিষয়ে কোন শ্রুতিপ্রমাণ পাওয়া যায় না; সর্ব্বপ্রকার দেহাত্মবুদ্ধির বিনাশ হইয়া, দেহাদি সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই মুক্তাবস্থার লক্ষণ। দেহের দেহস্বরূপে (ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে) অবস্থিতি লুপ্ত হয়, দেহের ব্রহ্মরূপে স্থিতি মুক্তাবস্থায় ব্যবস্থাপিত হয়, ইহাকেই পৌরাণিকেরা মুক্ত পুরুষদিগের "ভাগবতী তনু"-প্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দৃশ্যমান জগৎ পরমাত্মার একাংশরূপে তাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। জগতের আত্যন্তিক বিনাশ কোন দার্শনিকের স্বীকার্য্য নহে, এবং শ্রুতি স্বয়ং তাহা প্রতিষেধ করিয়াছেন। পরন্তু দৃষ্টতঃ পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত জগৎ পরমাত্মাতে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তিনি তদতীত হইয়া নিত্য অবস্থিত আছেন। তিনি জগদাত্মক-

মাত্র নহেন। পরন্তু জগৎই তদাত্মকরূপে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। মুক্ত-পুরুষও তদ্রূপ; দেহবিশিষ্ট হইলেও তাঁহারা দেহাত্মকরূপে অবস্থিতি করেন না, দেহই তদাত্মকরূপে অবস্থিতি করে। মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে এই বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এবং বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদ ব্যাখ্যানে এতৎসম্বন্ধে নানা প্রকার বিচারও প্রবর্তিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, এই দ্বিরূপত্ব দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অংশমাত্র। এই জগতের প্রত্যেক অংশে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। ("সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। এই প্রত্যেক অংশের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে দ্রষ্টারূপে তাঁহার জীবসংজ্ঞা; সুতরাং জীবও তাঁহার অংশ, এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন। জীবরূপে ব্রহ্ম তাঁহার অংশরূপ জগৎকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন ও ভোগ করেন। এই দর্শন দ্বিবিধ; ব্রহ্ম-রূপে দর্শন, এবং ব্রহ্মভিন্নরূপে দর্শন; ব্রহ্মভিন্নরূপে দর্শনকে বদ্ধাবস্থা, এবং ব্রহ্মরূপে দর্শনকে মুক্তাবস্থা বলা যায়; কিন্তু এই দুই অবস্থার অতীত-রূপেও ব্রহ্ম আছেন; তাহাই তাঁহার নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মাবস্থা, যাহাকে তাঁহার স্বরূপাবস্থা বলা যায়। তদবস্থায় দৃক্‌দৃশ্যাত্মক (জীব ও জড়াত্মক) সমগ্র বিশ্ব একত্র ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত, ইহাতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রকার ভেদের স্ফুরণ নাই, ইহাতে জ্ঞানের কোন প্রকার আনন্তর্য্য নাই; অতএব তাহা কোন প্রকার বর্ণনার যোগ্য নহে। এই স্বরূপাবস্থা জীব ও * জগৎ-রূপ অবস্থা হইতে বিভিন্ন হইয়াও সর্ব্বময়। ইহাই

* ঈশ্বরস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২ হইতে ৫ সূত্রে ও তৎপরে অন্যান্য স্থানে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এইস্থলে কেবল সাধারণভাবে দিগ্দর্শন করা হইল মাত্র।

ব্রহ্মের বিভুত্ব; এই বিভুত্ব মুক্তজীবের নাই। মুক্তজীবও ধ্যানমাত্র অতীত, অনাগত সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই, এবং তিনিও জগৎকে এবং আপনাকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন সত্য, এবং এই নিমিত্ত তাঁহাকেও সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে ও বলা যায়; কিন্তু অতীত, অনাগতবিষয়ক জ্ঞান তাঁহার ধ্যানসাপেক্ষ; পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যে স্থানেই কোন মুক্তপুরুষের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ধ্যানসাপেক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "স যদি পিতৃ-লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি। বেদব্যাসও ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। যোগ-সূত্রের কৈবল্যপাদের ৩৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যেও বেদব্যাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, কৈবল্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেও কালক্রমের অনুভব আছে। সুতরাং নিত্য-সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে যেমন কালশক্তি অস্তমিত, মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপ সম্পূর্ণরূপে কালশক্তি অস্তমিত নহে। অতএব তাঁহাদের জ্ঞানের পারম্পর্য্য যে একেবারে তিরোহিত হয়, তাহা নহে। কিন্তু পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ধ্যানক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, অনাদি অনন্ত সর্ব্বকালে প্রকাশিত জগৎ তাঁহাতে নিত্যরূপে বিরাজমান রহিয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা পূর্ব্বোক্ত অবস্থাদ্বয়ের অতীত অথচ সর্ব্বময়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বেদব্যাস শ্রীভগবদুক্তিপ্রসঙ্গে ইহাই স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "একাংশেন স্থিতো জগৎ" (১০ম অঃ ৪২ শ্লোক)-জগৎ আমার এক অংশ মাত্র, এবং "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫শ অঃ ৭ শ্লোক)—এই যে জীব ইনিও আমারই অংশ, সনাতন; ইত্যাদি বাক্যে জীব ও জগৎকে ভগবদংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, গীতা প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

৯ম অঃ ৪র্থ শ্লোক।

"ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ"॥

৯ম অঃ ৫ম শ্লোক।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

১৫শঃ অঃ ১৬শ শ্লোক।

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ"॥

১৫শঃ অঃ ১৭শ শ্লোক।

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"॥

১৫শঃ অঃ ১৮শ শ্লোক।

অস্যার্থঃ—অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি, চরাচর ভূতসমস্ত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমস্তকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছি। (৯ম অঃ ৪র্থ শ্লোক)। আমার যোগৈশ্বর্য্য অবলোকন কর, ভূতসকলও আমার স্বরূপে অবস্থিত নহে (আমি সমস্ত ভূতগ্রামকেও অতিক্রম করিয়া আছি), আমি সমস্ত ভূতসকলকে ধারণ ও পোষণ করিতেছি, তথাপি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বিরাজিত আছি। (৯ম অঃ ৫ম শ্লোক)। ক্ষর এবং অক্ষরস্বভাব দ্বিবিধ পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষর-স্বভাব এবং কূটস্থ পুরুষ অক্ষরস্বভাব বলিয়া

উক্ত হয়েন। (১৫শঃ অঃ ১৬শ শ্লোক)। এই দুই হইতেই ভিন্ন উত্তমপুরুষ, যিনি পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন, ইনিই ঈশ্বর, ইনি সদা নির্ব্বিকার, ইনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা ভরণ করিতেছেন। (১৫শঃ অঃ ১৭শ শ্লোক)। যেহেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত, এবং অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তমনামে প্রসিদ্ধ আছি। (১৫শঃ অঃ ১৮শ শ্লোক)।

উপরোক্ত স্থলে এবং এইরূপ অপরাপর স্থলে পরমাত্মাকে কূটস্থ জীব-চৈতন্য হইতেও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পরমাত্মার বিভুত্ব ও কূটস্থ প্রত্যক্-চৈতন্যের অবিভুত্ব, এই মাত্রই প্রভেদ দৃষ্ট হয়; অপর কোন প্রকার প্রভেদ নাই।

দৃশ্যমান জগৎও ব্রহ্মের অংশমাত্র, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; সুতরাং তাহা একদা অলীক নহে; শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা যে অর্থে বলা হইয়াছে তাহা শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠক ১ম খণ্ড) ইত্যাদি। (হে সৌম্য শ্বেতকেতু! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই সমস্ত মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়; ঘটশরাবাদি সকলই এক মৃত্তিকারই বিকার; কেবল বাক্য অবলম্বন করিয়াই (কেবল পৃথক্ পৃথক্ নামের দ্বারাই) পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বোধগম্য হয়, পরন্তু মৃত্তিকাই মাত্র সদ্বস্তু, (মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌রূপে ঘট শরাবাদির অস্তিত্ব নাই); তদ্রূপ জগৎকারণভূত ব্রহ্মই সত্য, তাঁহার জ্ঞান হইলেই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হয়। জগৎকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহা এই অর্থেই বলা হইয়াছে; অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত ঘটের অস্তিত্ব যেমন মিথ্যা, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত জগতের অস্তিত্বও তদ্রূপ মিথ্যা। জগৎ

ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই যে একপ্রকার জ্ঞান, তাহাকে বৈদান্তিক ভাষায় ভ্রম-জ্ঞান বা অবিদ্যা বলে ; ইহা অসম্যক্ দর্শনের একপ্রকার ভেদমাত্র ; যেমন অন্ধকার স্থলে রজ্জু দর্শন করিয়া লোকে সর্প বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়, পরে আলোকের সাহায্যে ইহাকে রজ্জু বলিয়া অবধারণ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপদর্শন হইলে, জগৎকে পৃথক্রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া আর বোধ হয় না, ব্রহ্ম বলিয়াই বোধ হয় ; দৃষ্টবস্তু মিথ্যা নহে, তাহাকে সর্প বলিয়া যে জ্ঞান তাহাই ভ্রম ও মিথ্যা, তাহা রজ্জুজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় ; তদ্রূপ জগৎ মিথ্যা নহে, তাহাকে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া যে বোধ তাহাই ভ্রম ও মিথ্যা ; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ ভ্রম বিনষ্ট হয়, জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ জন্মে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্যেও জগতের একদা মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না ; পরন্তু ইহার ব্রহ্মাভিন্নত্বই স্থাপিত হয় ; জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাঁহার অংশমাত্র।

জগৎকে একদা মিথ্যা (অস্তিত্বহীন) বলা যে উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় নহে, তাহা তৎপরবর্ত্তী উপদেশের দ্বারা আরও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। শ্রুতি বলিতেছেন:—"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেক-মেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ, কথমসতঃ সজ্জায়তে ? সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" (এই সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ মাত্র ছিল— অর্থাৎ অস্তিত্বশীল কিছুই ছিল না, সেই অসৎ হইতে সৎ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পরন্তু, হে সৌম্য ! ইহা কিরূপে হইতে পারে, অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ (জগৎ) উৎপন্ন হইতে পারে ? হে সৌম্য ! বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে জগৎ এক অদ্বৈত সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল)। এই স্থলে জগৎকে সৎ বলিয়াই শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করিলেন। অধিকন্তু কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব যে বেদান্ত শাস্ত্রের সম্মত, তাহা ভাষ্যকারদিগের

স্বাকার্য্য; শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও তাহা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায় ব্যাখ্যানে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সদ্বস্তু ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া বেদান্তে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হওয়াতে, তৎকার্য্য জগৎও সুতরাং সৎ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে কারণ বস্তু ব্রহ্ম হইতে ইহা ভিন্ন ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহাই মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম; এবং এই মাত্রই "জগৎ মিথ্যা" বাক্যের অর্থ; জগৎ একদা অলীক—অস্তিত্ববিহীন, ইহা উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় নহে, এবং শ্রুতি এইরূপ কখন উপদেশ করেন নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, জীব ও জড়জগতের অতীত হইয়া ব্রহ্ম অবস্থিত আছেন; কিন্তু তদ্রূপ থাকিয়াও তিনি জগতের অন্তর্যামী, নিয়ন্তা ও বিধাতা; এই সকল শক্তি তাঁহার স্বরূপগত; সুতরাং তিনি ঈশ্বর (সর্ব্বশক্তিমান্) নামে খ্যাত। জীব ও জগৎকে প্রকাশিত করিয়া যে, ব্রহ্ম ইহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া আছেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ জগৎও জীব ব্রহ্মের শক্তিমাত্র, শক্তি কখন শক্তিমান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌রূপে থাকিতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বগত এবং সর্ব্বনিয়ন্তা; এই সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব তাঁহার স্বরূপগত শক্তি; এই শক্তি দ্বারা তিনি জীব ও জড়বর্গ সমস্ত ধারণ ও নিয়মিত করিতেছেন; সুতরাং এই শক্তি জীব ও জড়বর্গ হইতে অতীত, তাঁহার স্ব-স্বরূপান্তর্গত শক্তি; পরব্রহ্মের এই স্বরূপগত শক্তি দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরনামের সার্থকতা হইয়াছে। পরন্তু পরব্রহ্ম সর্ব্বগত এবং সর্ব্বনিয়ন্তা হইলেও, তাঁহার নিত্যসর্ব্বজ্ঞত্ব থাকাতে, তিনি জীবের ন্যায় অবিদ্যাপাশে বদ্ধ হয়েন না, নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বভাবই থাকেন। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে বহুবিধ শ্রুতি প্রমাণ এবং যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মের এবংবিধ স্বরূপই সংস্থাপিত করিয়াছেন। শাঙ্করমতে পরব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব আরোপিত, তাঁহার স্বরূপগত নহে। এই সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ

করা যায় না; কারণ জীব ও সৃষ্টি অনাদি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; জগতের এক প্রকারে সৃষ্টির পর লয়, এবং তৎপরে পুনরায় উদয়, এইরূপে জগৎ প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। জীব যে নিত্য, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং জগৎ ও জীবের নিয়ন্তৃত্বশক্তি যাহা পরব্রহ্মে আছে, তাহাও নিত্য; তাহা আকস্মিক হইলে, তাহার আবির্ভাবের নিমিত্ত অপর কারণ কল্পনা করিতে হয়; তাহা সর্ব্বথা শ্রুতি ও যুক্তির বিরুদ্ধ। অতএব পরব্রহ্মের ঐশী শক্তি ঔপচারিক নহে, তাহা তাঁহার স্বরূপগত নিত্য শক্তি। এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্ববিধ সাধক তাঁহার সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য না থাকিলে, তিনি জগতের সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্করহিত হইতেন। তাহাতে সম্পূর্ণ ভেদবাদ স্থাপিত হয়; ব্রহ্মের জগৎকারণতা অস্বীকার করিতে হয়; সর্ব্ববিধ উপাসনার আনর্থক্য স্থাপিত হয়, এবং জগত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত করা যায় না। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে এবং প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ প্রভৃতিতে তাহা নিঃশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব পরব্রহ্ম সত্য সত্যই ঈশ্বর; এবং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক সকলে এবং অপরাপর স্থানেও বেদব্যাস সুস্পষ্টরূপে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক মূলগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

বেদব্যাস স্বরচিত ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধমত যে ব্রহ্মসূত্রে সংস্থাপন করিয়া স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। নিম্বার্কভাষ্যে গীতাবাক্য এবং সমস্ত শ্রুতি সমন্বিত হয়; সুতরাং এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানে নিম্বার্কভাষ্যেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত মতে গীতাবাক্যের এবং বহুবিধ শ্রুতির সহিত বিরোধ

জন্মে, এবং তাঁহার নিজের বিবৃত পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব-বিষয়ক শ্রুতিমীমাংসার সহিতও অসামঞ্জস্য হয়। এবং ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসকলেরও সহজব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া, অনেকস্থলে কূটব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে হয়, এবং সূত্রসকল পরস্পরবিরোধী হইয়া পড়ে। দ্বৈতবাদিভাষ্যেরও শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য হয় না এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্যে ব্রহ্মের স্বরূপগত পূর্ণতার হানি হয়। সুতরাং সর্ব্ববিধ শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের মর্য্যাদা এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত এক-বাক্যতা রক্ষা করিয়া, নিম্বার্কভাষ্যে যে দ্বৈতাদ্বৈতমত স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; এবং যুক্তিদ্বারাও তাহাই সিদ্ধান্ত হয়; ইহা ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানে নানাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ম পাদের ১৪শ ও তৃতীয়াধ্যায়ের ২য় পাদের ১১শ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রভৃতি এই স্থলে দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বরূপী ও অরূপী, সর্ব্বরূপময় ও সর্ব্বরূপাতীত, প্রাকৃতিক-গুণাতীত অথচ সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা ও আশ্রয়, এই ব্রহ্মকে ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়; ভক্তিই এই পূর্ণব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ণসাধন। আপনাকে এবং সমগ্র-বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, ভক্তিমার্গের অঙ্গীভূত। জ্ঞানমার্গের সাধক কেবল আপনাকেই ব্রহ্মরূপে ভাবনা করেন এবং জগৎকে অনাত্ম বলিয়া পরিহার করেন। ভক্তিমার্গের সাধকের নিকট অনাত্ম বলিয়া কিছু নাই; তিনি আপনাকে যেমন ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করেন, তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করেন, এবং ব্রহ্মকে জীব ও জগদতীত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়াও চিন্তা করেন। এই ভক্তিমার্গের উপাসনাকে কেবল সগুণ উপাসনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে। ভক্তিমার্গের উপাসনা ত্রিবিধ অঙ্গে পূর্ণ; জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন ইহার একটি অঙ্গ, জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা ইহার দ্বিতীয়

অঙ্গ, এবং জীব ও জগৎ হইতে অতীত, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বাশ্রয়-রূপে ব্রহ্মের ধ্যান ইহার তৃতীয় অঙ্গ। উপাসনার প্রথম দুই অঙ্গের দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয়, তৃতীয় অঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই; জাগতিক কোন বস্তুই কেবল গুণাত্মক নহে; ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণ অবস্থিতি করিতে পারে না; কারণ গুণের স্বাতন্ত্র্য বেদান্তশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ভক্তসাধক যে কোন মূর্ত্তিদর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া তৎপ্রতি স্বভা-বতঃ প্রেমযুক্ত হয়েন। এইরূপে সর্ব্ববিধ দ্বৈতধারণা ও অসূয়া-বিবর্জ্জিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে পরব্রহ্মে সম্যক্ নিষ্ঠার উদয় হয়; ইহাই পরাভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মসূত্রেও বেদব্যাস এই ত্রিবিধ উপাসনাই মোক্ষসাধনের উপায় বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। (বেদান্ত-সূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের শেষ সূত্র এবং তৃতীয় অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই পরাভক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া বেদব্যাস ভগবদ্ভক্তিপ্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮শ অঃ ৫৪।
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮শ অঃ ৫৫।

অস্যার্থঃ—আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধিতে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত পুরুষ কোন বিষয়ে শোক করেন না, কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি হওয়াতে তিনি সম্যক্ সমদর্শী হয়েন, ("অনাত্মা" বলিয়া তাঁহার পক্ষে কিছুই পরিহার্য্য নহে)। এইরূপ অবস্থাপন্ন পুরুষই মৎসম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন॥ ১৮শ অধ্যায়

৫৪ শ্লোক ॥ ভক্ত আমার যথার্থ স্বরূপ (পরম বিভুস্বভাব, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন অথচ গুণাতীতরূপ) সর্ব্বতত্ত্বের সহিত এই পরাভক্তি দ্বারা জ্ঞাত হইলেই আমাতে প্রবেশ করেন। ১৮শ অঃ ৫৫ শ্লোক।

তবে দ্বৈতবুদ্ধিতে কোন বিশেষ মূর্ত্তিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মোক্ষদাতৃত্বের অভাব আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যসকল নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা উপপন্ন হইবে ; এবং শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও তাহাই ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু শ্রুতি ও স্মৃতির উল্লিখিত তৎসম্বন্ধীয় বাক্যদ্বারা কেবল "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার ভাবনারূপ জ্ঞান-যোগই একমাত্র মোক্ষ-সাধনোপায় বলিয়া অবধারিত হয় না ; সুতরাং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এতৎ-সম্বন্ধীয় মতও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দ্বৈতভাবে ভগবদ্বিগ্রহের উপাসনা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষপ্রদ না হইলেও তাহা চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন করিয়া জ্ঞানযোগাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প কষ্টে অদ্বৈতজ্ঞান উৎপাদন করে, এই অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, পরাভক্তি আপনা হইতে উদয় হয়, এবং সাধক অবশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন। * আত্মানাত্মবিচার-প্রধান জ্ঞানযোগদ্বারাও মোক্ষ সাধিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই ; তাহা সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন-

---

* শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রথমাবস্থায় জ্ঞানযোগেরই পক্ষপাতী ছিলেন ; সুতরাং বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে তাহারই প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শঙ্করাংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; সর্ব্বশূন্যবাদ প্রভৃতি নাস্তিক বৌদ্ধমতসকলের পরাভব সাধন করিয়া তিনি যখন নির্ম্মল প্রশান্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন ভক্তশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু শঙ্কর তাঁহার অনুপম পরাভক্তি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের দেহে সঞ্চারিত করেন ; ইহা ভক্তসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। গঙ্গাস্তোত্র, অন্নপূর্ণাস্তোত্র, মহাদেবস্তোত্র প্রভৃতি যাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য পরে প্রণয়ন করেন, তাহাই তৎসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ : এই সকল স্তোত্র পাঠ করিয়া কোন্ ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত না হয় ? শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত আনন্দলহরী-প্রভৃতি গ্রন্থও এই শ্রেণীরই গ্রন্থ।

ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে; পরন্তু এই প্রণালীর সাধন অতি কঠিন; তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়েও বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু কেবল জ্ঞানযোগই যে মোক্ষলাভের উপায় তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না। বেদব্যাস পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যে জ্ঞানযোগ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু স্বরচিত বেদান্তদর্শনে তিনি ভক্তিযোগই প্রশস্ত সাধনোপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাতঞ্জল-ভাষ্যেও "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ" ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যানে ভক্তিযোগ যে অতিশীঘ্র ফলোৎপাদন করে, তাহা বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন; পরন্তু পাতঞ্জলদর্শন প্রধানতঃ জ্ঞানমার্গীয় গ্রন্থ বলিয়া তাহাতে জ্ঞানযোগেরই বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জলদর্শন জ্ঞানযোগীদিগের উপাদেয়; ব্রহ্মসূত্র ভক্তিমান্ যোগিসকলের বিশেষ উপাদেয়।

সামান্যতঃ বেদান্তদর্শনের বিষয় বর্ণনা করা হইল। এইক্ষণে মূলদর্শন ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সূত্র পাঠ ও ভাষ্যেরই অনুসরণ করা হইয়াছে; সম্যক্ নিম্বার্কভাষ্য অনুবাদসহ অধিকাংশ সূত্রের নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; কোন স্থানে ভাষ্যের ভাবার্থগ্রহণ করিয়া সরলভাবে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এবং প্রয়োজন অনুসারে কোন স্থানে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া শাঙ্করভাষ্যও অনুবাদসহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

শ্রীব্রহ্মসূত্রম্।

বেদান্তদর্শন-প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

১ম সূত্র। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

(অথ—অতঃ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা)।

ব্যাখ্যা:—"অথ"=অনন্তর, বেদাধ্যয়নের পর ধর্ম্মমীমাংসা পাঠে বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল অবগত হইবার পর; "অতঃ"=অতএব, সেই ফল পরিচ্ছিন্ন ও অন্তবিশিষ্ট বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া হেতু, এবং কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য দেবদেবীসকলই ঈশ্বরাধীন ও ব্রহ্মের বিভূতিমাত্র বলিয়া অবগত হওয়াতে ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হওয়া হেতু; "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত, এবং তৎসাক্ষাৎকারলাভের উপায়বিষয়ে উপদেশ পাইবার নিমিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট অনুগত শিষ্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ভাষ্য।—অথাধীতষড়ঙ্গবেদেন কর্ম্মফলক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়ক-বিবেকপ্রকারকবাক্যার্থজন্যসংশয়াবিষ্টেন ততএব জিজ্ঞাসিত-

ধর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রেণ তন্নিশ্চিতকর্ম্মতৎপ্রকারতৎফলবিষয়কজ্ঞানবতা কর্ম্মব্রহ্মফলসান্তত্বসাতিশয়ত্বনিরতিশয়ত্ববিষয়কব্যবসায়জাতনির্বেবদেন ভগবৎপ্রসাদেপ্সুনা তদ্দর্শনেচ্ছালম্পটেনাচার্য্যৈকদেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দ্দেন মুমুক্ষুণাহনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়েত্যুপক্রমবাক্যার্থঃ।

অস্যার্থঃ—ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নের পর কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়ক বিভিন্ন বেদবাক্যার্থ চিন্তা করিয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়ে বিচার উপস্থিত হইয়া তৎপ্রতি সংশয় জন্মিলে, ধর্ম্মের (বৈদিক ধর্ম্মের) স্বরূপ অবগত হইবার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হয়; তদনুসারে ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষের পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনপাঠে ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রকারভেদ এবং তৎফলের জ্ঞান উপজাত হয়। অতঃপর কর্ম্মফলের সান্তত্ব সাতিশয়ত্ব ও নিরতিশয়ত্ব বিষয়ক বিচার দ্বারা ইহার পরিচ্ছিন্নতাবিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান উপজাত হইলে, তৎপ্রতি অনাস্থা উৎপন্ন হয়; এই প্রকারে কর্ম্মফলে অনাদরবিশিষ্ট মুমুক্ষু পুরুষ শ্রীভগবানের গুণগ্রাম শ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবৎপ্রসন্নতা ও ভগবদ্দর্শনলাভেচ্ছাবশতঃ প্রীতিপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর অনুগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট স্বভাবতঃ অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বরূপ গুণ ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববিধ বিভূতির আশ্রয়, ব্রহ্মশব্দবাচ্য, পুরুষোত্তমের বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাই গ্রন্থারম্ভক বাক্যের অভিপ্রায়।

শ্রীরামানুজস্বামিকৃতভাষ্যে এই সূত্রের বৌধায়নঋষিকৃত বৃত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্‌যথা:—"বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিষা" (পূর্ব্বে বেদোক্ত কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভকার্য্যের অনন্তর, অর্থাৎ জৈমিনী-সূত্রোক্ত

কর্ম্মমীমাংসা জ্ঞাত হইবার পর, ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয়)। বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিলে ইহা সম্যক্ প্রতিপন্ন হয় যে, বেদ সম্যক্ অধীত না হইলে, এই গ্রন্থপাঠে অধিকার জন্মে না, শ্রুতিবাক্যসকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থের অধিকাংশ সূত্র রচিত হইয়াছে। সেই শ্রুতিসকল যিনি অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহার পক্ষে এই গ্রন্থ সম্যক্ বোধগম্য করা অসম্ভব; অনেক সূত্র কেবল শ্রুতিরই ব্যাখ্যার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে জৈমিনীসূত্রের প্রতিও বিশেষরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কর্ম্মের প্রাধান্য ও তদ্বিষয়ক বিধিবাক্যসকল বহুল পরিমাণে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উক্ত আছে; তাহার তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত মহর্ষি জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন প্রথমে অধ্যেতব্য; ইহা ধর্ম্ম-মীমাংসা। বেদোক্ত ধর্ম্মাচরণ ও তৎফলের অস্থায়িত্ববিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না হইলে, অনাদিকালহইতে আচরিত কর্ম্মসংস্কার শিথিল হয় না, এবং প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। এই নিমিত্ত বেদাধ্যয়নান্তে প্রথমে ধর্ম্মমীমাংসা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য; তদ্দ্বারা কর্ম্মফল অবগত হইলে, বিচারদ্বারা ঐ ফলের অস্থায়িত্ব বিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান জন্মে; এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা উপজাত হয়। কর্ম্মফলের অনিত্যতা জ্ঞাত হইলে তৎপ্রতি অনাস্থার উদয় হয়, এবং তদ্ধেতু স্বভা-বতঃই শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মাতীত ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্ত ধাবিত হয়, ইহাই সূত্রার্থ। ইহা দ্বারা জিজ্ঞাসু শিষ্যের অধিকার ও গ্রন্থের বিষয় অবধারিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জৈমিনিসূত্রকে পূর্ব্বমীমাংসা অথবা ধর্ম্মমীমাংসা, এবং ব্রহ্মসূত্রকে উত্তরমীমাংসা অথবা ব্রহ্মমীমাংসা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে; বস্তুতঃ এই উভয় মীমাংসা অধীত হইলে সম্যক্ বেদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বোধায়নঋষিকৃত বৃত্তি অতি প্রাচীন; ব্রহ্মসূত্র পূর্ব্বে গুরুপরম্পরা যেরূপ উপদিষ্ট হইত, তদনুসারেই বোধায়ন

মুনি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং উক্ত প্রকার ব্যাখ্যাই সূত্রকার-বেদব্যাসের অভিমত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। *

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বীয় ভাষ্যে "অথ" শব্দের "অনন্তর" অর্থ করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তিনি বলেন, যে বেদাধ্যয়নের পর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা না হইয়াও উপনিষৎপাঠেই একেবারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কাহার কাহার মনে উদয় হইতে পারে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোন অঙ্গাঙ্গিভাব নাই, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে কোন সাধ্যসাধক-সম্বন্ধ নাই ; অতএব ধর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়, অথবা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে, এইরূপ সূত্রার্থ করা উচিত নহে। শঙ্করের মতে (১) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, (২) ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, (৩) শম (বহিরিন্দ্রিয়-সংযম), (৪) দম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ), (৫) তিতিক্ষা (শীতোষ্ণ, ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা), (৬) উপরতি (বিষয়ানুভব হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতি), (৭) সমাধান (আত্মতত্ত্বের ধ্যান), (৮) শ্রদ্ধা (গুরু ও বেদান্তবাক্যে সম্যক্ আস্থা) এবং (৯) মুমুক্ষুত্ব † (মোক্ষের নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা) এই সকল যাঁহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। অতএব শাঙ্করমতে "অথ" শব্দের অর্থ এই সকল নিত্যানিত্যবিবেকপ্রভৃতি সাধনসম্পত্তিলাভের অনন্তর।

এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কোন কোন পুরুষের পক্ষে বেদের কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়নের পরে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা না হইয়াই উপনিষৎ অধ্যয়ন

* নিম্বার্কভাষ্যের কাল নিরূপণ করা হয় নাই। এই নিমিত্ত বৌধায়নভাষ্যের বিষয়ই এইস্থলে বিশেষরূপে উক্ত হইল।

† ভাষ্যে "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদি-সাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ" উল্লিখিত আছে। এই আদিশব্দদ্বারা তিতিক্ষা, উপরতি সমাধান ও শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা শঙ্করাচার্য্যকৃত বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতিগ্রন্থ ও ভাষ্যের টীকা প্রভৃতি পাঠে অবধারিত হয়।

দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে, সন্দেহ নাই ; এবঞ্চ বেদাধ্যয়ন পর্য্যন্ত না করিয়া শৈশবাবস্থায়ই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, এমনও পুরুষের কথা শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচিত হয় নাই ; সাধারণ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সূত্রার্থ করিতে ভারতবর্ষের প্রচলিত সাধারণ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সূত্রার্থ করা উচিত। যাগাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অঙ্গাঙ্গিভাব ও সাধ্যসাধক ভাব নাই সত্য ; পরন্তু অনাদি-কাল হইতে জীব কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, তজ্জনিত সংস্কার অতিশয় দৃঢ় ; সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা কর্ম্মফলের স্বরূপ অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত তৎপ্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা সাধারণতঃ জন্মে না। বিশেষতঃ বিহিত কর্ম্মসকলের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় ; চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছা বদ্ধমূল হয় না। কদলী বৃক্ষ যেমন ফলদান করিয়া স্বয়ং বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বৃক্ষভিন্ন ফল উৎপন্ন হয় না ; তদ্রূপ বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানও চিত্তপরিশুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অথবা মুমুক্ষুত্বরূপ ফলোৎপাদন করিয়া স্বয়ং পর্য্যবসিত হয় ; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন চিত্তের এই পরিশুদ্ধি আপনা হইতে জন্মে না। পরন্ত কাহারও কাহারও বাল্য-কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইতে শ্রুত হওয়া যায় সত্য ; কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে, এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধনসংস্কার-বলেই ইহজন্মে এইরূপ অবস্থা লাভ হওয়া অনুমিত হয়, এবং শাস্ত্রকার-গণও তদ্রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইবার পরেও সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান বর্জ্জন করা এই ব্রহ্মসূত্রে স্বয়ং বেদব্যাস আশ্রমীর পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন, (ব্রহ্মসূত্র তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পাদের ২৬,২৭ সংখ্যক ও অপরাপর সূত্র দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বর্জ্জন অনুমোদিত হয় নাই। অতএব ব্রহ্ম-

জিজ্ঞাসাবিষয়েও কর্ম্মের এবং কর্ম্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ সম্বন্ধাভাব স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মদর্শনসম্বন্ধে কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফল-জনকতা না থাকিলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপাদন করিতে কর্ম্মের ও কর্ম্মফল-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ উপযোগিতা আছে। ইহাই যে কর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠফল, তাহা শ্রুতি স্বয়ং "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের না হউক, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উৎপাদনবিষয়ে কর্ম্মজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। সূত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয়মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

নিত্যানিত্যবিবেক প্রভৃতি যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া শঙ্করাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও সম্যক্ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। নিত্যানিত্যবিবেক যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব একপ্রকার অবগতই হইয়াছেন বলা যায়; সমস্ত জগৎই অনিত্য, আত্মাই নিত্য, এইরূপ জ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে এবং এই আত্মার ধ্যানই কর্ত্তব্য বলিয়া যিনি জানিয়াছেন, তিনিই নিত্যানিত্যবিবেকী। যিনি এই নিত্যানিত্যবিবেকসম্পন্ন হইয়াছেন, এবং নিত্য আত্মাতে চিত্ত "সমাধান"-রূপ সাধনবিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার তদতিরিক্ত কিছু জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া সম্ভবপর নহে; তিনি যখন আত্মাকে একমাত্র নিত্যবস্তু বলিয়া জানিয়াছেন এবং সেই আত্মার স্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত সমাধানরূপ সাধনসম্পন্ন হইয়াছেন, তখন সেই সাধনের ফল প্রাপ্ত না হইয়াই অপর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। এবঞ্চ আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, জিজ্ঞাসারই বা বিষয় আর কি থাকে? সুতরাং আত্মানাত্মবিবেক এবং সমাধান ও শমদমাদিসাধনসম্পত্তিসম্পন্ন হওয়ার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়, এইরূপ সূত্রার্থ যাহা শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত

বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ বৌধায়ন ঋষিকৃত বৃত্তি অতি প্রাচীন; বৌদ্ধমত প্রবর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর বিশৃঙ্খলতা স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে বৌধায়নকৃত বৃত্তি বিরচিত হইয়াছিল; আচার্য্য-পরম্পরা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা যেরূপ পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল, তদনুসারেই ঐ বৃত্তি গ্রথিত হওয়া অনুমিত হয়; সুতরাং তদনুমোদিত সূত্রব্যাখ্যা বর্জ্জন করিয়া শাঙ্করব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার অনুকূলে কোন সঙ্গত হেতু দৃষ্ট হয় না।

২য় সূত্র। জন্মাদ্যস্য যতঃ॥

(অস্য বিশ্বস্য, জন্মাদি যতঃ)

ভাষ্য।—তল্লক্ষণাপেক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ—অস্যাঽচিন্ত্যবি-চিত্রসংস্থানসম্পন্নস্যাসংখ্যেয়নামরূপাদিবিশেষাশ্রয়স্যাচিন্ত্যরূপস্য বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়া যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাদ্যনন্তগুণাশ্রয়াদ্ব্রহ্মেশকালাদি-নিয়ন্তুর্ভগবতো ভবন্তি, তদেব পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বচনবিষয়ং ব্রহ্মেতি লক্ষণবাক্যার্থঃ।

ব্যাখ্যা:—জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের লক্ষণ সম্বন্ধে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলি-তেছেন;—পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত অনন্ত অঙ্গবিশিষ্ট, অনন্ত ও নাম রূপে প্রকাশিত, এই অনন্ত বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাঁহা দ্বারা সাধিত হয়, সুতরাং যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তগুণের আশ্রয়, যিনি ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং কালাদিরও নিয়ন্তা, তিনিই সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম। জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের লক্ষণ এইরূপে এই সূত্রের দ্বারা অবধারিত হইল।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের তৃতীয়বল্লীর উল্লিখিত ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সূত্র বিরচিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

"ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।

তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি।"

অস্যার্থঃ—বরুণপুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তাঁহাকে বরুণ এই কথা বলিলেন :—অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্য এতৎ সমস্ত ব্রহ্ম ; আরও বলিলেন, যাঁহা হইতে এই দৃশ্যমান্ বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জন্মপ্রাপ্ত সমস্ত জীবিতাবস্থায় রক্ষিত হইতেছে, যাঁহাতে এতৎ সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয় এবং প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে তুমি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে প্রযত্ন কর, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকে এই বিচিত্র জগতের কারণ বলা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা ভাবতঃ বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সূত্রের শব্দার্থ এইমাত্র যে "এই জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি যাঁহা হইতে হয়" (তিনিই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)। এই সংক্ষিপ্তবাক্যের সম্যক্ অর্থ অবধারণ করিয়া, ভাষ্যকারগণ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে সূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন :—"জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মেত্যুপক্ষিপ্তং" (ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া প্রদর্শন করাতে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বও উপক্ষিপ্ত (ভাবতঃ উপদিষ্ট) হইয়াছে)। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন কেহ এই বিচিত্র অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের কেবল স্রষ্টা বলিয়া উপদেশ করা হয় নাই। সূত্রোক্ত "জন্মাদি" শব্দে জগতের জন্ম (সৃষ্টি), স্থিত ও লয় এই তিনই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম জগতের কেবল স্রষ্টা নহেন, তিনি ইহার পালনকর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং বিনাশকর্ত্তাও বটেন। অতএব স্বরূপতঃই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাও থাকা সূত্রে উক্ত হইয়াছে

বলিয়া বুঝিতে হইবে। অধিকন্তু যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, তিনি অবশ্য জগৎ হইতে অতীত, জগৎকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন। অতএব ব্রহ্মের জগদতীতত্বও এতদ্দ্বারা বলা হইল, বুঝিতে হইবে। শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের সারার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা :—

"অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ।"

অস্যার্থঃ—বিবিধ নাম ও রূপে প্রকাশিত, অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তা-সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশকালাদিহেতুক ক্রিয়াফলের আশ্রয়ীভূত, মনের দ্বারাও অচিন্ত্যরচনা-বিশিষ্ট, এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম ; ইহাই বাক্যার্থ। *

অতএব এই সূত্রের ফলিতার্থ এই যে, প্রথম সূত্রের জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম জগদতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, এবং জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ। এই সূত্রের দ্বারা সূত্রকার ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপ। তিনি একদিকে জগদতীত—নির্গুণ, অপরদিকে সর্ব্বশক্তিমান্—সগুণ।

৩ সূত্র। **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।**

(যোনিঃ = প্রমাণম্)

ভাষ্য।—কিং প্রমাণকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ শাস্ত্রমেব যোনিস্তজ্জ্ঞপ্তিকারণং যস্মিংস্তদেবোক্তলক্ষণলক্ষিতং বস্তু ব্রহ্মশব্দাভিধেয়মিতি।

* যে স্থানে বিশেষ প্রয়োজন সেই স্থানেই শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করা হইবে, অন্যত্র হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই ব্রহ্ম কি প্রকার প্রমাণগম্য, তৎসম্বন্ধে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন ঃ—শাস্ত্রই উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মকে জানিবার উপায়, তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দের অভিধেয় বস্তুকে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বস্তুই ব্রহ্ম। (মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষপাদে এতৎসম্বন্ধীয় অনেকগুলি শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এই স্থলে তৎসমস্ত দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্ম অনুমানপ্রমাণগম্য নহেন; কারণ অনুমান ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত, ব্রহ্ম তদ্রূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কেবল বাহ্য-রূপরসাদিকে বিষয় করে, যিনি তৎসমস্তের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের বিধানকর্ত্তা তিনি তদ্দ্বারা পর্য্যাপ্ত নহেন; তিনি তৎসমস্তের অতীত। সুতরাং তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন; এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনুমানপ্রমাণ-গম্যও নহেন। কেবল শাস্ত্রই তাঁহার বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যা দ্বিবিধরূপে করিয়াছেন, যথাঃ— "মহতঃ ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য .....সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম"। (মহান্ সর্ব্বজ্ঞতুল্য যে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র তাহার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান ব্রহ্ম)। "অথবা যথোক্তমৃগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণো যথাবৎস্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ"। (অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎস্বরূপজ্ঞানের কারণ অর্থাৎ প্রমাণ। যিনি জগতের জন্মাদির কারণ তিনি যে ব্রহ্ম, ইহা কেবল শাস্ত্র-প্রমাণেরই গম্য, ইহাই সূত্রের অভিপ্রায়)। এই দ্বিতীয় অর্থই শঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু এইস্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বেদ কর্ম্মকেই

মুখ্যরূপে উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া জৈমিনিমীমাংসায় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; পরন্তু এইস্থলে বলা হইল যে, বেদ ব্রহ্মকেই জগৎকারণ ও মুখ্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; সুতরাং এই শেষোক্ত মত কিরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে? এবঞ্চ ব্রহ্মকে যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগম্য বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহাকে শব্দপ্রমাণেরও অবিষয় বলিয়া শ্রুতিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মকে কিরূপে শ্রুতি-প্রমাণ-গম্য বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন:—

৪ সূত্র। তত্তু সমন্বয়াৎ ॥

("তু" শব্দো আশঙ্কানিরাশার্থঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বস্য বেদস্য সম্যগ্-বাচ্যতয়া অন্বয়স্তস্মাৎ শাস্ত্রৈকবেদ্যম্ উক্তলক্ষণং ব্রহ্মৈব)।

ব্রহ্মই শ্রুতিবাক্যসকলের প্রতিপাদ্য; এক ব্রহ্মেতেই সকল শ্রুতির সমন্বয় হয়; অতএব উক্তলক্ষণ (জগতের জন্মাদির হেতু) ব্রহ্মই একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণগম্য।

ভাষ্য।—নন্নু সমস্তস্যাপি বেদস্য ক্রিয়াপরত্বেন তদ্ভিন্ন-বিষয়কাণাং বেদান্তবাক্যানামপ্যর্থবাদবাক্যানাং তৎপ্রাশস্ত্য-প্রতিপাদনদ্বারা পরম্পরয়া বিধিবাক্যৈকবাক্যতাবৎ ক্রত্বঙ্গকর্ত্তৃ-প্রাশস্ত্যপ্রতিপাদনেন বিধ্যেকপরত্বাৎ, কথমিব শাস্ত্রৈকপ্রমাণকং ব্রহ্মেতিপ্রাপ্তে, রাদ্ধান্তঃ, তজ্জিজ্ঞাস্যং বিশ্বকারণং শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্মৈব ন কর্ম্মাদি; তত্রৈব প্রতিপাদকতয়া কৃৎস্নস্যাপি বেদস্য সমন্বয়াৎ মুখ্যবৃত্ত্যাঽন্বয়ঃ। যদ্বা বেদেষু তস্যৈব প্রতিপাদকতয়া সমন্বয়াদিতিসংক্ষেপঃ। ন চ কর্ম্মণি তৎসমন্বয়ো বক্তুং শক্যঃ; তস্য তু বিবিদিষোৎপাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ ক্রত্বঙ্গং ব্রহ্মেতিতু বালভাষিতম্। তস্য সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্রাদিকারকনিয়ন্তৃত্বেন স্বাতন্ত্র্যাৎ,

তৎফলদাতৃত্বাচ্চ। প্রত্যুত কর্ম্মণ এব বিবিদিষোৎপাদনেন পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তিসাধনীভূতজ্ঞানোৎপত্ত্যুপকারকত্বেন সমন্বয় ইতি নিশ্চীয়তে বিবিদিষাশ্রুতেঃ। নন্থ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়কত্ববচ্ছব্দপ্রমাণাবিষয়ত্বস্থাপি শ্রুতিসিদ্ধত্বান্ন শাস্ত্রৈকপ্রমেয়ং ব্রহ্মেতিপ্রাপ্তে, ক্রমঃ, জিজ্ঞাস্থং ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকমেব, নান্যপ্রমাণকম্; সমস্তশ্রুতীনাং সাক্ষাৎপরম্পরয়া বা তত্রৈব সমন্বয়াৎ। তত্র লক্ষণপ্রমাণাদিবাক্যানাং স্বত এব তদ্বিষয়কত্বেন, শাণ্ডিল্যপঞ্চাগ্নিমধুবিদ্যাদিবাক্যানাং প্রতীকাদিপ্রকারকাণাং চ পরম্পরয়া, সমন্বয়ঃ। যদ্বা সর্ব্বেষামপি বাক্যানাং ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বেঽপি সাক্ষাদেব ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ, তত্তদ্বাক্যবিষয়াণাং সর্ব্বেষামপি ব্রহ্মাত্মকত্বাবিশেষেণ মুখ্যবাক্যত্বাৎ। নচৈবং বিষয়নিষেধপরাণাং বাধঃ শঙ্কনীয়স্তেষাং ব্রহ্মস্বরূপগুণাদিবিষয়কেয়ত্তানিষেধপরত্বেন সমবিষয়ত্বাৎ। কিঞ্চাত্র প্রষ্টব্যো ভবান্ "শব্দাঽবিষয়ং ব্রহ্মে"তিবাক্যস্য বাচ্যং ব্রহ্মাভিপ্রেতং নবেতি? আদ্যে বাচ্যত্বসিদ্ধেরবাচ্যত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ, দ্বিতীয়ে সুতরাং বাচ্যতেতি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাচিন্ত্যশক্তিবিশ্বজন্মাদিহেতুর্বৈদৈকপ্রমাণগম্যঃ সর্ব্বভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসাবিষয়স্তত্রৈব সর্ব্বং শাস্ত্রং সমন্বেতীত্যৌপনিষদানাং সিদ্ধান্তঃ॥

অস্যার্থঃ—(পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্রই ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞপ্তিকারণ)। কিন্তু ইহাতে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, (জৈমিনি মীমাংসায় "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" ইত্যাদি সূত্রে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে) সমস্ত বেদ যাগাদিক্রিয়াকেই

মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত করে; ক্রিয়ার্থ প্রকাশ করে না, এইরূপ যে বেদোক্ত অর্থবাদবাক্য, তৎসমস্ত পরম্পরাসূত্রে ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যসকলেরই অর্থ বিস্তার করিয়া প্রকাশ করে (ইহারা বিধিবাক্যসকলেরই স্তাবক; "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" ইত্যাদি জৈমিনি সূত্রে ইহা প্রকাশিত আছে); এইরূপে এই সকল অর্থবাদবাক্য পরম্পরাসূত্রে বিধিবাক্যসকলের সহিত একার্থতা প্রাপ্ত হইয়া সার্থক হয়, ইহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র অর্থ নাই। তদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়ক বেদান্তবাক্যসকলও যাগাদিক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যসকল হইতে স্বতন্ত্র অর্থ প্রতিপাদন করে না বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা উচিত। কর্ম্মকর্ত্তা ক্রতুরই একাঙ্গ; "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে ঐ কর্ম্মকর্ত্তারই ব্রহ্মত্ব উপদেশ করা হইয়াছে; তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বেদের অর্থবাদবাক্যের ন্যায়, বেদান্তের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকল ক্রতুর অঙ্গীভূত যে কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহারই স্তাবকবাক্য মাত্র; ঐসকল বাক্যের দ্বারা বেদ স্বতন্ত্র কোন অর্থ প্রকাশ করেন নাই। ইহারা পরম্পরাসূত্রে বেদোক্ত কর্ম্মবিষয়ক বিধিবাক্যেরই প্রাধান্য প্রকাশ করে, সর্ব্বপ্রধানরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না। অতএব পূর্ব্বসূত্রে যে বিশ্বকারণরূপে (সুতরাং যাগাদি কর্ম্মেরও কারণরূপে) ব্রহ্মকে শাস্ত্র প্রমাণিত করে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা গ্রাহ্য নহে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন "তত্তু সমন্বয়াৎ"; "তৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মই বিশ্বকারণ এবং শাস্ত্র তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করে; কারণ মুখ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়রূপে ব্রহ্মেতেই মুখ্যবৃত্তিতে সমস্ত বেদবাক্যের অন্বয় হয়। অথবা সংক্ষেপতঃ সূত্রার্থ এই যে, বেদবাক্যসকলের প্রতিপাদ্যরূপে ব্রহ্মেরই সমন্বয় হয়। কর্ম্মে বেদবাক্যসকলের সমন্বয় হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে না; কারণ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইবার ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করিয়াই কর্ম্মশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; এই ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করাই কর্ম্মের শেষ ফল।

অতএব ব্রহ্মকে ক্রতুর অঙ্গস্বরূপে মাত্র উপদেশ করাই বেদের অভিপ্রায়, ইহা নির্ব্বোধ বালকের উপযুক্ত কথা। ক্রতুসম্বন্ধীয় কর্ম্ম, কর্ত্তা, করণ, ইত্যাদি সমুদয় কারকই ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বের অধীন বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন এবং যজ্ঞের ফলদাতাও তিনি ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং" "যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি" ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য), সুতরাং তিনি তৎসমস্ত হইতে স্বতন্ত্র। এবঞ্চ "তমেতমাত্মানং বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বিবিদিষা (জিজ্ঞাসা) উৎপাদন করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত যে জ্ঞান, তাহার উৎপত্তিবিষয়ে পরম্পরাসূত্রে উপকারক হয় বলিয়াই কর্ম্মের সার্থক্য হয়, এবং শ্রুতিও এই নিমিত্ত কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন।

পরন্তু কেহ কেহ এইরূপও আপত্তি করেন যে, শাস্ত্র যেমন একদিকে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহাকে শব্দপ্রমাণেরও অগম্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন; অতএব পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সূত্রে যে ব্রহ্মকে শাস্ত্রপ্রমাণগম্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অপসিদ্ধান্ত; (কারণ শাস্ত্রবাক্যসকলও শব্দমাত্র, ব্রহ্মশব্দের অবিষয় হওয়ায় তিনি শাস্ত্রপ্রমাণগম্য হইতে পারেন না)। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি যে "তৎ" জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, তিনি প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণগম্য নহেন; কারণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা পরম্পরা-সম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমস্ত শ্রুতির সমন্বয় হয়; তন্মধ্যে যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের লক্ষণ এবং প্রমাণাদিবিষয়ক, সাক্ষাৎসম্বন্ধেই তাহাদের ব্রহ্মেতে সমন্বয় হয়; এবং শাণ্ডিল্যবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, মধুবিদ্যা প্রভৃতি-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকোপাসনাপর বাক্যসকলেরও পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই

সমন্বয় হয়। বস্তুতঃ ভিন্নার্থবোধক হইলেও সমস্ত বেদবাক্যেরই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মেতেই সমন্বয় হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কারণ তত্তদ্বাক্য-সকলের বিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থেরই সমভাবে ব্রহ্মাত্মকরূপেই মুখ্যবাচ্যত্ব হইয়াছে। ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ)। এই সিদ্ধান্তে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে, ব্রহ্মকে শ্রুতিপ্রমাণগম্য বলিলে (শব্দের অবিষয়রূপে যে সকল শ্রুতি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা "অবাঙ্মনসগোচরঃ" "অশব্দমস্পর্শং" "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি) সেই সকল শ্রুতি এই মীমাংসানুসারে নিরর্থক হইয়া পড়ে; কিন্তু শ্রুতিকে নিরর্থক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; অতএব এই সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের কোন বিরোধ নাই; কারণ যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে শব্দের অবিষয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বরূপগত গুণসকলের "ইয়ত্তা"-নিষেধপর মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম যে এইমাত্রই নহেন, এবং কেবল শব্দাদিশক্তিমত্তাতেই যে তাঁহার স্বরূপগত শক্তিসকল পর্য্যাপ্ত হয় না, তদতিরিক্ত ভাবেও যে তিনি আছেন, তন্মাত্র প্রকাশ করাই সেই সকল শ্রুতির অভিপ্রায়, কারণ সেই সকল শ্রুতি স্বয়ং শব্দমাত্র হইয়াও ব্রহ্মকেই বাচ্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই স্থলে আপত্তিকারীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে "শব্দের অবিষয় ব্রহ্ম" এই যে বাক্য, ইহার বাচ্য ব্রহ্ম কি না, এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত কি? যদি বলেন যে, এই বাক্যের বাচ্য ব্রহ্ম, তবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল; ব্রহ্ম, শব্দের বাচ্য হইয়া পড়িলেন; আর যদি বলেন যে, না, তাহা হইলেও এই "না" বলা দ্বারাই কার্য্যতঃ ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব সিদ্ধ হইল। (কারণ "ব্রহ্ম"-শব্দের বাচ্য যে ব্রহ্মবস্তু তাহা তিনি ঐ শব্দদ্বারাই বুঝিয়াছেন, না বুঝিলে এইরূপ উত্তর করিতে পারেন না)।

অতএব সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মেতেই সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিত হয়; গ্রন্থারম্ভে জিজ্ঞাসার বিষয় বলিয়া যে ব্রহ্মকে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই অচিন্ত্যশক্তিক বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়হেতু, তিনি একমাত্র বেদপ্রমাণগম্য; তিনি সমগ্রবিশ্ব হইতে ভিন্নও বটেন এবং অভিন্নও বটেন, এবং তিনিই সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বিশ্বাত্মা বাসুদেব।

এই সূত্রব্যাখ্যানে ভাষ্যকার ইহা প্রতিপন্ন করিলেন যে, ব্রহ্ম বেদোক্ত যাগাদিকর্ম্মের অতীত,এবং ঐ যাগাদিকর্ম্মের কর্ত্তা যে পুরুষ, তাঁহার সত্তাতে মাত্র ব্রহ্মসত্তা পর্য্যাপ্ত হয় না; তিনি কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষসকলের এবং তৎকৃত সর্ব্ববিধকর্ম্মের নিয়ন্তা ও বিধাতা। আবার সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রদর্শন করিয়া, ভাষ্যকার মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে কথিত উপাসনাকর্ম্মেরও সার্থকতা প্রতিপন্ন করিলেন। অতএব ভাষ্যকারের শেষ মীমাংসা এই যে, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধই দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্রকার স্থাপন করিয়াছেন। "একাংশেন স্থিতো জগৎ" এবং "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" "ক্ষরাদতীতোঽহমক্ষরাদপিচোত্তমঃ" ইত্যাদি গীতাবাক্যেও এইরূপ ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধই বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অপিচ তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে ব্রহ্মের সহিত শাস্ত্রের বাচ্যবাচকসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই বাচ্যবাচকসম্বন্ধ থাকা পাতঞ্জলদর্শনে "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" সূত্রে শ্রীভগবান্ পতঞ্জলিও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই মত প্রকাশ করিয়াছেন,—যথা:—"বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য।...সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ"। পরন্তু ব্রহ্ম একান্ত নির্গুণস্বভাব নিঃশক্তিক হইলে, এই বাচ্যবাচকসম্বন্ধ অসম্ভব; কারণ শব্দ গুণমাত্র; একান্ত নির্গুণপদার্থে ইহার শক্তি প্রতিহত হইয়া যায়, একান্ত নির্গুণ-

পদার্থের সহিত ইহার কোনপ্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং বাক্যের দ্বারা একান্ত নির্গুণপদার্থসম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। ব্রহ্ম যখন সূত্রকারের মতে শ্রুতিপ্রমাণগম্য, তখন তিনি একান্ত নির্গুণ নহেন। যাহা দ্বারা বোধ জন্মে, তাহারই নাম প্রমাণ। শব্দরূপ শ্রুতিসকল তাঁহার গুণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার বোধ জন্মায়; ব্রহ্মের যে গুণাতীতস্বরূপ তৎসম্বন্ধেও শ্রুতি ইহা বিজ্ঞাপন করে যে, তাহা বুদ্ধিগম্য পদার্থ নহে, তাহা তদতীত। অতএব তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্র দ্বারা সূত্রকার ইহাই বিজ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম যখন বেদোক্ত কর্ম্মের ও কর্ম্মকর্ত্তার অতীত হইয়া আছেন, তিনি যখন কর্ম্মকর্ত্তা কিংবা দ্রব্যাদিসমন্বিত কর্ম্মের দ্বারা পর্য্যাপ্ত নহেন, তখন তিনি প্রাকৃতিকগুণাতীত এবং জীব হইতেও শ্রেষ্ঠ। আবার তিনি যখন শব্দ-প্রমাণগম্য, তখন তিনি সগুণও বটেন। সুতরাং ব্রহ্মের নির্গুণত্ববিষয়ক শ্রুতিসকল তাঁহার "এতাবন্মাত্রত্বই" (জগৎ ও জীবমাত্রত্বই) নিষেধ করে বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বিশেষরূপে ব্রহ্মবিষয়ক। তাহাতে ব্রহ্মসম্বন্ধে এইরূপই সিদ্ধান্ত সূত্রকার সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত করিয়াছেন। সূত্রকার কোন স্থানে ব্রহ্মের সম্বন্ধে কেবল নির্গুণত্ব অথবা কেবল গুণাব-চ্ছিন্নত্ব বর্ণনা করেন নাই।

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য অতি বিস্তীর্ণ; তাহাতে নানাবিধ বিচার প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে; তৎসমস্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ইহার সার এই যে, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের গম্য নহেন, কেবল শাস্ত্রই তাঁহার সম্বন্ধে প্রমাণ; ফলের দ্বারা শাস্ত্রের প্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হয়। মীমাংসকগণ বলেন যে "ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, জগদতীত নহেন, কারণ কর্ম্ম অথবা উপাসনাবিধির অঙ্গরূপে মাত্র তিনি বেদে উক্ত হইয়াছেন; অতএব

কর্ম্মাতীত ব্রহ্ম শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহেন; বৈদিককর্ম্মের অঙ্গীভূত যে কর্ম্মকর্ত্তা, ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকল তাঁহারই স্তুতিসূচক বলিতে হইবে; কারণ ঐ কর্ম্মকর্ত্তাকেই শ্রুতি ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।" "মীমাংসক" গণের এই মত সঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ কর্ম্ম-সাধ্য নহে, তাহা শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, এবং আত্মা যে অসঙ্গস্বভাব, শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত, তাহাও শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি কর্ম্মসাধ্য হইতে পারেন না, এবং ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ সর্ব্বকর্ম্মাতীত হয়েন বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করাতে, ব্রহ্মকে কর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া কোন প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মকে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ারও কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না; কারণ শ্রুতি তাঁহাকে বিদিত ও অবিদিত সকল হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতি যে আত্মাকে জ্ঞাতব্য ধ্যাতব্য ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই নহে যে, আত্মা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধ্যানক্রিয়ার গম্য। অপর সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করাই উক্ত উপদেশ সকলের সার; অপর বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম আপনা হইতে প্রকাশিত হয়েন। জৈমিনিসূত্রে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মানই বেদের সার, ইহা বেদের কর্ম্মকাণ্ড-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, বেদান্তসম্বন্ধে নহে। কর্ম্মকাণ্ডেও নিষেধসূচক বাক্য-গুলি অধিকাংশ স্থলে অভাব অর্থাৎ ঔদাসীন্যবোধক, কোন ক্রিয়াবোধক নহে; অতএব কর্ম্মে প্রেরণাই বেদার্থ বলিয়া কোন প্রকারে স্বীকার করা যায় না। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পরন্তু শাঙ্করভাষ্যে মূলসূত্রার্থের ব্যাখ্যা এইরূপে করা হইয়াছে, যথা:—

"তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি-জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কথং?

সমন্বয়াৎ; সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণৈতস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি"।

অস্যার্থঃ—"সূত্রে যে "তু"—শব্দ আছে, তাহা আপত্তিভঞ্জনবোধক। সেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু; বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা তিনি এইরূপ বলিয়া জ্ঞাত হয়েন। ইহা কি নিমিত্ত বলি? উত্তর:—এইরূপ ব্রহ্মেই বেদের সমন্বয় হয়। সমস্ত বেদান্তোল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসকলের তাৎপর্য্য প্রতিপাদ্যরূপে ব্রহ্মেরই অনুসরণ করে।"

বস্তুতঃ শ্রুতি স্বয়ং "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, সর্ব্বে বেদা যত্রৈকী-ভবন্তি" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মেতেই সমস্ত শ্রুতি সমন্বিত হয়, তাঁহাকে প্রতিপন্ন করাই সমস্ত শ্রুতির অভিপ্রেত।

কিন্তু এতৎসম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ত্রিগুণাত্মক প্রধানকেই জগৎকারণ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং প্রধানের জগৎ-কারণতা-বিষয়ে সাংখ্যবাদীরা শ্রুতিপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, যথাঃ—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্"।

ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়।

(লোহিত ও শুক্লবর্ণ (সত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা) একা প্রকৃতি নিজের সমানরূপবিশিষ্ট (ত্রিগুণাত্মক) বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন) ইত্যাদি। এই আপত্তি খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। যথা:—

১ম অঃ ১পাদ ৫ সূত্র। **ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥**

("ঈক্ষতেঃ,"-ন—অশব্দম্")

ভাষ্য।—সাংখ্যাভিমতমচেতনং প্রধানং তু অশব্দম্ শ্রুতি-

প্রমাণবর্জ্জিতম্, অতো নৈব জগৎকারণম্; জগৎকর্ত্তুশ্চেতনধর্ম্মস্যেক্ষণস্য শ্রবণাৎ।

ব্যাখ্যা—সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত অচেতন প্রধানের জগৎকারণতাবিষয়ে কোন প্রমাণ শ্রুতিতে নাই, তাহা জগৎকারণ নহে, অচেতন প্রধানকে জগৎকারণ বলা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে; কারণ শ্রুতি স্পষ্টরূপে জগৎকারণের "ঈক্ষণ"শক্তি (জ্ঞানপূর্ব্বক দর্শনশক্তি) থাকা উল্লেখ করিয়াছেন; প্রধানের সেই শক্তি স্বীকৃতমতেই নাই ও থাকিতে পারে না; কারণ প্রধান অচেতন। অতএব সাংখ্যাভিমত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ। (ঈক্ষতেঃ=(জগৎকারণের) ঈক্ষণকার্য্য (শ্রুতিতে) উক্ত থাকা হেতু; ন=সাংখ্যাভিমত অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে; অশব্দম্=(অশ্রৌতম্) ইহা শ্রুতিসিদ্ধ নহে, শ্রুতিপ্রমাণবিরুদ্ধ। জগৎকারণের ঈক্ষণকার্য্যবিষয়ক শ্রুতি, যথা :—

"সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তদৈক্ষত
বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি,

(সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠ প্রপাঠক দ্বিতীয় খণ্ড)

অস্যার্থঃ—হে সৌম্য! এই জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ভেদরহিত একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) ছিল...সেই সৎ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, (মনন করিয়াছিলেন) আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে সৃষ্টি হউক, এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া, সেই সৎ তেজের সৃষ্টি করিলেন।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদে এইরূপ বাক্য আছে, যথা :—

"আত্মা বা ইদমেকএবাগ্রআসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমাল্লোঁকানসৃজত"।*

---

* এই সকল এবং অপরাপর অনেক শ্রুতির অর্থ বিশেষরূপে মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে বিচারিত হইয়াছে, তাহা এইস্থলে দ্রষ্টব্য।

অন্বার্থঃ—"এই বিশ্ব অগ্রে এক আত্মরূপে অবস্থিত ছিল, অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না, সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন, লোকসকলকে সৃষ্টি করিব কি ? তিনি লোকসকল সৃষ্টি করিলেন।"

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিও এই মর্ম্মের।

শ্রুতি এইরূপ জগৎকারণের "ঈক্ষণ" (মনন) কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যিনি জগৎকারণ তিনি "ঈক্ষণ" পূর্ব্বক জগৎ রচনা করিলেন। সাংখ্যাভিমত প্রধান অচেতন, সুতরাং উক্ত "ঈক্ষণ" কার্য্য অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারে না ; অতএব প্রধানের জগৎ-কারণতা শ্রুতিবিরুদ্ধ, সুতরাং অগ্রাহ্য। (এই সূত্রের ফলিতার্থ এই যে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্ম ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট অতএব চৈতন্যময় ; সুতরাং শ্রুতি অনুসারে সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না)।

এইস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বহু হইবেন, এইরূপ মনন (ঈক্ষণ) করিয়া প্রজাসকলরূপে আপনাকে সৃষ্টি করিলেন, এবং পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার সহিত একীভূত হইয়াছিল, তখন কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। পরন্তু সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া শ্রুতি নানা স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অপর সকল শাস্ত্রেও এইরূপ মতই প্রকাশিত হইয়াছে ; দার্শনিকদিগের মধ্যেও এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই ; সুতরাং এই ঈক্ষণশক্তি যে ব্রহ্মস্বরূপে পূর্ব্বে ছিল না, হঠাৎ উপস্থিত হইল, এইরূপ প্রকাশ করা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত নহে। ব্রহ্মে এই মননশীলতার অভাব ছিল, পরে তাহা উপজাত হইল, এইরূপ বলিলে তাহার কোন কারণও নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন, অকারণ কোন কার্য্য হইতে পারে না ; এবঞ্চ ব্রহ্মের কালা-ধীনতা, এবং পরিণামশীলত্বও স্বীকার করিতে হয় ; তাহা শ্রুতি পুনঃপুনঃ

প্রতিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং এই "ঈক্ষণ" শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপগত নিত্য শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিও যে তাঁহার স্বরূপ-গতশক্তি, তাহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে (এই পাদের দ্বিতীয় সূত্রে) বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং প্রলয়কর্ত্তা। সুতরাং এই "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" সূত্রের দ্বারা পরিলক্ষিত শ্রুতিসকলের সহিত উক্ত বাক্যসকলের সমন্বয় করিলে, ইহা উপপন্ন হয় যে, ব্রহ্মের স্বরূপগত "ঈক্ষণ" শক্তি জগতের কেবল সৃষ্টি-বিষয়ক নহে, জগতের রক্ষণ ও লয়-সাধনও ইহার অন্তর্ভুত। পরিবর্ত্তনই জগতের স্বরূপগত ধর্ম্ম, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পরিবর্ত্তনের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিনটিই পরিবর্ত্তনশব্দের বাচ্য। অতএব জগতের এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতা দ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি-শক্তির নিত্যত্বই সপ্রমাণ হয়।

পূর্ব্বকথিত "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি, যাহাতে ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়ক "ঈক্ষণ" বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বিচার করিলে দেখা যায় যে, সৃষ্টির অতীতাবস্থা যাহা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই উক্ত বাক্যসকল দ্বারা বিশদরূপে শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রুতি প্রথমে বলিলেন, যে চরাচর সমস্ত বিশ্ব তদ-বস্থায় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে কোন বস্তুরই স্ফুরণ নাই; আবার বলিলেন যে, ব্রহ্ম তদবস্থায় সৃষ্টিবিষয়ক ঈক্ষণবিশিষ্ট অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির প্রকাশ, রক্ষণ ও সংহার করিবার উপযোগী জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন— সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। আবার শ্রুতি বলিলেন যে, তিনি জগৎ-রূপে প্রকাশিত হইলেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়োপযোগী

---

* এই শ্রুতি মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষপাদে ভাষ্যসহ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন,তাহা নহে,তিনি সেই শক্তি পরিচালনও করিয়া থাকেন; তিনি জগৎকে বস্তুতঃ সৃষ্টি করেন, বস্তুতঃই পালন করেন এবং বস্তুতঃই সংহার করেন। এইরূপে শক্তিপরিচালনও নিত্য তাঁহার আছে; সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত এতৎসমস্তই গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, তিনি জগদতীত ও নিত্য সদ্বস্তু। দ্বিতীয়তঃ অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত জগৎই তদ্রূপে—তৎসত্তায় প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তিনি সর্ব্বপ্রকার বিকার-বর্জ্জিত এক অদ্বৈত; কারণ বিকার বলিলে এক অবস্থার অভাব ও অন্য অবস্থার ভাব, এবং সেই ভাবাবস্থার অভাব হইয়া, অভাবাবস্থার ভাব হওয়া বুঝায়; কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বভাবশূন্য, ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বস্তুই তৎস্বরূপে অবস্থিত। অতএব স্বরূপতঃ গুণ ও গুণী বলিয়া ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। গুণী বলিলেই গুণ হইতে গুণীর পৃথক্‌রূপে বিবক্ষা হয়; সুতরাং কেবল তদবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মকে সগুণ না বলিয়া "নির্গুণ" বলিতে হয়। পরন্তু এইরূপ নির্গুণ বলিলেই ব্রহ্মস্বরূপ সম্যক্‌বর্ণিত হয় না; তিনি স্বরূপতঃই সর্ব্বজ্ঞস্বভাব এবং সর্ব্বশক্তিমান্; সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ কার্য্যও তাঁহার নিত্য আছে বলিয়া শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন; এই কার্য্য যে তিনি কখন করেন, কখন করেন না, এইরূপ হইতে পারে না; কারণ এইরূপ হইলে তিনি বিকারী ও কালাধীন হইয়া পড়েন। অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সৃষ্টি স্থিতি ও লয়-কার্য্যকারিরূপে ব্রহ্ম নিত্যই সগুণও বটেন। এইরূপে ব্রহ্মের নিত্য সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই প্রতিপাদিত হয়। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপাদিগুণকে বিষয় করে, এবং অনুমানপ্রমাণও এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপরই স্থাপিত; সুতরাং ব্রহ্মের এই দ্বিরূপত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণগম্য নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষও অনুমান-প্রমাণের গম্য নহে বলিয়া যে ইহা অসিদ্ধ, তাহা নহে; কারণ শ্রুতি-প্রমাণ, যাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে শ্রেষ্ঠ, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের এই দ্বিরূপত্ব

প্রতিপাদিত হয়, এবং এই শ্রুতিপ্রমাণ তদ্বিষয়ক অনুভব জন্মায়। অনুমান প্রভৃতি প্রমাণও অনুভব জন্মাইয়াই যেমন সার্থক হয়, শ্রুতিবাক্যসকলও তদ্রূপ আত্মাতে অনুভব জন্মাইয়া সার্থক হয়। এই অনুভবের বীজ প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান আছে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই উক্তপ্রকার দ্বিরূপতা ন্যূনাধিক পরিমাণে আত্মানুভবসিদ্ধ। আমার বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি অসংখ্য অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নানাপ্রকার চিন্তাস্রোত প্রতিমুহূর্ত্তে আমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সুখদুঃখাদি ভোগ একটির পর আর একটি নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে; যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই আমি তত্তৎ অবস্থায় আত্মবুদ্ধিযুক্ত হই; আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, আমি সুখী, আমি দুঃখী বলিয়া আপনাকে তত্তদ্ভাবাপন্ন অনুভব করি। পক্ষান্তরে এই সমস্ত অবস্থা একটির পর আর একটি অতীত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি একই আছি বলিয়াও অনুভব করি; বালককালে যে "আমি", যৌবনাবস্থায় এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই "আমি"; পীড়িতাবস্থায় যে "আমি", সুস্থাবস্থায়ও সেই "আমি"; স্বপ্নাবস্থায় যে "আমি" নানাবিধ খেলা করিয়া থাকি, সেই স্বপ্নের আবার দ্রষ্টারূপ "আমি", স্বপ্নদৃষ্ট "আমির" আশ্রয়রূপে অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে অবস্থান করি। সুতরাং বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহা ভোগ করা এবং অপরিবর্ত্তনীয় ও সর্ব্বাবস্থার দ্রষ্টারূপে অবস্থিতি করা, এই উভয়রূপত্ব প্রত্যেকেরই আত্মানুভবসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যাহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অনুভব করিবার বীজ সকলজীবেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। শ্রুতিবাক্য সকলের মর্ম্ম চিন্তনের দ্বারা সেই বীজই অঙ্কুরিত হইয়া, ক্রমে জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত উপযোগী করে। বাস্তবিক জীব ব্রহ্মেরই অংশ; সুতরাং জীবের স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণ করিতে চেষ্টা করা অসঙ্গত নহে।

আবার জগতের দিক হইতে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, গুণ অথবা শক্তি যে গুণী অথবা শক্তিমান্‌কে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ এবং আত্মানুভবগম্য; গুণী অথবা শক্তিমান্ পদার্থ যে গুণ ও শক্তি হইতে অতীত, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য; গুণী এবং শক্তিমান্ শব্দের ইহাই অর্থ। অতএব প্রত্যেক গুণী বস্তুই স্বরূপতঃ গুণাতীত অর্থাৎ নির্গুণ; এবং যখন গুণও তাহাতে যুক্ত আছে, তখন তাহাকে সগুণও অবশ্য বলিতে হইবে। ব্রহ্মও তদ্রূপ স্বরূপতঃ নির্গুণ, পরন্তু গুণও তাঁহারই হওয়াতে তিনি সগুণও বটেন। গুণাতীত স্বরূপ যে তাঁহার যথার্থই আছে, তাহা শ্রুতিপ্রমাণে উপপন্ন হয়।

ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ বুঝাইতে শাস্ত্র কোন কোন স্থানে মৃত্তিকা ও ঘটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন; মৃত্তিকা যেমন প্রত্যেক ঘটশরাবাদি মৃৎপিণ্ডের সামান্যউপাদান এবং ঘটশরাবাদি যেমন সেই মৃৎসামান্যের বিশেষ, তদ্রূপ জাগতিক সমস্ত বস্তুরই উপাদান ব্রহ্ম। জীবচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে:— আমার এই দেহে অসংখ্য জীব অবস্থান করিতেছে; আমার উৎপত্তিতে তাহাদের উৎপত্তি, আমার মৃত্যুতে এই দেহ চৈতন্যবিবর্জ্জিত হইলে, তৎসমস্ত জীবও চৈতন্যবিবর্জ্জিত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ এই সমগ্র বিশ্বময় চৈতন্যই ব্রহ্ম, এই বিশ্ব তাঁহার বপুঃ। ইহার প্রত্যেক অংশে ব্রহ্মচৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট থাকাতে, ঐ বিভিন্ন চৈতন্যাংশকে অবলম্বন করিয়া, অসংখ্য জীবনিচয় প্রকটিত হইয়াছে।

সাধারণভাবে ব্রহ্মস্বরূপের ধারণাবিষয়ে এইরূপ ভাবনা অতি প্রশস্ত ও মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই; এবং শ্রুতিতেও অনেক স্থলে এইরূপ দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইয়াছে সত্য; পরন্তু ইহা জানিতে হইবে যে, এইরূপ অথবা অন্য কোন দৃষ্টান্তদ্বারা সম্যক্ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইতে পারে না; কারণ

ব্রহ্ম সর্ব্বাতীত মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত স্থলে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, শরাবাদি মৃদ্বিকার, মৃত্তিকাকেই বিকারিত করে; মৃত্তিকার যে সকল অংশ ঘটশরাবাদিরূপে পরিণত হয়, তাহা বিবর্জ্জিত হওয়াতে, মূল মৃত্তিকার পরিমাণ ঊণ হইয়া যায়; পরন্ত জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপার ব্রহ্মকে বিকারিত করে না, এবং সৃষ্টিকার্য্যের দ্বারা ব্রহ্ম কোন প্রকারে খর্ব্ব হয়েন না; মৃত্তিকার খণ্ডবিভাগ আছে, ব্রহ্ম অখণ্ড। এই সকল এবং অপরাপর কারণবশতঃ এই মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মসম্বন্ধে সর্ব্বাংশে খাটে না। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে এই মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইয়াছে, তাহা নানাবিধ জাগতিক ব্যাপারে একত্বদর্শনবিষয়ে বুদ্ধিকে প্রেরণা করিবার নিমিত্ত। শ্বেতকেতু নানাত্বদর্শী ছিলেন, একত্ব-ধারণা-বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, তাঁহার পিতা উক্ত প্রকার দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছিলেন; শ্বেতকেতুর বুদ্ধিকে এইরূপ প্রেরণা করিয়া, তিনি পরে তাঁহাকে সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। এবঞ্চ জীবচৈতন্য যে ব্রহ্মচৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি অতি উপাদেয়, এবং জগতে সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত প্রত্যেক অংশে কিরূপে একই চৈতন্যবস্তু অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তাহাও সাধারণভাবে বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত এই দৃষ্টান্তটি বিশেষ উপযোগী। পরন্ত ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব এই দৃষ্টান্তদ্বারাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। এবং ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ সর্ব্বাংশে প্রকাশ করিতে এই দৃষ্টান্ত উপযোগী নহে। আমার দেহস্থ জীবসকলের কার্য্যকলাপ নিয়মিত করিতে আমার কোন ক্ষমতা নাই; আমি ইহাদের কর্ম্মচেষ্টা অবগত হইতেও পারি না; তাহারা আমার অজ্ঞাতসারেই জন্মিয়া থাকে; একদেহগত হইলেও ইহারা স্বতন্ত্র, এবং আমার ও পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাব-বর্জ্জিত। প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টির প্রকাশকালেও তিনি জগদতীত

হইয়া পূর্ণরূপেই নিত্য বিদ্যমান থাকেন; সুতরাং কেবল বিশ্বরূপ বপু-বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে বর্ণনা করিলে, তাঁহার স্বরূপের একাংশ মাত্র বর্ণিত হয়; শ্রুতি তাঁহার স্বরূপ যে প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমস্ত এতদ্দ্বারা প্রকাশিত হয় না। জীবকেও ব্রহ্মের অংশ বলা হয় সত্য; এবং ইহাই প্রকৃত মীমাংসা; কিন্তু জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ; শক্তির বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে, কিন্তু ঐ শক্ত্যাশ্রয়বস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপতঃ কোন খণ্ডভেদ নাই, অতএব ব্রহ্মস্বরূপের একখণ্ডের একজীব, অপর খণ্ডের অপর জীবসংজ্ঞা হইতে পারে না। অতএব শ্রীনিম্বার্কস্বামী যে ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্ম একদিকে পূর্ণস্বভাব, সুতরাং গুণ ও গুণী বলিয়া কোন ভেদ তাঁহাতে নাই—তিনি এক অদ্বৈত; ইহাই তাঁহার নির্গুণত্ব। আবার তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, নিজস্বরূপকে অনন্তভাবে প্রকটিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে তাহার আস্বাদন করেন—অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত হয়েন; ইহাই তাঁহার সগুণত্ব এবং দ্বৈতত্ব।

যোগসূত্রে জীবকে চিতিশক্তি এবং দৃক্‌শক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং দৃশ্যশক্তিনামে জড়জগৎকে আখ্যাত করা হইয়াছে; এবং ঈশ্বরকে "পুরুষ বিশেষ" বলিয়া সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। শ্রীরামানুজ-স্বামিকৃত বেদান্তভাষ্যেও তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, উক্ত "চিৎ" অথবা "চিতি"-শক্তি এবং জড়শক্তি (দৃশ্যশক্তি) এই উভয়ই সেই "বিশেষ" ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ, জীব ও জগৎ সেই অনাদি শক্তিরই প্রকাশ। ঈশ্বর পরমকারুণিক; তিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহে বর্ত্তমান হইয়া জীবের কল্যাণসাধন করেন। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতমীমাংসা নামে প্রসিদ্ধ। উপাসনার বিষয় সমস্তই এই মীমাংসাতে বর্ত্তমান আছে সন্দেহ নাই; এবং অধিকাংশ শ্রুতিবাক্যেরও

যে এই মীমাংসাতে সামঞ্জস্য হয়, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি আছে, তাহার সম্যক্ ব্যাখ্যা এই মীমাংসাতে হয় না। ছান্দোগ্যশ্রুতির উল্লিখিত মৃত্তিকা ও ঘটের দৃষ্টান্ত যাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহারই অনুরূপ এই সিদ্ধান্ত; সুতরাং সম্যক্ ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত করা বিষয়ে, উক্ত দৃষ্টান্তে যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই মীমাংসাতে প্রযোজ্য হয়। কথিত আছে যে, শ্রীরামানুজস্বামী ভগবান্ অনন্তদেবের অংশাবতার ছিলেন; অতএব অনন্তরূপী বিরাট-ব্রহ্মই তাঁহার ভাষ্যের প্রতিপাদ্য। এবং ইহাও কথিত আছে যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যও ভগবান্ শঙ্করের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মের জগদ্‌বিনাশী শক্তির প্রকাশিত মূর্ত্তি বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। তদনুসারে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও জগতের অপলাপ করিয়া, সেই বিনাশী শক্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উভয়ের মতই সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য।

ব্রহ্মের যে দ্বিরূপত্ব পূর্ব্বে বর্ণিত হইল, তাহাই "দ্বৈতাদ্বৈত" সিদ্ধান্ত নামে বিখ্যাত; তাহা ভগবান্ বেদব্যাস বিশদরূপে ব্রহ্মসূত্রে পরে বর্ণনা করিয়াছেন; ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্বহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা ভেদাভেদসম্বন্ধ; ইহাও পরে বিশদরূপে বেদব্যাসকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জগৎকারণের "ঈক্ষণ"-শক্তি থাকা শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং সাংখ্যসম্মত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তাহাতে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুত্যুক্ত এই "ঈক্ষণ" শব্দ মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নাই; এই "ঈক্ষণ" গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক,—মুখ্য "ঈক্ষণ" নহে; কারণ উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতি পূর্ব্বোক্ত বাক্যের পরে বলিয়াছেন:—"তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদি (সেই

তেজঃ ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব); কিন্তু তেজের ঈক্ষণ আরোপিত, ইহাকে মুখ্য ঈক্ষণ বলা যাইতে পারে না; কারণ তেজঃ অচেতন পদার্থ; অতএব জগৎকারণসম্বন্ধে যে ঈক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও আরোপিত মাত্র বুঝা উচিত, তাহা মুখ্যার্থে ঈক্ষণ নহে। অতএব অচেতন হইলেও প্রধানের জগৎকারণত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ বলা যায় না। এই আপত্তির উত্তরে ষষ্ঠ সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, যথা :—

১ম অঃ ১ পাদ ৬ সূত্র। গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ॥

(গৌণঃ—চেৎ, ন,—আত্মশব্দাৎ)॥

ভাষ্য।—গৌণাপীক্ষতিরযুক্তা, কুতঃ? আত্মশব্দাৎ॥

ব্যাখ্যা—গৌণ অর্থে শ্রুতি ঈক্ষণশব্দের ব্যবহার করেন নাই; কারণ শ্রুতি অবশেষে জগৎকারণ-সম্বন্ধে "আত্মা"শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; ঐ আত্মাশব্দকে অচেতন প্রধান অর্থে কথনই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। শ্রুতি যথা :—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"

(ছান্দোগ্য ষষ্ঠপ্রপাঠক ৮ম খণ্ড)

অস্যার্থঃ—সেই সৎ যিনি জগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইলেন, এই জগৎ তদাত্মক; তিনি সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমিও সেই আত্মা।

এই স্থলে যে "আত্মা"শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, তাহা কথনই অচেতন-প্রধানবোধক হইতে পারে না; অতএব প্রথমোক্ত শ্রুতিতে "ঈক্ষণ" শব্দও গৌণার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। "তত্তেজ ঐক্ষত,...তা আপ ঐক্ষন্ত" ইত্যাদি বাক্য যে উক্ত স্থলে শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও তেজঃ ও অপ্ শব্দ অচেতন অগ্নি ও জল অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ উক্ত সকল বাক্যের পরেই দেখা যায় যে, শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি"।

(ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠক তৃতীয় খণ্ড)।

অস্যার্থঃ—আমি (ব্রহ্ম) এই তিন দেবতাতে (তেজ আদি দেবতাতে) স্বীয় জীব-চৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নামরূপ সহযোগে জগৎ প্রকাশিত করিব।

এইস্থলে তেজঃ প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়াই উক্তি করা হইয়াছে, এবং ইহাদিগের মধ্যে চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া,শ্রুতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিলেন। অতএব শ্রুতি তেজঃ প্রভৃতি শব্দ জীব অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

পরন্তু আত্মা-শব্দ চেতনাচেতন উভয় স্থলেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; সুতরাং কেবল আত্মা শব্দের ব্যবহারের দ্বারা প্রধানের অশ্রৌতত্ব সিদ্ধ হয় না; এই আপত্তির উত্তরে সপ্তম সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, যথা:—

১ম অঃ ১ পাদ ৭ সূত্র। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—সদীক্ষিত্রাত্মাদিপদার্থভূতকারণনিষ্ঠস্য বিদুষস্তস্তা-বাপত্তিলক্ষণমোক্ষোপদেশান্ন প্রধানং সদাত্মশব্দবাচ্যম্।

ব্যাখ্যা:—এই স্থলে সৎ এবং আত্মা শব্দ অচেতন প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ "সদেব" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিতে উক্ত "সৎ" "আত্মা" ও "ঈক্ষণকর্ত্তা" প্রভৃতি পদের বাচ্য যে আদিকারণ তাঁহার চিন্তন ও ভজনকারী পুরুষ সেই ধ্যেয়স্বরূপ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ করেন বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি পরে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা:—

"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেহথ সম্পৎস্যে"

অস্যার্থঃ—সেই পুরুষের ততকালই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না দেহপাত

হয়, এবং তদনন্তর তাঁহার সেই উপাস্যের স্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ হয়।

পরন্তু অচেতন প্রধানের স্বরূপপ্রাপ্তি হইতে মোক্ষলাভ হয় না, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রেরও স্বীকৃত। অতএব আত্মনিষ্ঠ পুরুষের মোক্ষলাভের উপদেশ থাকাতে, শ্রুত্যুক্ত "সৎ" ও "আত্মা" শব্দ প্রধানবাচক হইতে পারে না।

১ম অঃ ১ম পাদ ৮ সূত্র। হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—সর্ব্বজ্ঞেন হিতৈষিণা সদাদিশব্দৈরুপদিষ্টস্যাচেতনস্য মোক্ষে হেয়স্য হেয়ত্বমবশ্যং বক্তব্যমুপদেশেঽপ্রয়োজনঞ্চ বক্তব্যম্, তদুভয়বচনাভাবান্ন সদাদিপদবাচ্যং প্রধানম্।

অচেতন প্রধানই শ্রুত্যুক্ত "সৎ" প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইলে, পরম হিতৈষী শ্রুতি তাহা হেয় (ত্যাজ্য) বলিয়া উপদেশ করিতেন, এবং তাহা যে সাধকের পক্ষে অপ্রয়োজন, তদ্বিষয়েও শ্রুতি উপদেশ করিতেন; তাহা না করিয়া "স আত্মা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া সাধককে প্রতারিত করিতেন না; অতএব পূর্ব্বকথিত বাক্যোক্ত "সৎ" "আত্মা" ইত্যাদি পদবাচ্য বস্তুর হেয়ত্ব শ্রুতি উপদেশ না করাতে তাহা অচেতন প্রধান নহে।

১ম অঃ ১ পাদ ৯ সূত্র। প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥ *

ভাষ্য।—কিঞ্চৈকবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাবিরোধাদপি নাচেতনকারণবাদঃ সাধুঃ ॥

ব্যাখ্যা :—যে এক বস্তুর বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞান হয়, তাহা উপদেশ করিবেন বলিয়া শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত "সদেব সৌম্য" ইত্যাদি বাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; পরন্তু ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তু অচেতন প্রধান

* এই সূত্রটি শাঙ্করভাষ্যে ধৃত হয় নাই।

হইলে, তদতিরিক্ত চৈতন্যবস্তুর উপদেশ উক্ত ষষ্ঠ প্রপাঠকে না থাকায়, শ্রুতির প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘন হয়; কারণ অচেতন প্রধানের বিজ্ঞান হইলেই চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান হয় না; ইহা সাংখ্যশাস্ত্রেরও অভিমত। অতএব শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবিরোধ হয় বলিয়াও অচেন প্রধান "সৎ" শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

১ম অঃ ১ পাদ ১০ সূত্র। স্বাপ্যয়াৎ ॥

(স্ব—অপ্যয়াৎ ; স্বস্মিন্ অপ্যয়ঃ—লয়ঃ, তস্মাৎ)

ভাষ্য।—সচ্ছব্দার্থং জগৎকারণং প্রকৃত্য "স্বপ্নান্তমেব সৌম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতী"-ত্যাদিনোক্তস্যার্থস্যাচেতনকারণাবগতেরসম্ভবাৎ ব্রহ্মৈব জগৎকারণং যুক্তম্ ॥

ব্যাখ্যা:—"সৎ" শব্দ যে উক্ত স্থলে প্রধানবাচক নহে, তাহার কারণান্তর এই যে, জগৎকারণকে "সৎ" শব্দ দ্বারা আখ্যাত করিয়া, তৎ-সম্বন্ধে ঐ প্রপাঠকেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সুষুপ্তিকালে জীব এই সদাত্মাতে লীন হয়। শ্রুতি যথা:—

"যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা, সৌম্য, সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বংহ্যপীতো ভবতি"

অস্যার্থঃ—হে সৌম্য! সুপ্তিকালে এই পুরুষের স্বপিতি নাম হয়, তখন তিনি সৎ-সম্পন্ন হয়েন, "স্ব"তে (আত্মাতে) অপীত (লীন) হয়েন, অতএব ইহাঁকে স্বপিতি নামে আখ্যাত করা যায়; কারণ লীন হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েন।

এই সকল বাক্যে ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে, অচেতন কোন বস্তু জগৎ-কারণ হইতে পারে না; অতএব এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ১ পাদ ১১ সূত্র। **গতিসামান্যাৎ ॥**

ভাষ্য।—সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতেস্তুল্যত্বাৎ অচেতনকারণবাদো নহি যুক্তঃ।

ব্যাখ্যা :—কেবল ছান্দোগ্যশ্রুতি নহে, অপরাপর সমস্ত শ্রুতিই জগতের চেতনকারণত্ব উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং সমস্ত শ্রুতিরই সমানভাবে বিজ্ঞাপন এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ; অতএব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে।

পরন্তু অচেতন প্রধান জগৎকারণ না হউক, কিন্তু ব্রহ্ম যে জগৎকারণ তাহা শ্রুতির অর্থ না হইতে পারে। প্রলয়কালে প্রধানলীন কোন জীব পরবর্ত্তী সর্গে সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন। এতাবন্মাত্রই শ্রুতির অভিপ্রায় হইতে পারে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১পাদ ১২ সূত্র। **শ্রুতত্বাচ্চ ॥**

ভাষ্য।—তস্মাৎ সদাদিশব্দাভিধেয়স্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বনিয়ন্তুঃ সর্ব্বেশ্বরস্য চেতনত্বেন কারণত্বস্য শ্রুতত্বান্ন প্রধানগ্রহঃ ॥

ব্যাখ্যা:—অতএব যিনি "সৎ" প্রভৃতি শব্দবাচ্য জগৎকারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর ও চেতনস্বভাব বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করাতে, অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে। (এবং প্রধানলীন-প্রধানতাপ্রাপ্ত কোন জীবও জগৎকারণ নহেন)।

ব্রহ্মই যে জগৎকারণ এবং অচেতন প্রধান যে জগৎকারণ নহে, তাহা শ্রুতিবাক্যের বহু সমালোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ ইহা শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন।

শ্রুতি, যথা:—

"আত্মন এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি। আত্মা হইতেই এতৎ সমস্ত জাত

হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিয়া তৎপরে তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—"স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ"। (সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ, এবং ইন্দ্রিয়াধিপ জীবেরও তিনিই অধিপতি। তাঁহার জনক কেহ নাই, এবং অধিপতিও নাই)। এবং "দেবাত্মশক্তিং" ইত্যাদি বাক্যেও শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ইহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পরন্তু এই স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে "আনন্দময়" জীবকেই জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সুতরাং ঈশ্বরবোধক শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিও এই আনন্দময় জীবকেই ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝা উচিত, তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১ পাদ ১৩শ সূত্র। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।

(আনন্দময়ঃ—অভ্যাসাৎ—পুনঃ পুনরুক্তিত্বাৎ)।

ভাষ্য।—আনন্দময়ঃ পরমাত্মৈব নতু জীবঃ; কুতঃ ? পরমাত্মবিষয়কানন্দপদাভ্যাসাৎ।

ব্যাখ্যাঃ—তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত "আনন্দময় আত্মা" শব্দের বিষয় পরমাত্মা পরব্রহ্ম, পরমাত্মাই ঐ শব্দের বাচ্য। কারণ আনন্দময় শব্দ ঐ শ্রুতি পরব্রহ্ম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন।

এই সূত্রে এবং তৎপরবর্ত্তী আরও কয়েকটি সূত্রে এবং এই বেদান্তদর্শনের নানা স্থানে তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়বল্লী, যাহা ব্রহ্মানন্দবল্লী নামে অভিহিত, তদুল্লিখিত বাক্যসকলের অর্থবিচার করা হইয়াছে। এই সকল সূত্রার্থ বুঝিবার নিমিত্ত নিম্নে ঐ ব্রহ্মানন্দবল্লীর কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, যথাঃ—

"ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতেসর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ ২ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ ॥ ৩ ॥

তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৪॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ।

* * * অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি ॥ ২॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

*　　*　　*　　*

* * * সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণোহি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি ॥ ১ ॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপিচ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।

* * * *

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

অসন্নেব ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য॥ ১॥

অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ। উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতি। অহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমশ্নুতা উ। সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ॥ ২॥

তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৩॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি ॥ ২ ॥ যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ॥ ৩ ॥ যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৪ ॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ১ ॥

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।·····স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে ॥ ১ ॥ স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ—ওঁ; ব্রহ্মবিৎ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। তৎসম্বন্ধে এই ঋক্ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। যিনি গুহামধ্যে (গুপ্তস্থানে—বুদ্ধিতে) লুক্কায়িত শ্রেষ্ঠ আকাশে (হৃদয়াকাশে) স্থিত সেই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি,

অগ্নি হইতে অপ্, অপ্ হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসকল, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ উপজাত হইয়াছে। এই পুরুষ অন্নরসের বিকারসম্ভূত।

এই পুরুষের অঙ্গবিশেষকে শির বলে; অঙ্গবিশেষের নাম দক্ষিণ বাহু; অঙ্গবিশেষের নাম বামবাহু; অঙ্গবিশেষ আত্মা অর্থাৎ মধ্যভাগ, অঙ্গবিশেষের নাম পুচ্ছ (নাভির নিম্নস্থ মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ) যাহার উপর এই দেহ প্রতিষ্ঠিত। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি প্রথম অনুবাক।

* * * * *

অন্ন হইতে ভূত সকল জন্মে; জন্মপ্রাপ্ত হইয়া অন্নের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়; অপরের আহার্য্য হয়; এবং অপরকে আহার করে; অতএব তাহাদিগকে অন্ন (অন্নবিকার) বলিয়া আখ্যাত করা যায়।

সেই এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে পৃথক কিন্তু তদভ্যন্তরে "প্রাণময়" পুরুষ অবস্থিত আছেন; এই প্রাণময় পুরুষই অন্নময়ের সম্বন্ধে আত্মা; এই প্রাণময়ের দ্বারা অন্নময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত)। তিনিও পুরুষাকার, অন্নময় পুরুষের ন্যায় এই প্রাণময়ও পুরুষবিশেষ। প্রাণবায়ু ইহাঁর শির, ব্যান দক্ষিণ বাহু, অপান উত্তর বাহু, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ—আশ্রয়স্থান। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি দ্বিতীয় অনুবাক।

যাঁহারা প্রাণরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়েন, প্রাণই প্রাণিসকলের আয়ুঃ, অতএব প্রাণকে সকলের আয়ুঃপ্রদ বলা যায়।

অন্নময়ের যিনি আত্মস্বরূপ সেই প্রাণ, এই প্রাণময় দ্বিতীয় পুরুষের দেহ; সেই এই প্রাণময় হইতে পৃথক্, তদভ্যন্তরে "মনোময়" অবস্থিত আছেন; এই মনোময় পুরুষই প্রাণময়ের সম্বন্ধে আত্মা; এই মনোময়ের

দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত), তিনিও পুরুষাকার, প্রাণময়ের ন্যায় মনোময়ও পুরুষবিশেষ ; যজুঃ ইহাঁর শির, ঋক্ দক্ষিণ বাহু, সাম উত্তর বাহু, আদেশ (বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ) ইহাঁর আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইহাঁর পুচ্ছ—আশ্রয়-স্থান। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি তৃতীয় অনুবাক।

যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি কখনই ভয়প্রাপ্ত হয়েন না।

প্রাণময়ের যিনি আত্মস্বরূপ সেই মনঃ এই মনোময়-পুরুষের দেহ ; সেই এই মনোময় হইতে পৃথক্, তদভ্যন্তরে "বিজ্ঞানময়" অবস্থিত আছেন ; এই বিজ্ঞানময় পুরুষই মনোময়ের সম্বন্ধে আত্মা, এই বিজ্ঞানময়ের দ্বারা মনোময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত), তিনিও পুরুষাকার, মনোময়ের ন্যায় বিজ্ঞানময়ও পুরুষবিশেষ। শ্রদ্ধাই তাঁহার শির, ঋত ইহাঁর দক্ষিণ বাহু, সত্য ইহাঁর উত্তর বাহু, যোগ ইহাঁর আত্মা, মহঃ (বুদ্ধি) ইহাঁর পুচ্ছ—আশ্রয়স্থান। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি চতুর্থ অনুবাক।

বিজ্ঞানই যজ্ঞসকল সম্পাদন ও বিস্তার করিয়া থাকেন, বিজ্ঞানই বৈদিক কর্ম্মসকলও বিস্তার করিয়া থাকেন, দেবতাসকল বিজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

মনোময়ের যিনি আত্মস্বরূপ, সেই বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানময় পুরুষের দেহ, সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্, তদভ্যন্তরে "আনন্দময়" অবস্থিত আছেন ; এই আনন্দময় পুরুষই বিজ্ঞানময়ের সম্বন্ধে আত্মা, এই আনন্দময়ের দ্বারা বিজ্ঞানময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত)। তিনিও পুরুষকার, বিজ্ঞানময়ের ন্যায় আনন্দময়ও পুরুষবিশেষ। প্রিয়ই (প্রীতিই) তাঁহার শির, মোদ (হর্ষ) তাঁহার দক্ষিণ বাহু, প্রমোদ উত্তর বাহু, আনন্দ আত্মা,

ব্রহ্ম পুচ্ছ—প্রতিষ্ঠা। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে ইতি পঞ্চম অনুবাক।

ব্রহ্মকে যিনি অসৎ (অস্তিত্ববিহীন) বলিয়া জানেন, তিনিও অসৎ হয়েন, যিনি ব্রহ্ম আছেন বলিয়া জানেন, তিনিই সেই জ্ঞানহেতু সদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। বিজ্ঞানময়ের যিনি আত্মস্বরূপ সেই আনন্দ এই আনন্দময় পুরুষের দেহ।

অনন্তর আচার্য্যকে শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন, অবিদ্বান্ কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর কি সেই লোক প্রাপ্ত হয়েন? এবং বিদ্বান্ কোন ব্যক্তি কি মৃত্যুর পর সেই লোক প্রাপ্ত হয়েন? (উত্তর) সেই আনন্দময় ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, প্রজারূপে আমার প্রকাশ হউক তিনি ধ্যান করিয়াছিলেন, ধ্যান করিয়া এতৎসমস্ত যাহা কিছু আছে তাহা সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি স্থূল মূর্ত্ত ও সূক্ষ্ম অমূর্ত্ত-রূপে প্রকাশিত হইলেন, ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপ হইলেন, দেহাদি-আশ্রয়বিশিষ্ট ও তদতীত হইলেন, বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য হইলেন, এবং মিথ্যাও হইলেন। সেই সত্যস্বরূপ পরিদৃশ্যমান সমস্তই হইলেন; অতএব তিনিই সত্য বলিয়া আখ্যাত হয়েন। তৎসম্বন্ধে এই শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি ষষ্ঠ অনুবাক।

এই জগৎ প্রথমে অসৎ (অপ্রকাশ, অজগৎ রূপ) ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ (দৃশ্যমান জগৎ) প্রকাশিত হয়। সেই "অসৎ" আপনিই আপনাকে (প্রকাশ) করিয়াছিল; অতএব ইহাকে স্বয়ংকৃত বলা যায়; যাহা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা রসস্বরূপ; জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দী হয়েন। যদি হৃদয়াকাশে সেই আনন্দী পুরুষ না থাকিতেন, তবে কেই বা শ্বাসক্রিয়া কেই বা প্রশ্বাসক্রিয়া করিত,

ইনিই (হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া) সকলকে আনন্দ দান করেন। যখন জীব সেই অদৃশ্য অশরীরী বাক্যাতীত স্বপ্রতিষ্ঠ বস্তুতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখনই তিনি সর্ব্ববিধ ভয়বিরহিত হইয়া অমৃতস্বরূপ হয়েন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অতি অল্প পরিমাণেও তাঁহার ভেদদর্শন থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ও বর্ত্তমান থাকে, (তিনি মর্ত্ত্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট থাকেন)। পণ্ডিত ব্যক্তিও অমননশীল হইলে, তাঁহার ব্রহ্ম হইতে ভয় থাকে। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। ইতি সপ্তম অনুবাক।

ইঁহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম দেবতা মৃত্যু স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিয়োজিত হয়।

ব্রহ্মানন্দের মীমাংসা (পরিমাণ) উক্ত হইতেছে ... এই পুরুষে যে আত্মা, এবং আদিত্যে যে আত্মা, তাহা একই। যিনি ইহা অবগত আছেন, তিনি এই লোক হইতে অন্তরিত হইয়া প্রথমতঃ অন্নময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়েন, তৎপর প্রাণময় আত্মাতে, তৎপর মনোময় আত্মাতে, তৎপর বিজ্ঞানময় আত্মাতে, তৎপর আনন্দময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়েন। তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক কথিত হইয়াছে। ইতি অষ্টম অনুবাক।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার আর কিছু হইতে ভয় থাকে না।”

তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয়বল্লীরও কিয়দংশ এই পাদের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই উভয় বল্লীতে নানা স্থানে ব্রহ্মকেই আনন্দময় বলা হইয়াছে দেখা যায়; যথা:—“যদেব আকাশ

আনন্দো ন স্যাৎ।" "এষহ্যেবানন্দয়াতি"। (দ্বিতীয়বল্লী সপ্তম অনুবাক)। "আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৃতীয়বল্লী ষষ্ঠ অনুবাক)। "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি," "আনন্দ ব্রহ্মণোবিদ্বান্নবিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত আনন্দময় আত্মা জীব নহেন, ব্রহ্ম। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে।

১ম অঃ ১ পাদ ১৪ সূত্র। বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন, প্রাচুর্য্যাৎ॥

(বিকার-শব্দাৎ—ন,—ইতি-চেৎ,—ন,—প্রাচুর্য্যাৎ)।

ভাষ্য।—বিকারার্থে ময়ট্শ্রবণান্নানন্দময়ঃ পরমাত্মেতি চেন্ন, কস্মাৎ? প্রাচুর্য্যার্থকস্যাপি ময়টঃ স্মরণাৎ।

ব্যাখ্যা:—আনন্দময়শব্দ ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ; ঐ ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থবোধক; অতএব অবিকারী পরমাত্মা আনন্দময়শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না; যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহা গ্রাহ্য নহে; কারণ প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান আছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিসীম আনন্দের আলয়; তাহাতে কোন প্রকার দুঃখসম্পর্ক নাই, ইহাই আনন্দময়শব্দের অর্থ।

১ম অঃ ১ পাদ ১৫ সূত্র। তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ॥

ভাষ্য।—জীবানন্দহেতুত্বাদপি পরমাত্মৈবানন্দময়ঃ।

ব্যাখ্যা:—ব্রহ্মকে জীবের আনন্দের হেতু বলিয়া ঐ শ্রুতি উপদেশ করাতেও পরমাত্মাই আনন্দময়পদবাচ্য। শ্রুতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা:—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি।" (দ্বিতীয়বল্লী সপ্তম অনুবাক)।

১ম অঃ ১পাদ ১৬ সূত্র। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে॥

(মান্ত্রবর্ণিকং = মন্ত্রপ্রোক্তম্)

ভাষ্য।—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে"-তি মন্ত্রপ্রোক্তং মান্ত্রবর্ণিকং তদেবানন্দশব্দেন গীয়তে।

ব্যাখ্যা :—তৈত্তিরীয় শ্রুতির দ্বিতীয়বল্লীর প্রারম্ভেই যে ঋক্ মন্ত্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" উল্লিখিত আছে, সেই মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মই আনন্দময়বাক্যে গীত হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়শব্দবাচ্য।

১ম অঃ ১ পাদ ১৭ সূত্র। নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥

(ন—ইতরঃ—অনুপপত্তেঃ ; ইতর=জীবঃ ব্রহ্মেতরঃ)।

ভাষ্য।—আনন্দময়পদার্থমুদ্দিশ্য শ্রূয়মাণানাং তদসাধারণ-ধর্ম্মাণাং তদিতরস্মিন্ননুপপত্তেরিতরো জীবো নানন্দময়পদার্থঃ।

ব্যাখ্যা :—আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি যেসকল অসাধারণ ধর্ম্মের উক্তি করিয়াছেন, তাহা জীবে উপপন্ন হইতে পারে না ; তদ্ধেতু ব্রহ্মই আনন্দময়শব্দের বাচ্য, জীব নহেন। যে সকল অসাধারণ লক্ষণ ঐ তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময়ের সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ বর্ণিত হইতেছে ; যথা :—

"সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি", "স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত।" (দ্বিতীয়া বল্লী ষষ্ঠ অনুবাক)।

সৃষ্টি প্রকাশের পূর্ব্বে জীব প্রকাশিত ছিল না ; তবে জীবে কিরূপে এই সকল লক্ষণ, যাহা আনন্দময়সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তাইতে পারে ?

১ম অঃ ১ পাদ ৮ সূত্র। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতী"-তিবাক্যেন লব্ধৃ-লব্ধব্যয়োর্ভেদব্যপদেশাজ্জীবো নানন্দময়ঃ।

ব্যাখ্যা :—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।" (দ্বিতীয়া বল্লী সপ্তম অনুবাক) এই বাক্য দ্বারা লব্ধব্য আনন্দময় ব্রহ্ম ও লব্ধা জীবের ভেদ শ্রুতি প্রদর্শন করাতে, জীব উক্ত আনন্দময় শব্দের বাচ্য নহে।

১ম অঃ ১পাদ ১৯ সূত্র। **কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥**

ভাষ্য।—প্রত্যগাত্মনঃ কারণত্বস্বীকারে অনুমানস্য প্রধানস্য কারণাদিরূপস্যাপেক্ষা ভবেৎ কুলালাদের্ঘটাদিজননে মৃদাদ্যপেক্ষা-বৎ; অপ্রাকৃতস্যানন্দময়স্য সর্ব্বশক্তেঃ পুরুষোত্তমস্য তু ন, কুতঃ? কামাৎ সঙ্কল্পাদেব "সোঽকাময়ত বহুস্যা"-মিত্যাদিশ্রুতেঃ। অতস্তস্মিন্ন আনন্দময়ঃ।

ব্যাখ্যা:—আনন্দময়সম্বন্ধে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন:—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত"; তদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে আনন্দময় নিজেই কেবল নিজ ইচ্ছা হইতে, অন্য কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়া, সৃষ্টিবিস্তার করিলেন; কিন্তু জীব এই আনন্দময় হইলে সাংখ্যমতেই গুণরূপ উপাদানের সাহায্য না লইয়া কেবল নিজের ইচ্ছাবশতঃ তিনি সৃষ্টি রচনা করিতে পারেন না, কুম্ভকার কখন মৃত্তিকার সাহায্য ব্যতীত ঘট রচনা করিতে সমর্থ হয় না; অতএব ঐ আনন্দময়শব্দের জীব অর্থ কোন প্রকারে হইতে পারে না; আনন্দময়-শব্দের বাচ্য যে অপ্রাকৃত সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তম, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

১ম অঃ ১পাদ ২০ সূত্র। **অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ॥**

(অস্মিন্—অস্য—চ তদ্যোগং শাস্তি; তদ্যোগং=তদ্ভাবাপত্তিং, ব্রহ্ম-ভাবাপত্তিং; শাস্তি=উপদিশতি)

ভাষ্য।—তদ্যোগমানন্দযোগং শাস্তি শ্রুতিঃ, "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দীভবতি", ইতি জীবস্য যল্লাভাদানন্দযোগঃ স তস্মাদন্য ইতি সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা:—"রসো বৈ সঃ," ইত্যাদি এবং "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্...

প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে" "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাহনন্দীভবতি" ইত্যাদি বাক্যে তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময়কে লাভ করিয়া জীবের আনন্দময়ত্ব লাভ এবং সংসার ভয় হইতে মুক্তি উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আনন্দময়শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীব বুঝাইতে পারে না।

এইক্ষণে ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে বিবৃত ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক বাক্যর সকল অবলম্বন করিয়া যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা সূত্রকার খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রথমতঃ উদ্গীথ-উপাসনাসম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে নিম্নলিখিত বাক্যসকল দৃষ্ট হয়, যথাঃ—

"অথ য এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্য-কেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।

"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত, উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।"

"তস্যর্ক্‌ চ সাম চ গেষ্ণৌ, তস্মাদুদ্গীথ, তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা, স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্। ছান্দোগ্য প্রথম প্রপাঠক ষষ্ঠখণ্ড)......

"চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। চক্ষুরেব সাত্মামস্তৎ সাম।...অথ য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্যজুস্তদ্ব্রহ্ম; তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং, যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ, যন্নাম তন্নাম।" (ছান্দোগ্য প্রথম প্রপাঠক সপ্তম খণ্ড)

(ছান্দোগ্যশ্রুতি ব্রহ্মের উদ্গীথোপাসনা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রথম প্রপাঠ-কের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রারম্ভে পৃথিবী, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ, নক্ষত্র, চন্দ্রমা

ও আদিত্যের যথাক্রমে ঋক্-সামত্বরূপে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া পরে বলিতেছেন) ঃ—

অস্যার্থঃ—আদিত্যমণ্ডলে যে হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পুরুষ, ঐ আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে (সমাহিতচিত্ত নির্ম্মল উপাসক কর্ত্তৃক) দৃষ্ট হয়েন, সেই হিরণ্ময় পুরুষের শ্মশ্রু হিরণ্ময়, কেশ হিরণ্ময়, তাঁহার নখ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গই হিরণ্ময়।

তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ পুণ্ডরীকসদৃশ, (কপিপৃষ্ঠের নিম্নভাগ যাহা রক্তবর্ণ, যদুপরি কপি উপবেশন করে, এই অর্থে কপ্যাস, তদ্বৎ রক্তবর্ণ), তাঁহার নাম "উৎ," তিনি সকল পাপ (বিকার) হইতে উদিত (মুক্ত); অতএব তিনি "উৎ," যে উপাসক ইহা অবগত হয়েন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি আদিত্য পর্য্যন্ত গীতপর্ব্ব সকল তাঁহার ঋক্ ও সাম (পৃথিবী অগ্নি ইত্যাদি যাহা ঋক্ ও সামরূপে গীত হয়, তৎসমস্ত তাঁহারই রূপ), অতএব (যেহেতু তাঁহার নাম "উৎ" এবং ঋক্ ও সাম তাঁহারই গান, অতএব) তিনিই উদ্গীথ; অতএব উদ্গাতাও তিনি, "উৎ" নামক যে তিনি, তাঁহার গাতা এই নিমিত্ত উদ্গাতা। সেই "উৎ" নামক দেবতা আদিত্য ও তদূর্দ্ধস্থিত লোকসকলের নিয়ামক, এবং তত্তৎদেবতাসকলের ভোগদাতা (পালনকর্ত্তা)ও বটেন। আদিত্যাদি দেবতাদিগের তিনি নিয়ামক ও পালক, এই নিমিত্ত তিনি অধিদৈবত।

চক্ষুই ঋক্, আত্মা (চক্ষুঃপ্রতিষ্ঠ জীবাত্মা) সাম; এই সামরূপ আত্মা ঋক্‌রূপ চক্ষুতে অধিরূঢ় (তদুপরি প্রতিষ্ঠিত); অতএব ঋকের উপর স্থাপিত হইয়া সাম গীত হয়। চক্ষুই সামের "সা" অংশ, এবং আত্মা "অম্" অংশ; অতএব চক্ষুঃ ও আত্মা এতদুভয় সামশব্দের বাচ্য। ... ... এই চক্ষুর্দ্বয়ের অভ্যন্তরে যে পুরুষ (সমাহিতচিত্ত উদ্গীথোপাসক সাধক

কর্ত্তৃক) দৃষ্ট হয়েন ; তিনি ঋক্, তিনি সাম, তিনি উক্‌থ, তিনি যজুঃ, এবং তিনি ব্রহ্ম (বেদ) ; আদিত্যান্তর্গত পুরুষের যে সকল রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্ত এই চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষের রূপ ; পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি-রূপে গীত ঋক্ ও সামময় যে সকল রূপ আদিত্যান্তর্গত পুরুষের গীত হয়, তৎসমস্তই এই আত্মার গান। আদিত্যান্তর্গত পুরুষের যে "উৎ" নাম, সেই "উৎ"ও ইঁহারই নাম।

এই সকল শ্রুতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপত্তি হইতে পারে যে, আদিত্যান্তর্গত ও চক্ষুর অন্তর্গত পুরুষ, যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব, ব্রহ্ম নহেন ; কারণ শ্রুতি "হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ" "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" ইত্যাদি বাক্যে আদিত্য ও চক্ষুর অন্তর্গত উপাস্য পুরুষের বিশেষ বিশেষ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ব্রহ্মের কখনও হইতে পারে না, অথচ তিনি ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন ; সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা বলিয়া যে ব্রহ্ম শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন, তিনি জীববিশেষ হইতে পারেন। এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১ পাদ ২১শ সূত্র। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ॥

ভাষ্য।—আদিত্যাঽক্ষোরন্তস্থো মুমুক্ষুধ্যেয়ো হি পরমাত্মৈব, নতু জীববিশেষঃ ; কুতস্তস্যৈবাপহত-পাপ্মত্বসর্ব্বাত্মত্বাদীনাং ধর্ম্মাণামুপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা :—আদিত্য ও চক্ষুর অন্তরে স্থিত যে পুরুষ মুমুক্ষুগণের উপাস্য রূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম (তিনি জীব নহেন) ; কারণ নিষ্পাপত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, দেবাদি সমস্ত প্রধানজীবেরও নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ সেই পুরুষের থাকা উক্ত শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা

ও সর্ব্বব্যাপী বলাতে তিনি ব্রহ্ম, জীব হইতে পারেন না; এই সকল ধর্ম্ম জীবাতীত, ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম।

(ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আদিত্য চক্ষু ইত্যাদির অন্তর্গত-রূপে এবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী, জগৎকর্ত্তা জগন্নিয়ন্তা ইত্যাদি রূপে, এই উভয়বিধরূপে, একসঙ্গে ব্রহ্মেরই উপাসনা শ্রুতি ব্যবস্থা করিয়াছেন; এই আদিত্যান্তরস্থ পুরুষই বিকারাতীত ব্রহ্ম; "স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত" (তিনি পাপসম্বন্ধরহিত), এইরূপ জানিয়া যিনি তাঁহাকে উপা-সনা করিবেন, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ শুদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবেন ("উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ"); সুতরাং বেদোক্ত ব্রহ্মের উপাসনা সগুণ উপাসনা, কেবল নির্গুণ উপাসনা নহে; আদিত্যাদি হইতে অতীত-রূপে এবং তদন্তর্গতরূপে উপাসনার ব্যবস্থা দ্বারা ব্রহ্মের দ্বিরূপতাই শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। এবঞ্চ আদিত্যাদি প্রতীকাবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনারই ব্যবস্থা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, ইহা পৌত্তলিকতা নহে।

১ম অঃ ১ পাদ ২২শ সূত্র। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥

(ভেদব্যপদেশাৎ—চ—অন্যঃ, জীবাৎ অন্যঃ ব্রহ্ম ইতি)

ভাষ্য।—আদিত্যাদিজীববর্গাদন্যোঽস্তি পরমাত্মা, কুতঃ? "আদিত্যে তিষ্ঠন্নি"ত্যাদিনা ভেদব্যপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা:—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আদিত্যাদি শরীরাভিমানী জীব হইতে তদন্তরস্থ পুরুষ ভিন্ন বলিয়া উপদেশ আছে। শ্রুতিসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং ছান্দোগ্যের উদ্গীথোপাসনোক্ত আদিত্যান্তরস্থ পুরুষ ব্রহ্ম, জীব নহেন। বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিবাক্য নিম্নে বিবৃত হইল:—

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো, যমাদিত্যো ন বেদ, যস্যাদিত্যঃ

শরীরং, য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ, ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ", (বৃহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ)।

অস্যার্থঃ—যিনি আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী, যাঁহাকে আদিত্যও জানেন না, যাঁহার শরীর আদিত্য, যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন (আদিত্যের পরিচালক), তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা অন্তর্য্যামী ও অমৃত।

১ম অঃ ১ পাদ ২৩ সূত্র। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥

(আকাশঃ আকাশশব্দার্থঃ পরমাত্মৈব ; কুতঃ ? তল্লিঙ্গাৎ, তস্য পরমাত্মনঃ লিঙ্গং তল্লিঙ্গং সর্ব্বভূতোৎপাদকত্বাদি, তস্মাৎ, পরমাত্ম-সাধারণধর্ম্মাৎ)

ভাষ্য।—"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচে"-ত্যত্রাকাশশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা ; কুতঃ ? "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেবোৎপদ্যন্তে" ইতি সর্ব্বস্রষ্টৃত্বাদি তল্লিঙ্গাৎ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ডে যে আকাশই সমস্ত লোকের গতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই আকাশশব্দের অর্থ ব্রহ্ম ; কারণ উক্ত বাক্যের পরই পরমাত্মার স্রষ্টৃত্বাদি লিঙ্গ ঐ আকাশের বর্ত্তমান থাকা শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি যথা :—

"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।" (ছান্দোগ্য প্রথম প্রপাঠক নবম খণ্ড)

১ম অঃ ১ পাদ ২৪ সূত্র। অতএব প্রাণঃ ॥

ভাষ্য।—"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব সম্বিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" ইত্যত্রাপি সম্বেশনোদ্গমনরূপাদ্ব্রহ্মলিঙ্গাৎ পরমাত্মৈব প্রাণঃ ॥

ব্যাখ্যা—উদ্গীথোপাসনাবর্ণনে ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, যে চরাচর বিশ্ব প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়,সেইস্থলেও প্রাণশব্দের অর্থ ব্রহ্ম; কারণ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ (চিহ্ন, ধর্ম্ম) প্রাণের থাকা ঐ শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি যথা :—

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা।" (ছান্দোগ্য ১ম প্রঃ ১১শ খণ্ড)।

চরাচর সমস্ত ভূতগ্রাম প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং প্রাণ হইতেই উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, এই প্রাণই এই স্তবের দেবতা। জগতের সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতে হয় এবং লয়ও ব্রহ্মেতেই হয়, ইহা ছান্দোগ্যশ্রুতি পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং এই স্থলে কথিত এই সকল চিহ্নদ্বারা প্রাণশব্দের ব্রহ্ম-অর্থ ই প্রতিপন্ন হয়।

১ম অঃ ১ পাদ ২৫ সূত্র। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥

(জ্যোতিঃশব্দবাচ্যং ব্রহ্মৈব, চরণাভিধানাৎ, সর্ব্বভূতানি তস্য একপাদ ইতিবচনাৎ)

ভাষ্য।—"দিবো জ্যোতিরিতি" জ্যোতির্ব্রহ্মৈব, "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানী"-তি চরণাভিধানাৎ ॥

ব্যাখ্যাঃ—ছান্দোগ্যে তৃতীয় প্রপাঠকের ১৩শ খণ্ডে "দিবোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে "জ্যোতিঃ" শব্দ আছে, তাহারও অর্থ ব্রহ্ম; কারণ পূর্ব্বে মন্ত্রভাগে ঐ জ্যোতির একপাদ এই চরাচর বিশ্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। "দিবোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু "অনুত্তমেষুত্তমেষু লোকেম্বিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতি-স্তস্যৈষা দৃষ্টিঃ"।

অন্বার্থ :—এই স্বর্গলোক হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে,

ইহা সমস্ত বিশ্বের উপরে (অতীত), সংসারের সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে ; এই জ্যোতিঃ উত্তমাধম সমস্ত লোকেই প্রবিষ্ট, এই পুরুষের (জীবের) মধ্যে যে জ্যোতিঃ, তাহাও এই জ্যোতিঃ. ইহা দ্বারাই সমস্ত প্রকাশিত হয়।

সূত্রের লক্ষিত মন্ত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

"তাবানস্য মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

অস্যার্থঃ—("গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং" ইত্যাদি বাক্যান্তে গায়ত্রীছন্দের ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই চতুষ্পাদত্ব এবং ষড়ক্ষরত্ব প্রথমে বর্ণনা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন)—"এতাবৎ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মাহাত্ম্যবিস্তার, পুরুষ ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতই ইঁহার পাদস্বরূপ ; ইনি ত্রিপাদ, এই ত্রিপাদাখ্য পুরুষ গায়ত্র্যাত্মক ব্রহ্মের অমৃত, স্বীয় দ্যোতনাত্মক-স্বরূপে এই ত্রিপাদ্ অবস্থিত (অর্থাৎ বিশ্বাত্মক গায়ত্রীকে অতিক্রম করিয়াও তিনি স্বীয় মহিমায় অবস্থিত আছেন, বিশ্ব তাঁহার একপাদ মাত্র)।

১ম অঃ ১ পাদ ২৬ সূত্র। **ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্॥**

(ছন্দঃ, গায়ত্র্যাখ্যছন্দঃ—অভিধানাৎ কথনাৎ, ন, চরণ শ্রুতির্ন ব্রহ্মপরঃ, ইতি চেৎ, যদি শঙ্ক্যতে ; ন, তন্ন ; কুতঃ ? তথা চেতঃ—অর্পণনিগদাৎ গায়ত্রীশব্দবাচ্যে ব্রহ্মণি চিত্তসমাধানস্য অভিধানাৎ ; তথাহি দর্শনম্ তথৈব দৃষ্টান্তঃ "এতং হ্যেব বহ্বৃচা" ইত্যাদিঃ)।

ভাষ্য।—পূর্ব্ববাক্যে গায়ত্র্যাখ্যছন্দোঽভিধানাৎ তৎপরা চরণশ্রুতিরস্তু ন ব্রহ্মপরেতি চেন্ন, গুণযোগাৎ গায়ত্রীশব্দাভিধেয়ে ভগবতি চেতোঽর্পণাভিধানাৎ দৃষ্টশ্চ বিরাট্‌শব্দঃ প্রকৃতপরঃ॥

ব্যাখ্যা ঃ— পূর্ব্বোক্ত "পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি" ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বে "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং" ইত্যাদি বাক্যে গায়ত্র্যাখ্যছন্দমাত্র কথিত হওয়ায়, সেই গায়ত্রীছন্দেরই পাদরূপে বিশ্ব পরবর্ত্তী মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে বুঝা যায়; অতএব ব্রহ্ম সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহেন; যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তবে তাহা সঙ্গত নহে; কারণ গায়ত্রীশব্দবাচ্য ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিবার ব্যবস্থা ঐ শ্রুতি করিয়াছেন, তাহা অপর শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

"এতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুকথে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবধ্বর্য্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগা" ইতি।

"ঋগ্বেদীরা এই পরমাত্মাকে মহৎ উকৃথরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যুগণ অগ্নিতে ইঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং সামবেদীয় ছন্দোগাগণ যজ্ঞে ইঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, ইত্যাদি।

বিশেষতঃ ব্রহ্মসম্বন্ধেই শাস্ত্রে বিরাটরূপত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব এই আপত্তি সঙ্গত নহে।

১ম অঃ ১ পাদ ২৭ সূত্র। ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥

(ভূতাদিপাদব্যপদেশ—উপপত্তেঃ—চ—এবম্)। ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়াখ্যৈঃ পাদৈ শ্চতুষ্পদা গায়ত্রীতি ব্যপদেশস্য ব্রহ্মণ্যেব উপপত্তেশ্চ)

ভাষ্য।—ন কেবলং তথা চেতোঽর্পণনিগদাদ্গায়ত্রীব্রহ্মোত্যুচ্যতে, ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়ানাং ব্রহ্মণি ভগবত্যুপপত্তেশ্চৈবম্ ॥

ব্যাখ্যাঃ—কেবল চিত্তসমাধানের উপদেশ হেতুই যে গায়ত্রীকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত, তাহা নহে; গায়ত্রীকে ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট বলিয়া ঐ শ্রুতি উপদেশ করাতে, এবং এই

সকল উক্তি ব্রহ্মেতেই প্রযোজ্য হয় বলিয়া, ব্রহ্মই গায়ত্রীশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন বলিয়া উপপন্ন হয়।

১ম অঃ ১ পাদ ২৮ সূত্র। উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥

(উপদেশভেদাৎ—ন—ইতি—চেৎ,—ন,—উভয়স্মিন্—অপি—অবিরোধাৎ);

ভাষ্য।—পূর্ব্বমধিকরণত্বেন পুনরবধিত্বেন ("ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যত্র সপ্তমীবিভক্ত্যা অধিকরণত্বেন, পুনরপি "অতঃ পরোদিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" ইত্যত্র পঞ্চম্যা বিভক্ত্যা অবধিত্বেন) দ্যৌর্নির্দ্দিশ্যতে ইত্যুপদেশভেদান্ন ব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞায়তে; ইতি ন; কুতঃ? উভয়ত্রাপি ব্রহ্মণ একত্বস্যাবিরোধাৎ।

ব্যাখ্যাঃ—পরন্তু যদি বল, পূর্ব্বোক্ত "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই স্থলে দিব্ শব্দ সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত থাকাতে তাহা অধিকরণার্থ-জ্ঞাপক, এবং পরে উক্ত "যদতঃ পরোদিবোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে দিব্ শব্দ পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত হওয়ায় তাহা অবধিত্ব (সীমা)-জ্ঞাপক; অতএব শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশের ভেদ থাকাতে উভয় বাক্যোক্ত ব্রহ্ম এক নহেন; তাহা সঙ্গত আপত্তি নহে; কারণ পূর্ব্বাপর শ্রুতি পাঠ করিলে, এই শ্রুতিবাক্যদ্বয় অবিরোধে এক পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যেমন "বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ", "বৃক্ষাৎ পরতঃ শ্যেনঃ" ইত্যাদি স্থলে একই শ্যেন উক্ত হয়, বৃক্ষশব্দে একবার সপ্তমী এবং পুনরায় পঞ্চমী বিভক্তির যোগ থাকাতে অর্থের কোন তারতম্য হয় না; তদ্রূপ উক্ত শ্রুতিতেও অর্থের কোন তারতম্য নাই। এক ব্রহ্মই উভয়স্থলে উক্ত হইয়াছেন।

১ম অঃ ১পাদ ২৯ সূত্র। প্রাণস্তথাঽনুগমাৎ ॥

("প্রাণশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্। কুতঃ? তথানুগমাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পর্য্যালোচ্যমানে বাক্যে পদানাং সমুচ্চয়োব্রহ্মপ্রতিপাদনপর উপলভ্যতে")

ভাষ্য।—প্রাণোঽস্মীত্যাদিবাক্যে প্রাণাদিশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা হিততমত্বাঽনন্তত্বাদিধর্ম্মাণাং পরমাত্মপরিগ্রহেঽবগমাৎ॥

কৌষীতকী-ব্রাহ্মণোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাণোপাসনা বর্ণনে প্রাণকেই উপাস্য বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে, উক্ত স্থলেও প্রাণশব্দ ব্রহ্মবাচক; কারণ পূর্ব্বাপর ঐ শ্রুতিবাক্যসকলের আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মই ঐ সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। কারণ হিততমত্ব, অনন্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম যাহা পরমাত্মা-বোধক, তাহা ঐ প্রাণসম্বন্ধে শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন।

কৌষীতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, যে দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া, ইন্দ্রের ধামে গমন করেন, এবং ইন্দ্র তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুমতি করেন। তখন প্রতর্দ্দন বলিলেন, "ত্বমেব মে বৃণীষ্ব যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে" মনুষ্যের পক্ষে যাহা হিততম বলিয়া আপনি মনে করেন, সেই বর আপনি আমাকে প্রদান করুন। তৎপর ইন্দ্র বলিলেন, "মামেব বিজানীহ্যেতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে"। আমার স্বরূপ জ্ঞাত হও, ইহাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম বলিয়া আমি বিবেচনা করি। "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব"। আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে আয়ুঃ এবং অমৃত জানিয়া উপাসনা কর; "প্রাণেন হ্যেবাস্মিঁল্লোকে অমৃতত্বমাপ্নোতি" প্রাণ কর্ত্তৃকই পরলোকে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। এই ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদে সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে "স এষ প্রাণ

এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ"। সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত। কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জীবের পক্ষে হিততম; অজরত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রাণবায়ুর নাই, এবং মুখ্যপ্রাণেরও নাই; অজরত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি বাক্য ব্রহ্মসম্বন্ধেই শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারই এই সকল ধর্ম্ম; সুতরাং এই সকল ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই মনুষ্যের পক্ষে হিততম হওয়ায়, উক্ত শ্রুতিতে উপাস্যরূপে যে "প্রাণ" উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই "প্রাণ" শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

১মঅঃ ১পাদ ৩০সূত্র। **ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্ম-সম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্ ॥**

ভাষ্যঃ—প্রাণাদিশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ন ভবতি, কুতঃ? "মামেব বিজানীহি" ইতি বক্তৃস্বরূপাভিন্নোপদেশাদিতিচেৎ (যদি আশঙ্ক্যতে, সা অনুপপন্না; কুতঃ?) অস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্মসম্বন্ধস্য বাহুল্যমস্ত্যতঃ প্রাণেন্দ্রাদিপদার্থঃ পরমাত্মৈব।

যদি বল, ব্রহ্ম প্রাণাদিশব্দ-বাচ্য নহেন; কারণ বক্তা ইন্দ্র "মামেব বিজানীহি" (আমাকে অবগত হও, ইহাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম) ইত্যাদি বাক্যে স্বীয় স্বরূপই উপাস্যরূপে অবগত হইবার বিষয় উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা নহে; কারণ এই অধ্যায়ে পরমাত্মাবিষয়ে উপদেশ বহুল-পরিমাণে আছে। মাতৃ-পিতৃ-বধাদি পাপ কিছুই ইন্দ্র-উপাসককে স্পর্শ করে না, সেই প্রাণোপাসক সাধু কর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এবং অসাধু কর্ম্ম করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত, হয়েন না; সেই প্রাণই লোকসকলকে সাধু এবং অসাধু কর্ম্ম করাইয়া ঊর্দ্ধ এবং অধোলোকসকলে প্রেরণ করেন ইত্যাদি বাক্য কেবল সামান্যপ্রাণসম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া কথনই

সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; অতএব উক্ত স্থলে প্রাণ ইন্দ্র ইত্যাদি শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম।

১মঅঃ ১পাদ ৩১সূত্র। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥

(শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—তু—উপদেশঃ—বামদেববৎ)

ভাষ্য।—ইন্দ্রোহি সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বমবধার্য্য "মামেব বিজানীহী"-তি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা যুক্তমুক্তবান্। তত্র কঃ শোকঃ কোমোহ একত্বমনুপশ্যত" ইত্যাদি শাস্ত্রম্ যথা "অহম্ মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চ" ইতি বামদেব উক্তবান্, তদ্বৎ।

ব্যাখ্যা :—"যিনি সকলকে এক ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহার শোক অথবা মোহ নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনার উল্লেখ আছে। শ্রুতি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বামদেব ঋষি পরমাত্ম-তত্ত্ব জানিবার পর বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন যে "আমিই মনু, আমিই সূর্য্য" ইত্যাদি। এতৎ শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তে ইন্দ্রও আপনার এবং বিশ্বের পরমাত্মত্ব চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "মামেব বিজানীহি" তাঁহার এই উক্তি বামদেবের উক্তিসদৃশই বুঝিতে হইবে। অতএব তাঁহার এই উক্তি সঙ্গত।

১মঅঃ ১পাদ ৩২সূত্র। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসা-ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥

(জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ-ন, ইতি চেৎ-ন, উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ-আশ্রিতত্বাৎ-ইহ তদ্‌যোগাৎ। ইন্দ্র-প্রতর্দ্দনসংবাদে জীবলিঙ্গস্য (ধর্ম্মস্য) মুখ্যপ্রাণলিঙ্গস্য চ দর্শনাৎ, ন ব্রহ্ম তস্মিন্ শ্রুতৌ উপদিষ্ট ইতি চেৎ; তন্ন। কুতঃ? ব্রহ্মোপাসনায়াঃ ত্রৈবিধ্যং সর্ব্বশ্রুতিষু উক্তত্বাৎ অন্যত্রাপি ত্রিবিধধর্ম্মেণ ব্রহ্মণ উপাসনম্ আশ্রিতম্; অত্রাপি তদ্ যোজ্যতে; তস্মাৎ ব্রহ্ম এব প্রতিপন্নঃ)।

কৌষীতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদে উক্ত আছে, যে ইন্দ্র তাঁহাকে উপাস্যরূপে জানিতে উপদেশ করিয়া তাঁহার নিজ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্" আমিই ত্রিশীর্ষকে ও ত্বষ্টৃ-পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলাম ইত্যাদি। এই বাক্যদ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি নিজকে জীবরূপেই উপাস্য বলিয়াছেন; কারণ জীবরূপেই তিনি ত্রিশীর্ষ প্রভৃতির বধসাধন করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায় যে, তিনি বলিয়াছেন "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত। বক্তারং বিদ্যাৎ" বাক্যকে জানিবার প্রয়োজন নাই, যিনি বক্তা তাঁহাকেই জান। এই বাক্য বাগিন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ শরীরস্থ জীবকেই জানিবার উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনসংবাদে যে ইন্দ্রকে উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই ইন্দ্রকে উক্ত জীবসাধারণ লিঙ্গ (ধর্ম্ম) দ্বারা জীবরূপী ইন্দ্র বলিয়াই বুঝা উচিত। এবঞ্চ ঐ সংবাদে উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রাণের যে সকল লিঙ্গ কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মুখ্যপ্রাণই লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কারণ ঐ সংবাদে উক্ত আছে যে, প্রাণই শরীরকে রক্ষা করে, ও উত্থাপিত করে; যথা—"অস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ" এই শরীরে যাবৎকাল প্রাণ থাকে, তাবৎকালই আয়ুঃ ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল মুখ্যপ্রাণের কার্য্য; অতএব উক্ত শ্রুতিতে কথিত উক্ত জীববোধকবাক্য ও মুখ্যপ্রাণবোধকবাক্যদ্বারা জীবরূপী ইন্দ্র ও মুখ্যপ্রাণই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হওয়া সিদ্ধান্ত হয়; ব্রহ্ম যে ঐ 'ইন্দ্র" ও "প্রাণ" শব্দের বাচ্য ইহা প্রতিপন্ন হয় না। যদি এইরূপ আপত্তি করা হয়, তবে সেই আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব আছে, ইহা শ্রুত্যন্তরেও উল্লিখিত আছে। এই স্থলেও তদনুসারে একই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ উপাসনা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাষ্য।—"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারম্ বিদ্যাৎ" "ত্রিশীর্ষাণং

ত্বাষ্ট্রমহন্নিত্যাদি জীবলিঙ্গাৎ", "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তী"-তি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাত্র ব্রহ্মপরিগ্রহ ইতি চেন্নোপাসকতারতম্যেন ব্রহ্মোপাসনায়াস্ত্রৈবিধ্যাজ্জীববর্গান্তর্য্যামিত্বেন প্রাণাদ্যচেতনান্তর্য্যামিত্বেন তদুভয়বিলক্ষণেন চান্য ।শ্রিতত্বাদিহাপি তদ্‌যোগাৎ।

অস্যার্থ:—"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্" ইত্যাদি জীবধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্য এবং "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইত্যাদি মুখ্যপ্রাণধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাক্যসকল (যাহা ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন-সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে) তদ্দ্বারা দেখা যায় যে, উক্ত সংবাদে উপাস্যরূপে ব্রহ্ম পরিগৃহীত হয়েন নাই। এইরূপ আশঙ্কা হইলে বলিতেছি, তাহা প্রকৃত নহে। উপাসকের অধিকারবিষয়ে তারতম্য হেতু ব্রহ্মোপাসনা ত্রিবিধ:—জীববর্গের অন্তর্য্যামিরূপে, প্রাণাদি অচেতন পদার্থের অন্তর্য্যামিরূপে, এবং তদুভয় ব্যতিরিক্তরূপে, এই ত্রিবিধরূপে ব্রহ্মোপাসনা অন্যত্র শ্রুতিতেও আশ্রিত (অবলম্বিত) হইয়াছে; তদ্রূপ এই শ্রুতিতেও এই ত্রিবিধত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব ব্রহ্মই এই স্থলে ইন্দ্র ও প্রাণ-শব্দের বাচ্য।

এই সূত্রের রামানুজভাষ্যও নিম্বার্কভাষ্যের অনুরূপ। শাঙ্করভাষ্যে অন্য একপ্রকার ব্যাখ্যা প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, অবশেষে নিম্বার্কভাষ্যানুরূপই ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও অনুমোদন করিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্যের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"ন ব্রহ্মবাক্যেঽপি জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিরুধ্যতে। কথম্? উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ; ত্রিবিধমিহ ব্রহ্মণ উপাসনং বিবক্ষিতং—প্রাণধর্ম্মেণ, প্রজ্ঞাধর্ম্মেণ, স্বধর্ম্মেণ চ। "তত্রায়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব আয়ুঃ প্রাণ ইতি", ইদং

শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত" ইতি চ প্রাণধর্ম্মঃ। ...."প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি" ইত্যাদিঃ প্রজ্ঞাধর্ম্মঃ। ..."স এষ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদির্ব্রহ্মধর্ম্মঃ। তস্মাদ্ব্রহ্মণ একৈতদুপাধিদ্বয়ধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মেণ চৈকমুপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতম্। অন্যত্রাপি মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইত্যাদাবুপাধিধর্ম্মেণ ব্রহ্মণ উপাসনমাশ্রিতম্। ইহাপি তদ্‌যোজ্যতে। বাক্যস্যোপক্রমোপসংহারাভ্যামেকার্থত্বাবগমাৎ প্রাণপ্রজ্ঞাব্রহ্মলিঙ্গাবগমাচ্চ। তস্মাদ্ ব্রহ্মবাক্যমেতদিতিসিদ্ধম্।"

অস্যার্থঃ—শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মপরতা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবধর্ম্মের ও মুখ্যপ্রাণধর্ম্মের উল্লেখদ্বারা বাধিত হয় না, জীব ও মুখ্যপ্রাণবোধক বাক্যসকল তদ্বিরুদ্ধ নহে। কারণ ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব আছে; এই ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন-সংবাদে ব্রহ্মের ত্রিবিধ উপাসনা বিবৃত হইয়াছে—প্রাণধর্ম্মে উপাসনা, প্রজ্ঞাধর্ম্মে উপাসনা এবং স্বধর্ম্মে উপাসনা। "তত্রায়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব, আয়ুঃ প্রাণ" ইতি "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" "তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসিত" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে।... "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য" ইত্যাদি বাক্যে প্রজ্ঞাধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে। "স এষ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। অতএব এই উপাধিদ্বয়ধর্ম্ম (প্রজ্ঞা ও প্রাণরূপ উপাধিদ্বয় ধর্ম্ম) ও স্বধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মেরই এক উপাসনা ত্রিবিধরূপে উক্ত হইয়াছে। অন্যত্র ও শ্রুতিতে মনোময় ও প্রাণময় শরীর ইত্যাদি উপাধি ধর্ম্মে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে। বাক্যের আরম্ভ ও শেষ দ্বারা একই অর্থ প্রতিপন্ন হয়, তদ্ধেতু এবং প্রাণ প্রজ্ঞা ও ব্রহ্ম এই তিনেরই ধর্ম্ম উপদিষ্ট হওয়ায়, এইস্থলেও তাহা যোজনা করা উচিত। অতএব ব্রহ্মই যে ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দের বাচ্য, তাহা সিদ্ধ হয়।

অন্যত্র শ্রুতিতে ব্রহ্মোপাসনার যে ত্রিবিধত্ব প্রদর্শিত আছে, তাহা

নিম্বার্কশিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত বেদান্তকৌস্তভ-নামক ব্যাখ্যানে উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক বাক্যসকল পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য বলিতেছেন :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দোব্রহ্মেতিস্বরূপেণ উপাস্যত্বম্। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানং চেত্যাদিষু চিদচিদন্তরাত্মতয়া চ তস্যোপাস্যত্বম্।"

অস্যার্থঃ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্ম" এই সকল বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপে উপাসনাব্যঞ্জক, (এই সকল বাক্য ব্রহ্মের বিশ্বাতীত স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন) এবংবিধ স্বরূপের ধ্যান ব্রহ্মোপাসনার এক অঙ্গ। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইত্যাদি বাক্যে চেতন ও অচেতনাত্মক বিশ্বের অন্তরাত্মারূপে, এবং সর্ব্বাত্মকরূপে ব্রহ্মের উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। (এইরূপে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব সর্ব্বত্রই শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়)।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদ ব্যাখ্যাত হইল; ইহার দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিসকলের বিচার দ্বারা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চেতনাচেতন চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি স্থিতি ও লয়প্রাপ্ত হয়; এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারই একাংশস্বরূপ; ব্রহ্ম এই বিশ্ব হইতে অতীতরূপেও আছেন, সেই অতীতরূপই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়, এই অতীতরূপে তিনি নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্; এবঞ্চ ঐ

অতীতরূপে চেতনাচেতন সমগ্র বিশ্ব—সর্ব্ববিধ গুণ, সর্ব্ববিধ শক্তি, সর্ব্ববিধ কার্য্য, তাঁহার স্বরূপভুক্ত হওয়াতে গুণ ও গুণী বলিয়া তদবস্থায় কোন ভেদ নাই; অতএব স্বরূপে তিনি পূর্ণাদ্বৈত, গুণাতীত, নিত্য মুক্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ-স্বভাব। পরন্তু জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-ব্যাপারও তাঁহার নিত্যধর্ম্ম, ইহা আকস্মিক নহে; ইহা নিত্যই তাঁহার অঙ্গীভূত; অতএব তিনি সশক্তিক-সগুণও বটেন। সুতরাং তাঁহার সম্পূর্ণ স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিলে, তিনি নির্গুণ ও সগুণ এই উভয়রূপী বলিয়া উপপন্ন হয়েন।

ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক যে সকল সূত্র এই পাদে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তৎসমস্ত উপসংহার করিয়া, সর্ব্বশেষ সূত্রে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাকে চেতনাচেতন সকলের অন্তর্য্যামী ও নিয়ন্তারূপে চিন্তন প্রথমাঙ্গ; সর্ব্বাত্মক-রূপে চিন্তন দ্বিতীয় অঙ্গ, এবং তদুভয়াতীতরূপে চিন্তন তাঁহার উপাসনার তৃতীয় অঙ্গ; এই ত্রিবিধ অঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণ। উক্ত সূত্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন "ব্রহ্মণ...একমুপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতং" ব্রহ্মের একই উপাসনার ত্রিবিধ অঙ্গ। সূর্য্যোপাসনাতে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ড ও প্রকাশাদি শক্তি, এবং তন্নিহিত জীবচৈতন্য, এবং এতদুভয় হইতে অতীত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মরূপ, এই ত্রিতয় এক ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। এইরূপ উপাসনা দ্বারা সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন, ইহাই শ্রুতির উপদেশ। ছন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ত্রী; অতএব গায়ত্রীকেও এইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতেই উপাসনা করিবে। গায়ত্রীর পৃথিব্যাদি পাদ সমস্তই ব্রহ্ম, গায়ত্রীনিষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্ম, এবং সর্ব্ব-নিয়ন্তা ব্রহ্ম; অতএব গায়ত্রীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা; তদ্দ্বারা উপাসক অমৃতত্ব লাভ করেন; ইহা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। দেবতা-

গণেরও অধিপতি ইন্দ্র; তাঁহার অপরিসীম শক্তি যাহা শ্রুতি প্রথমেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য; এই অপরিসীম শক্তিশালী ইন্দ্রকে ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করিবে। দেহের পরিচালক যে প্রাণ, তাহা ইন্দ্রেরই মূর্ত্তিবিশেষ; এই প্রাণ ও ইন্দ্র উভয়কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। প্রাণ ও ইন্দ্রের মহিমা বর্ণনা দ্বারা ব্রহ্মেরই মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মহিমা শ্রবণে ও চিন্তনে মানবচিত্ত স্বভাবতঃ ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়; এইরূপ মহিমা যাঁহার, যিনি আমার প্রাণরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিনায়ক, যিনি ইন্দ্ররূপে দুষ্কার্য্যকারীর শাসনকর্ত্তা, তিনি অবশ্য আমার ভজনীয়। সুতরাং চেতনাচেতন অধিষ্ঠানে ব্রহ্মের চিন্তন তৎপ্রতি প্রেমভক্তিসঞ্চারের অমোঘ উপায়। শ্রুতি এই দুই অঙ্গের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অমৃত, অজর, নিত্য শুদ্ধ-স্বভাব এবং আনন্দময়; অতএব এই ত্রিবিধ অঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা পরিপূর্ণ। অধিকারিভেদে কাহারও এক অঙ্গে, কাহারও অপর অঙ্গে, কাহারও সর্ব্বাঙ্গে সাধন প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহাদের একাঙ্গেও সাধন আরম্ভ হয়, তাঁহারাও ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গসাধনক্ষম হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। ইহাই ভক্তিমার্গ; এবং এই মার্গই ব্রহ্মসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানমার্গের উপদেশ সাংখ্যদর্শন বর্ণনাকালে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। ইহার সহিত ভক্তিমার্গের সাধনের প্রভেদের বিষয় এইক্ষণে বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। জ্ঞানযোগাবলম্বি-সাধক আপনাকে মুক্তস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিবেন, ইহাই জ্ঞানযোগের সার; দৃশ্যমান জগৎ সাংখ্যমতে গুণাত্মক, শাঙ্করমতে মায়ামাত্র, উভয়মতেই তাহা অনাত্ম, সুতরাং বর্জ্জনীয়; অতএব তৎপ্রতি তীব্র বৈরাগ্যও জ্ঞানযোগের পুষ্টিকর অঙ্গ। সুতরাং এই জ্ঞানযোগ পূর্ণব্রহ্মোপাসনার একাংশমাত্র। ভক্তিযোগাবলম্বিসাধকও আপনাকে ব্রহ্মাংশ বলিয়াই জানেন, এবং তদ্রূপই চিন্তা করেন। কিন্তু

ব্রহ্মের সত্তা উপাসকের সত্তাতেই পর্য্যাপ্ত নহে; ব্রহ্ম বিভুস্বভাব, উপাসক বিভুস্বভাব নহেন, ব্রহ্মের অংশমাত্র, এবং ব্রহ্মের নিয়তির অধীন; ইহা বেদব্যাস পরে বিশেষরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এবঞ্চ ব্রহ্ম অশেষবিধ গুণসম্পন্ন। এতৎ সমস্ত চিন্তা করিয়া ভক্ত ব্রহ্মের প্রতি স্বভাবতঃ প্রেম-সম্পন্ন হয়েন। এই প্রেমের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের স্বাতন্ত্র্য-বিষয়ক সংস্কার অচিরকালমধ্যে তিরোহিত হয়। সংসারেও দেখা যায় যে, প্রেমই পার্থক্যবুদ্ধিলোপের অব্যর্থ উপায়; প্রেমে স্ত্রী পুরুষ এক হয়, পিতা পুত্র এক হয়, বন্ধু ও বন্ধু এক হয়; সম্পূর্ণরূপে ভেদবুদ্ধির লোপই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। ব্রহ্মের অশেষবিধ গুণচিন্তনে তৎপ্রতি যে প্রেম হয়, তাহারই নাম ভক্তি। সুতরাং ভক্তিমার্গের সাধন সরস, জ্ঞানমার্গের সাধন নীরস।

উপাসনাপ্রণালীর উপদেশ দ্বারাও ব্রহ্মের পূর্ব্ব প্রতিপন্ন দ্বৈত-দ্বৈতত্বই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপাসনার প্রথম দুই অঙ্গ ব্রহ্মের সগুণধর্ম্মজ্ঞাপক, তৃতীয়াঙ্গ গুণাতীত ও জীবাতীত ধর্ম্ম-জ্ঞাপক। ব্রহ্ম সগুণ, অথচ নির্গুণ; ব্রহ্ম এই দ্বিরূপবিশিষ্ট হওয়াতে, তাঁহার পূর্ণ উপাসনাও সুতরাং উক্ত উভয়ধর্ম্মবিশিষ্ট, এবং তাহাই ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমপাদের শেষসূত্রে বিজ্ঞাপন করিলেন

প্রথমপাদে ব্রহ্মসূত্রের উপদিষ্ট সমস্তবিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে। জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব এতৎ সমস্তেরই আভাস এই প্রথমপাদে বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিতর্কদ্বারা এই সকল তত্ত্বই বিশেষরূপে বিস্তারিত করা হইয়াছে।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ॥

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয়পাদ।

প্রথমপাদে শ্রুতির ব্রহ্মবোধকতা সাধারণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনা বর্ণনাতে শ্রুতি নানা স্থানে নানা প্রকার বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তত্তৎ-বাক্যের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নহেন। সেই সকল শ্রুতিবাক্য বিচার করিয়া শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এই প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয়পাদে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই সেই সকল বাক্যের প্রতিপাদ্য। উপনিষৎ ভালরূপ অভ্যস্ত না থাকিলে, এই দুই পাদের সূত্রোক্ত বিচার সম্যক্ বোধগম্য হয় না; সাধারণতঃ এইমাত্র জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, উপনিষদে ব্রহ্মই উপাস্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। যত প্রকার উপাসনাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তেরই লক্ষ্য ব্রহ্ম; তিনিই নানাবিধ প্রণালীতে নানাবিধ বিভূতি অবলম্বনে উপাস্য বলিয়া শ্রুতি অবধারণ করিয়াছেন। শ্রুতিসকল সম্যক্ উদ্ধৃত করিয়া সকল স্থলে সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, এই গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া যায়; তন্নিমিত্ত শ্রুতি-সকলের কিয়দংশমাত্র স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া, সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পরন্তু ব্রহ্মের সগুণত্ব যে বেদব্যাসের স্থিরসিদ্ধান্ত, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন

নির্গুণত্ব যে তাঁহার সিদ্ধান্ত নহে, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের বিচারের ফল শাঙ্করভাষ্যে দ্বিতীয়পাদের প্রারম্ভে যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"প্রথমে পাদে জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাকাশাদেঃ সমস্তস্য জগতোজন্মাদি-কারণং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। তস্য সমস্তজগৎকারণস্য ব্রহ্মণো ব্যাপিত্বং নিত্যত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবঞ্জাতীয়কো ধর্ম্ম উক্ত এব ভবতি। অর্থান্তর-প্রসিদ্ধানাং কেষাঞ্চিচ্ছব্দানাং ব্রহ্মবিষয়ত্বে হেতুপ্রতিপাদনেন কানিচিদ্বাক্যানি সন্দিহ্যমানানি ব্রহ্মপরতয়া নির্ণীতানি।"

অস্যার্থঃ—প্রথমপাদে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রদ্বারা আকাশাদি সমস্ত জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা উক্ত হইয়াছে। সমস্তজগৎকারণ ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতিজাতীয় ধর্ম্ম থাকাও উক্ত হইয়াছে। শ্রুত্যুক্ত কোন কোন শব্দ যাহার অন্য অর্থে প্রয়োগ প্রসিদ্ধি আছে, সেই সকল শব্দের উক্ত শ্রুতিসকলে ব্রহ্ম-অর্থে প্রয়োগ হওয়া, এবং সন্দিগ্ধার্থ কোন কোন শ্রুতিবাক্য-সকলের ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা, হেতু-প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করা হইয়াছে"।

অতএব শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারেও ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, বেদব্যাস সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্রহ্মের থাকা প্রথম-পাদে উপদেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগেই ব্রহ্মের সত্য-সংকল্পাদি গুণও থাকা বেদব্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণ, নিঃশক্তিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যে বেদব্যাসের ও শ্রুতির অভিপ্রেত নয়, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

১ম অঃ ২য় পা ১ম সূত্র। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।

ছান্দোগ্যে ইদমাম্নায়তে—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু

ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি ; স ক্রতুং কুর্ব্বীত॥ ১॥ মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভা-রূপঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ শারীর আত্মোপাস্যত্বেনোপদিশ্যত আহোস্বিদ্ ব্রহ্মেতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? শারীর ইতি।...ইতোবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরমেব ব্রহ্মেহ...উপাস্যম্। কুতঃ? সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ যৎ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য চালম্বনং জগৎকারণম্, ইহ চ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যোপক্রমে শ্রুতং, তদেব মনোময়ত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্টমুপদিশ্যত ইতি যুক্তম্।" ইতি শাঙ্করভাষ্যে।

অস্যার্থঃ—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ উক্তি আছে যথা ঃ—"এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম; এতৎ সমস্ত তজ্জ (তাঁহা হইতে জাত হয়), তল্ল (তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়), তদন্ (তাঁহাতে স্থিতি করে, তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হয়)। ইহা জানিয়া শান্ত (অর্থাৎ কামক্রোধাদি বিকারবর্জ্জিত ও আত্মপরবুদ্ধিবিরহিত) হইয়া উপাসনা করিবে। এবঞ্চ পুরুষ ক্রতুময় হয় (পুরুষ ধ্যেয়গুণবিশিষ্ট হয়; ক্রতু=উপাসনা, ধ্যান।); ইহলোকে পুরুষ যেরূপ ক্রতুসম্পন্ন হয়েন, ইহলোক হইতে গমন করিয়া তিনি সেই প্রকার রূপ প্রাপ্ত হয়েন। অতএব পুরুষ ক্রতু করিবে, মনোময় প্রাণ-শরীর জ্যোতীরূপ ধ্যান করিবে"। এইস্থলে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, শ্রুতি কি মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট শরীরস্থ জীবাত্মারই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন, অথবা ব্রহ্মেরই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমে মনে হয়, শারীর জীবাত্মারই উপাসনার উপদেশ হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা হইলে, তদুত্তরে আমরা বলি পরমব্রহ্মই মনোময়ত্বাদিধর্ম্মের দ্বারা উপাস্যরূপে অবধারিত হইয়াছেন। কারণ—"সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ"

সমস্ত বেদান্তে ব্রহ্মশব্দের বাচ্য জগৎকারণ বলিয়া যে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ আছেন, এই স্থলে বাক্যের প্রারম্ভভাগে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যে সেই ব্রহ্মই উল্লিখিত হইয়াছেন, অতএব তিনিই যে মনোময়ত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-রূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই সঙ্গত মীমাংসা। *

১ম অঃ ২য় পা ২য় সূত্র। বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ।

"তদিহ যে বিবক্ষিতা গুণা উপাসনায়ামুপাদেয়ত্বেনোপদিষ্টাঃ সত্যসঙ্কল্পপ্রভৃতয়ঃ, তে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে। সত্যসঙ্কল্পত্বং হি সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষ্বপ্রতিবন্ধশক্তিত্বাৎ পরমাত্মনোঽবকল্প্যতে। পরমাত্মগুণত্বেন চ, "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যত্র "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি শ্রুতম্। "আকাশাত্মা" ইত্যাদিনা আকাশবদাত্মাঽস্যেত্যর্থঃ; সর্ব্বগতত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ সম্ভবত্যাকাশেন সাম্যং ব্রহ্মণঃ।" ইতি শাঙ্করভাষ্যে। †

---

* নিম্বার্কভাষ্যেও সূত্রের এইরূপই অর্থ করা হইয়াছে, যথা—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে "মনোময়ঃপ্রাণশরীর" ইতি। অত্র মনোময়ত্বেনোপাস্যঃ সর্ব্বকারণভূতঃ পরমাত্মা গৃহ্যতে ন প্রত্যগাত্মা; কুতঃ? সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধস্য পরমাত্মনএব পূর্ব্বত্র সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্মেত্যাত্মপদেশাৎ।"

† নিম্বার্কভাষ্যেও সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যথা ;—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদীনাং বিবক্ষিতানাং মনোময়ত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং গুণানাং ব্রহ্মণোযোপপত্তেশ্চ। যে যে স্থলে শাঙ্করভাষ্য এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই বুঝিতে হইবে যে, সূত্রের ব্যাখ্যা বিষয়ে কোন বিরোধ নাই; পরন্তু শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করিবার অভিপ্রায় এই যে, ব্যাসকৃত সূত্রসকলের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও এইরূপই করিয়াছেন, সূত্রের ব্যাখ্যান্তর নাই। পরন্তু এই সকল সূত্রদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মের কেবল নির্গুণত্বই বেদান্তে এবং ব্রহ্মসূত্রে উপদিষ্ট হয় নাই, পরন্তু জীবের ব্রহ্মের ন্যায় যে বিভুত্ব নাই, তাহাও স্পষ্টরূপে ইহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, বেদান্তদর্শনে ভক্তিমার্গই বেদব্যাস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।

অস্যার্থঃ—উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ উপাসনার্থ গ্রহীতব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়। সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারবিষয়ে অপ্রতিহতশক্তিসত্তাহেতু পরমাত্মা-সম্বন্ধেই সত্যসঙ্কল্পত্ব কল্পিত হইতে পারে। শ্রুতিতে "য আত্মাঽপহত-পাপ্মা" বাক্যে যে আত্মার অপাপবিদ্ধত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মার পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় সত্যকামত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব গুণ থাকা ঐ শ্রুতিই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি যে "আকাশাত্মা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী তাঁহার রূপ; সর্ব্বগতত্বাদিধর্ম্মে আকাশের সহিত ব্রহ্মেরই তুলনা হইতে পারে। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

১ম অঃ ২য় পা ৩য় সূত্র। **অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।**

"পূর্ব্বেণ সূত্রেণ ব্রহ্মণি বিবক্ষিতানাং গুণানামুপপত্তিরুক্তা; অনেন শারীরে তেষামনুপপত্তিরুচ্যতে। তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ। ব্রহ্মৈবোক্তেন ন্যায়েন মনোময়ত্বাদিগুণঃ, ন তু শারীরো জীবো মনোময়ত্বাদিগুণঃ। "যৎ কারণং" "সত্যসঙ্কল্প" "আকাশাত্মা" "অবাক্যঽনাদরো" "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা" ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা গুণা ন শারীরে আঞ্জস্যেনোপপদ্যন্তে।" ইতি শাঙ্করভাষ্যে।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিবাক্যোক্ত গুণসকল ব্রহ্মের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়; এই সূত্রে বলা হইতেছে, শারীর জীবাত্মায় সেই সকল গুণের উপপত্তি হয় না। সূত্রোক্ত "তু" শব্দ অবধারণার্থক। ব্রহ্মই পূর্ব্বোক্ত কারণে মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, শারীর জীব তদ্বিশিষ্ট নহে। যেহেতু সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, অবাকী, অনাদর (অকাম), পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ, শ্রুত্যুক্ত এই সকল এবং এই জাতীয় গুণসকল শারীর জীবাত্মায় প্রত্যক্ষীভূত হয় না।

(আকাশাত্মা বলিতে সর্ব্বব্যাপী বুঝায়, তাহা জীবের নাই, এই সূত্রে ইহা স্পষ্টরূপে বলা হইল; সুতরাং এতদ্দ্বারা জীবের বিভুত্ব নিবারিত হইল বুঝিতে হইবে; অতএব শঙ্করাচার্য্য যে জীবকে বিভুস্বভাব বলিয়া পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত নহে। *

১ম অঃ ২য় পা ৪র্থ সূত্র। কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ।

"এতমিতঃ প্রেত্যাঽভিসম্ভবিতাঽস্মি" ইতি শারীরস্য কর্তৃত্বেনোপাসকত্বেন ব্যপদেশাৎ, পরমাত্মনঃ কর্ম্মত্বেনোপাস্যত্বেন প্রাপ্যত্বেন চ ব্যপদেশাৎ।" ইতি শাঙ্করভাষ্যে।

অস্যার্থঃ—"আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে (আমার উপাস্যকে) প্রাপ্ত হইয়াছি" এই বাক্যে শারীর জীবের উপাসকরূপে কর্তৃত্ব উপদেশ আছে, এবং "এতং" পদবাচ্য পরমাত্মার কর্ম্মত্ব, উপাস্যত্ব ও প্রাপ্যত্বরূপে উপদেশ আছে। অতএব শারীর জীবাত্মা উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য নহে, পরমাত্মাই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট। †

১ম অঃ ২য় পা ৫ম সূত্র। শব্দবিশেষাৎ।

নিম্বার্ক ভাষ্য :—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ শারীরাদন্যঃ পরমাত্মা "এষ মে আত্মান্ত"হৃদয়ে" ইতি জীবপরমাত্মনোঃ ষষ্ঠীপ্রথমান্তশব্দবিশেষাৎ।

অস্যার্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে" এই আত্মা আমার হৃদয়ে; এই স্থলে জীব সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করিয়া "মে"

---

* এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য এইরূপ; যথা,—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরএব, ন জীবস্তস্মিন্মনোময়ত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যনুপপত্তেঃ।

† এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্যও এইরূপ; যথা,—ইতোঽপ্যত্র মনোময়াদিপদবাচ্যো ন শারীরঃ। "এতমিতঃপ্রেত্য সম্ভবিতাস্মী"-তি কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাৎ।

শব্দ উক্ত হইয়াছে, এবং উপাস্য আত্মাকে প্রথমাবিভক্ত্যন্ত করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ বিশেষ করিয়া শব্দ প্রয়োগ হওয়াতে শ্রুতি-বাক্যোক্ত মনোময়ত্বাদি গুণ জীবের সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই, পরমাত্মার সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ২য় পা ৬ষ্ঠ সূত্র। স্মৃতেশ্চ।

"স্মৃতিশ্চ শারীরপরমাত্মনোর্ভেদং দর্শয়তি, ঈশ্বরঃ সর্ব্ব-ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইত্যাদ্যা। ইতি শাঙ্করভাষ্যে।

অস্যার্থঃ—স্মৃতিও স্পষ্টরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা;—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে, "হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর হৃদ্দেশে অবস্থান করেন, তিনি হৃদ্দেশে থাকিয়া মায়াদ্বারা জীবসকলকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় ভ্রাম্যমান করেন। ইত্যাদি। *

১ম অঃ ২য় পা ৭ম সূত্র। অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ।

(অর্ভক—ওকস্)—ত্বাৎ—তৎ—ব্যপদেশাচ্চ—ন, ইতি চেৎ, ন; নিচায্যত্বাৎ এবং—ব্যোমবৎ চ। (অর্ভকং=অল্পং, ওকঃ=স্থানং যস্য স, তস্য ভাবঃ তত্ত্বং, তস্মাৎ=অর্ভকৌকস্ত্বাৎ।)

ভাষ্য ঃ—"এষ মে আত্মা হৃদয়ে" ইত্যল্পায়তনত্বাৎ, "অনীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা" ইত্যল্পত্বব্যপদেশাচ্চাত্র ন ব্রহ্মেতি চেৎ, নৈব তথাত্বেন ব্রহ্মণইহোপাস্যত্বাৎ বৃহতোঽল্পত্বস্তু গবাক্ষব্যোমবৎ সংগচ্ছতে।

অস্যার্থঃ—"এই আত্মা আমার হৃদয়ে" এই শ্রুতিবাক্যে আত্মার

---

* এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য এইরূপ; যথা,—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতী"-তি স্মৃতেশ্চ জীবপরমাত্মনোর্ভেদোঽস্তি।

অল্পায়তনত্ব বোধগম্য হয়; "আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র" এই স্পষ্ট উপদেশও তৎসম্বন্ধে আছে; তদ্দ্বারা আত্মার অল্পত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম বিভুস্বভাব; অতএব ব্রহ্ম ঐ শ্রুতির উপদেশের বিষয় হইতে পারেন না। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত স্থলে উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্ম ক্ষুদ্ররূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন; আকাশ অনন্ত হইলেও গবাক্ষ-ব্যোম (গবাক্ষস্থ আকাশ) ইত্যাদি স্থলে যেমন বৃহতের অল্পত্ব বিবক্ষা হয়, তদ্রূপ বিভু আত্মারও ঐ প্রকার ক্ষুদ্রত্ব উপদেশ অসঙ্গত নহে।

১ম অঃ ২য় পাদ ৮ম সূত্র। সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেন্ন বৈশেষ্যাৎ।

ভাষ্য।—"সর্ব্বহৃদয়সম্বন্ধাৎ সুখদুঃখসম্ভোগপ্রাপ্তির্ব্রহ্মণোঽপি জীবস্যেবেতি চেন্নায়ং দোষঃ, স্বকৃতকর্ম্মফলভোক্তৃত্বেনাপহতপাপ্মত্বেন চ জীবব্রহ্মণোঽত্যন্তবিশেষাৎ।"

অস্যার্থঃ—সকলের হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও সুখদুঃখভোগ সম্ভব হইতে পারে; (পরন্তু ব্রহ্মের সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্ম উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য নহেন) যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহা সঙ্গত নহে; ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ বলাতে কোন দোষ হয় না। কারণ, স্বকৃতকর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব জীবে আছে, ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার (অপাপবিদ্ধ); জীব ও ব্রহ্মের এইরূপ প্রভেদ শ্রুতিই বর্ণনা করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রের এইরূপই অর্থ করা হইয়াছে। যথা—"ন চৈবং সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্ছারীরবদ্ ব্রহ্মণঃ সম্ভোগপ্রসঙ্গো, বৈশেষ্যাৎ" ইত্যাদি।

১ম অঃ ২য় পাদ ৯ম সূত্র। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।

ভাষ্য।—'যস্য ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং, মৃত্যুর্যস্যো-

পসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র স" ইত্যত্রাত্তা শ্রীপুরুষোত্তমঃ। কুতঃ ? মৃত্যুপসেচনোদনস্য ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিতচরাচরাত্মকস্য বিশ্বস্য গ্রহণাৎ।

অস্যার্থঃ—কঠশ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে, যথা :—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং।

মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ"। (১ম অঃ ২য়াবল্লী)

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন মাত্র (ঘৃতাদি বস্তু যাহা অন্নে মাখিয়া খাওয়া যায়, তদ্রূপ উপসেচন মাত্র)। তাঁহার স্বরূপ কি, এবং তাঁহার স্থিতি বা কোথায়, তাহা কে জানিতে পারে ?

এই বাক্যে যিনি অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম ; কারণ, মৃত্যুকেও তাঁহার উপসেচনমাত্র বলায় ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিত চরাচর বিশ্ব সমস্তই তিনি গ্রহণ (আত্মসাৎ) করেন বলা হইল ; ব্রহ্মেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই অত্তা (ভক্ষক) ব্রহ্মই।

১ম অঃ ২য়পাদ, ১০সূত্র। প্রকরণাচ্চ।

ভাষ্য।—অত্তা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ "মহান্তং বিভু"-মিতি তস্যৈব প্রকৃতত্বাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—কঠোপনিষদের যে প্রকরণে (প্রথম প্রকরণের দ্বিতীয় বল্লীতে) ঐ বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মবিষয়ক প্রকরণ ; সুতরাং ব্রহ্মই ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য। উক্ত প্রকরণের প্রতিপাদ্য আত্মাকে প্রথমে "মহান্তং বিভুং" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি পরমাত্মাকেই সুস্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব পরমাত্মাই উক্ত বাক্যের কথিত অত্তা (ভক্ষণকর্ত্তা)।

১ম অঃ ২য়পাদ ১১সূত্র। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ।

ভাষ্য।—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টা-" বিত্যত্র গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি চেতনৌ হি জীবপরমাত্মানৌ বোধ্যৌ; কুতস্তদ্দর্শনাত্তয়োরেবাস্মিন্‌প্রকরণে গুহাপ্রবেশব্যপদেশ-দর্শনাৎ। "তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতমি"-তি পরমাত্মনঃ "যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী সা ভূতেভির্ব্যজায়তে"-তি জীবস্য।

ব্যাখ্যা:—কঠবল্লীতে "গুহাং প্রবিষ্টৌ" ইত্যাদি বাক্যে "গুহাতে প্রবিষ্ট" বলিয়া যে আত্মাদ্বয়ের কথা উল্লেখ আছে, সেই দুই আত্মাকে পর-মাত্মা ও জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ এই প্রকরণে জীবাত্মাকে ও পরমাত্মা এই উভয়কেই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা:— "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতম্" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাকে এবং "যা প্রাণেন গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী" ইত্যাদি বাক্যে জীবাত্মাকে গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

১ম অঃ ২য়পাদ ১২ সূত্র। বিশেষণাচ্চ।

ভাষ্য।—জীবপরয়োরেবাত্র গুহাপ্রবিষ্টত্বেনপরিগ্রহঃ; যতো-ঽস্মিন্‌প্রকরণে "ব্রহ্মযজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তি-মত্যন্তমেতি", "যঃ সেতুরীজানানা"মিত্যাদিষু তয়োরেবোপাস্যো-পাসকভাবেন বেদ্যত্ববেত্তৃত্বাদিনা চ বিশেষিতত্বাচ্চ।

অস্যার্থঃ—পরমাত্মা ও জীবাত্মাই যে "গুহা প্রবিষ্ট" বাক্যের অর্থ, তাহার অন্যতর কারণ এই যে, উক্ত শ্রুতিতে "ব্রহ্মযজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি", "যঃ সেতুরীজানানাং" ইত্যাদি একের বেদ্যত্ব অপরের বেত্তৃত্ব, একের উপাস্যত্ব, অপরের উপাসকত্ব, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

১ম অঃ ২য়পাদ ১৩ সূত্র। অন্তর উপপত্তেঃ।

ভাষ্য।—"য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যক্ষিণ্যন্তরঃ পুরুষোত্তমএব নান্যঃ; কুতঃ ? "এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি", "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে" ইত্যাত্মত্বাভয়ত্বাদীনাং সংযদ্বামত্বাদীনাং চ পুরুষোত্তমে এবোপপত্তেঃ।

অস্যার্থঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে উপকোশলবিদ্যা প্রকরণে উক্ত আছে "য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" (চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়েন)। এই স্থলেও চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষ ব্রহ্ম, জীব নহেন; কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্য এই চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষকে আত্মত্ব, অভয়ত্ব, অমৃতত্ব, সংযদ্বামত্বাদি ব্রহ্মগুণসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল বাক্য জীবসম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে না। শ্রুতি যথা :—"এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি" এবং "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে ঐ শ্রুতি সংযদ্বাম, বামনী, ভামনীশক্তিসম্পন্ন (জীবের কর্ম্মফলদাতা, সর্ব্বপ্রকাশক ইত্যাদি) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাদ ১৪ সূত্র। স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ।

ভাষ্য।—পরমাত্মনো "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নি"-ত্যাদিশ্রুত্যা স্থানাদের্ব্যপদেশাচ্চাক্ষিপুরুষঃ স এব।

ব্যাখ্যা :—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্, তস্যোদিতি নাম হিরণ্যশ্মশ্রু" (যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যিনি চক্ষুতে অবস্থান করেন, উৎ যাঁহার নাম, যিনি হিরণ্ময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট) ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ধ্যানের জন্য স্থান, নাম ও রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে দেখা যায়। অতএব এই স্থলেও ব্রহ্মকে চক্ষুরভ্যন্তরস্থ পুরুষ বলাতে দোষ হয় নাই।

১ম অঃ ২য় পাদ ১৫ সূত্র। **সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ।**

ভাষ্য।—অক্ষিগতঃ পর এব "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মে"-তি সুখবিশিষ্টাভিধানাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—উক্ত শ্রুতিতে "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে অক্ষিগত পুরুষকে প্রাণস্বরূপ, সুখস্বরূপ (আনন্দময়) ইত্যাদি রূপে অভিহিত করা হইয়াছে; কিন্তু জীব সুখময় নহে. জীব দুঃখে নিপতিত; সুতরাং উক্ত স্থলে অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই।

১ম অঃ ২য় পাদ ১৬ সূত্র। **অতএব চ তদ্ব্রহ্ম।**

ভাষ্য।—তৎ কং ব্রহ্মেতি সুখবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব, কুতঃ? "যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং, তদেব ক"-মিতিপরস্পরবৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদকবাক্যাদেব চ।

ব্যাখ্যা:—উক্ত শ্রুতিতে এইরূপ বাক্যও আছে, যথা "যদ্বাব কং, তদেব খং যদেব খং তদেব কং" (যিনি সুখস্বরূপ, তিনিই আকাশস্বরূপ; যিনি আকাশস্বরূপ তিনিই সুখস্বরূপ)। অতএব সুখবিশিষ্ট আত্মাকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক বলাতে সেই সুখময় আত্মা জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন পরব্রহ্ম।

১ম অঃ ২য় পা ১৭ সূত্র। **শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ।**

(শ্রুতোপনিষৎকস্য—গতি—অভিধানাৎ (কথনাৎ)।

ভাষ্য।—শ্রুতোপনিষদ্যেন তস্য শ্রুতোপনিষৎকস্য যা গতির্দেবযানাখ্যা "অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎপরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুত্যন্তরে প্রসিদ্ধা

"তস্যাএবেহ তের্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তী" ত্যাদিনা গতেরভিধানা-চ্চাক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তম এব।

অস্যার্থঃ—(উপনিষীদতি পরমাত্মানং প্রাপয়তি যা পরমাত্মবিদ্যা সা উপনিষৎ; শ্রুতা উপনিষদ্যেন শ্রুতোপনিষদ্যেন) রহস্যের সহিত উপ-নিষদ্‌বেত্তা পুরুষের সম্বন্ধে শ্রুত্যন্তরে "অথোত্তরেণ তপসা" ইত্যাদি বাক্যে যে গতিপ্রাপ্তি প্রসিদ্ধ আছে, সেই গতি "তস্যা এবেহ" ইত্যাদি বাক্যে অক্ষিপুরুষের সম্বন্ধেও উপদিষ্ট হওয়ায় ঐ অক্ষিস্থ পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া উপপন্ন হয়েন।

এই সূত্রের সম্পূর্ণ শাঙ্করভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"ইতশ্চাক্ষিস্থানঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরো, যস্মাৎ শ্রুতোপনিষৎকস্য শ্রুতরহস্য-বিজ্ঞানস্য ব্রহ্মবিদো যা গতির্দ্দেবযানাখ্যা প্রসিদ্ধা শ্রুতৌ, "অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে, এতদ্বৈ প্রাণানামায়ত-নমেতদমৃতমভয়মেতৎপরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তত ইতি।" স্মৃতাবপি,—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥

ইতি সৈবেহাঽক্ষিপুরুষবিদোঽভিধীয়মানা দৃশ্যতে। "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদুচ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি." ইত্যুপক্রম্য "আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তত ইতি" তদিহ ব্রহ্মবিদ্বিষয়য়া প্রসিদ্ধয়া গত্যাঽক্ষিস্থানস্য ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে"।

অস্যার্থঃ—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষ (যিনি ত্রয়োদশ সূত্রের লক্ষিত ছান্দোগ্যশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন) তিনি পরমেশ্বর—পরমাত্মা। কারণ, রহস্য-বিজ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষের (শ্রুতোপনিষৎকস্য) যে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দেবযানগতিপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে (যথা শ্রুতি বলিয়াছেন :—"তপসা

ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করিয়া (আত্মস্বরূপ লাভ করিবার নিমিত্ত সাধন করিয়া) দেহান্তে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়েন (তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন), ইহাই জীবের শেষ বিশ্রামস্থান, ইহাই অমৃত (মোক্ষ), পরম অভয়স্থান। এই স্থানপ্রাপ্ত পুরুষ আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন না"। এইরূপ স্মৃতিও বলিয়াছেন :—ব্রহ্মবিৎ-পুরুষ, অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল উত্তরায়ণ ষণ্মাসরূপ দেবতাসকলকে প্রাপ্ত হইয়া, তৎপর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। সেই প্রসিদ্ধ গতিই অক্ষি-পুরুষোপাসক লাভ করেন বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। যথা শ্রুতি বলিয়াছেন :—(উপাসকের মৃত্যু হইলে তাঁহার কুটুম্বগণ) তাঁহার শব-সংস্কার করুক আর নাই করুক, তিনি অর্চ্চিকে (অগ্নিদেবতাকে) নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়েন"; এইরূপে গতিবর্ণনা আরম্ভ করিয়া শ্রুতি পরে বলিয়া-ছেন, "সেই পুরুষ আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুল্লোক প্রাপ্ত হয়েন; তখন ব্রহ্মলোকবাসী দিব্যপুরুষ উক্ত উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান; ইহারই নাম দেবপথ ও ব্রহ্মপথ; ইহা প্রাপ্ত হইলে মানবের এই আবর্ত্তমান সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না"। ব্রহ্মবিদ্‌গণের যে এই প্রসিদ্ধগতি উক্ত আছে, তাহা অক্ষিপুরুষোপাসকের সম্বন্ধে উক্ত হওয়ায় অক্ষিস্থিত পুরুষ ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত হয়েন।

মন্তব্য :—এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ছান্দোগ্যাদি উপনিষদুক্ত অক্ষিপুরুষোপাসনা প্রভৃতি ভক্তিমার্গীয় ত্রিবিধ অঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা, যাহা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পাদের শেষসূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার দ্বারা যে মোক্ষপদ লাভ হয়, এবং ব্রহ্মবিদ্‌দিগের যে দেহান্তে দেবযানগতি প্রাপ্তি হয়, তাহাও বেদব্যাস স্পষ্টরূপে এই সূত্রে বর্ণনা করিলেন, এবং এই সূত্রের এইরূপেই মর্ম্ম থাকা শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্বকৃত ভাষ্যে ব্যাখ্যা করিলেন; সুতরাং কেবল জ্ঞানমার্গই মোক্ষপ্রাপক বলিয়া যাঁহাদের

অভিমত, তাঁহাদের মত আদরণীয় নহে; এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য পরে যে এই উভয় বিষয়ে বিরুদ্ধমত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও গ্রহণীয় নহে। নিম্বার্কভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এতৎ সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যার বিরোধ নাই।

১ম অঃ ২য়পাদ ১৮ সূত্র। অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥

ভাষ্য।—অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মেতরো ন ভবতি, কুতস্তদিতরস্য তত্র নিয়মেনানবস্থিতেরমৃতত্বাদেস্তত্রাসম্ভবাচ্চ।

ব্যাখ্যা—অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা; জীব, ছায়াপুরুষ অথবা দেবতা নহেন; কারণ জীবের অক্ষিতে অবস্থানের নিয়ম নাই, (জীব সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; ছায়াপুরুষ প্রতিবিম্বরূপী হওয়ায়, তাঁহার স্থিতি পরিবর্ত্তনশীল; এবং সূর্য্যদেবতাও রশ্মি দ্বারাই চক্ষুতে অবস্থিত বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন) এবং অমৃতত্বাদিগুণও ইহাদের নাই। অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ অক্ষিপুরুষ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম।

—*—

১ম অঃ ২য়পাদ ১৯ সূত্র। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নি"-ত্যুপক্রম্য "এষ তে আত্মাঽ-ন্তর্য্যামী"-তি পৃথিব্যাদ্যধিদৈবাদিসর্ব্বপর্য্যায়েষু শ্রূয়মাণোঽন্তর্য্যামী পরমাত্মৈব, কুতস্তদ্ধর্ম্মস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদেরিহ ব্যপদেশাৎ ॥

ব্যাখ্যা—বৃহদারণ্যকশ্রুতি তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে "যঃ পৃথিব্যাস্তিষ্ঠন্" (যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন), এইরূপ বাক্যারম্ভ করিয়া, "এষ তে আত্মান্তর্য্যামী" (এই আত্মা তোমার অন্তর্য্যামী) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; এবং পরে পর্য্যায়ক্রমে অপ্, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু,

স্বর্গ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, তেজঃ, সর্ব্ববিধ প্রাণিবর্গ, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুতে স্থিত পুরুষকে অধিদৈব, অধিলোক, অধ্যাত্মভেদে বর্ণনা করিয়া, সেই পুরুষ তোমার অন্তর্য্যামী বলিয়া বাক্য শেষ করিয়াছেন। এই অধিদৈব ও অধিলোকাদিতে অন্তর্য্যামিরূপে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম, জীব নহেন। কারণ ঐ আত্মার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি যে সকল ধর্ম্ম ঐ শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের ধর্ম্ম, জীবের নহে।

১ম অঃ ২য়পাদ ২০ সূত্র। নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥

ভাষ্য।— নচ প্রধানমন্তর্য্যামিশব্দবাচ্যং, চেতনধর্ম্মাণাং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বসর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদীনাং চাভিলাপাৎ।

ব্যাখ্যাঃ—সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রধান, উক্ত স্থলে অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য নহে; কারণ, অচেতন প্রধানকে ঐ অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য বলিলে সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি উক্ত শ্রুত্যুক্ত চেতনধর্ম্মসকলের অপলাপ হয়।

১ম অঃ ২য়পাদ ২১ সূত্র। শারীরশ্চোভয়েঽপিহি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥

(ন—শারীরশ্চ ; হি যতঃ উভয়ে—অপি, ভেদেন এনম্ অধীয়তে)।

ভাষ্য।—নচ জীবোঽন্তর্য্যামী, যতশ্চৈনমন্তর্য্যামিণোভেদেন "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নি"-তি কাণ্বাঃ, "য আত্মনী"-তি মাধ্যংদিনাশ্চোভয়েপ্যঽধীয়তে।

ব্যাখ্যা—এই স্থলে শারীর জীবও অন্তর্য্যামী শব্দের বাচ্য বলিতে পার না ; কারণ কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই এই অন্তর্য্যামী হইতে জীব বিভিন্ন বলিয়া গীত হইয়াছেন।

১ম অঃ ২য়পাদ ২২ সূত্র। অদৃশ্যত্বাদিগুণকোধর্ম্মোক্তেঃ ॥

ভাষ্য।—আথর্ব্বণিকৈরুদাহৃতঃ অদৃশ্যমিত্যাদিনা, হৃদৃশ্যত্বাদি-গুণকঃ পরমাত্মৈব, কুতঃ? "যঃ সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদিনা তদ্ধর্ম্মোক্তেঃ ॥

ব্যাখ্যা—অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকে উক্ত "যত্তদ্-দ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্" (যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ ইত্যাদি) বাক্যে অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া যিনি উক্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম; কারণ ঐ শ্রুতি পরে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৩সূত্র। বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥

(ন—ইতরৌ (জীবঃ প্রধানং চ); বিশেষণাৎ (ভূতযোনিত্বাদিবিশেষণাৎ ন জীবঃ), "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি ভেদব্যপদেশাৎ ন প্রধানং চ)

ভাষ্য।—প্রধানজীবৌ ন ভূতযোন্যক্ষরপদবাচ্যৌ বিশেষণভেদ-ব্যপদেশাভ্যাং, "সর্ব্বগত"-মিতিবিশেষণব্যপদেশঃ, "অক্ষরাৎ পরতঃ পর" ইতি ভেদব্যপদেশশ্চ।

ব্যাখ্যা—সাংখ্যোক্ত প্রধান অথবা জীব উক্ত শ্রুত্যুক্ত ভূতযোনি ও অক্ষরপদের বাচ্যে নহে; কারণ "সর্ব্বগত" বিশেষণ দ্বারা জীবাত্মা হইতে, এবং "অক্ষর হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ" এই বাক্য দ্বারা প্রধান হইতে, শ্রুতি তাঁহার বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৪সূত্র। রূপোপন্যাসাচ্চ ॥

(উপন্যাসাৎ কথনাৎ)

ভাষ্য।—"অগ্নির্মূর্দ্ধে"-ত্যাদিনা পরমাত্মনোরূপোপন্যাসাচ্চ নেতরৌ ॥

ব্যাখ্যা—"অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ" (অগ্নি ইঁহার শিরোদেশ,

চন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহার চক্ষুর্দ্বয়) ইত্যাদি বাক্য যাহা ঐ শ্রুতি ঐ পুরুষের রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পরমাত্মারই সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে। অতএব ইনি জীব নহেন, পরমাত্মা।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৫সূত্র। বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব, যতোঽগ্নিব্রহ্মসাধারণস্যাপি বৈশ্বানরশব্দস্য ব্রহ্মপরিগ্রহে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদ্যবয়ব-বিধানেন বিশেষাবগমাৎ।

ব্যাখ্যা—ছান্দোগ্যোপনিষদে যে বৈশ্বানর উপাসনার উল্লেখ আছে, সেই বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য পরমাত্মা; কারণ ঐ বৈশ্বানরশব্দ অগ্নি ও ব্রহ্ম উভয়-বাচক হইলেও "দ্যুমূর্দ্ধত্বা"দি (স্বর্গশিরস্ত্ব ইত্যাদি) বিশেষণ দ্বারা উক্ত স্থলে পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

১ম অঃ ২য়:পাদ ২৬সূত্র। স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥

ভাষ্য।—পরমাত্মনো হি বৈশ্বানরত্বে "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধে"-ত্যাদিস্মৃত্যুক্তমপি রূপং নিশ্চায়কং স্যাৎ ॥

ব্যাখ্যা—স্মৃতিতেও এই সকল রূপ ব্রহ্মেরই বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই স্মৃতি আপনার মূলশ্রুতির অর্থ অনুমান করায়, তদ্দ্বারাও বৈশ্বানর-শব্দের বাচ্য যে পরব্রহ্ম তাহাই সিদ্ধান্ত হয়। স্মৃতি যথা :—

দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা" ॥

অন্বয়ার্থঃ—ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকে যাঁহার মস্তক, আকাশকে

যাঁহার নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে যাঁহার নেত্রদ্বয়, দিক্ সকলকে যাঁহার শ্রোত্র বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং পৃথিবীকেই যাঁহার পাদ বলিয়া অবগত হয়েন, সেই আত্মা অচিন্ত্য, এবং সকল ভূতের স্রষ্টা। (ঠিক এইরূপ আরও স্মৃতিবাক্য আছে ; যথাঃ—"যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা,খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রং, তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৭সূত্র। শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চেতি চেন্ন, তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমভিধীয়তে॥

(শব্দ + আদিভ্যঃ (বৈশ্বানরশব্দাদিভ্যঃ), অন্তঃপ্রতিষ্ঠাৎ (অন্তঃপ্রতিষ্ঠানশ্রবণাচ্চ), ন (বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা) ইতি চেৎ ; ন ; তথা—(তস্মিন্ বৈশ্বানরে) দৃষ্টি + উপদেশাৎ (পরমেশ্বরদৃষ্টেরুপদেশাৎ), অসম্ভবাৎ, পুরুষম্ অভিধীয়তে (পুরুষত্বশ্রবণাচ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব)।

ভাষ্য।—জাঠরাগ্নৌ বৈশ্বানরশব্দস্য রূঢ়ত্বাদগ্নিত্রেতাবিধানাৎ প্রাণাহুত্যাধারত্বসঙ্কীর্ত্তনাদন্তঃপ্রতিষ্ঠানশ্রবণাচ্চ ন বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা কিন্তু জাঠরাগ্নিরিতি চেন্ন ; তথা তস্মিন্ জাঠরে পরমেশ্বরদৃষ্টেরুপদেশাৎ পরমাত্মাপরিগ্রহাভাবে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদ্যসম্ভবাৎ পুরুষত্বশ্রবণাচ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব॥

অস্যার্থঃ—বৈশ্বানরশব্দের স্বাভাবিক অর্থ জাঠরাগ্নি, এবং অগ্নিশব্দ, যাহা এই শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হৃদয়, গার্হপত্য ও মনঃ এই ত্রিবিধ অগ্নিবাচক। এবং "প্রথমমাগচ্ছেৎ" ইত্যাদি প্রাণাহুতিবাক্যে অগ্নির আধারত্বও উক্ত হইয়াছে। অতএব এই সকল কারণে, এবং "পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইত্যাদি বাক্যে ঐ বৈশ্বানরকে পুরুষের অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলাতে, উক্ত শ্রুতিতে বৈশ্বানরশব্দ পরমেশ্বরার্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; যদি এইরূপ বল, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, বৈশ্বানর উপাধিতে

পরমেশ্বরকেই দৃষ্টি করিবার উপদেশ এই শ্রুতি দিয়াছেন; বিশেষতঃ বৈশ্বানরশব্দে পরমেশ্বর না বুঝাইয়া জাঠরাগ্নি বুঝাইলে "স্বর্গে ইঁহার শির" ইত্যাদি যে সকল বাক্য ঐ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব হয় এবঞ্চ ঐ বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, যথা "স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। অতএব উক্তস্থলে বৈশ্বানর-শব্দ পরমাত্মবাচক।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৮ সূত্র। অতএব ন দেবতা ভূতং চ ॥

ভাষ্য।—উক্ত হেতুভ্যএব দেবতা ভূতং চ ন গৃহ্যতে বৈশ্বা-নরশব্দেন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বোক্ত কারণে বৈশ্বানরকে অগ্নিনামক দেবতা অথবা অগ্নিনামক ভূতও বলা যাইতে পারে না।

১ম অঃ ২য় পাদ ২৯ সূত্র। সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥

ভাষ্য।—বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বৈশ্বানর ইতি সাক্ষাদুপাস্যইত্যবিরোধং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে।

ব্যাখ্যা।—বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সর্ব্বাত্মা ভগবানই বৈশ্বানরশব্দের বাচ্য, এবং তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে (জাঠরাগ্নিসম্বন্ধ ব্যতিরেকে) উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিলেই দৃষ্টতঃও কোন বাক্যবিরোধ হয় না, ইহা জৈমিনি মুনি বলেন।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩০ সূত্র। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥

(অভিব্যক্তেঃ অভিব্যক্তিনিমিত্তম্)।

ভাষ্য।—উপাসকানামনন্যানামনুগ্রহায়ানন্তোঽপি পরমাত্মা

তত্তদনুরূপতয়া অভিব্যজ্যতে ইতি প্রাদেশমাত্রত্বমুপপদ্যতে ইত্যেবমভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যোমুনির্মন্যতে।

অস্যার্থঃ—আশ্মরথ্য মুনি বলেন অনন্যমতি উপাসকদিগের প্র ... গ্রহের নিমিত্ত পরমাত্মা অনন্ত হইলেও বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়েন; অতএব প্রাদেশমাত্র হৃদয়ে তিনি প্রাদেশমাত্ররূপে প্রকাশিত হয়েন। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে কোন দৃষ্টিবিরোধ নাই।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩১ সূত্র। অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ॥

ভাষ্য।—মূর্দ্ধাদিপাদান্তদেহকল্পনমনুস্মৃতেরনুস্মরণার্থমিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে।

ব্যাখ্যা—বাদরি মুনি বলেন অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যানের নিমিত্ত পরমেশ্বরকে কথন প্রাদেশপরিমাণ, কথন শিরশ্চরণাদি অবয়ববিশিষ্টরূপে শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩২ সূত্র। সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি॥

ভাষ্য।—বৈশ্বানরোপাসকেন ক্রিয়মাণায়া বৈশ্বানরবিদ্যাঙ্গভূতপ্রাণাহুতেরগ্নিহোত্রত্বসম্পত্ত্যর্থং তেষামুরআদীনাং বেদ্যাদিত্বকল্পনমিতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে, "তথৈবাথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতী"-ত্যাদিশ্রুতি দর্শয়তি।

ব্যাখ্যা—বৈশ্বানর উপাসনার অঙ্গীভূত প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব সম্পাদনার্থ তদুপাসকদিগের স্বীয় উরঃ প্রভৃতি অঙ্গকে উপাস্য বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গরূপে ধ্যান করিতে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, ইহা আচার্য্য জৈমিনি অভিমত করেন। "যে বিদ্বান্ পুরুষ এই প্রকার অগ্নিহোত্র যাগ করেন" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাঁহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। শাঙ্কর-

ভাষ্যে বাজসনেয়ব্রাহ্মণোক্ত "প্রাদেশমাত্রমিব হ বৈ দেবাঃ সুবিদিতা অভিসম্পন্না" ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া এই সূত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্যাখ্যার সার একই। বাজসনেয়শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গসকলকে উপাসক আপনার শিরঃ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত প্রাদেশপরিমিত স্থানে ধ্যান দ্বারা সন্নিবেশিত করিয়া, তাঁহার নিজ শিরঃ প্রদেশকে বিরাটরূপী বৈশ্বানরের মস্তক স্বর্গরূপে, নিজ চক্ষুকে বৈশ্বানরের চক্ষু সূর্য্যরূপে, নিজ মুখবিবরকে আকাশরূপে ইত্যাদি ক্রমে ধারণা করিয়া তাঁহার সহিত অভেদভাবাপন্ন হইবেন; ধ্যেয়-বস্তুর সহিত একরূপতা হওয়াকেই সম্পত্তি অথবা সমাপত্তি বলে; এইরূপ সম্পত্তির নিমিত্ত প্রাদেশশ্রুতি উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই জৈমিনির অভিমত।

১ম অঃ ২য় পাদ ৩৩ সূত্র। আমনন্তি চৈনমস্মিন্।

ভাষ্য।—দ্যুমূর্দ্ধাদিমন্তং বৈশ্বানরমগ্নিমুপাসকদেহে পুরুষ-বিধমামনন্তি চ।

ব্যাখ্যা:—(এইক্ষণে শ্রীভবান্ বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত মত সকল অনুমোদন করিয়া বলিতেছেন:—) শ্রুতি স্বয়ং "স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষ-বিধং পুরুষে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইত্যাদি বাক্যে এই দ্যুমূর্দ্ধাদিবিশিষ্ট বৈশ্বানরকে উপাসকের অন্তঃপ্রবিষ্টরূপে ধ্যান করিবার উপদেশ করিয়া-ছেন; অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে বৈশ্বানরশ্রুতি পরব্রহ্মবোধক।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১সূত্র। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥

(দ্যু—ভূ—আদি—আয়তনং, স্বশব্দাৎ)

ভাষ্য।—"যস্মিন্ দ্যৌ"-রিতিদ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্ম, স্বশব্দাদ্‌ব্রহ্মবাচকাদাত্মশব্দাৎ।

ব্যাখ্যা—মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকে যিনি স্বর্গ-পৃথিবী-আদি আয়তনবিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম; কারণ ব্রহ্মবাচক আত্মশব্দ ঐ শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। মুণ্ডকশ্রুতিবাক্য যথা :—

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং
"মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈ
"স্তমেবৈকং বিজানথাত্মানমন্যা
"বাচো বিমুঞ্চথাঽমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

অন্বয়ার্থ :—স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই অদ্বয় আত্মাকে অবগত হও, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, এই অদ্বয় আত্মা অমৃতের (মোক্ষের) সোপান।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২সূত্র। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥

(মুক্তৈঃ উপসৃপ্যং প্রাপ্যং যদ্‌ব্রহ্ম, তস্য ব্যপদেশাৎ কথনাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়াতনং ব্রহ্মৈব)

ভাষ্য।—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মৈব, কুতস্তদায়তনস্যৈব "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ" মিত্যাদিমুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ।

মুক্তপুরুষেরাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, এইরূপ উপদেশ উক্ত শ্রুতিতে থাকাতে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গ-পৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট পুরুষ ব্রহ্ম। তদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"
"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
যদা পশ্যঃ পশ্যতেরুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩ সূত্র। নানুমানমতচ্ছব্দাৎ॥

ভাষ্য।—নানুমানগম্যং প্রধানং তদায়তনং, তদ্বোধকশব্দাভাবাৎ।

ব্যাখ্যা:—সাংখ্যস্মৃতির উল্লিখিত অনুমানগম্য প্রধান উক্ত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ নহে; কারণ তদ্বোধক শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪ সূত্র। প্রাণভৃচ্চ।

ভাষ্য।--ন প্রাণভৃদপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, কুতোঽতচ্ছব্দাদেব।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রাণভৃৎ—জীবও পূর্ব্বোক্ত স্বর্গ-পৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ নহে; কারণ তদ্বোধক শব্দ উক্ত শ্রুতিতে নাই।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৫ সূত্র। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবে ভেদব্যপদেশাদপি দ্যুভ্বাদ্যা-য়তনং ন প্রাণভৃৎ।

ব্যাখ্যাঃ—পূর্ব্বোক্ত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট আত্মাকে জ্ঞেয় এবং জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া উক্ত শ্রুতিতে উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হওয়াতেও, জীব উক্ত আত্মা নহে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৬ সূত্র। প্রকরণাৎ।

ভাষ্য।—পরমাত্মপ্রকরণান্ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন জীবপরিগ্রহঃ।

ব্যাখ্যা ঃ—যে প্রকরণে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট আত্মার উল্লেখ হইয়াছে, সেই প্রকরণও পরমাত্মবিষয়ক। সুতরাং উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য জীবাত্মা নহেন।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৭ সূত্র। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥

(স্থিতি—অদনাভ্যাং—চ; অদনং=ভক্ষণং ফলভোগঃ)।

ভাষ্য।—দ্বাসুপর্ণেত্যাদিমন্ত্রে পরমাত্মনোঽভোক্তৃত্বেন স্থিতে-র্জীবস্যাঽদনাচ্চ ন জীবাত্মা দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্।

ব্যাখ্যাঃ—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মার অভোক্তৃত্বভাবে (কেবল দর্শকরূপে) স্থিতি এবং জীবাত্মার ফল-ভোক্তৃত্বের উল্লেখ দ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও

সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ব্বকথিত স্বর্গপৃথিব্যাদি আয়তনবিশিষ্ট আত্মা জীবাত্মা নহেন, পরমাত্মা।

১ম অঃ ৩য়পাদ ৮ সূত্র। ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥

(ভূমা, সম্প্রসাদাৎ—অধি—উপদেশাৎ ; সম্যক্ প্রসীদতি অস্মিন্ ইতি সম্প্রসাদঃ সুষুপ্তং স্থানম্ ; তস্মাৎ অধি উপরি, তুরীয়ত্বেন উপদেশাৎ, "ভূমা" শব্দবাচ্যো ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।

ভাষ্য।—পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" ইত্যত্র ভূমা প্রাণো ন ভবতি, কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমঃ, কুতঃ? "প্রাণাদুপরি ভূম্ন উপদেশাৎ"।

অন্বয়ার্থঃ—পরমাচার্য্য শ্রীসনৎকুমারাদি ঋষি আমার গুরুদেব শ্রীমন্নারদ ঋষিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছান্দোগ্যোপনিষদে উল্লিখিত আছে, যথা, "ভূমাত্বেব জিজ্ঞাসিতব্য" (যাহা ভূমা (মহৎ) তাহা তুমি জ্ঞাত হও) ; এই স্থলে ভূমা শব্দের বাচ্য প্রাণ নহে (যদিও উক্ত সংবাদ পাঠ করিলে আপাততঃ প্রাণ বলিয়াই বোধ হয়)। কিন্তু এই ভূমা শব্দের বাচ্য শ্রীপুরুষোত্তম ; কারণ, প্রাণের উপরে (প্রাণ হইতে অতীত রূপে) এই ভূমার স্থিতি ঐ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। (সম্প্রসাদ শব্দে সুষুপ্তিস্থান বুঝায়, সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণই জাগরিত থাকে ; অতএব প্রাণই সুষুপ্তিস্থানীয়। সুতরাং শ্রুতির উপদিষ্ট ভূমাকে সম্প্রসাদের অতীত বলাতে, তাঁহাকে প্রাণের অতীত বলা হইয়াছে। অতএব এই ভূমা প্রাণ নহেন)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৯ সূত্র। ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য।—নিরতিশয়সুখরূপত্বামৃতত্বস্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাদীনাং পরমাত্মন্যেবোপপত্তেশ্চ ভূমা পরমাত্মৈব ॥

ব্যাখ্যা :—নিরতিশয় সুখরূপত্ব, অমৃতত্ব স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম, উক্ত ভূমাসম্বন্ধে ঐ শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত ধর্ম্ম পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয়; অতএব পরমাত্মাই ভূমাপদবাচ্য।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১০ সূত্র। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥

(ব্রহ্মৈব "অক্ষরং", কুতঃ অম্বরং আকাশঃ তৎ অন্তে যস্য পৃথিব্যাদি-বিকারজাতস্য, তস্য পৃথিব্যাদ্যাকাশপর্য্যন্তস্য ধৃতের্ধারণাৎ)।

ভাষ্য।—অক্ষরং ব্রহ্ম কুতঃ কালত্রয়বর্ত্তিকার্য্যাধারতয়া নির্দ্দিষ্টস্যাকাশস্য ধারণাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—বৃহদারণ্যকোক্ত "অক্ষর" শব্দের বাচ্য ব্রহ্ম; কারণ, ত্রিকালে প্রকাশিত পৃথিব্যাদির আধার যে আকাশ তাহারও ধারণকর্ত্তা বলিয়া উক্ত শ্রুতি সেই অক্ষরকে বর্ণনা করিয়াছেন, এই সকল ধর্ম্ম ব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাতেও উপপন্ন হয় না। (বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণ পাঠ করিলেই এতৎসমস্ত বিচার বোধগম্য হইবে)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১১ সূত্র। সা চ প্রশাসনাৎ ॥

ভাষ্য :—সাচ ধৃতিঃ পুরুষোত্তমস্যৈব, কুতঃ"এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইত্যাজ্ঞাপয়িতৃত্ব-শ্রবণাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—সেই পৃথিব্যাদি আকাশ পর্য্যন্ত ধৃতি পরমাত্মারই; কারণ, উক্ত শ্রুতি বলিয়াছেন, যে ইঁহার প্রকৃষ্ট শাসনপ্রভাবে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ("এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ") এইরূপ "প্রশাসনের" উল্লেখ থাকায় "অক্ষর" শব্দ পরমাত্মবোধক।

১ম অঃ,৩য় পাদ ১২ সূত্র। **অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥**

ভাষ্য ঃ—অত্র প্রধানস্য জীবস্য বাঽক্ষরশব্দেন গ্রহণং নাস্তি পরমেবাক্ষরশব্দার্থঃ, কুতঃ "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যঽদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" ইত্যন্যভাব-ব্যাবৃত্তেঃ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত স্থলে প্রধান বা জীব, অক্ষরশব্দের বাচ্য নহে; পরব্রহ্মই সেই অক্ষরশব্দের প্রতিপাদ্য; কারণ, সেই অক্ষরের বর্ণনা যেরূপে উক্ত শ্রুতি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সেই অক্ষরের ব্রহ্মভিন্নত্ব নিবারিত হইয়াছে, যথা—

"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদ-তোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি"।

অস্যার্থঃ—হে গার্গি! এই অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, তিনি অচিন্ত্য হইয়াও স্বয়ং মননকর্ত্তা, তিনি অবিজ্ঞাত হইয়াও স্বয়ং বিজ্ঞাতা, তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! সেই অক্ষর পুরুষে আকাশও ওতপ্রোত রহিয়াছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ১৩ সূত্র। **ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥**

("ওমিত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স...পুরুষমীক্ষতে" ইত্যত্র ঈক্ষতেঃ কর্ম্মস্থানীয়ঃ যঃ পুরুষ স ব্রহ্মৈব, নতু হিরণ্যগর্ভঃ; কুতঃ "যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়মিত্যাদিনা তদ্ধর্ম্মাণাং ব্যপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা :—প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার দ্বারা ধ্যান করিয়া যে পুরুষকে ঈক্ষণ করা যায় বলিয়া (গুরু) পিপ্পলাদ সত্যকামকে (শিষ্যকে) উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ঈক্ষণক্রিয়ার কর্ম্ম-

স্থানীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা নহেন, পরমাত্মা; কারণ, পরে সেই পুরুষ সম্বন্ধে ঐ শ্রুতি "যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি" এই বাক্য দ্বারা তিনি যে পরমব্রহ্ম, তাহা উপদেশ করিয়াছেন।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ১৪ সূত্র। **দহরউত্তরেভ্যঃ ॥**

(পরমেশ্বর এব দহরাকাশো ভবিতুমর্হতি, কুতঃ উত্তরেভ্যো বাক্যশেষগতেভ্যো হেতুভ্যঃ ইত্যর্থঃ)

ভাষ্য।—"অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ" ইতি শ্রুত্যা প্রোক্তো দহরাকাশঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি, কুতঃ উত্তরেভ্যো "যাবান্ বাঽয়মাকাশস্তাবানসৌ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ উভেঽস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজর" ইত্যাদিভির্বক্ষ্যমাণা যে পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মাস্তেভ্যো হেতুভূতেভ্যঃ ॥

ব্যাখ্যা:—ছান্দোগ্যোপনিষদের "অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" (এই ব্রহ্মপুরে দেহে যে দহর (ক্ষুদ্র গর্ত্ত) তৎসদৃশ পদ্মাকার গৃহ আছে, এই দেহমধ্যস্থ সেই দহরাকাশ) এই বাক্যোক্ত দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা; তাহা জীব অথবা ভূতাকাশ নহে; কারণ উক্ত প্রস্তাবের শেষভাগে উক্ত আছে, "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানসৌ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভেঽস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরঃ" ইত্যাদি (এই বাহ্যাকাশ যৎ পরিমিত অর্থাৎ যেরূপ সর্ব্বব্যাপী, এই হৃদয়স্থ আকাশও তৎপরিমিত। পৃথিবী ও স্বর্গ এই উভয় ইহারই অন্তরে অবস্থিত। এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল, বিজর), এই সকল পরমাত্মার ধর্ম্ম; সুতরাং উক্ত দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা।

১ম অঃ ৩য় পাদ, ১৫ সূত্র। গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ।

ভাষ্য।—"সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্তী"-তি গতিঃ "ব্রহ্মলোক-মিতি শব্দস্তাভ্যাং দহরঃ পরইতি নিশ্চীয়তে।" "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতী"তি প্রত্যহং গমনং শ্রুত্যন্তরে তথৈব দৃষ্টম্; কর্ম্মধারয়সমাসপরিগ্রহে ব্রহ্মৈব লিঙ্গং শব্দসামর্থ্যঞ্চ। *

অস্যার্থঃ—"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি"। ইতি দহরাকাশবাক্যে "অহরহর্গচ্ছন্তি" ইতি "গতিঃ", "এতং ব্রহ্মলোকং" ইতি "শব্দ"-শ্চ; তাভ্যাং দহরাকাশঃ পরমাত্মেত্যবগম্যতে; জীবানাং অহরহঃ সুষুপ্তৌ ব্রহ্মগমনেন, "ব্রহ্মলোক"-শব্দেন চ, দহরাকাশঃ পরমাত্মৈব। তথৈব শ্রুতৌ অন্যত্রাপি দৃষ্টং, "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" ইত্যেবমাদৌ। ব্রহ্মলোকপদমপি পরমাত্মনি দৃষ্টং, যথা "এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি"। তত্র সর্ব্বপ্রজানামহরহর্গমনং; ব্রহ্মৈব লোক ইতি কর্ম্মধারয়-সমাসেন, "এতম্" ইতি দহরার্থকপদসমানাধিকরণতয়া নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মলোকশব্দশ্চ, দহরাকাশস্য পরব্রহ্মত্বে লিঙ্গঞ্চ গমকঞ্চেত্যর্থঃ।

ব্যাখ্যা:—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত দহরাকাশবাক্যে এইরূপ উক্তি আছে:—"এই সকল প্রজা প্রতিদিনই এই (দহরাকাশরূপ) ব্রহ্মলোকে (সুষুপ্তিকালে) গমন করিয়া থাকে, অথচ তাহারা তাহা জানে না"। এই গতি, ও "ব্রহ্মলোক" শব্দ দ্বারা শ্রুতি জানাইয়াছেন যে, পরমাত্মাই দহরাকাশশব্দের বাচ্য, অর্থাৎ জীব প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলাতে এবং "ব্রহ্মলোক" এই শব্দ ব্যবহার করাতে, দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে অন্যত্রও এইরূপ সুষুপ্তিকালে জীবের ব্রহ্মে অবস্থানের বিষয় উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়, যথা:—

"হে সৌম্য! তৎকালে (সুষুপ্তিকালে) জীব ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়"। ইত্যাদি। পরমাত্মা অর্থে ব্রহ্মলোকশব্দেরও ব্যবহার শ্রুতিতে আছে; যথা "এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্"। অতএব ব্রহ্মেতেই প্রজা অহরহঃ সুষুপ্তিকালে গমন করে। ব্রহ্মএব লোকঃ এই অর্থে কর্ম্মধারয়সমাস করিয়া "ব্রহ্মলোক" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে "এতৎ" শব্দ আছে, তাহা দহরাকাশ অর্থবোধক। সুতরাং "ব্রহ্মলোক" শব্দ ও তাহার সমাসগত অর্থ এতদুভয় দহরাকাশের ব্রহ্মবোধকত্ববিষয়ে প্রমাণ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৬ সূত্র। ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ॥

(ধৃতেঃ চ "ধৃতি"-কথনাৎ ব্রহ্মৈব দহরাকাশঃ; অস্য ধৃতিরূপস্য মহিম্নঃ অস্মিন্ পরমেশ্বরে অন্যত্রাপি শ্রুতৌ উপলব্ধেঃ অন্যত্রাপি পরমেশ্বর-বাক্যে শ্রূয়তে তস্মাৎ, ইতি বাক্যার্থঃ)

ভাষ্য।—"সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং" বিধারকত্বং দহরস্য পরমাত্মত্বে সঙ্গচ্ছতে; অস্য চ মহিম্নো ধৃত্যাখ্যেঽস্মিন্ পরমাত্মন্যেব "এতস্যাবাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরে উপলব্ধঃ।

ব্যাখ্যা:—উক্ত শ্রুতিতে উল্লেখ আছে "স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানাং" ইত্যাদি (ইনি লোক সকলের বিধারক সেতুস্বরূপ) এই বিধারকত্ব দহরাকাশের পরব্রহ্মবাচকতা প্রতিপন্ন করে। ইঁহার ধৃতিরূপ মহিমার উপলব্ধি পরমেশ্বরেই হয়, ইহা অপরাপর শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে, যথা:—বৃহদারণ্যকে "এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৭ সূত্র। প্রসিদ্ধেশ্চ।

ভাষ্য।—আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা সর্ব্বাণি হ বা

ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” ইতি পরমাত্মন্যপ্যাকাশ-শব্দপ্রসিদ্ধেশ্চ দহরাকাশঃ পরমাত্মৈব ॥

শ্রুতিতে আকাশশব্দের পরমাত্মা অর্থে ব্যবহার প্রসিদ্ধই আছে; তদ্ধেতুও দহরাকাশশব্দের বাচ্য পরমাত্মা। শ্রুতি যথা, “সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৮ সূত্র। ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্না-সম্ভবাৎ ॥

(ইতরস্য জীবস্য পরামর্শাৎ বাক্যশেষে উক্তত্বাৎ সোঽপি দহরঃ, ইতি চেৎ, ন ; তদ্বাক্যোক্তধর্ম্মাণাং জীবে অসম্ভবাৎ)

ভাষ্য।—“এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়……” ইতি দহরবাক্যমধ্যে জীবস্যাপি পরামর্শাজ্জীবোঽস্তু দহর ইতি চেন্নাপ-হতপাপ্মত্বাদীনাং পূর্ব্বোক্তানাং জীবেঽসম্ভবাৎ।

ব্যাখ্যা :—দহরবাক্যের শেষভাগে শ্রুতি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যথা, “এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি” (এই সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত জীব এই শরীর হইতে উঠিয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে নিষ্পন্ন হয়েন, তিনি এই আত্মা) ; এই স্থলে জীবের উক্তি থাকায় জীবও দহরশব্দবাচ্য হইতে পারেন ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ তৎপূর্ব্বে অপহতপাপ্মত্বাদি যে সকল ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা জীবের পক্ষে সম্ভব নহে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ১৯ সূত্র। উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু।

(উত্তরাৎ—চেৎ, আবির্ভূতস্বরূপঃ—তু)

(তু শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। উত্তরাৎ, (জীবপরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ, জীবোঽপি অপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মবৎ) ইতি চেৎ, (তন্ন) কুতঃ? অত্রাপি আবির্ভূতস্বরূপোজীবো বিবক্ষ্যতে ; আবির্ভূতং স্বরূপমস্যেত্যাবির্ভূত-স্বরূপঃ। যত্তস্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরংব্রহ্ম তদ্রূপতয়ৈনং জীবং ব্যাচষ্টে, ন জীবেন রূপেণ)।

ভাষ্য।—উত্তরাজ্জীবপরাৎ প্রজাপতিবাক্যাজ্জীবেঽপ্যপহত-পাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকমবগম্যতে ঽতঃ স এব দহরাকাশোঽস্তিতি চেদুচ্যতে পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তোনিত্যাবির্ভূতস্বরূপঃ পরমাত্মা দহর আবির্ভূতস্বরূপো জীবস্তু ন।

ব্যাখ্যা :—প্রজাপতি যে শেষ উপদেশ ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, যথা, "এষ সম্প্রসাদ" ইত্যাদি, তাহাতে জীবেরও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ আবির্ভূত হওয়ার উল্লেখ থাকাতে, জীবই দহরপদবাচ্য হওয়া সঙ্গত ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ উক্ত ধর্ম্মসকল জীবের স্বাভাবিক নহে, তাহা তাঁহার মুক্তাবস্থায় আবির্ভূত হয়, জীবের যে পারমার্থিক পরব্রহ্মস্বরূপ তাহাই শ্রুতি ঐ স্থলে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রুতি এই স্থলে তাঁহার জীবরূপের উল্লেখ করেন নাই। পরমাত্মারই অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ নিত্য ; অতএব তিনিই উক্ত স্থলে লক্ষিত হইয়াছেন।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২০ সূত্র। **অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ।**

("চকারঃ সম্ভাবনায়াং" ; পরামর্শঃ "জীবপরামর্শঃ ; অন্যার্থঃ পর-মাত্মনো জীবস্বরূপাবির্ভাবহেতুত্বপ্রদর্শনার্থঃ।")

ভাষ্য। জীবপরামর্শঃ পরমাত্মনো জীবস্বরূপাবির্ভাবহেতুত্ব-প্রদর্শনার্থঃ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত বাক্যে যে জীব উক্ত হইয়াছেন, ইহা জীবের স্বরূপাবি-

ভাবের মূলীভূত যে পরমাত্মা, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত। ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ; জীবত্বপ্রতিপাদন ঐ বাক্যের অভিপ্রায় নহে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২১ সূত্র। অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্।

ভাষ্য।—অল্পশ্রুতের্ন বিভুরত্র গ্রাহ্য ইতি চেৎ, তৎসমাধানায় যদ্বক্তব্যং তদুক্তং পুরস্তাৎ।

ব্যাখ্যা:—দহরশব্দের অর্থ অল্প-সূক্ষ্ম; সুতরাং বিভু পরমাত্মা ইহার বাচ্য হইতে পারেন না; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহার উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (১ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তম সূত্র দ্রষ্টব্য)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২২ সূত্র। অনুকৃতেস্তস্য চ।

ভাষ্য।—তস্য নিত্যাবির্ভূতস্বরূপস্য "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং" ইত্যনুকৃতেশ্চানুকর্ত্তা জীবো নিত্যাবির্ভূতস্বরূপো দহরো ন ভবিতুমর্হতি।

ব্যাখ্যা:—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং" (সেই স্বপ্রকাশ যিনি স্বতঃই প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহার পশ্চাৎ অপর সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে) ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুত্যুক্ত বাক্যে অপরসকলজীব পরমাত্মারই অনুসরণ করে, ইত্যাদি উপদিষ্ট হওয়াতে, জীব তাঁহার অনুসরণকর্ত্তামাত্র। অতএব জীব সেই নিত্যাবির্ভূতস্বরূপ দহর হইতে পারে না।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৩ সূত্র। অপিতু স্মর্য্যতে।

ভাষ্য।—অপিচ "মম সাধর্ম্ম্যমাগতা" ইতি স্মর্য্যতে॥

স্মৃতিও এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—"বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ," "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৪ সূত্র। শব্দাদেব প্রমিতঃ।

ভাষ্য ।—প্রমিতোঽঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ পুরুষোত্তমএব "ঈশানোভূতভব্যস্যে"-তি শব্দাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—কঠোপনিষদুক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ পরমাত্মা ; (প্রমিতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ পুরুষঃ যঃ কঠোপনিষদি অভিহিতঃ স পরমাত্মৈব ; শব্দাৎ ঈশানাদিশব্দাৎ) কারণ সেই শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ঈশানোভূতভব্যস্য" (তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের ঈশান—নিয়ন্তা)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৫ সূত্র। হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।

ভাষ্য ।—উপাসকহৃদ্যঽপেক্ষয়াঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে। ননু জন্তুশরীরেষু হৃদয়স্যানিয়তপরিমাণত্বাত্তদপেক্ষয়াঽপি তথাত্বং কথমত্রাহ মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও উপাসকের হৃদয়ে অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা যায় ; কিন্তু ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাণী ছোট বড় অনেক প্রকার আছে ; সুতরাং হৃদয়েরও পরিমাণ অনিয়ত ; অতএব কেবল মনুষ্য-হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিয়া শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, শাস্ত্রপাঠে মনুষ্যেরই অধিকার, অতএব তদ্রূপ বলা হইয়াছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৬ সূত্র। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।

ভাষ্য ।—তস্মিন্ ব্রহ্মোপাসনে মনুষ্যাণামুপরিষ্টাদপি যে, দেবাদয়োহি তেষামপ্যধিকারোঽস্তীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে ॥

ব্যাখ্যা :—বাদরায়ণ (বেদব্যাস) বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ে মনুষ্যের উপরিস্থ দেবাদিরও অধিকার আছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৭ সূত্র। বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।

(কর্ম্মণি বিরোধঃ, ইতি চেৎ, ন; অনেকপ্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ)।

ভাষ্য।—শরীরং বিনা ব্রহ্মোপাসনানুপপত্ত্যা তেষামবশ্যং বিগ্রহবত্ত্বমভ্যুপগন্তব্যং, তথাত্বেতু কর্ম্মণি বিরোধ ইতি চেন্নায়ং দোষঃ, কুতঃ? একস্যাপ্যনেকেষাং দেহানাং যুগপৎ প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।

ব্যাখ্যা :—শরীরধারণ বিনা ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব; অতএব দেবতাদিগের ব্রহ্মোপাসনার অধিকার থাকা বলিলে, তাঁহাদিগকেও অস্মদাদির ন্যায় শরীরবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু দেবতাগণ শরীরী বলিয়া স্বীকার করিলে যাগযজ্ঞাদি বেদবিহিত কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা থাকে না, অসংখ্য লোক বিভিন্ন স্থানে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম একইকালে করিয়া থাকে; দেবতারা দেহবিশিষ্ট হইলে বিভিন্ন স্থানে যুগপৎ কি প্রকারে উপস্থিত হইবেন? অতএব তাঁহাদিগকে অস্মদাদিবৎ দেহধারী স্বীকার করিলে যাগাদি কর্ম্মের সিদ্ধতা বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়; কারণ এক যজ্ঞস্থানে তাঁহাদের বর্ত্তমানতা হইলে অপর স্থানে তাঁহাদের অবর্ত্তমানতাহেতু যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ একেরই যুগপৎ অনেকদেহধারণ করা শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন (যথা, বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবতাদের সংখ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবতাদের সংখ্যা ৩৩০৬, তৎপরে বলিয়াছেন ঐ ৩৩০৬ দেবতাই ৩৩ দেবতার মূর্ত্তি। পুনরায় বলিয়াছেন ঐ ৩৩ দেবতা ১ দেবতার বিভূতি-রূপান্তর ইত্যাদি। যোগিগণ যুগপৎ বহু কলেবর ধারণ করিতে পারেন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং

জন্মসিদ্ধ দেবতাগণ যে বহু দেহ এককালে ধারণ করিতে পারিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৮ সূত্র। শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

(অতঃ শব্দাদেব নিত্যাকৃতিবাচকাৎ প্রজাপতিবুদ্ধ্যুদ্বোধকাৎ, অর্থস্য প্রভবাৎ "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ" "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তয়ঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং -(শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং)। (বৈদিকাৎ শব্দাৎ দেবানাং প্রভবঃ উৎপত্তিরভিধীয়তে শ্রুত্যা স্মৃত্যাচ ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বস্বীকারে তদ্বাচিনি বৈদিকে শব্দে বিরোধঃ স্যাৎ, অর্থোৎপত্তেঃ প্রাগ্বিনাশাস্তরং চ নিরর্থকত্বাপত্তেরিতি চেন্নায়ং বিরোধঃ। অতঃশব্দাদেব নিত্যকৃতিবাচকাৎ প্রজাপতিবুদ্ধ্যুদ্বোধকাদর্থস্য প্রভবাৎ "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ" "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা ; আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

ব্যাখ্যা :—(দেবতার শরীর থাকা স্বীকার করিলে তাহা যজ্ঞবিরোধী না হইলেও) দেবতাদিগের বিগ্রহবত্তাস্বীকারে তাঁহাদের অনিত্যতা স্বীকার্য্য হয়, কারণ দেহধারী সকলই উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল। পরন্তু বৈদিক শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন আছে, এবং সেই শব্দের তদর্থের (তত্তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার) সহিত সম্বন্ধেরও নিত্যতা প্রতিপন্ন আছে ; কিন্তু দেবতার অনিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে বৈদিকশব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধও অনিত্য হইয়া পড়ে, অর্থভূত দেবতাদিগের উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং তাঁহাদের বিনাশের পর বৈদিকশব্দের অর্থসম্বন্ধ থাকে না ; সুতরাং বৈদিকশব্দ

সকল অর্থশূন্য হয়। এই বিরোধ অনিবার্য্য; সুতরাং দেবতার শরীর থাকা স্বীকার করা যায় না। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ শব্দ হইতে দেবতার উৎপত্তি শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, শব্দসকল নিত্য আকৃতিবাচক। প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে শব্দসকল স্মরণ করাতে, তদ্দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইলে, তিনি দেবতাসকল সৃষ্টি করেন। অতএব বৈদিক শব্দের স্মরণপূর্ব্বক যখন দেবতার সৃষ্টির উক্তি আছে, তখন দেবতার অনিত্যতা স্বীকারে কোন শব্দ-বিরোধ হয় না। শব্দসকলও প্রথম অপ্রকাশ থাকে, যখন শব্দসকল প্রকাশ হয়, তখন দেবতাও প্রকাশ হন; এইরূপ প্রকাশ ও অপ্রকাশ-ভাব বাচ্য বাচক উভয়েরই আছে। শব্দ প্রকাশিত হইলেই যখন দেবমূর্ত্তিও প্রকাশিত হয়, তখন দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব (উৎপত্তি ও লয়) স্বীকার করাতে শব্দের ও তদর্থগত দেবতার সম্বন্ধের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না। বৈদিক শব্দ হইতে দেবতাদিগের সৃষ্টি শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় দ্বারা প্রমাণিত হয়। শ্রুতি যথা:—বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ"। স্মৃতি যথা:—"অনাদিনিধনা" ইত্যাদি।

১ম অঃ ৩য় পাদ ২৯ সূত্র। অতএব নিত্যত্বম্।

ভাষ্য।—প্রজাপতেঃ সৃষ্টিঃ শব্দপূর্ব্বিকাঽতোহেতোর্বেদস্য নিত্যত্বম্।

ব্যাখ্যা:—প্রজাপতির সৃষ্টিও শব্দপূর্ব্বিকা; সুতরাং বেদ নিত্য। শ্রুতিতেও উল্লিখিত আছে।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

(ইতিহাসের সহিত বেদসকল প্রলয়কালে অন্তর্হিত ছিল; মহর্ষিগণ সে সকল তপস্যা দ্বারা স্বয়ম্ভুর কৃপায় লাভ করিয়াছিলেন)।

দেবতাগণ এবং সমস্ত বিশ্ব এইরূপ প্রলয়কালে অন্তর্হিত হয় এবং পুনরায় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইলে যথাকালে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ বিনাশ কাহারও নাই। সুতরাং বৈদিক শব্দ ও তদর্থ, এবং উভয়ের সম্বন্ধ এই অর্থে নিত্য।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩০ সূত্র। সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো-দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।

(সমান নামরূপত্বাৎ—চ, আবৃত্তৌ—অপি—অবিরোধঃ)

ভাষ্য।—এবং প্রাকৃতসৃষ্টিসংহারাত্মিকায়ামাবৃত্তাবপি ন বিরোধঃ; কল্পাদৌ সৃজ্যমানস্য কল্পান্তরাতীতেন পদার্থেন তুল্য-নামরূপাদিমত্ত্বাৎ; "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়"-দিতি-দর্শনাৎ, "যথার্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপানি পর্যায়ে, দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথাভাবা যুগাদিষু" ইতি স্মৃতেঃ।

ব্যাখ্যা :—সৃষ্টির পর লয়, লয়ের পর সৃষ্টি, এইরূপ সৃষ্টি ও লয় সর্ব্বদাই আবর্ত্তিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন দোষ হয় না; কারণ এক কল্পের সৃষ্টি তৎপূর্ব্বকল্পের সৃষ্টির অনুরূপ; নাম-রূপাদি সমানই থাকে। অতএব শব্দের নিত্যতা সিদ্ধান্তের সহিত কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্ববৎ যে সৃষ্টি হয়, তাহা "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা-পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" এবং "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রমাণিত হয়; এবং "যথার্ত্তা-বৃতুলিঙ্গানি" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও তাহা সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩১ সূত্র। **মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।**

ভাষ্য।—উপাস্যস্যোপাসকত্বাসম্ভবাৎ মধ্বাদিষু বিদ্যাসু সূর্য্যা-দীনামনধিকার ইতি জৈমিনির্ম্মন্যতে।

ব্যাখ্যা :—ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে সূর্য্যাদিদেবতা উপাস্য হওয়াতে, তাঁহারা পুনরায় ঐ বিদ্যার উপাসক হওয়া অসম্ভব ; তদ্ধেতু উক্ত বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই, জৈমিনি এইরূপ বলেন।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩২ সূত্র। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ।

ভাষ্য।—জ্যোতিষি ব্রহ্মণি তেষামুপাসকত্বেন ভাবাচ্চ, মধ্বাদিষ্বনধিকার ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। ("তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ)।

ব্যাখ্যা :—দেবতাগণ স্বপ্রকাশ (জ্যোতীরূপ) ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, সুতরাং মধ্বাদিবিদ্যাবিষয়ে (যাহার ফলে বসুত্বাদিপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে এবং যাহাতে সূর্য্যাদিদেবতা উপাস্যরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাহাতে) সূর্য্যাদিদেবতার অধিকার নাই ; এই পূর্ব্বপক্ষ।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র। ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তিহি।

ভাষ্য।—"তত্র সিদ্ধান্তমাহ, মধ্বাদিষ্বপি সূর্য্যবস্বাদীনামধিকার-সম্ভাবং বাদরায়ণো মন্যতে। হি যতস্তেষাং স্বান্তর্য্যামিব্রহ্মোপাসনেন কল্পান্তেঽপি স্বাধিকারপ্রাপ্তিপূর্ব্বকব্রহ্মলিপ্সাসম্ভবোঽস্তি।"

ব্যাখ্যা :—তদ্বিষয়ে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন :—সূর্য্য-বসুপ্রভৃতি দেবতাদিগের মধ্বাদিবিদ্যাতেও অধিকার আছে, এইরূপ বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন। কারণ স্বীয় অন্তর্য্যামি-পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা কল্পান্তেও স্বীয় অধিকার প্রাপ্তিপূর্ব্বক, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ে তাঁহাদের লিপ্সা উপজাত হয়।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৪ সূত্র। শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।

(অস্য = জানশ্রুতেঃ, শুক্ = শোকঃ ; তদনাদরশ্রবণাৎ = হংসপ্রযুক্তা-

নাদরবাক্যশ্রবণাৎ ; তদৈব ব্রহ্মজ্ঞং রৈক্কং প্রত্যাদ্রবণাৎ গমনাৎ রৈক্কোক্ত "শূদ্র" সম্বোধনেন শুক্ সঞ্জাতা ইতি সূচ্যতে)।

ভাষ্য।—ছান্দোগ্যে মুমুক্ষৌ গুরুপ্রযুক্তং শূদ্রপদমালোচ্য শূদ্রোঽপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিক্রিয়তে, ইতি নাশঙ্কনীয়মস্য মুমুক্ষো-র্জানশ্রুতের্হংসপ্রযুক্তানাদরবাক্যশ্রবণাৎ। তদৈব গুরুং প্রত্যা-দ্রবণাৎ শুক্ সঞ্জাতা ইতি শূদ্রেতি সম্বোধনেন সূচ্যতে।

ব্যাখ্যা :—(ছান্দোগ্যোপনিষদে সম্বর্গবিদ্যাকথনে চতুর্থ প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে, যে জানশ্রুতির প্রপৌত্র অতিশয় ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন ; তিনি নিত্য বহু অতিথিসৎকার করিতেন ; তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার কল্যাণকামনায়, ঋষিগণ হংসরূপে একদিন রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে আগমন করিলেন ; তন্মধ্যে একটি হংস প্রথমে তাঁহার প্রশংসাসূচক বাক্য বলিলেন ; তৎশ্রবণে অপর একটি হংস তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিলেন "শকটবিশিষ্ট রৈক্কঋষির ন্যায় ইঁহাকে এইরূপ প্রশংসা করিতেছ কেন ? ইনি কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ নহেন"। এই সকল কথা রাজা শুনিয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন, রাত্রিপ্রভাতে লোক পাঠাইয়া নানাস্থান অনুসন্ধান করাইয়া এক শকটের অধোভাগে স্থিত রৈক্কঋষির সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং ছয়শত গো, কণ্ঠহার, রথ ইত্যাদি তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তৎসমস্ত ঋষিকে গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "ঋষি ! আপনি যে বিদ্যার উপাসনা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা উপদেশ করুন"। হংস-বাক্যে রাজা অতিশয় শোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছেন জানিয়া ঋষি তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন "হে শূদ্র ! এই সকল বস্তু তোমারই থাকুক" ; তখন রাজা তাঁহার কন্যা গ্রাম ইত্যাদি

তাঁহাকে অর্পণ করিবে, তাঁহার ঔৎসুক্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি তাঁহাকে বিদ্যা অর্পণ করেন। এই আখ্যায়িকাতে ঋষি রাজাকে "শূদ্র" শব্দ দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন; তদুপরি নির্ভর করিয়া এইরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে শূদ্রদিগেরও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, যে শূদ্রজাতীয় লোকের বেদোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার নাই; কারণ, "শূদ্র" শব্দের অর্থ সেই স্থলে শূদ্রজাতীয় লোক নহে, ("শোচতীতি শূদ্রঃ। "শুচের্দশ্চ" ইতি রক্ প্রত্যয়ে ধাতোশ্চ দীর্ঘে চকারস্য দকারঃ") শূদ্রশব্দের অর্থ শোকপ্রাপ্ত। ইহাই সূত্রে বলিতেছেন, যথা,—হংসের অনাদর বাক্য শ্রবণহেতু জানশ্রুতির প্রপৌত্রের অতিশয় শোক হইয়াছিল, এই শোকসন্তপ্তহৃদয়ে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি রৈক্কের নিকট গমন করাতে, সেই রাজা যে শোকার্ত্ত হওয়াতেই তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন তাহা যোগবলে ঋষি অবগত হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহাকে "শূদ" অর্থাৎ শোকার্ত্ত বলিয়া তিনি সম্বোধন করিয়াছিলেন। অতএব এই শ্রুতিবাক্য শূদ্রজাতীয় লোকের বেদোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার জ্ঞাপন করে না।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৫ সূত্র। ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥

("উত্তরত্র চৈত্ররথেন ক্ষত্রিয়েণ অভিপ্রতারিনামকেন সহ সমভিব্যাহাররূপলিঙ্গাৎ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বস্য অবগতের্ন জানশ্রুতিঃ শূদ্রঃ")।

ভাষ্য।—"অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষিসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" ইত্যত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েণ সহ সমভিহাররূপলিঙ্গাজ্জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বস্যাবগতে র্ন জানশ্রুতিঃ শূদ্রঃ।

ব্যাখ্যা :—ঐ আখ্যায়িকার শেষভাগে একত্র ভোজনপ্রসঙ্গে চিত্ররথ-বংশীয় ক্ষত্রিয়জাতীয় অভিপ্রতারিনামক ব্যক্তির সমভিব্যাহারে জানশ্রুতির উল্লেখ থাকায়, তদ্দ্বারা জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়; অতএব তিনি শূদ্রজাতীয় নহেন। শ্রুতি যথা :—"অথ হ" ইত্যাদি (পাচক কপি-গোত্রীয় শৌনক ও কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারীকে পরিবেশন করা কালে এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিল)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৬ সূত্র। সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ॥

ভাষ্য।—বিদ্যাপ্রদেশে "তং হোপনিন্যে" ইত্যাদিনোপনয়ন-সংস্কারপরামর্শাৎ "শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতির্নচ সংস্কারমর্হতীতি" "তদভাবাভিলাপাচ্চ" বিদ্যায়াং শূদ্রো নাধিক্রিয়তে।

ব্যাখ্যা :—শূদ্রের বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই ; কারণ তাহাদের উপনয়নসংস্কার নাই, (উপনয়নসংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্পণ করিবার বিধি শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন), এবঞ্চ শূদ্রের পক্ষে সেই সংস্কার শ্রুতি নিষেধ করিয়াছেন ; যথা "শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণঃ" ইত্যাদি (চতুর্থবর্ণ শূদ্রজাতি সংস্কারযোগ্য নহে)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৭ সূত্র। তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ গৌতমস্য জাবালেঃ শূদ্রত্বাভাবনির্ণয়ে সতি তমুপনেতুমনুশাসিতুং প্রবৃত্তেঃ শূদ্রস্যানধিকারএবাত্র।

ব্যাখ্যা :—ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, গৌতম ঋষি যখন জাবালির পুত্র সত্যকামের শূদ্রত্বাভাব নির্দ্ধারণ করিলেন, তখনই তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার করিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন ; অতএব শূদ্রের বেদোক্ত উপাসনায় অধিকার নাই। (জাবালির আখ্যান ছান্দোগ্যোপনিষদের

চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে বিবৃত আছে, তাহা মূলগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থপাদে বর্ণিত হইয়াছে)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৮ সূত্র। **শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ ॥**

ভাষ্য।—শূদ্রো নাধিক্রিয়তে "শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্য"মিত্যাদিনা তস্য বেদশ্রবণাদিপ্রতিষেধাৎ ॥

শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, তদর্থজ্ঞান এতৎ সমস্তই শ্রুতিতে নিষিদ্ধ আছে ; সুতরাং শূদ্রের তদ্বিষয়ে অধিকার নাই। ("শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যং" ইত্যাদিনা প্রতিষেধঃ)।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৩৯ সূত্র। **স্মৃতেশ্চ ॥**

ভাষ্য।—"নচাস্যোপদিশেদ্ধর্মমি"-ত্যাদিস্মৃতেশ্চ ॥

ব্যাখ্যা :—স্মৃতিতেও এইরূপ প্রতিষেধ আছে, যথা :—"ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং, ন চাস্যব্রতমাদিশেৎ" ইত্যাদি।

এইক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত অধিকারবিচার সমাপন করিয়া পুনরায় শ্রুত্যর্থবিচার আরম্ভ হইতেছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪০ সূত্র। **কম্পনাৎ ॥**

ভাষ্য।—প্রমিতঃ পরঃ পুরুষঃ প্রতিপত্তব্যঃ সর্ব্বজগৎকম্পকত্বান্মহদাদিভ্যশ্চ।

ব্যাখ্যা :—কঠোপনিষদুক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষ-প্রকরণে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণশব্দবাচ্য অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরমাত্মা ; কারণ, তৎসম্বন্ধে সমস্ত জগতের কম্পকত্ব, মহত্ব, ভীতিজনকত্বাদির উল্লেখ আছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪১ সূত্র। **জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥**

ভাষ্য।—"তস্য ভাসে"তি জ্যোতির্দর্শনাৎ প্রমিতঃ পুরুষঃ পরঃ।

ব্যাখ্যা:—কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অঙ্গুষ্ঠপরিমিতপুরুষপ্রকরণে উক্ত প্রাণবাক্যের পূর্ব্বে "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদি বাক্যে "ভা" শব্দবাচ্য পরমাত্ম-সাধারণ জ্যোতি-ধর্ম্মের উক্তি থাকাতে এই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণপুরুষশব্দ পরমাত্মবাচক।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪২ সূত্র। আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ॥

ভাষ্য। "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতে"-ত্যত্রা-কাশশব্দবাচ্যঃ পুরুষোত্তমঃ। কুতঃ? মুক্তাত্মনঃ জীবাৎ পরমাত্মনো নামরূপোপলক্ষিতনিখিলনামরূপবদ্বস্তুনির্বোঢ়ৃতয়াঽর্থা-ন্তরত্বেন ব্যপদেশাৎ, ব্রহ্মত্বামৃতত্বাদিব্যপদেশাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" এই ছান্দোগ্যো-পনিষদুক্ত বাক্যে যে আকাশশব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মবাচক; কারণ, ঐ স্থানে নিখিলনামরূপনির্ব্বাহকত্বাদি-গুণ দ্বারা সর্ব্ববিধ জীব হইতে ঐ আকাশের বিভিন্নত্ব (যাহা নামরূপবিশিষ্ট তাহা হইতে পৃথকত্ব) উল্লিখিত আছে, যথা, "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্মেতি" নামরূপ যাহা হইতে ভিন্ন ইত্যাদি। এবং ঐ আকাশের সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব, অমৃতত্ব ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪৩ সূত্র। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন॥

ভাষ্য।—অজ্ঞাৎ সর্ব্বজ্ঞস্য সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ব্যপ-দেশাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে যে পুরুষ উক্ত হইয়াছেন, তিনিও পরমাত্মা; কারণ, উক্ত শ্রুতি

জীবাত্মার সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি বর্ণনা করিয়া জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১ম অঃ ৩য় পাদ ৪৪ সূত্র। পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—"সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বস্যেশানঃ" ইত্যাদি শব্দেভ্যো জীবাদ্ভেদেন পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ এবাকাশ ইতি স্থিতম্।

ব্যাখ্যা :—"স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত বাক্যে "পতি" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা জীব হইতে ভেদ করিয়া পরমাত্মার উপদেশ থাকাতে, পরমাত্মাই আকাশশব্দবাচ্য বলিয়া উপপন্ন হয়।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১ সূত্র। আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য।—ননু "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর"ইত্যত্র কঠশাখায়ামানুমানিকং প্রধানমপি শব্দবদুপলভ্যতে ইতি চেন্ন, আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবে"ত্যত্র শরীরস্য রথরূপক-বিন্যস্তস্যাব্যক্তশব্দেন গ্রহণাৎ। ইন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণপ্রকারং প্রতিপাদয়ন্, রূপকপরিকল্পিতগ্রহণমেব। দর্শয়তি চ বাক্যশেষে "যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেদ্জ্ঞানমাত্মনি, জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনী"তি ॥

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যোক্ত প্রধান অনুমানগম্য হইলেও, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়; কারণ, কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীতে এইরূপ উক্তি আছে, যথা :—"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" (মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ)। সাংখ্যশাস্ত্রেও উপদিষ্ট হইয়াছে, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্তা প্রকৃতি (প্রধান) শ্রেষ্ঠ, এবং প্রকৃতি

হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র-শ্রেষ্ঠ; সুতরাং এই কঠশ্রুতি সাংখ্যোক্ত মহৎ অব্যক্ত ও পুরুষকে উপদেশ করিতেছেন বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ বাক্যের পূর্ব্বেই কঠশ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ" ইত্যাদি (আত্মাকে রথিস্বরূপ বোধ করিবে, শরীরকে রথস্বরূপ বোধ করিবে, এবং বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) স্বরূপ জানিবে ইত্যাদি)। এই স্থলে শরীরকে রথের সহিত রূপকের দ্বারা তুলনা করা হইয়াছে; এই রথস্বরূপ শরীরই পরবর্ত্তী অব্যক্তশব্দের বাচ্য বলিয়া উক্ত বাক্যসকল পরস্পর মিলন করিলে প্রতীয়মান হয়। দেহ, মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে উক্ত রূপক দ্বারা বর্ণনা করিয়া শ্রুতি ইহাদিগকে বশীভূত করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত "মহতঃ পরমব্যক্তং" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করাতে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে অব্যক্তশব্দের বাচ্য পূর্ব্বোক্ত রূপক-কল্পিত শরীর। পরে বাক্যশেষে ইহা আরও স্পষ্টরূপে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা শ্রুতি বলিয়াছেন :—"প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে মনে উপসংহার করিবে, মনকে জ্ঞানাত্মাতে, জ্ঞানকে মহতে, মহৎকে শান্ত আত্মাতে উপসংহার করিবে"। সাংখ্যমতে এই শেষোক্ত বাক্য কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ মহৎ উক্ত মতে প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়, শান্ত আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২ সূত্র। **সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ।**

ভাষ্য।—অব্যক্তশব্দঃ সূক্ষ্মবচনশ্চেত্তদর্থভূতং শরীরমপি সূক্ষ্মস্যৈব স্থূলাবস্থাপন্নত্বাৎ।

ব্যাখ্যা :—"অব্যক্ত" শব্দ সূক্ষ্মপদার্থবাচক; সুতরাং স্থূল শরীরকে অব্যক্ত বলা সম্ভব নহে, এইরূপ আপত্তি হইলে, বলিতেছি যে, স্থূল

শরীরও সূক্ষ্মেরই স্থূলাবস্থা মাত্র। স্থূল সূক্ষ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, অতএব শ্রুতিবাক্যের উক্ত প্রকার অর্থের কোন দোষ নাই।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৩ সূত্র। তদধীনত্বাদর্থবৎ।

ভাষ্য।—ঔপনিষদং প্রধানং পরমকারণাধীনত্বাদর্থবদানর্থক্যং পরাভিতস্য তস্যেতি ভেদঃ।

ব্যাখ্যা ঃ—উপনিষদুক্ত প্রধান পরমকারণ ঈশ্বরাধীন হওয়াতে সৃষ্টি রচনা করিতে পারে (অর্থবৎ হয়); সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি হইতে ইহা ভিন্ন, এক নহে; উপনিষদুক্ত প্রকৃতি ঈশ্বরেরই স্বরূপগত শক্তি পৃথক্ নহে; সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, অচেতন স্বভাব; সুতরাং স্বয়ং অর্থবৎ হওয়া অসম্ভব। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৪ সূত্র। জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ।

ভাষ্য।—নাব্যক্তশব্দস্তান্ত্রিকপ্রধানবচনঃ জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ।

ব্যাখ্যা ঃ—পূর্ব্বোক্ত কঠশ্রুতি অব্যক্তকে "জ্ঞেয়" বলিয়া উপদেশ করেন নাই; সুতরাং ঐ অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে (মূল যাহা তাহাই জ্ঞেয়; যাহা বিকার তাহাত দৃষ্টই হইতেছে, সুতরাং তাহা জ্ঞেয় নহে; বিকারের মূল যাহা তাহাই অন্বেষিতবা—জ্ঞেয়। সাংখ্যমতে বিকারযোগ্যা প্রকৃতিই জগতের মূল। এই সূত্রে তাহারই নিষেধ হইয়া ঈশ্বরই যে মূল জগৎ-কারণ—জ্ঞেয়বস্তু, তাহা প্রদর্শিত হইল)।

১ অঃ ৪র্থ পাদ ৫ সূত্র। বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ॥

ভাষ্য।—"অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যু-মুখাৎ প্রমুচ্যতে" ইতিশ্রুতেঃ প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং বদতীতি চেন্ন। জ্ঞেয়ত্বেন প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা নির্দ্দিষ্টস্তৎপ্রকরণাৎ॥

ব্যাখ্যা :—"অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তম্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমু-

চ্যতে" (অনাদি অনন্ত মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ সেই ধ্রুব বস্তুকে অবগত হইয়া সাধক মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়েন), এই বাক্যে মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ (সূক্ষ্ম) অব্যক্তা প্রকৃতি তাহাকে জ্ঞেয়বস্তু বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধান শ্রুতিসিদ্ধ। যদি এইরূপ বল, তাহা ঠিক নহে; প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই জ্ঞেয়রূপে উক্ত স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ঐ প্রকরণ আদ্যন্তপাঠে জানা যায়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং," "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাই জ্ঞেয় বলিয়া এই প্রকরণ উপদেশ করিয়াছেন।

১ম অং ৪র্থ পাদ ৬ সূত্র। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥

ভাষ্য।—অস্যামুপনিষদ্যুপায়োপেয়োপগং ত্রয়াণামুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ পূর্ব্বাপরবাক্যার্থবিচারেণ লভ্যতে। অনুমানিকতত্ত্ব-নিরূপণস্যাত্রাবকাশো নাস্তি।

ব্যাখ্যা:—এই প্রকরণে তিনটি বিষয়ক প্রত্যুত্তর এবং তিনটি বিষয়ক প্রশ্ন; যথা, অগ্নি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা; প্রধানবিষয়ক কোন প্রশ্ন না হওয়ায়, উত্তরও প্রধানবিষয়ক নহে। (যমরাজের নিকট নচিকেতার অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীতে ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, এবং ঐ বল্লীর ২৮শ শ্লোকে জীবাত্মার গতি-বিষয়ে প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় বল্লীর ১৪শ শ্লোকে পরমাত্ম-বিষয়ক প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে; অন্য কোন বিষয়ক প্রশ্ন নাই)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৭ সূত্র। মহদ্বচ্চ ॥

ভাষ্য।—সাংখ্যৈর্মহচ্ছব্দো বুদ্ধ্যাখ্যাদ্বিতীয়ে তত্ত্বে প্রযুক্তো-ঽপি ততোঽন্যত্রাপি "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমি"-ত্যাদিবেদ-বচনেন যথা দৃশ্যতে তথাঽব্যক্তশব্দঃ শরীরপরোঽস্তু।

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যশাস্ত্রে মহৎ শব্দ "বুদ্ধি" নামক দ্বিতীয় তত্ত্ব বুঝায়। কিন্তু শ্রুত্যুক্ত "মহৎ"—শব্দ সাংখ্যকথিত অচেতন মহত্তত্ত্বের বোধক নহে ; শ্রুতিতে "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" "মহান্তং বিভুমাত্মানং" "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং" ইত্যাদি বাক্যে বুদ্ধির অতীত আত্মা মহৎ শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছেন, সাংখ্যসম্মত অচেতন মহৎ নহে। তদ্বৎ "অব্যক্ত" শব্দও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবোধক নহে, ইহার অর্থ উক্ত স্থলে শরীরমাত্র।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৮ সূত্র। চমসবদবিশেষাৎ।

ভাষ্য।—"অজামেকামি"-ত্যাদিমন্ত্রোক্তা প্রকৃতিঃ স্মৃতি-সিদ্ধা ভবতু ইতি পূর্ব্বপক্ষে রাদ্ধান্তং দর্শয়তি। মন্ত্রোক্তাঽজা ব্রহ্মাত্মিকাঽস্তু। পূর্ব্বপক্ষনির্দ্ধারণে বিশেষাভাবাৎ "অর্বাগ্বিল-চমস" ইতি মন্ত্রোক্তচমসবৎ॥

ব্যাখ্যা :—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়োক্ত "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রে যে অজা প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রকৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে, তাহার সিদ্ধান্ত সূত্রকার এই সূত্র দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। উক্ত মন্ত্রোক্ত "অজা" ব্রহ্মাত্মিকা (সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রকৃতি নহে)। কারণ অচেতন প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার উপযোগী কোন বিশেষণ অজাশব্দের সম্বন্ধে শ্রুতি উল্লেখ করেন নাই। বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণের ৩য় প্রকরণে "অর্ব্বাগ্বিলচমস" (নিম্নভাগে মুখরূপ গর্ত্তবিশিষ্ট চমস) মন্ত্রে চমসশব্দের কোন বিশেষণ না থাকাতে, যেমন কিরূপ চমস নির্দ্দেশ করা যায় না, চমসশব্দে সাধারণ ভক্ষণ-সাধন বস্তু বুঝায় (যেমন হাতা প্রভৃতি) ; কিন্তু কোন বিশেষ বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না ; তদ্রূপ অজাশব্দেরও কোন বিশেষণ না থাকায়, তাহা সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ৯ সূত্র। জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হৃধীয়ত একে ॥

ভাষ্য।—নমু চমসমন্ত্রে "ইদং তচ্ছির" ইতি বাক্যশেষাচ্ছির-শ্চমস ইতি গম্যতে। অজামন্ত্রে কিং গমকং বিশেষার্থগ্রহণে ইত্যত্রোচ্যতে জ্যোতির্ব্রহ্মলক্ষণমুপক্রমঃ কারণং যস্যাঃ সাহত্রাপ্য-জামন্ত্রেণোচ্যতে, যতস্তথৈব "তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে" ইত্যেকেহধীয়তে।

ব্যাখ্যা :—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি উক্ত অব্যক্তশব্দের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইলেও, ঐ অব্যক্তের ব্রহ্মাত্মকতাও অবধারণ করা যায় না; "অর্ব্বা-গ্বিলচমস"বাক্যে বিশেষণ না থাকিলেও "ইদং তচ্ছির" এই বাক্যশেষ দ্বারা তদুক্ত "চমসের" স্বরূপ অবধারিত হয়; কিন্তু অজাবাক্যে ব্রহ্মাত্মকতা-বোধক কিছু নাই। যদি এইরূপ বলা যায়, তবে তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন;—জ্যোতির্ব্রহ্মরূপ উপক্রম অর্থাৎ প্রবর্ত্তক-কারণ যাহার, এবংবিধা অজাই পূর্ব্বোক্ত অজামন্ত্রে উক্ত হইয়াছেন; কারণ তদ্রূপই আথর্ব্বণশাখার মুণ্ডকোপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা "তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি। ("সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে এই মহৎব্রহ্ম এবং নামরূপ ও অন্ন উপজাত হইয়াছে)।

শাঙ্করভাষ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে এই সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু উভয় ব্যাখ্যার ফল একরূপই। শাঙ্করভাষ্যে "জ্যোতিরূপক্রমা" শব্দে "পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন তেজঃ অপ্ ও পৃথিবী" এই অর্থ করা হইয়াছে, এবং ঐ তেজঃ প্রভৃতিই অজামন্ত্রে "অজা" শব্দের বাচ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে উক্ত তেজের রক্তবর্ণ, জলের শুক্লবর্ণ এবং পৃথিবীর কৃষ্ণবর্ণ থাকা উপদিষ্ট হওয়াতে ঐ তেজঃ প্রভৃতিই "লোহিত শুক্লও কৃষ্ণ"-বর্ণ "অজা" মন্ত্রের বাচ্য বলিয়া ভাষ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১০ সূত্র। কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ।

(কল্পনা কৢপ্তিঃ সৃষ্টিস্তদুপদেশাৎ, অবিরোধঃ, মধ্বাদিবৎ)।

ভাষ্য।—"ব্রহ্মোপাদানকত্বাঽজাত্বয়োরেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি ন বিরোধঃ। সূক্ষ্মশক্তিমতোজগৎকারণাৎ ব্রহ্মণো বিশ্বসৃষ্ট্যুপদেশাদ্দ্বয়ং সঙ্গচ্ছতে, মধ্বাদিবৎ।

অন্বয়ার্থঃ—ব্রহ্মাত্মকত্ব ও অজাত্ব এই দুই ধর্ম্ম একই বস্তুর সম্বন্ধে উক্ত হওয়াতে কোন বিরোধ নাই। কারণ ব্রহ্ম নিত্যই উক্ত অব্যক্ত—সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট, তাঁহা হইতে জগৎসৃষ্টির উপদেশ হইয়াছে। সুতরাং ঐ সূক্ষ্মশক্তির অজাত্ব (অজন্মত্ব) ও ব্রহ্মোপাদানকত্ব এই দুইটিরই একত্র সমাধান হয়। যেমন মধুবিদ্যাতে আদিত্যকেই, তাহার কারণাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, মধু বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ এই স্থলেও কারণ-ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জগদুৎপাদিকা শক্তিকে অজা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। ঐ অব্যক্ত যে ব্রহ্মশক্তি, তাহা উক্ত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, যথা, "দেবাত্মশক্তিং' ইত্যাদি বাক্য।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১১ সূত্র। ন, সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ।

(ন, প্রধানাদিসাংখ্যোক্ততত্ত্বানাং শ্রৌতত্বং ন সিদ্ধম্; সংখ্যোপসংগ্রহাদপি সংখ্যয়া তত্ত্বানাং সঙ্কলনাদপি; কুতঃ? নানাভাবাৎ সাংখ্যতত্ত্বানাং ভিন্নার্থত্বাৎ; অতিরেকাচ্চ আধিক্যাচ্চ)।

ভাষ্য।—"ন চ যস্মিন্ পঞ্চপঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং পঞ্চবিংশতিপদার্থানাং শ্রুতিমূলকত্বমস্তি, প্রধানস্যৈকস্য শ্রুতিবেদ্যত্বে কো বিবাদ, ইতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? নানাভাবাৎ, যস্মিন্নিতি শ্রুতিসিদ্ধে

ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতানাং পদার্থানাং ব্রহ্মাত্মকত্বপ্রতীত্যা তান্ত্রিকেভ্যঃ পৃথক্‌ত্বাৎ। আধারস্থ ব্রহ্মণো হি তথাকাশস্থ চাতিরেকত্বাচ্চ।

অস্যার্থঃ—বৃহদারণ্যকোক্ত "যাঁহাতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত" এই বাক্যে সাংখ্যোক্ত সংখ্যার গ্রহণ হেতু সাংখ্যোক্ত প্রধানাদি পঞ্চবিংশতিপদার্থের শ্রুতিমূলকত্ব সিদ্ধান্ত হয়। এক প্রধানেরই জগৎ-কারণত্ব এই শ্রুতি প্রমাণিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন বিবাদ হইতে পারে না। পরন্তু উক্ত শ্রুতিনির্ভরে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; কারণ উক্ত বাক্যে যে "যস্মিন্" (যাঁহাতে) পদ আছে, তাহার অর্থ শ্রুতিসিদ্ধ "ব্রহ্মেতে," এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত পদার্থসকলের ব্রহ্মাত্মকত্ব ঐ শ্রুতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন; সুতরাং সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসকল যাহার ব্রহ্মাত্মকত্ব স্বীকৃত নহে, তাহা হইতে উক্ত বাক্যের লক্ষ্যীকৃত পদার্থসকল বিভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উক্ত পদার্থসকলের আধারস্থানীয় ব্রহ্ম, ও আকাশ ঐ বাক্যোক্ত "পঞ্চ পঞ্চ জন" হইতে অতিরিক্ত বলিয়া উক্ত বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয়; সুতরাং সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে আরও দুই অতিরিক্ত তত্ত্ব হইয়া পড়ে। (সাংখ্যের আকাশতত্ত্বও পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত; সুতরাং বাক্যার্থের খর্ব্বতা করিয়া যদিবা ঐ আকাশকে পঞ্চবিংশতিরমধ্যে গণনা করা যায়, কিন্তু সকলের আধারস্থানীয় যে ব্রহ্ম "যস্মিন্" শব্দ দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়াছেন, উক্ত বাক্যের কোন প্রকার অর্থ করিয়া তাঁহাকে ঐ পঞ্চবিংশতি সংখ্যার মধ্যে ভুক্ত করা যাইতে পারে না)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১২ সূত্র। প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—"প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদি বাক্যশেষাৎ তে পঞ্চজনাঃ প্রাণা বোধ্যাঃ।

ব্যাখ্যা:—তদ্বাক্যোক্ত "পঞ্চজন" শব্দের অর্থ প্রাণাদি পঞ্চ; কারণ

বাক্যশেষে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইত্যাদি (যে সকল উপাসক প্রাণের প্রাণ. চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মনকে জানেন) ইত্যাদি।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৩ সূত্র। জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥

(জ্যোতিষা,—জ্যোতিঃশব্দেন পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যতে; একেষাং অসতি অন্নে; একেষাং কাণ্বাণাং পাঠে অন্নশব্দস্য অবিদ্যমানত্বে)।

ভাষ্য।—কাণ্বানাং বাক্যশেষে ত্বসত্যন্নে উপক্রমগতেন জ্যোতিষা পঞ্চত্বং পূরণীয়ম্ ॥

ব্যাখ্যা:—কাণ্বশাখায় উক্তবাক্যে অন্নশব্দের পাঠ নাই; পরন্তু তাঁহাদের পাঠে প্রথমে অধিকন্তু জ্যোতিষ্‌শব্দ আছে, (যথা "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ") তদ্দ্বারা কাণ্বশাখায়ও পঞ্চসংখ্যার পূরণ হয়। অতএব সাংখ্যোক্ত পঞ্চসংখ্যা জ্ঞাপন করা শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় নহে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৪ সূত্র। কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥

(শ্রুতৌ ব্রহ্মলক্ষণং যথা ব্যপদিষ্টং তথা আকাশাদিষু অপি কারণত্বেন উক্তং; তস্মান্ন শ্রুতিবিরোধঃ)।

ভাষ্য। সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মৈব সর্ব্বত্রাকাশাদিসৃষ্টিবিষয়কবাক্যেষু গ্রাহ্যং, লক্ষণসূত্রাদিষু যৎ প্রকারকং ব্রহ্ম ব্যপদিষ্টং, তৎপ্রকারকস্যৈবাকাশাদিত্বেন প্রতিপাদিতত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র আকাশাদিসম্বন্ধীয় সৃষ্টিবিষয়ক বাক্যের গ্রাহ্য; কারণ ব্রহ্মের লক্ষণব্যঞ্জক সূত্রাদিতে তাঁহার যে সকল ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তই কার্য্যভূত আকাশাদিতে

কারণত্ব আরোপ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। (অতএব ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষণে ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া সকল শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যসকলের কোন বিরোধ নাই)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৫ সূত্র। সমাকর্ষাৎ ॥

ভাষ্য। "সোঽকাময়ত" ইতি প্রকৃতস্য সতএব ব্রহ্মণঃ "অসদ্বা ইদম্" ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ, "আদিত্যো ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ "অসদেবেদম্" ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ। অসচ্ছব্দেন সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং নামরূপাবিভাগাত্তৎসম্বন্ধিতয়াঽস্তিত্বাভাবেন সদ্রূপং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে। "তদেবং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে" ইত্যব্যাকৃতশব্দোদিতস্যোত্তরবাক্যে "স এষ ইহ প্রবিষ্টআনখাগ্রেভ্যঃ" ইত্যাদৌ সমাকর্ষাদচেতনস্য প্রধানস্যান্তঃ প্রবিশ্য প্রশাসিতৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ, তদন্তরাত্মভূতমব্যাকৃতং ব্রহ্মৈবোচ্যতে। জগৎকারণপ্রতিপাদকেষু বাক্যেষু লক্ষণসূত্রাদিনা নির্ণীতং ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যং, ন প্রধানশঙ্কাগন্ধোঽপীতি ভাবঃ।

অস্যার্থ:—তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়বল্লীর কথিত "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই বাক্যে ঐ শ্রুতিতে পূর্ব্বে উক্ত "সোঽকাময়ত" বাক্যোক্ত সদ্ব্রহ্মই, শ্রুতির অর্থের দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছেন; এইরূপ "অসদেবেদং" এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যে "আদিত্যো ব্রহ্ম" এই বাক্যোক্ত ব্রহ্ম অর্থের দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বাক্যস্থ "অসৎ" শব্দ এই মাত্র বুঝায় যে, নামরূপবিভাগ-পূর্ব্বক সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ নামরূপ না থাকায়, তৎসম্বন্ধে জগৎ না থাকায় স্বরূপ হইয়া কেবল সৎস্বরূপ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত ছিল। "তৎকালে জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে নামরূপে প্রকাশিত হইল", এই

বাক্যে অব্যাকৃতশব্দের দ্বারা জগতের সৃষ্টির প্রাগবস্থা প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি নখাগ্র পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন"; এই বাক্যে পূর্ব্ববাক্যোক্ত অব্যাকৃত (অপ্রকাশিত) পদার্থ আকর্ষিত হইয়াছে। পরন্তু সাংখ্যোক্ত প্রধানের এইরূপ অন্তঃপ্রবেশ-পূর্ব্বক প্রশাসনকার্য্য অসম্ভব। অতএব জাগতিক পদার্থের অন্তরাত্মভূত "অব্যাকৃত" পদার্থ ব্রহ্ম বলিয়াই উপপন্ন হয়। অতএব ব্রহ্মের লক্ষণ যে সকল শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদুক্ত ব্রহ্মই জগৎকারণ-প্রতিপাদক বাক্যসকলের অভিধেয়, তাহাতে প্রধানের গন্ধও নাই।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৬ সূত্র। জগদ্বাচিত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—"যো বৈ বালাকে! এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম" ইতি বাক্যে ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মফলভোক্তা তন্ত্রোক্ত-পুরুষোবেদিতব্যঃ ইতি ন শক্যং, পরমাত্মৈবাত্র বেদিতব্যত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। কুতঃ? "ব্রহ্ম তে ব্রুবাণি" ইতি ব্রহ্মপ্রকরণাৎ। ক্রিয়তে যত্তৎ কর্ম্মেতি কর্ম্মশব্দস্য জগদ্বাচিত্বাৎ, "এতদি"-ত্যনেন সর্ব্বনাম্না প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধস্য জগত উপস্থিতত্বাচ্চ, তন্ত্রোক্ত-পুরুষপ্রকরণাভাবাচ্চ ॥

ব্যাখ্যা:—কৌষীতকী উপনিষদে "যো বৈ বালাকে! এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম" (হে বালাকি! যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, এই সকল যাঁহার কর্ম্ম) এই বাক্যের বাচ্যবস্তু সাংখ্যোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কর্ম্মফলের ভোক্তা পুরুষ বলিয়া অবধারিত হয়; ইহা বলা যাইতে পারে না; পরন্তু পরমাত্মাই এই স্থলে বেদিতব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কারণ "ব্রহ্ম তে ব্রুবাণি (আমি তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব) এই বাক্য দ্বারা প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে; এবং ক্রিয়তে যৎ তৎ কর্ম্ম এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা কর্ম্মশব্দে

এই সকল শ্রুতিতে জগৎ বুঝায়; এবং "এতৎ" শব্দ ও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ সিদ্ধ জগৎসম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। এবং বিশেষতঃ সাংখ্যোক্ত পুরুষ এই প্রকরণের উপদেশের বিষয় না হওয়াতে পরমাত্মাই এই স্থলে উক্ত হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৭ সূত্র। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥

ভাষ্য।—"এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে" ইতি জীবলিঙ্গাৎ "অথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি" ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ তদন্যতরো গ্রাহ্যো ন ব্রহ্মেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং প্রতর্দ্দনাধিকারে। জীবাদিলিঙ্গানি তত্র ব্রহ্মপরত্বেন ব্যাখ্যাতানি; তদ্বদিহাপি জ্ঞেয়ানীত্যর্থঃ ॥

বাক্যশেষে "এষ প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি বাক্যে জীবের ও "অথাস্মিন্ প্রাণে" ইত্যাদি বাক্যে মুখ্যপ্রাণের উপদেশ আছে; অতএব উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নহেন, যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে তাহার উত্তর প্রথমপাদের শেষসূত্রে প্রতর্দ্দনাধিকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত স্থানে জীবাদিবাচক শব্দসকল যে ব্রহ্মবোধক, তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এই স্থলেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৮ সূত্র। অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ, প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি, চৈবমেকে ॥

ভাষ্য।—অস্মিন্ প্রকরণে জীবগ্রহণমন্যার্থং জীবব্যতিরিক্তব্রহ্মবোধার্থম্ ইতি জৈমিনির্ম্মন্যতে, "কৈষ এতদ্বালাকে! পুরুষোহশয়িষ্ট, ক্ব বা এতদভূৎ কুত এতদগাদি"-তি প্রশ্নাৎ "যদা সুপ্তঃ

স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি” ইত্যাদি প্রতিবচনাৎ বাজসনেয়িনোঽপিচ এবমেব জীবব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনন্তি। তত্রাপি প্রশ্নপ্রতিবচনে ভবতঃ “ক্কৈষ তদাভূৎ কুত এতদগাৎ” ইতি প্রশ্নঃ। “য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্ শেতে” ইতি প্রতিবচনম্॥

ব্যাখ্যাঃ—এই প্রকরণে যে জীববোধকশব্দের উক্তি আছে, তাহা অন্যার্থ-প্রতিপাদক—জীবাধিকরণে তদ্ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মবোধার্থক, এই কথা জৈমিনি বলেন; ইহা এই প্রকরণোক্ত প্রশ্ন (“ক্কৈষ এতদ্বালাকে! পুরুষোঽশয়িষ্ট”—হে বালাকি! এই পুরুষ কোন্ আশয়ে সুপ্ত ছিল, ইত্যাদি প্রশ্ন) এবং তদুত্তর (“যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি”—যখন সুপ্তপুরুষ কোন প্রকার স্বপ্ন দেখে না, ইত্যাদি উত্তর; কৌষীতকী উপনিষৎ চতুর্থ অধ্যায়) হইতে তিনি মীমাংসা করেন। ঠিক এইরূপ প্রশ্নোত্তর দ্বারা বাজসনেয়শাখীরাও ব্রহ্মমীমাংসা করেন, দৃষ্ট হয়। তাহাতে প্রশ্ন এইরূপ, যথা ক্কৈষ তদাভূৎ” ইত্যাদি এবং উত্তর “য এষ অন্তর্হৃদয়ে” ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ অজাতশত্রু ও বালাকিসংবাদ দ্রষ্টব্য।)

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ১৯ সূত্র। বাক্যান্বয়াৎ॥

ভাষ্য।—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনা পরমাত্মা দ্রষ্টব্যত্বেন গ্রাহ্যো, বাক্যস্যোপক্রমাদিপর্য্যালোচনয়া তত্রৈবা-ন্বয়াৎ।

ব্যাখ্যা:—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী”ত্যাদি বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত বাক্য দ্বারা পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বাপর বাক্যের সমালোচনা দ্বারা পরমাত্মাতেই এই সকল বাক্য সমন্বিত হয়।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২০ সূত্র। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥

ভাষ্য।—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থম্ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থং, জীবস্য পরমাত্মকার্য্যতয়া পরমাত্মানন্যত্বাৎ তদ্বাচকশব্দেন পরমাত্মাভিধানং গমকম্ ইতি আশ্মরথ্যো মন্যতে স্ম।

ব্যাখ্যা :—একের বিজ্ঞানের দ্বারা যে সর্ব্ববিষয়ের বিজ্ঞান হয়, ইহাই প্রকরণের প্রতিজ্ঞার সাধ্যবিষয়; জীব পরমাত্মার কার্য্যস্বরূপ, তাঁহা হইতে অভিন্ন; অতএব জীববাচকশব্দ এই স্থলে পরমাত্মজ্ঞাপক। প্রকরণোক্ত প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, জীববাচকশব্দ পরমাত্মারই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। আশ্মরথ্য মুনি এইরূপ বলেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২১ সূত্র। উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥

ভাষ্য।—শরীরাৎ উৎক্রমিষ্যতো জীবস্য,(এবম্ভাবাৎ অভেদ-ভাবাৎ) ব্রহ্মণা সহভাবাৎ, তচ্ছব্দেন ব্রহ্মাভিধীয়তে ইত্যৌড়ুলোমিঃ মন্যতেস্ম।

ব্যাখ্যা :—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, শরীর হইতে উৎক্রান্ত জীবের ব্রহ্মভাব হয়; সুতরাং উক্ত জীববাচিশব্দ বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই বোধ জন্মায়।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২২ সূত্র। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥

ভাষ্য।—জীবাত্মনি স্বনিয়ম্যে "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্"-ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধস্য পরমাত্মনো নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতের্হেতো-র্নিয়ম্যপদেনোপক্রমাদৌ নিয়ন্তৃপরিগ্রহ ইতি কাশকৃৎস্নো মন্যতে স্ম।

ব্যাখ্যা :—নিজের নিয়ন্তৃস্বাধীনে স্থিত জীবাত্মাতে "অন্তঃপ্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণানুসারে পরমাত্মার নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিতিহেতু, নিয়ম্য-পদে নিয়ন্তারই পরিগ্রহ বুঝিতে হইবে, ইহা কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৩ সূত্র। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥

ভাষ্য।—প্রকৃতিরুপাদানকারণং চকারান্নিমিত্তকারণঞ্চ পরমাত্মৈব। "উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতং ভবত্যবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি প্রতিজ্ঞায়াঃ, "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইতি দৃষ্টান্তস্য চ সামঞ্জস্যাৎ। (অনুপরোধাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ ন উপরুধ্যেতে, তদ্ধেতোঃ)।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম জগতের কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন, তিনি জগতের নিমিত্তকারণও বটেন। এইরূপ সিদ্ধান্তেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের সামঞ্জস্য হয় (প্রতিজ্ঞা, যথা "উত ত্বমাদেশম-প্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতং ভবত্যবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি"=তুমি সেই উপদেশ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পাইয়াছ, যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়? দৃষ্টান্ত যথা—"যথা সৌম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"=হে সৌম্য! যেমন একই মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞান হইলে মৃন্ময় সমস্ত বস্তুরই বিজ্ঞান হয়, (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠ প্রপাঠক)। গুণাত্মক জগতের জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না, এবং পুরুষের উপাদান প্রকৃতি নহে; অতএব ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, তাহাই উক্ত শ্রুতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৪ সূত্র। অভিধ্যোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—(অভিধ্যা সৃষ্টিসঙ্কল্পঃ) "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিনা তদুপদেশাৎ ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বপ্রকৃতিত্বে বর্ত্তেতে ॥

ব্যাখ্যা ঃ—ব্রহ্ম নিজেই বহু হইবেন, এইরূপভাবে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টরূপে শ্রুতি উপদেশ করাতে, জগতের নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি (উপাদানকারণ) যে ব্রহ্ম, তাহাই সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৫ সূত্র। সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥

(সাক্ষাৎ-চ-উভয়-আম্নানাৎ)

ভাষ্য।—"ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুর্মনীষিণো মনসা" "পৃচ্ছ্যতে এতদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্নি"-তি নিমিত্তত্বমুপাদানং চ ব্রহ্মণঃ আম্নানাদ্ ব্রহ্মৈবোভয়রূপম্ ॥

ব্যাখ্যা ঃ—শ্রুতি ব্রহ্মের উভয়বিধ কারণত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই উপদেশ করিয়াছেন। অতএব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। শ্রুতি যথা ঃ—

"ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্যতো দ্যাবাপৃথিবী···এতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্" ইত্যাদি ("ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে পৃথিবী ও আকাশ খণ্ডের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনীষিগণ ধ্যানযোগে অবগত হয়েন"। এই উত্তর, এবং "প্রশ্ন এই যাহা ভুবনসমস্ত ধারণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে তাহা কি?" এতদ্দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মকে নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ বলাতে ব্রহ্ম উভয়রূপই বটেন।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৬ সূত্র। আত্মকৃতেঃ, পরিণামাৎ ॥

(আত্মসম্বন্ধিনী কৃতিঃ করণং, তদ্ধেতোঃ ইত্যর্থঃ। তত্র পরিণামাৎ ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানং চ)।

ভাষ্য।—ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানং চ। কুতঃ? "তদাত্মানং

স্বয়মকুরুত" ইত্যাত্মকৃতেঃ। ননু কর্ত্তুঃ কুতঃ কৃতিবিষয়ত্বম্? পরিণামাৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণময্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমতা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি॥

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ; কারণ, "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তিনি স্বয়ংই আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন) এই শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মই স্বয়ং কর্ত্তা ও কর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু কর্ত্তারই কর্ম্মত্ব কিরূপে হয়, এই জিজ্ঞাসায় বলিতেছেন "পরিণামাৎ", সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম স্বশক্তি বিক্ষেপপূর্ব্বক আপনাকেই জগদাকারে পরিণমিত করেন, এবং অবিকৃতরূপেও অবস্থান করেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয়।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; যথা— "ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম। যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কর্ত্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং? পরিণামাদিতি ব্রূমঃ। পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণাময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিমুপলব্ধম্। স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্ব-মপি প্রতীয়তে"।

ভাবার্থঃ—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তিনি আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন) এই বাক্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রহ্মই কর্ত্তা, আবার তিনিই কর্ম্মরূপ জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিত সিদ্ধবস্তু কিরূপে পুনরায় সৃষ্টিক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, পরিণাম দ্বারা, অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও শক্তিমত্তা দ্বারা তিনি আপনাকেই

আপনি বিকারিত করিয়াছিলেন, মৃত্তিকাদি স্থলেও এইরূপ বিকার দৃষ্ট হয়। তিনি স্বয়ং করিয়াছিলেন বলাতে, তিনিই নিমিত্তকারণও বটেন, জগতের অন্য কোন নিমিত্তকারণও যে নাই, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

সুতরাং ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব সূত্রকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জগদতীত, আবার জগৎও তাঁহারই রূপ। সুতরাং ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যে শঙ্করাচার্য্য পরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা শ্রুতি ও সূত্রকারের মতবিরুদ্ধ।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৭ সূত্র। যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥

ভাষ্য।—যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমি”-তি চেতি যোনিশব্দেন ব্রহ্ম গীয়তে। অতো ব্রহ্মৈবোপাদানম্ ॥

ব্যাখ্যা :—শ্রুতি ব্রহ্মকে সকলের যোনি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও ব্রহ্ম যে জগতের উপাদানকারণ, তাহা সিদ্ধান্ত হয়। (শ্রুতি যথা :—“যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ” “কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্” ইত্যাদি)।

১ম অঃ ৪র্থ পাদ ২৮ সূত্র। এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ।

ভাষ্য।—এতেনাধিকরণসমুদায়েন সর্বে বেদান্তা ব্রহ্মপরত্বেন ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥

ব্যাখ্যা :—এই পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল, তদ্দ্বারা উল্লিখিত অনুল্লিখিত সমস্ত বেদান্তেরই ব্রহ্মপরত্ব ব্যাখ্যাত হইল বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ হরিঃ ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ তৎ সৎ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব অবধারিত হইয়াছে; ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই; জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এতৎ ত্রিতয়ই ব্রহ্ম; দৃশ্য জড়বর্গ ও জীবচৈতন্য এবং এতদুভয়ের নিয়ন্তৃরূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বর, এই তিনই ব্রহ্মের রূপ; জীবরূপী ব্রহ্মকে জীবব্রহ্ম এবং দৃশ্যজড়বর্গরূপী ব্রহ্মকে বিরাট্ ব্রহ্ম অথবা জগদ্ব্রহ্ম বলা যায়। ঈশ্বর-রূপী ব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা ও অন্তর্যামী। অথচ পরব্রহ্মাবস্থায় ব্রহ্ম পূর্ণ অদ্বৈত নিষ্ক্রিয় ও অচল।

সাংখ্যদর্শনের উপদেশের সহিত বেদান্তদর্শনের উপদেশের তারতম্যও প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকাশিত জগতের চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার ভেদ, যাহা সাংখ্যশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বলিয়া বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই। তবে উভয় দর্শনোক্ত উপদেশের পার্থক্য এই যে, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মক জগৎ ব্রহ্ম

হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ; জগতের বীজরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিকে সাংখ্যাচার্য্য অচেতনস্বভাবা এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশালিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; বেদান্তাচার্য্য জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং অব্যক্তরূপা প্রকৃতিকে তাঁহারই শক্তি-মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কঠ ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতির বিচার, যাহা প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে আখ্যাত হইয়াছে, তাহার ফল এই মাত্র যে, সাংখ্যশাস্ত্র এই জগৎ ও অব্যক্ত প্রধানকে যে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তবাক্যের বিরোধী। ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রকাশিনী অব্যক্তা শক্তিই জগৎপ্রকাশের হেতু ; "অব্যক্ত" পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে, ইহা তাঁহারই শক্তি-বিশেষ। ব্রহ্মের এই অব্যক্তা শক্তি যেমন সৃষ্টি প্রকাশ করে, তদ্রূপ মহাপ্রলয়ে জগৎকে আকর্ষণ করিয়া, আপনাতে লীন করিয়া রাখে ; এইরূপ একপ্রকার সৃষ্টি-প্রকাশ ও আকুঞ্চন, পুনরায় কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে প্রকাশ ও আকুঞ্চন-ব্যাপার ব্রহ্মের স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্ম ; ইহা তাঁহার নিত্য ক্রীড়াস্বরূপ।

পরন্তু ইহাও বেদান্তদর্শনের স্বীকার্য্য যে, পরমাত্মা ব্রহ্ম জগৎ হইতে অতীত নিত্যনির্ব্বিকাররূপেও বিরাজিত আছেন ; সুতরাং জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধকে ভেদাভেদসম্বন্ধ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। তাঁহার জগদতীত-স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সাংখ্যাচার্য্য ভেদসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন ; বেদান্তাচার্য্য তাঁহার জগদতীত রূপ স্বীকার করিয়াও, এই ভেদের মধ্যে পুনরায় অভেদত্ব বেদান্তবাক্যবলে প্রমাণিত করিয়া, ভেদাভেদসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। ভেদসম্বন্ধ স্থাপনের ফল জগতের প্রতি অনাত্ম-বুদ্ধির ও আত্মবিবেকজ্ঞানের পুষ্টি ; ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থাপনের ফল জগতের ব্রহ্মাত্মকতাবুদ্ধির পুষ্টি এবং জগৎপাতার অপরিসীম শক্তিচিন্তনে তৎ-

প্রতি প্রেম ও ভক্তির বিকাশ। সাংখ্যে স্থাপিত ভেদসম্বন্ধ বেদান্তে স্থাপিত ভেদাভেদসম্বন্ধের অন্তর্ভূত; কারণ অভেদসম্বন্ধের মধ্যেও ভেদ-সম্বন্ধ বেদান্তমতের স্বীকৃত। পরন্তু জীবচৈতন্যও সাংখ্যমতে বিভুস্বভাব হওয়াতে, এবং সেই বিভু আত্মস্বরূপই সাংখ্যে ধ্যেয় বলিয়া উক্ত হওয়াতে, ব্রহ্মই উভয় প্রণালীর সাধকের গম্য; সুতরাং উভয় দর্শনের উপদেশের প্রভেদের দ্বারা কেবল সাধনপ্রণালীরই প্রভেদ স্থাপিত হয়; গন্তব্য পরব্রহ্ম উভয়ের পক্ষেই এক। উপাসক উপাস্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা সর্ব্ব বেদান্তের সিদ্ধান্ত; সুতরাং বিভু আত্মার ধ্যানকারী সাংখ্যমার্গের সাধক যে তদ্রূপতা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা সর্ব্বসম্মত ও স্বতঃ-সিদ্ধ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্যপ্রসঙ্গে বেদব্যাস স্বয়ংই জানাইয়া-ছেন যে—

> "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
> একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ॥
>
> (৫ম অধ্যায় ৫ শ্লোক।)

(সাংখ্যযোগিগণ যে স্থান লাভ করেন, ভক্তযোগিগণও সেই স্থানই লাভ করেন। অর্থাৎ উভয়প্রকার যোগীই ব্রহ্মপদ লাভ করেন। যিনি (ফলবিষয়ে) সাংখ্য ও যোগকে একই বলিয়া দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। (শ্লোকোক্ত যোগশব্দে ভক্তিযোগ বুঝায়, তাহা ঐ অধ্যায়ের ১০।১৪ প্রভৃতি শ্লোক দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয়)।

পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সগুণ নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মের পূর্ণ-স্বরূপের বর্ণনা দ্বারা ভক্তিযোগ, যাহাকে পূর্ণ ব্রহ্মযোগ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, তৎপ্রতি নিষ্ঠাস্থাপন করিবার নিমিত্ত সাংখ্যোপদেশের এক-দেশদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া চেতনাচেতন সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা এবং ব্রহ্মের জগন্নিয়ন্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যশাস্ত্রের

বিচারের এই মাত্র উদ্দেশ্য। শিষ্যের বিতণ্ডাবুদ্ধি বৃদ্ধি করা এই বিচারের অভিপ্রায় নহে।

এই ভক্তি-নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে সাংখ্যোক্ত জগৎ ও পরমাত্মার ভেদসম্বন্ধ বেদান্তবাক্যের অনভিমত বলিয়া প্রথমাধ্যায়ে সিদ্ধান্ত করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্মৃতি ও যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা ঐ ভেদসম্বন্ধবাদ নিরাশ করিয়া স্বীয় উপদিষ্ট ভেদাভেদসম্বন্ধ দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইতি।

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

দার্শনিক-ব্রহ্মবিদ্যা।

ব্রহ্মসূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ।

২য় অঃ ১ম পাদ ১ সূত্র। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্য-স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥

(স্মৃতি-অনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ, ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বে কপিলাদি-কৃতানাং স্মৃতীনাং অনবকাশঃ অনবস্থানতয়া আনর্থক্যং ভবতি; ইতি চেৎ; তন্ন ; অন্যস্মৃতি-অনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অন্যস্মৃতীনাং মন্বাদিপ্রণীতানাং অনবকাশদোষঃ স্যাৎ ; তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্ববাদে ন দোষঃ) ।

ভাষ্য।—উক্তসমন্বয়স্যাবিরোধপ্রকারঃ প্রতিপাদ্যতে। ননু শ্রুত্যুপবৃংহণায় স্মৃত্যপেক্ষা বর্ত্ততে; তত্র সাংখ্যস্মৃতির্গ্রাহ্যা। ন চাচেতনকারণবাদিনী সাহতো ন গ্রাহ্যেতি বাচ্যম্। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন ; অন্যস্মৃতীনাং বেদোক্তচেতনকারণ-বিষয়াণাং বাধপ্রসঙ্গাদিতি বাক্যার্থঃ।

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষপাদে চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণতা-বিষয়ে যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার সহিত স্মৃতি ও যুক্তির

অবিরোধ এক্ষণে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে :—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য বোধগম্য করিবার ও তাহার পুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত স্মৃতিবাক্যবিচারের অপেক্ষা আছে; অতএব সাংখ্য-স্মৃতি যেরূপ জগৎকারণ-বিষয়ক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রুতি-প্রতিপাদিত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। অচেতনকারণবাদিনী বলিয়া সাংখ্য-স্মৃতি গ্রহণীয় নহে, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত তাহা আদরণীয় নহে। কারণ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ব্রহ্ম, এই মত কপিলাদি আচার্য্য, যাঁহারা পূর্ণসিদ্ধ ও জ্ঞানী বলিয়া শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহাদের প্রণীত স্মৃতির বিরুদ্ধ: এই মত সঙ্গত হইলে কপিলাদিপ্রণীত স্মৃতির অনবস্থানদোষ ঘটে। অতএব এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা কার্য্যকর নহে। কারণ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব মত অস্বীকার করিলে, অপর দিকে বেদোক্ত চেতনকারণবিষয়ক অন্য মন্বাদিকৃত স্মৃতির অনবস্থান ঘটে। ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববিষয়ে মনুস্মৃতি, যথা :—

"মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ।
"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥
"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ" ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পাদ ২ সূত্র। ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ॥

ভাষ্য।—ইতরেষাং মন্বাদীনাং বেদস্য প্রধানপরত্বানুপলব্ধেশ্চ বেদবিরুদ্ধস্মৃতেরপ্রামাণ্যম্।

অন্বয়ার্থ :—বেদের প্রধানপরত্ব (অর্থাৎ প্রধানই জগৎকর্ত্তা, ইহা বেদের অভিপ্রেত, এই মত) সাংখ্য ভিন্ন অন্য (মন্বাদি) স্মৃতির অনভিমত হওয়াতে, বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতি প্রমাণস্বরূপে গ্রহণীয় নহে।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩য় সূত্র। এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ॥

ভাষ্য ।—সাংখ্যস্মৃতিনিরাসেন যোগস্মৃতেরপি প্রত্যাখ্যাতা-হস্তি ।

ব্যাখ্যা :—এই একই কারণে সাংখ্যানুসারিণী যোগস্মৃতিরও অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত হইল, বুঝিতে হইবে ।

ভাষ্য ।—তর্কবলেন প্রত্যবতিষ্ঠতে ।

ব্যাখ্যা :—এইক্ষণে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিমূলে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব-বিষয়ক যে সকল আপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ আপত্তির উল্লেখ হইতেছে । যথা—

২য় অঃ ১ম পাদ ৪র্থ সূত্র । ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥

ভাষ্য ।—জগতো ন চেতনপ্রকৃতিকত্বম্ ; বিলক্ষণত্বাৎ । (জগতঃ অচেতনত্বাৎ পরমাত্মনশ্চ চেতনত্বাৎ, অস্য জগতঃ, ন তথাত্বম্) । বিলক্ষণত্বঞ্চ "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবদি"-ত্যাদি-শব্দাদপ্যস্যাবগন্তব্যম্ ।

অন্বয়ার্থ :—জগৎ অচেতন, ঈশ্বর চেতন, অতএব ইহারা পরস্পর বিলক্ষণ ; সুতরাং জগৎ ঈশ্বরপ্রকৃতিক হইতে পারে না । জগতের অচেতন-প্রকৃতিকত্ব শ্রুতিতেও উল্লিখিত আছে ; যথা, "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞান-ঞ্চাভবৎ" ইত্যাদি ।

২য় অঃ ১ম পাদ ৫ম সূত্র । অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানু-গতিভ্যাম্ ॥

ভাষ্য ।—পৃথিব্যহঃব্রবীত্তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদ-মানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" ইত্যাদৌ তু তদভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশঃ "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা" ইতি বিশেষণাৎ । "অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশদি"-ত্যাদ্যনুগতেশ্চ ।

ব্যাখ্যা :—"পৃথিব্যহব্রবীত্তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম হগ্মু:" ইত্যাদি শ্রুতিতে পৃথিবী প্রাণ প্রভৃতি অচেতন পদার্থের কথা বলা, পরস্পরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবাদ করা ইত্যাদি বিষয়ে যে উক্তি আছে, তাহা অচেতনপদার্থবোধক পৃথিব্যাদি নহে, তদভিমানিদেবতা-বোধক ; "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা" ইত্যাদি বাক্যে পৃথিব্যাদিকে দেবতা-বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে ; এবং "অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যাদি বাক্যে যে অগ্ন্যাদির মুখাদিতে অনুগতির উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারাও বাগাদ্যভিমানযুক্ত অগ্ন্যাদি দেবতারই মুখপ্রবেশনাদি কার্য্য শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল জগতের অচেতনত্বের বিরোধী নহে।

এইক্ষণে এই সকল আপত্তির উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

২য় অঃ ১ম পাদ ৬ষ্ঠ সূত্র। দৃশ্যতে তু ॥

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে পুরুষাদ্বিলক্ষণস্য কেশাদের্গোময়াদ্বি-লক্ষণস্য বৃশ্চিকস্যোৎপত্তির্দৃশ্যতে হতোব্রহ্মবিলক্ষণত্বাজ্জগতো ন তৎপ্রকৃতিকত্বমিতি ন বক্তব্যম্।

ব্যাখ্যা :—কিন্তু প্রত্যক্ষই অনুমানের ভিত্তি ; চেতন হইতে;অচেতন, এবং অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয় ; চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশাদির, অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয় ; অতএব চেতন ঈশ্বর হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি অনুমানবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা অমূলক।

* ২য় অঃ ১ম পাদ ৭ম সূত্র। অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—ননূপাদানাদুপাদেয়স্য বিলক্ষণত্বে উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং

তদসম্ভবিতুমর্হতীতি; নৈষ দোষঃ, পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতিবিকারয়োঃ সর্ব্বথা সাদৃশ্যনিয়মস্য প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—পরন্তু উক্ত তর্ক যদি সঙ্গত তর্ক হয়, তবে তদনুসারে যখন কার্য্যবস্তু ও তাহার উপাদানকারণ পরস্পর বিলক্ষণ, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে ও প্রলয়কালে কার্য্যবস্তু একান্ত "অসৎ" হইয়া পড়ে। কিন্তু সদ্বস্তুর একান্ত বিনাশ নাই, এবং একান্ত অসতের উৎপত্তি নাই. ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ পূর্ব্বসূত্রে প্রকৃতি ও বিকার এই উভয়ের সর্ব্বপ্রকার সাদৃশ্য থাকার নিয়মমাত্রই প্রতিষেধ করা হইয়াছে।

২য় অঃ ১ম পাদ ৮ম সূত্র। অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্॥

ভাষ্য।—আক্ষেপঃ—(অপীতৌ) প্রলয়সময়ে (তদ্বৎ-অচেতন-) কার্য্যবৎ কারণস্যাপি অচেতনত্বাদিপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ জগদুপাদানং ব্রহ্মেত্যসমঞ্জসম্।

অস্যার্থ:—(এই সূত্রটি আপত্তিসূচক; আপত্তি এইরূপ, যথা—অচেতন জগতের একান্ত বিধ্বংস নাই স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয়কালে কার্য্যরূপ অচেতন জগতের ব্রহ্মে অবস্থিতি হেতু, চেতন ব্রহ্মেরও তৎকালে অচেতনত্বপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ হয়; অতএব ব্রহ্মই জগতের উপাদান, এই মত অসঙ্গত।

২য় অঃ ১ম পাদ ৯ম সূত্র। নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ॥

ভাষ্য।—সমাধানম্। (ন,) তদ্বৎ প্রসঙ্গো নৈবাঽস্তি; (কুতঃ? দৃষ্টান্তভাবাৎ, বিকারঃ উপাদানে লীয়মানঃ স্বধর্ম্মৈরুপাদানং ন দূষয়তি ইত্যস্মিন্ অর্থে দৃষ্টান্তানাং ভাবাৎ বিদ্যমানত্বাৎ;)

যথা পৃথিবীবিকারস্তস্যাং বিলীয়মানস্তাং ন দূষয়তি, তথা ব্রহ্ম-বিকারঃ সংসারঃ।

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে :—প্রলয়কালে ব্রহ্মের বিকারপ্রাপ্তি এতদ্দ্বারা অবধারিত হয় না; কারণ, বিকারবস্তু তদুপাদানকারণে লীন হইলে যে, তাহাতে নিজের ধর্ম্ম সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দুষ্ট করে না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়; যথা পৃথিবী—বিকারভূত জীবদেহ, মল, মূত্র এবং বৃক্ষাদি পৃথিবীতে পতিত হইয়া তদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীকে বিকারিত করে না; তদ্রূপ জগদ্রূপ বিকারও ব্রহ্মে লীন হইয়া, ব্রহ্মকে বিকারিত করে না।

২য় অঃ ১ম পাদ ১০ম সূত্র। স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥

ভাষ্য।—বেদবিরুদ্ধবাদী সাংখ্যো বক্তুমক্ষমস্তৎপক্ষেঽপ্যুক্তদোষযোগাৎ।

ব্যাখ্যা :—যদি ইহা ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদের দোষ বলিয়াই বল, তবে সাংখ্যপক্ষেও এই দোষ আছে; কারণ সাংখ্যোক্ত জগৎকারণ প্রধান সর্ব্ববিধ শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদি বিবর্জ্জিত; তাহা হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপাদিবিশিষ্ট জগৎ প্রকটিত হয় বলাতে, তাহাতেও উক্ত আপত্তির সমান সম্ভাবনা হয়। সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদ কেবল এইরূপ তর্কের দ্বারা নিরস্ত হইতে পারে না।

২য় অঃ ১ম পাদ ১১শ সূত্র। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥

(তর্ক-অপ্রতিষ্ঠানাৎ-অপি) তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানাৎ অনবস্থানাৎ, শ্রুতিমূলস্য সিদ্ধান্তস্য ন অসামঞ্জস্যম্। ননু উক্ততর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ চেন্মেঽপি, (অন্যথা) যথা অনবস্থা ন স্যাৎ তেন প্রকারেণ (অনুমেয়ম্)

অনুমাতুং যোগ্যং ভবতি; ইতি চেৎ; (এবমপি অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ) এবমপি তার্কিকবিপ্রতিপত্ত্যা কাপিলকাণাদাদীনাং পরস্পরবিরোধেন অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ; পুরুষাণাং মধ্যে তর্কবিষয়ে একতমস্য নিয়ত-জয়িত্বাসম্ভবাৎ। অতএব বেদোক্তস্যৈবোপাদেয়ত্বমিতি সিদ্ধম্।

ভাষ্য ঃ—তর্কানবস্থানাচ্চোক্তসিদ্ধান্তস্য নাসামঞ্জস্যম্। দৃঢ়-তর্কেণ বেদবিরুদ্ধে প্রধানাদিকে জগৎকারণেঽনুমিতে তু তাদৃশেন তর্কেণ সৎপ্রতিপক্ষসম্ভবাৎ। এবমেব তার্কিকবিপ্রতিপত্ত্যাঽনি-র্মোক্ষপ্রসঙ্গাদ্বেদোক্তস্যৈবোপাদেয়ত্বমিতি সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা :—বাস্তবিক তর্কের কোন স্থিরতা নাই, অদ্য যিনি তর্কের দ্বারা অপরকে পরাভূত করিতেছেন, কল্য আবার তিনিই অপরের দ্বারা পরাজিত হইতেছেন, অতএব তর্কমূলে শ্রুতিমূলক সিদ্ধান্তের অপলাপ করা সঙ্গত নহে। পরন্তু যদি বল যে কার্য্যকারণের বিলক্ষণত্ববিষয়ক পূর্ব্বোক্ত তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে উক্ত প্রকার দোষ ঘটে না এমন অন্য প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে, তবে তাহাতেও অনবস্থা-দোষ হইতে মুক্তি পাইবে না। তার্কিকদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিরোধ সর্ব্বদাই চলিতেছে। সাংখ্যবাদিপণ্ডিতগণ এবং বৈশেষিকমতাবলম্বিপণ্ডিতগণ পরস্পর পরস্পরের তর্কে দোষ দেখাইয়া সর্ব্বদাই বিতণ্ডা করিতেছেন, কাহারও মত নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হয় না; পুরুষদিগের মধ্যে কোন এক পুরুষের তর্কবিষয়ে নিয়ত জয়লাভ সম্ভব হয় না। যে কোন তর্কই উত্থাপিত করা যায়, তাহার বিরুদ্ধ তর্ক সর্ব্বদাই উত্থাপিত হইতে পারে। অতএব তর্কের অনবস্থা-হেতু বেদোক্ত সিদ্ধান্তই আদরণীয়।

২য় অঃ ১ম পাদ ১২শ সূত্র। এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ॥

ভাষ্য।—এতেন সাংখ্যপক্ষনিরাসেন পরিশিষ্টাঃ বেদবিরুদ্ধ-কারণবাদিনো হন্যেহপি প্রত্যুক্তাঃ।

ব্যাখ্যা:—ইহা দ্বারাই বেদবাদী শিষ্টগণের মতবিরুদ্ধ অপর মত সকলও খণ্ডিত হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৩শ সূত্র। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥

(ভোক্তৃ—আপত্তেঃ—অবিভাগঃ—চেৎ ; স্যাৎ—লোকবৎ)।

ভাষ্য।—ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে জীবরূপেণ ব্রহ্মণ এব সুখদুঃখভোক্তৃত্বাপত্তেঃ বেদপ্রসিদ্ধো ভোক্তৃনিয়ন্তৃবিভাগো ন স্যাৎ ইতি চেৎ অবিভাগেহপি (বিভাগব্যবস্থোপপদ্যতে, দৃষ্টান্তসদ্ভাবাৎ) সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব, সূর্য্যতৎপ্রভয়োরিব তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ।

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মই জগতের উপাদান হইলে, জীবরূপে ব্রহ্মেরই সুখ-দুঃখাদি-ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ; সুতরাং বেদপ্রসিদ্ধ ভোক্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া কোন ভেদ থাকে না ; এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তরে আমরা বলি যে, উক্ত ভোক্তৃত্বনিয়ন্তৃত্বভেদ থাকে ; তাহার দৃষ্টান্তও লোকমধ্যে দৃষ্ট হয় ; যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য্য ও তৎপ্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, তদ্রূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের অর্থ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু উভয় ব্যাখ্যার ফল একই। শাঙ্করভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"প্রসিদ্ধো হ্যয়ং ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ। লোকে ভোক্তাচ চেতনঃ

শারীরঃ, ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি; যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ, ভোগ্য ওদন ইতি। তস্য চ বিভাগস্যাভাবঃ প্রসজ্যেত। যদি ভোক্তা ভোগ্যভাবমাপদ্যেত, ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবমাপদ্যেত, তয়োশ্চেতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত। ন চাস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্; যথা ত্বদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্ব্বিভাগো দৃষ্টঃ, তথাতীতানাগতয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্যাস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিচ্চোদয়েৎ, তং প্রতিব্রূয়াৎ স্যাল্লোকবদিতি; উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেঽপি বিভাগঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথাহি সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনবীচিতরঙ্গবুদ্বুদাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে।...এবমিহাপি।·· যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বশ্রবণাৎ তথাপি কার্য্যমনুপ্রবিষ্টস্যাস্তি কার্য্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ, আকাশস্যেব ঘটাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ, ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বেঽপ্যুপপন্নো ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েনেত্যুক্তম্॥" ইতি শাঙ্করভাষ্যে।

অস্যার্থঃ—পরন্তু ভোক্তা ও ভোগ্য এই দ্বিবিধ বিভাগ সর্ব্বত্র লোকপ্রসিদ্ধ আছে; চেতনজীব ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং শব্দাদি বিষয়সকল এই জীবের ভোগ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ; যেমন দেবদত্তনামক ব্যক্তি ভোক্তা, এবং অন্নাদি তাহার ভোগ্য। (কিন্তু ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ হইলে) এই ভোগ্যভোক্তৃবিভাগ আর থাকে না। যদি ভোক্তাই ভোগ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অথবা ভোগ্যবস্তুই ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, তবে এই উভয়ের প্রভেদ থাকে না; ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কিছু না থাকাতে ভোগ্যভোক্তৃভাবের প্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়।

কিন্তু এই প্রসিদ্ধ ভোগ্যভোক্তৃবিভাগের অপলাপ করা সঙ্গত নহে; যেমন বর্ত্তমানে ভোগ্যভোক্তৃবিভাগ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অতীতকালে এবং ভবিষ্যতেও এই বিভাগ থাকা অনুমানসিদ্ধ। অতএব প্রসিদ্ধ এই ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গহেতু জগতের ব্রহ্মকারণতাবিষয়ক সিদ্ধান্ত অযুক্ত। যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন, তবে তাঁহাকে আমরা বলি যে, ঐ লৌকিক বিভাগ ব্রহ্মকারণতাবিষয়ক সিদ্ধান্তে অপ্রতিষ্ঠ হয় না; ব্রহ্মকারণতাবিষয়ক আমাদের সিদ্ধান্তেও এই বিভাগ থাকা উপপন্ন হয়; কারণ লোকতঃ এই বিভাগের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও তদ্বিকারীভূত ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বুদ্বুদ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত প্রভেদ ও মিলন প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভব হয়; তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভোক্তা ও ভোগ্য বলিয়া প্রভেদব্যবহার উপপন্ন হয়। যদিও ভোক্তা জীব ব্রহ্মের বিকার বলিয়া বলা যাইতে পারে না; কারণ "এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্রষ্টা ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই কার্য্যভূতজগতে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক "ভোক্তা" হওয়া উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যভূতজগতে অনুপ্রবিষ্ট অবস্থায় তত্তৎকার্য্যভূত উপাধিনিমিত্ত ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য; যেমন আকাশ অবিকৃত থাকিলেও ঘটাদি-উপাধিনিমিত্ত তাহার ভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অতএব পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, সমুদ্রের তরঙ্গাদি বিভাগের ন্যায় ভোক্তা ও ভোগ্য বলিয়া যে প্রভেদ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা উপপন্ন হয়।

এই ব্যাখ্যাতে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, ব্রহ্ম একান্ত নির্গুণস্বভাব নহেন, সৃষ্টিকার্য্য করা এবং তাহাতে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক জীবরূপে তাহা ভোগ করা, এবং তদতীত নির্গুণরূপে অবস্থান করা, এই দুইটিই তাঁহার স্বরূপান্তর্গত। লৌকিক যে ভেদ ইহাও একান্ত মিথ্যা নহে।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৪ সূত্র। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ॥

ভাষ্য।—"কার্য্যস্য কারণানন্যত্বমস্তি, নত্বত্যন্তভিন্নত্বং, কুতঃ? "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" "তৎ সত্যং তত্ত্বমসি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিভ্যঃ।

অন্বয়ার্থঃ—কারণ-বস্তু হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব আছে, কারণ বস্তু হইতে কার্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "মৃত্তিকাই সত্য, ঘট-শরাবাদিনামে প্রকাশিত বিকার সকল কেবল পৃথক্ নাম দ্বারাই পৃথক্ হইয়াছে", "চরাচর বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্মাত্মক", "সেই ব্রহ্ম সত্য, তুমি সেই ব্রহ্ম" "এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম"। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকোক্ত এই সকল বাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

এই সূত্রে চেতন জীব ও অচেতন জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব (ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব) স্পষ্টরূপে কথিত হইল, এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১৩শ সংখ্যক সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; এবং তৎপূর্ব্ব সূত্রসকলে অচেতন জগতেরও ব্রহ্ম হইতে ভেদ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; অতএব এই সকল সূত্র একত্র করিলে, তাহার ফলে এই সিদ্ধান্ত হয়, যে চেতনাচেতন সমস্ত জগতের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ।

শাঙ্করভাষ্যে যদিচ নাম ও রূপবিশিষ্ট পদার্থের বস্তুত্ব (পৃথক বস্তুরূপে অস্তিত্ব) অস্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি সূত্রের অর্থ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যথা:—"অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোভিহিতো; ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি। যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ; কারণং পরং ব্রহ্ম; তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং

ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে। কুতঃ? আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ। আরম্ভণ-শব্দস্তাবদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি"। এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন, সর্ব্বং মৃন্ময়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি, নতু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি। এষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আম্নাতঃ, তত্র শ্রুতাদ্বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্মব্যতিরেকেন কার্য্যজাতস্যাভাব ইতি গম্যতে"। .....।

অস্যার্থঃ—ব্যবহারিক ভোক্তৃভোগ্যবিভাগ লৌকিকধারণানুসারে স্বীকার করিয়া আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু মূলতঃ (মূল অর্থে) এই প্রভেদ নাই; কারণ কার্য্য ও কারণের মধ্যে অভেদত্ব প্রতিপন্ন হয়। আকাশাদি প্রপঞ্চ জগৎ কার্য্যবস্তু; পরব্রহ্ম ইহার কারণ; সেই কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বাভাব অবগত হওয়া যায়। কিরূপে অবগত হওয়া যায়? বলিতেছি:—শ্রুত্যুক্ত "আরম্ভণ" বাক্য প্রভৃতি দ্বারা তাহা জানা যায়। যথা আরম্ভণবাক্যে (ছান্দোগ্যে), ষষ্ঠপ্রপাঠকে শ্রুতি প্রথম এই বলিয়া কথারম্ভ করিলেন যে "একের বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিষয়ের বিজ্ঞান হয়" এই প্রতিজ্ঞা সাধন করিবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া, শ্রুতি বলিলেন:—"হে সৌম্য (শ্বেতকেতো)! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই মৃন্ময় সকলবস্তুর জ্ঞান হয়; ঘটশরাবাদি নামে প্রকাশিত বিকার সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারাই পৃথক্ হইয়াছে, বস্তুতঃ ইহারা মৃত্তিকাই,

অতএব মৃত্তিকামাত্রই সত্য—সদ্বস্তু (মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল ঘটশরাবাদি পদার্থের অস্তিত্ব নাই)"। এইস্থলে ইহা বলা হইল যে, ঘট শরাব উদঞ্চন প্রভৃতি মৃন্ময়বস্তুসকল মৃদাত্মক বিধায় মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন হওয়াতে, এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে ইহারা মৃদাত্মক ইত্যাকার জ্ঞানের দ্বারাই ইহাদিগকে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায়। যেহেতু ঘটশরাবাদি মৃত্তিকার কেবল নাম দ্বারাই পরস্পর ও অপর সাধারণ মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ হইয়া আছে, ইহাদের বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, কেবল পৃথক্ নাম হওয়াতেই ইহারা বিকার বলিয়া গণ্য; বাস্তবিক * ইহারা কেবল মৃত্তিকাই; অতএব নাম দ্বারা ইহাদের পার্থক্য; এই পার্থক্য মিথ্যা; মৃত্তিকাই একমাত্র সদ্বস্তু। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্ত শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তে শ্রুতি যে বাচারম্ভণশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, দৃষ্টান্তের দ্বারা উপমেয় জগৎসম্বন্ধে শ্রুতির ইহাই উপদেশ যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে কার্য্যভূত জাগতিক বস্তুসকলের অস্তিত্ব নাই।

নিম্বার্কভাষ্যের সহিত এই শাঙ্করব্যাখ্যার কোন বিরোধ নাই। কিন্তু এইস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, জগৎকে এই অর্থেই মিথ্যা বলা হইল যে, যেমন মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল ঘট বলিয়া পদার্থ নাই, তাহা মিথ্যা, তদ্রূপ জগৎও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে, ইহার পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বই মিথ্যা। ইহা একদা মিথ্যা নহে। ব্রহ্মের সহিত ইহার অভেদসম্বন্ধ। কিন্তু এই অভেদত্ব থাকিলেও, নামরূপাদি দ্বারা যে ভেদসম্বন্ধও আছে, তাহা পূর্ব্বসূত্রব্যাখ্যানে শ্রীম-

* নামরূপাত্মক এতৎ সমস্ত মিথ্যা এইরূপও এই ভাষ্যাংশের অর্থ হইতে পারে। এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিচার পরে করা হইবে। যেরূপ অর্থে বিরোধ না হয়, তদ্রূপেই এই স্থানে অর্থ করা হইল।

চ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব নিম্বার্কোক্ত ভেদাভেদসম্বন্ধই এতদ্দ্বারা সূত্রকারের ও শ্রুতির উপদেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

শাঙ্করভাষ্যের প্রথমাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরন্তু এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য অতিশয় বিস্তৃত; ইহাতে অপরাপর দৃষ্টান্ত এবং যুক্তিও ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এবঞ্চ জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বজ্ঞান যে সাধকের পক্ষে সম্ভব, তাহা যে নিষ্ফল নহে, এবং তাহা যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন :—

"ন চেয়মবগতির্নোৎপদ্যতে ইতি শক্যং বক্তুং, "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মানত্বাৎ। ন চেয়মবগতিরনর্থকা ভ্রান্তির্ব্বেতি শক্যং বক্তুং, অবিদ্যা-নিবৃত্তিফলদর্শনাৎ বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ।"

অস্যার্থ:—এইরূপ জ্ঞান (অভেদজ্ঞান) যে হয় না, এমত বলিতে পার না; কারণ এইরূপ জ্ঞান পিতার উপদেশে শ্বেতকেতু লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন; এবং এই অভেদ-জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রবণাদির এবং বেদানুবচনাদির বিধানও যখন শ্রুতি করিয়াছেন, তখন এই জ্ঞান অবশ্য লাভ করা যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (নতুবা উপদেশ মিথ্যা হইত)। এই অদ্বৈত-জ্ঞানের কোন ফল নাই অথবা ইহা ভ্রমমাত্র, এইরূপ বলিতে পার না; কারণ ইহা দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়া দৃষ্ট হয়, এবং এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, ইহাকে বিনষ্ট করে এমত অপর কোন জ্ঞান নাই।

পরন্তু সূত্রার্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতত্ব-বিষয়ক মতই ইহা দ্বারা স্থাপিত হয়; এবং এই সূত্র এবং পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত অপর সূত্রসকলের ফল এই নহে যে, ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য; অর্থাৎ শাঙ্করমতে

ব্রহ্ম এবং জীব ও জগতের ভেদাভেদসম্বন্ধ, এবং ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব সত্য নহে, কেবল অভেদসম্বন্ধ এবং অদ্বৈতত্বই সত্য; জগৎ মিথ্যা, এবং জীব ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। উক্ত ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"নম্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষোঽনেকশাখ, এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং, ব্রহ্ম; অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব; যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং, শাখা ইতি চ নানাত্বম্; যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং, ফেনতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বম্; যথা চ মৃদাত্মনৈকত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং, তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যত ইতি; এবঞ্চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তি।"

অস্যার্থ :—পরন্তু যদি বল যে ব্রহ্ম কেবল একরূপ নহেন, যেমন বৃক্ষ এক হইলেও অনেকশাখাযুক্ত, তদ্রূপ ব্রহ্মও অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত; অতএব ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য। যেমন বৃক্ষরূপে একত্ব, এবং শাখাপ্রভৃতিরূপে নানাত্ব; যেমন সমুদ্ররূপে একত্ব, এবং ফেন-তরঙ্গাদিরূপে নানাত্ব; যেমন মৃত্তিকারূপে একত্ব, এবং ঘটশরাবাদিরূপে নানাত্ব; (তদ্রূপ ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মের একত্ব, এবং জীব ও জগৎরূপে নানাত্ব)। তন্মধ্যে একত্বাংশের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষব্যবহার, এবং নানাত্বাংশে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত লৌকিক ও বৈদিক-ব্যবহার সিদ্ধ হয়; এবং শ্রুতিতে যে মৃত্তিকা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইরূপ সিদ্ধান্তেই সঙ্গত হয়।

এইরূপ আপত্তি বর্ণনা করিয়া, শঙ্করাচার্য্য ইহা নিম্নলিখিতরূপে খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন :—

"নৈবং স্যাৎ। মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বা-বধারণাৎ। বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকারজাতস্যানৃতত্বাভিধানাৎ। দার্ষ্টান্তি-

কেঽপি, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমিতি" চ পরমকারণস্যৈবৈকস্য সত্যত্বাবধারণাৎ। "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি চ শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ। স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হ্যেতচ্ছারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে ন যত্নান্তর-প্রসাধ্যম্। অতশ্চেদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশোঽপরো ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত। দর্শয়তি চ, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্যাভাবম্। ন চায়ং ব্যবহারাভাবোঽবস্থাবিশেষনিবদ্ধোঽভিধীয়ত ইতি যুক্তং বক্তুম্। "তত্ত্বমসী"তি ব্রহ্মাত্মভাবস্যানবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্বাৎ। তস্করদৃষ্টান্তেন চানৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষং দর্শয়ন্নেকত্বমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বম্। উভয়সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরোঽপি জন্তুরনৃতাভিসন্ধ ইত্যুচ্যতে। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি চ ভেদদৃষ্টিমপবদন্নেতদেব দর্শয়তি। ন চাস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যুপপদ্যতে। সম্যগ্ জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিন্মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেনানভ্যুপগমাৎ। উভয়স্য সত্যতায়াং হি কথমেকত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানমপনুদ্যত ইত্যুচ্যতে। নন্বেকত্বৈকান্তাভ্যুপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহন্যেরন্ নির্ব্বিষয়ত্বাৎ স্থাণ্বাদিষ্বিব পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাঽপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহন্যেত; মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ। কথং চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্যাত্মৈকত্বস্য সত্যত্বমুপপদ্যত ইতি? অত্রোচ্যতে। নৈষ দোষঃ। সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ, স্বপ্নব্যবহারস্যেব

প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়-ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে; বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাদুপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ।"

অস্যার্থ:—এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারণ শ্রুতি যে মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে ঘটশরাবাদির প্রকৃতিভূত মৃত্তিকারই সত্যত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং "বাচারম্ভণ" বাক্যে মৃত্তিকার বিকারস্থানীয় ঘট-শরাবাদির মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ঐ মৃত্তিকা যে ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত, তৎসম্বন্ধীয় বাক্যেও বলা হইয়াছে যে "এতৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই সত্য"; এই বাক্যেও পরমকারণ এক ব্রহ্মেরই সত্যত্ব শ্রুতিকর্তৃক অবধারিত হইয়াছে। এবঞ্চ "হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই আত্মা" এই বাক্যে শ্রুতি জীবেরও ব্রহ্মরূপতা উপদেশ করিয়াছেন। জীবের ব্রহ্মাত্মতা স্বয়ংপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক হওয়াতে, তাহা যত্নান্তর দ্বারা উৎপাদ্য নহে। অতএব শাস্ত্রোক্ত এই ব্রহ্মাত্মকত্বের জ্ঞান হইলে, শরীরাত্মক বলিয়া যে জীবের স্বাভাবিক অজ্ঞান আছে, তাহা বিলুপ্ত হয়; যেমন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হইলে সর্পবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ। এই শরীরাত্মক জ্ঞান বিলুপ্ত হইলে তদাশ্রিত যে সমস্ত জীবব্যবহার—যাহা স্থাপিত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের অন্য নানাত্বাংশ কল্পনা কর—তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মাত্মদর্শীর যে ক্রিয়া, কর্ত্তা ও ক্রিয়াফলসূচক বৈদিক ও লৌকিক-ব্যবহার কিছুই থাকে না, তাহা শ্রুতি স্বয়ং "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (যেখানে সমস্তই আত্মারূপে অবস্থিত, তাহাতে কে কাহাকে কি দিয়া দর্শন করিবে) ইত্যাদিবাক্যে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইরূপ বলা সঙ্গত নহে যে, এক বিশেষ অবস্থানিবন্ধন

লৌকিকব্যবহারের লোপ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; কারণ "তত্ত্বমসি" বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে, জীবের ব্রহ্মাত্মকতা কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করা হয় নাই। তস্করদৃষ্টান্তে অসত্যবাদীর বন্ধন এবং সত্যবাদীর মোচন প্রদর্শন করিয়া, শ্রুতি কেবল একত্বেরই একমাত্র পারমার্থিক সত্যত্ব, এবং নানাত্বের মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপত্তি, প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য হইত, তবে ভেদ-ব্যবহারবিশিষ্ট জীবকে মিথ্যাজ্ঞানী বলিয়া শ্রুতি কি নিমিত্ত বর্ণনা করিবেন? "যে ব্যক্তি নানাত্ব দর্শন করে, সে মৃত্যুর আয়ত্তাধীন হইয়া মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতি ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়া একত্বজ্ঞানেরই সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও এই ভেদদর্শনে উপপন্ন হয় না; কারণ সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় এমন কোন মিথ্যাজ্ঞান সংসারের কারণ বলিয়া এই মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। উভয়ের সত্যতা স্বীকার করিলে (অর্থাৎ ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব, এই উভয়ের সত্যতা স্বীকার করিলে) একত্বজ্ঞান দ্বারা নানাত্বজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হওয়া বলা যাইতে পারে? (বহুত্বও সত্য হওয়াতে তাহা কখন বিনষ্ট হইতে পারে না)। পরন্তু এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, নিরবচ্ছিন্ন একত্ব স্বীকার করিলে, যখন নানাত্ব একান্ত মিথ্যা হয়, তখন প্রত্যক্ষাদি লৌকিক-প্রমাণসকলের দ্বারা বোদ্ধব্য কোন বিষয় না থাকাতে, তৎসমস্ত প্রমাণকেও মিথ্যা বলিয়া অবধারিত করিতে হয়; স্থাণুতে মনুষ্যজ্ঞানের ন্যায় সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। এবঞ্চ বিধিনিষেধসূচক যে শাস্ত্র, তাহাও যখন ভেদ-সাপেক্ষ, তখন ভেদের অভাবে তৎসমস্তও মিথ্যা হইয়া যায়, এবং মোক্ষ-শাস্ত্রও গুরুশিষ্য প্রভৃতি ভেদসাপেক্ষ হওয়াতে, সেই ভেদের অভাবে তাহাও মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পরন্তু মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা হইলে, সেই

মিথ্যা শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত একত্বই বা কিরূপে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে? এই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে :—এই সকল দোষ নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতসিদ্ধান্তে হইতে পারে না। প্রবুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্বপ্নব্যবহারের ন্যায়, ব্রহ্মাত্মকত্ববিজ্ঞানের পূর্ব্বে সর্ব্ববিধ লৌকিকব্যবহারেরও সত্যতা সিদ্ধ হয়। যে পর্য্যন্ত না কেবল ব্রহ্মাত্মকত্বের জ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্ত কাহারও প্রমাণ প্রমেয় ও ফলজ্ঞানাত্মক লৌকিকব্যবহারের প্রতি মিথ্যা-বুদ্ধি জন্মে না; এবং সমস্ত জীবই আপনার ব্রহ্মভাব পরিত্যাগ করিয়া বিকারসমূহকেই "আমি" "আমার" বলিয়া গ্রহণ করে। অতএব নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানের পূর্ব্বে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিকব্যবহার প্রতিষ্ঠিত থাকে।

অতঃপর ভাষ্যে স্বপ্নের আংশিক সফলতাবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার পরিণামবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"নমু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রস্যাভিমতমিতি গম্যতে।… নেত্যুচ্যতে। "স বা এষ মহানজঃ" "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্। স্থিতিগতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্যেতি বিশেষণাৎ। ন হি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেক-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাদিত্য-বোচাম"। ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ—পরন্তু শ্রুতি মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেওয়াতে ব্রহ্মকে পরিণামী বলিয়া উপদেশ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়, এইরূপ আপত্তি করিলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ "সেই আত্মা মহান্, জন্মাদিবিকারবর্জ্জিত", "সেই আত্মা ইহা নহেন, ইহা নহেন" ইত্যাদি বহুশ্রুতি ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ বিকার নিষেধ করাতে তাঁহার কূটস্থনিত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। একই ব্রহ্মের

পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এই উভয়রূপতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি বল, স্থিতি ও গতি এই উভয় যেমন সম্ভব হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও উভয়রূপত্ব সিদ্ধ হয়; তাহাও বলিতে পার না; কারণ ব্রহ্মের "কূটস্থ" বিশেষণ শ্রুতি দিয়াছেন। স্থিতিগতিবিশিষ্টের ন্যায় কূটস্থব্রহ্মের অনেক ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। সমস্ত বিকার ব্রহ্মসম্বন্ধে নিষিদ্ধ হওয়ায় তিনি নিত্যকূটস্থ, এইরূপই আমরা বলি। ইত্যাদি।

পরন্তু ব্রহ্মের কেবল কূটস্থনিত্যতা স্বীকার করিলে, তৎকর্ত্তৃক জগদ্ব্যাপারসাধন আর সম্ভব হয় না; এই আপত্তি ভাষ্যকার নিম্নলিখিতরূপে খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন :—

"নন্বু কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্ত্যাৎ ঈশিত্রীশিতব্যাভাব ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেৎ, ন. অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত" ইত্যাদিবাক্যেভ্যো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরাজ্জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়াঃ, নাচেতনাৎ প্রধানাদন্যস্মাদ্বেত্যেষোঽর্থঃ প্রতিজ্ঞাতো জন্মাদ্যস্য যত ইতি। সা প্রতিজ্ঞা তদবস্থৈব ন তদ্বিরুদ্ধোঽর্থঃ পুনরিহোচ্যতে। কথং নোচ্যেত অত্যন্তমাত্মন একত্বমদ্বিতীয়ত্বঞ্চ ব্রুবতা? শৃণু যথা নোচ্যতে। সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। "নামরূপে ব্যাকরবাণি, সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে", "একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। এবমবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণ-

সম্খ্যাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ব-শক্তিত্বঞ্চ ; ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রী-শিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে। তথা চোক্তম্—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" ইতি, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ", ইত্যাদি চ। , এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ। তথেশ্বরগীতাস্বপি—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"॥ ইতি

পরমার্থাবস্থায়ামীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারা-বস্থায়ান্তূক্তঃ শ্রুতাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ। "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইতি। তথেশ্বর-গীতাস্বপি—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"॥ ইতি

সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ। ব্যবহারাভি-প্রায়েণ তু স্যাল্লোকবদিতি মহাসমুদ্রাদিস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি অপ্রত্যা-খ্যায়ৈব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি সগুণোপাসনেষূপযুজ্যত ইতি"॥

অস্যার্থঃ—পরন্তু যদি বল কূটস্থব্রহ্মবাদিগণের মতে যখন একত্বই একান্ত সত্য, তখন নিয়ম্য অথবা নিয়ন্তা বলিয়া কোন প্রকার ভেদ আর থাকিতে পারে না ; সুতরাং ঈশ্বর জগৎকারণ বলিয়া যে প্রথমে প্রতিজ্ঞা করা

হইয়াছে, তাহার সহিত এই মতের বিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন হয়। (অতএব নিরবচ্ছিন্ন একত্ব-মত কখন সঙ্গত হইতে পারে না)। তদুত্তরে বলিতেছি যে, ঈশ্বরকারণবিষয়ক প্রতিজ্ঞার সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই; কারণ অবিদ্যাত্মক নাম ও রূপময় জগতের বীজের বিকাস সর্ব্বজ্ঞত্বের অপেক্ষা করে (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরভিন্ন হইতে পারে না)। "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়, অচেতন প্রধান কিংবা অপর কিছু হইতে হয় না, ইহাই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। সেই প্রতিজ্ঞা ঠিক তদ্রূপই আছে, এই স্থলে তদ্বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নাই। কিরূপে আত্মার অত্যন্ত একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব নির্দ্দেশ করাতে ঐ প্রতিজ্ঞার বাধা হয় না, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। অবিদ্যাকল্পিত যে নাম ও রূপ, যাহাকে সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া নির্ব্বাচন করা যায় না, যাহা সংসারপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মস্বরূপ; এবং প্রকৃতিও সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই মায়ানামক শক্তি; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক অবিদ্যাকল্পিত জগৎ হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বিভিন্ন। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে "আকাশ (ব্রহ্ম) নাম-রূপময় জগতের নির্ব্বাহক, অথচ এই সকল তাঁহা হইতে বিভিন্ন"। "নামরূপে পৃথক্ করিয়া জগৎ বিকাসিত করিয়াছিলেন", "সেই ধীর (ব্রহ্ম) নাম ও রূপসকল চিন্তা করিয়া, নামবিশিষ্ট বস্তুসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের নামপ্রদানপূর্ব্বক বিদ্যমান আছেন", "এক বীজকে যিনি বহু-প্রকার করিয়াছেন"। এই সকল এবং এইরূপ অপরাপর বহুশ্রুতি দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়। আকাশ যেমন ঘট ও করক প্রভৃতি উপাধিযোগে তদ্রূপে আকারিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরও অবিদ্যাকৃত নামরূপবিশিষ্ট হয়েন।

অবিদ্যাকর্তৃক পৃথক্ নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত কার্য্যকারণসঙ্ঘাত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট দেহ)-যুক্ত বিজ্ঞানাত্মক জীব সকল, যাহারা ঈশ্বরের আত্মভূত এবং আকাশের সহিত তুলনায় যাহারা ঘটাকাশস্থানীয় সেই সকল জীবকে ব্যবহারবিষয়ে ঈশ্বর নিয়োজিত করিতেছেন। এই সকল অবিদ্যাকৃত উপাধি-ভেদকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিত্ব উল্লিখিত হয় ; কিন্তু সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিধ উপাধিবিদুরিত যে আত্ম-স্বরূপ, তাহাতে পরমার্থতঃ নিয়ম্যত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ব্যবহার উপপন্ন হয় না। তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "যেখানে অন্য কিছু দেখেন না, অন্য কিছু শুনেন না, অন্য কিছু জানেন না, তখনই তিনি ভূমা (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) হয়েন", "কিন্তু যেখানে এতৎসমস্ত ইহাঁর আত্মভূত হয়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে" ইত্যাদি। বেদান্তসকল এই প্রকারে পরমার্থাবস্থায় সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অভাব বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্গীতায়ও এইরূপই বলিয়াছেন, যথাঃ—

"প্রভু ঈশ্বর জীবের সম্বন্ধে কর্তৃত্ব অথবা কর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই, এবং তাহাদের কর্ম্মফলপ্রাপ্তিও সৃষ্টি করেন না ; স্বভাবই (অর্থাৎ "স্ব"ইত্যাকার জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়গ্রামই) এই সকল রূপে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিভু ঈশ্বর কাহারও পুণ্য অথবা পাপ গ্রহণ করেন না ; জীবসকলের জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া আছে, তাহাতেই জীব-সকল মোহপ্রাপ্ত হইয়া আছে (আপনাদিগকে কর্ম্মকর্ত্তা ও তৎফলভোগী বলিয়া বোধ করে)"।

এই উক্তি দ্বারা পরমার্থাবস্থায় নিয়ম্যনিয়ামক প্রভৃতি ব্যবহার যে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবহারাবস্থায় যে নিয়ামকত্বাদিব্যবহার আছে, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন :—যথা, "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতসকলের অধিপতি, ইনি ভূতসকলের

পালনকর্ত্তা, ইনি এই সকল লোকের উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেতু-স্বরূপ" ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এইরূপই বলিয়াছেন, যথা:—

"হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিতি করেন; এবং যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সকল প্রাণীকে মায়া দ্বারা ভ্রাম্যমান করেন।"

সূত্রকারও পরমার্থাভিপ্রায়েই সূত্রে "তদনন্যত্বম্" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে পূর্ব্বসূত্রে "স্যাল্লোকবৎ" পদের দ্বারা ব্রহ্মের মহাসমুদ্রস্থানীয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং কার্য্যপ্রপঞ্চের প্রত্যাখ্যান করা যায় না বলিয়া, তাহার পরিণামপ্রক্রিয়াও সগুণোপাসনার উপযোগরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

স্থিরচিত্তে এই বিচারের সার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) মীমাংসা শঙ্করাচার্য্যের মতে গ্রহণীয় নহে; কারণ;—

প্রথমতঃ—মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদির দৃষ্টান্তে শ্রুতি বলিয়াছেন যে মৃত্তিকাই সত্য; ঘটশরাবাদি কেবল নাম ও রূপ দ্বারাই পৃথক্ বলিয়া বোধযোগ্য হয়; বাস্তবিক মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন ঘটশরাবাদি কোন বস্তু নাই, তাহা মিথ্যা।

পরন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মের নিরবচ্ছিন্ন একরূপত্ব প্রতিপন্ন হয় না; কারণ ঘটশরাবাদির ঐকান্তিক অলীকত্ব উক্ত বাক্যে শ্রুতি উপদেশ করেন নাই; মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন ঘটশরাবাদি বস্তু নাই, ইহাই শ্রুতি উক্ত স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মৃত্তিকার যে ঘটশরাবাদি-রূপে পরিণাম নাই, ইহা শ্রুতি কোন স্থানে বলেন নাই; ঘটশরাবাদিপরিণাম মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, এবং ভিন্নরূপে ইহাদের অস্তিত্ব নাই—এইমাত্র শ্রুতি বলিয়াছেন, ইহারা "মিথ্যা" এইরূপ বাক্য উক্ত স্থলে শ্রুতি প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু এইরূপ বলা, আর মৃত্তিকার কোন বিকারই হয় না, মৃত্তিকা সর্ব্বদা একরূপেই থাকে, এইরূপ বলা, এক কথা নহে। যদি

মৃত্তিকার কোন বিকার হয় না, এবং মৃত্তিকা নিত্য একরূপেই থাকে এইরূপ শ্রুতি বর্ণনা করিতেন, তবে মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের এক নিরবচ্ছিন্ন একরূপত্ব উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় বলিয়া সিদ্ধা করা যাইতে পারিত। বিকারভূত ঘটশরাবাদির উপমেয় জগৎকে মিথ্যা বলা যে উক্ত বাক্যে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে, তাহা, "কথমসতঃ সজ্জায়ত ইত্যাদিবাক্যে জগৎকে সৎ বলিয়া পরক্ষণেই ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রুতি জ্ঞাপ করিয়াছেন

দ্বিতীয়তঃ—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "হে শ্বেতকেতো! তুমি সে আত্মা" ("তত্ত্বমসি") এই বাক্যে জীবেরও ব্রহ্মরূপতা শ্রুতি উপদে করিয়াছেন। এই ব্রহ্মরূপতা জীবের স্বভাবসিদ্ধ; এই ব্রহ্মাত্মকত জীবের জ্ঞাত হইলে, তাহা শরীরী বলিয়া যে ভ্রম আছে, তাহা দূর হয় এবং জীবব্যবহার সম্যক্ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মাত্মদর্শীর যে লৌকিক ব্যবহার কিছু থাকে না, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব যখন ব্রহ্মাত্মকতার বোধ হইলেই লৌকিক ব্যবহার বিলুপ্ত হয় বলিয়া শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, লৌকিকব্যবহার একান্ত মিথ্যা। মিথ্যা-ভ্রমমাত্র না হইলে, লৌকিকব্যবহার একদা বিলুপ্ত হইবে কেন?

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের প্রদর্শিত এই যুক্তিও সমীচীন বলিয়া উপপন্ন হয় না। দ্বৈতাদ্বৈতমীমাংসায়ও জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র; অতএব, জীবের স্বরূপ বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যে শ্রুতি তাহাকে "তত্ত্বমসি" (তুমি সেই আত্মা) এই বাক্যে প্রবোধিত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মের সহিত জীবের একান্ত অভেদসম্বন্ধ মাত্র স্থাপিত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে জীবের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব মাত্র উক্ত হইয়াছে; শ্রুতি

দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটের প্রকৃতি যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কিছু নহে, ঘট মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ হে শ্বেতকেতো! তুমিও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; কিন্তু ঘটকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যাখ্যা করা দ্বারা, যেমন এইরূপ বুঝিতে হয় না যে, ঘটমাত্রে মৃত্তিকার সত্তা পর্য্যাপ্ত, তদ্রূপ জীবকে ব্রহ্ম বলা দ্বারাও এইরূপ বোধগম্য করা উচিত হয় না যে, ব্রহ্মের সত্তা জীবমাত্রেই পর্য্যাপ্ত এবং উভয়ে সম্পূর্ণরূপে এক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ("মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ," ইত্যাদিবাক্যে) জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে বর্ণনা করিয়া "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের সম্পূর্ণ অভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হয় না; অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

এবঞ্চ ব্রহ্মাত্মদর্শীর যে লৌকিকব্যবহার সম্পূর্ণরূপে লোপ প্রাপ্ত হয়, তাহাও প্রকৃত নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংও তাহা অস্বীকার করেন নাই। যাহা হউক, তিনি যে অবিদ্যাবিরহিত সম্যক্ আত্মদর্শী পুরুষ ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন আপত্তিরই স্থল হইতে পারে না ও নাই। কিন্তু মহাভারতাদি গ্রন্থই তাহার লৌকিক সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অস্তিত্ববিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। এইরূপ সনকাদি এবং কপিলাদি মুক্তপুরুষগণের যে লৌকিকব্যবহার ছিল, তাহা শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে। সুতরাং তত্ত্বদর্শী-পুরুষের লৌকিকব্যবহার সর্ব্বথা লুপ্ত হয় বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

পরন্তু শঙ্করস্বামী স্বীয় মতের পোষকতায় "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রুতি তাঁহার উক্ত মতের কিঞ্চিন্মাত্রও পোষকতা করে না। ঐ

শ্রুতি বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মস্বরূপ উপদেশ করিতে গিয়া নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক জীব ও জগৎকে ব্রহ্মাত্মক ও ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন. এবং অবশেষে ব্রহ্মের এতদুভয়াতীত স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি"।

এই সকল বাক্য তত্ত্বজ্ঞপুরুষের সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই ; ব্রহ্মের স্বরূপই এতদ্দ্বারা শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যন্ত পাঠ করিলে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় না। পরন্তু ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া ঐ বৃহদারণ্যক শ্রুতিই প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলিয়াছেন :—

"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং স ভবতি।"

অস্যার্থঃ—এই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, (তাঁহা হইতে অভেদজ্ঞানে), বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন, "আমি মনু হইয়াছিলাম" "আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম।" অতএব এক্ষণও যিনি এইরূপ জ্ঞাত হয়েন যে আমি ব্রহ্ম, তিনিও এতৎ সমস্তই হইয়া থাকেন ; তাঁহার সম্বন্ধে দেবতা বলিয়া (আরাধ্য) কিছু পৃথক্ পদার্থ থাকে না, এবং দেবতাগণও তাঁহার কোন অমঙ্গল সাধন করিতে পারেন না ; তিনি তাঁহাদিগেরও আত্মা হয়েন।

সুতরাং ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষের যে লৌকিকব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত

হয়, তাহা শ্রুতি উপদেশ করেন নাই, সকলের প্রতিই তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়, এইমাত্রই বদ্ধজীব ও মুক্তজীবে প্রভেদ। বামদেব মনু সূর্য্য প্রভৃতিকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার ব্রহ্মদর্শনের ফল; এবং এখনও যাঁহারা এইরূপ ব্রহ্মদর্শী হয়েন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ দেবতাগণও করিতে পারেন না, এতাবন্মাত্র শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের যদি সর্ব্ববিধ লৌকিকব্যবহার বিলুপ্তই হইবে, তবে তাঁহাদের ইষ্টানিষ্টের কোন কথাই হইতে পারে না. যদি তাঁহাদের সর্ব্ববিধ ব্যবহারই লুপ্ত হইত, তবে শ্রুতি কোন না কোন স্থানে অবশ্য তাহা উপদেশ করিতেন। তাঁহাদিগের নিজের সম্বন্ধে কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু তথাপি ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া তাঁহারা জগতের নিমিত্ত জাগতিক কর্ম্মসকল নির্লিপ্তভাবে সম্পাদন করেন। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥

* * * *

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ গীতা ৩য় অধ্যায়।

এবঞ্চ—"যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে"॥ গীতা ১৮ অধ্যায়।

অতএব শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এতৎসম্বন্ধীয় আপত্তিও অমূলক।

তৃতীয়তঃ—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন যে "তত্ত্বমসি" বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে, জীবের ব্রহ্মাত্মকতা কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করা হয় নাই, এবং অসত্যবাদীর বন্ধন এবং সত্যবাদীর মোচন উপদেশ

করিয়া শ্রুতি কেবল একত্বেরই পারমার্থিক সত্যত্ব এবং নানাত্বের মিথ্যা-জ্ঞান হইতে উৎপত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভেদাভেদসিদ্ধান্তের অভিপ্রায় এই নহে যে, জীব এবং জাগতিক পদার্থসকল ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাশীল; ইহারা ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ শক্তিমাত্র, ইহাই ভেদাভেদসিদ্ধান্তের উপদেশ। শক্তিমান্ হইতে শক্তি পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে; এবং শক্তি অথবা গুণ বলিয়া যে বর্ণনা, তাহাও ব্রহ্মের প্রকাশিত-অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই উক্ত হইয়া থাকে; নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পূর্ণস্বভাব পরব্রহ্মরূপে শক্তি অথবা গুণ বলিয়াও কোন ভেদ নাই। ব্রহ্ম যেমন একদিকে ত্রিকালে—প্রকাশিত সমস্ত রূপ আত্মভূত করিয়া এবং জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদশূন্য হইয়া বর্ত্তমান আছেন, তদ্রূপ তাঁহার ঐশীশক্তিবলে তিনি আপনাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপেও দর্শন ও ভোগ করিয়া থাকেন এবং তৎসমস্তের নিয়মন করেন। যে শক্তি দ্বারা তিনি এইরূপ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আপনাকে দর্শন করেন, তাহাকেই জীবশক্তি বলে। জীবের দৃশ্যরূপে—অবস্থিত ব্রহ্মাংশসকলকে গুণ বলে, ইহারই নাম জগৎ; সুতরাং জগৎ গুণাত্মক। অতএব প্রকাশিত গুণাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, বীজরূপে ব্রহ্মসত্তায় নিয়ত জাগতিক সমস্ত রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে। এতৎ-সমস্ত রূপ দ্বিবিধরূপে জীবশক্তির দর্শনযোগ্য হয়; বদ্ধজীবগণ এই সমস্ত জাগতিকরূপ দর্শন করেন, কিন্তু তৎসমস্ত এবং তাঁহারা স্বয়ং যে ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত, তাহা তাঁহারা বোধ করিতে পারেন না; এই এক প্রকার দর্শন। এই প্রকার দর্শনের নাম ভ্রমদর্শন অথবা অবিদ্যা; কারণ ইহাতে গুণাত্মক জগতের ও জীবশক্তির আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মের জ্ঞান অস্ফুট থাকে। দ্বিতীয় প্রকার দর্শন মুক্তপুরুষদিগের হয়; মুক্তপুরুষগণও আপনাদিগকে এবং জাগতিক সমস্ত রূপকে দর্শন করেন সত্য, কিন্তু

তৎসমস্তের আশ্রয়ীভূত পরব্রহ্মস্বরূপও তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে দর্শন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্তই ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্মের পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইবার এবং আপনাকে পৃথক্‌রূপে দর্শন করিবার যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই জীবশক্তির মূল, তাহা হইতেই জীবশক্তি প্রকটিত হয়। ব্রহ্মের সেই শক্তি নিত্য। সুতরাং সেই মূল কখন বিনষ্ট না হওয়াতে, জীবের জীবত্ব কোন সময় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না; অতএব জ্ঞানের পারম্পর্য্য মুক্তজীবেরও একেবারে বিলুপ্ত হয় না, কালের ক্রম তাঁহাদের সম্বন্ধেও থাকে। কিন্তু নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মে কালশক্তি সম্পূর্ণরূপেই অস্তমিত; কারণ তাঁহার জ্ঞানের পারম্পর্য্য নাই; সমুদায় জীব ও জগৎ তাঁহার স্বরূপে এক হইয়া নিত্য জ্ঞাত আছে। তবে জ্ঞানের পারম্পর্য্যও বিলুপ্ত হইলে, জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রভেদ আমাদের বুদ্ধিগম্য হয় না; সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, যে—

"যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ···তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি"॥

অতএব ব্রহ্মের এবংবিধ অবর্ণনীয় রূপও আছে, এবং পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশিত রূপও আছে, ইহাই ভেদাভেদ-দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে শঙ্করাচার্য্যের উক্ত আপত্তি কোন প্রকারে প্রযোজ্য হয় না। যাহারা ভেদবুদ্ধিযুক্ত, তাহাদিগকে বদ্ধজীব বলে, এবং তাহাদের সংসার-ভোগ হইয়া থাকে, যাহারা ভেদবুদ্ধিযুক্ত নহে, তাহাদের উক্ত প্রকার ভোগ হয় না; এই শেষোক্ত অবস্থায় জ্ঞানের অত্যধিক বিকাস আছে এবং তাহাতে কোনপ্রকার দুঃখভোগ নাই, এই নিমিত্ত শ্রুতি ইহাকে প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাই তস্করদৃষ্টান্তের ফল। নানাত্ব অলীক নহে, ইহা একব্রহ্মেরই নানাত্ব; এই নানাত্বকে ব্রহ্মের নানাত্ব বলিয়া না জানাই অবিদ্যা; শ্রুতি ইহারই নিন্দা করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, একত্ব ও নানাত্ব এই উভয়বিধত্ব ব্রহ্মের সম্বন্ধে স্বীকার করিলে, একত্বজ্ঞানদ্বারা নানাত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে না; কারণ নানাত্বও এই মতে সত্য। অতএব মোক্ষের আর সম্ভাবনা থাকে না।

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভেদাভেদসিদ্ধান্তে মোক্ষের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় না। জাগতিক রূপসকলের এবং জীবশক্তির আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মস্বরূপ যে অবস্থায় অজ্ঞাত থাকে, তাহারই নাম বন্ধ; তাহা জ্ঞাত হওয়ার নামই মোক্ষ। বন্ধাবস্থায় জাগতিকরূপের জ্ঞানমাত্র হয়, গুণাশ্রয় বস্তু অদৃষ্ট থাকে; মোক্ষদশায় গুণের সহিত গুণাশ্রিত বস্তুরও জ্ঞান হয়। বন্ধাবস্থায় গুণিবস্তুর জ্ঞান না থাকাতে, এই গুণাত্মক বস্তুসকলকে পৃথক্-রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া জ্ঞান থাকে; মুক্তাবস্থায় এই আশ্রয়বস্তুরও জ্ঞান হওয়াতে এবং তাহা সকল পদার্থসম্বন্ধেই এক বলিয়া বোধ হওয়াতে, পদার্থ সকলের স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব-বিষয়ক বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এই সিদ্ধান্তে অযৌক্তিকতা কি আছে, এবং ইহা দ্বারা মোক্ষের বাধা কিরূপে উপস্থিত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। আমি একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, উপবিষ্ট অবস্থায় স্থিত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি তথায় অবস্থিত আছে; আমি প্রথমে মনে করিলাম যে, একটি জীবিত মনুষ্যই তথায় এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া আছে; কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া পরে জানিলাম যে, ইহা একটি প্রতিবিম্ববিশেষ, আমার পশ্চাদ্দিকে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব আমার সম্মুখস্থিত বৃহৎ দর্পণে পতিত হইয়া আমার দৃষ্টিপথের গোচর হইয়াছে মাত্র; সুতরাং পূর্ব্বে যে আমার ভ্রম হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত হইল, আমার পূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তিটিকে আমি প্রতিবিম্ব বলিয়াই অবধারণ করিলাম। এইরূপ ঘটনা প্রতিদিনই হইতেছে। জীবের জগদ্‌জ্ঞানও এইরূপ। অসম্যগ্‌দর্শিতাহেতু বদ্ধজীবের জ্ঞানে দৃষ্ট জাগতিকরূপসকল

স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়; মুক্তাবস্থায় সম্যগ্জ্ঞানোদয় হইলে ঐ সমস্ত রূপ ব্রহ্মেরই রূপ বলিয়া উপপন্ন হয়; সুতরাং তাহাদিগের প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে কাজে কাজেই ঐকান্তিক পার্থক্যবুদ্ধিরূপ ভ্রম বিলুপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা জাগতিক রূপসকলের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না, জীবের জ্ঞানের অবস্থাভেদে তদ্বিষয়ক জ্ঞানেরই ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। অতএব ভেদাভেদসিদ্ধান্তে মোক্ষের বাধা হয় বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অলীক।

অতঃপর শঙ্করাচার্য্য স্বীয় একান্তাদ্বৈতত্বমতে যে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ অসিদ্ধ হয় না, এবং বিধিনিষেধসূচক শাস্ত্রসকল যে একেবারে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রবুদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেমন স্বপ্ন বর্ত্তমান থাকে, প্রবুদ্ধ হইলে আর থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে লৌকিকব্যবহার প্রতিষ্ঠিত থাকে, তৎপর আর থাকে না।

কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দৃষ্টান্তের স্বপ্নস্থানীয় জগদ্জ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ব্রহ্ম যখন নিয়ত এক অপরিবর্ত্তনীয় অদ্বৈতরূপে স্থিত, তাঁহাতে যখন কোন প্রকার ক্রিয়া অথবা বিশেষ জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই, তখন এই স্বপ্ন কাহাকে আশ্রয় করিবে এবং কাহাকেই বা পরিত্যাগ করিবে? যখন লোক অথবা ব্যবহার বলিয়া কোন পদার্থই নাই, তখন লৌকিকব্যবহার বর্ত্তমান থাকে, এই কথার অর্থ কি হইতে পারে? অতএব স্বপ্নের দৃষ্টান্তের দ্বারা একান্তাদ্বৈতত্বমতেও যে লৌকিক-ব্যবহার সিদ্ধ হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল। স্বপ্ন জীবের কেবল মানসিকব্যাপারসম্ভূত। জীবের অবস্থাভেদ আছে। সুতরাং নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল বহির্জ্জগতের সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় হওয়াতে, বাহ্যবস্তু ব্যতিরেকে কেবল মানসিকব্যাপারদ্বারা জীব স্বপ্নবোধ

করিয়া থাকেন; জাগ্রদবস্থায় বাহ্যবস্তুসংযোগে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার দ্বারা জীব প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করে। স্বপ্নজ্ঞানে বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা না থাকায়, স্বপ্নজ্ঞান মানসিকব্যাপার বলিয়াই প্রবুদ্ধাবস্থায় জীব অবগত হয়েন। স্বপ্নকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহা এই অর্থেই মিথ্যা বলা হয়। পরন্তু স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা জীব ঐ স্বপ্নের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া একাংশে অবিকৃত থাকেন, অথচ অপরাংশে স্বপ্নাদিব্যাপারও সংঘটন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া অপরাংশে জগদ্ব্যাপার সংসাধন করেন। ইহাই ভেদাভেদসিদ্ধান্ত। যদি ব্রহ্মের নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়রূপই একমাত্র সত্য হইত, তবে দৃষ্টান্তোল্লিখিত স্বপ্নস্থানীয় জগতের স্বপ্নবদস্তিত্বও কোনপ্রকারে সিদ্ধ হইত না। অতএব যথার্থই শঙ্করাচার্য্যের প্রণোদিত একান্তাদ্বৈতমতে লৌকিকব্যবহার সমস্ত লোপপ্রাপ্ত হয়, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ প্রত্যাখ্যাত হয়, বেদোক্ত বিধিনিষেধসূচক শাস্ত্রসকল একান্ত অলীক ও ব্যর্থ হইয়া পড়ে, এবং মোক্ষসাধনও নিরর্থক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

অবশেষে বেদান্তদর্শনের প্রথমাবধি যে ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা বলিয়া বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা একান্তাদ্বৈতমতে সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক জল্পনামাত্রে পরিণত হয় দেখিয়া, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার উক্তমতকে এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, "অবিদ্যাকল্পিত যে নাম ও রূপ, যাহাকে সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া নির্ব্বাচন করা যায় না, যাহা সংসারপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মস্বরূপ ("আত্মভূতে ইব অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে") এবং প্রকৃতিও সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই মায়ানামক শক্তি।... ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রকৃতি ও নাম-রূপাত্মক অবিদ্যাকল্পিত জগৎ হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বিভিন্ন।...অবিদ্যাকৃত

উপাধিভেদকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব উল্লিখিত হয়; কিন্তু সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিধ উপাধিবিদূরিত যে আত্মস্বরূপ তাহাতে পরমার্থতঃ নিয়ম্যত্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ব্যবহার উপপন্ন হয় না।"

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়ানামক শক্তি থাকা, এইস্থলে শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং তদ্বিষয়ক অসংখ্য শ্রুতিপ্রমাণও আছে, সুতরাং তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এই মায়াশক্তি (প্রকৃতি) হইতে বিভিন্ন। মায়াশক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি স্বীকার করিয়া, ঈশ্বরকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিবার তাৎপর্য্য এই মাত্র হইতে পারে যে, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রকাশ করা উক্তস্থলে শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত, এতদ্ভিন্ন উক্তবাক্যের অন্য কোন প্রকার অভিপ্রায় হইতে পারে না। দ্বৈতাদ্বৈত (ভেদাভেদ) সিদ্ধান্তেরও ইহাই অভিপ্রায়। জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য, ইহা ব্রহ্মের শক্তিবিশেষের প্রকাশ। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত ইহার ভেদাভেদ-সম্বন্ধ; গুণ ও গুণী, শক্তি ও শক্তিমান্, এতদুভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, জগৎ এবং জীবেরও ব্রহ্মের সহিত সেই সম্বন্ধ। বস্তুতঃ ইহা স্বীকার না করিলে, জগতের ব্রহ্মকারণত্ববিষয়ক প্রতিজ্ঞা, যাহা গ্রন্থারম্ভে বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কোনপ্রকারে রক্ষিত হয় না। কিন্তু একান্তাদ্বৈতমতে শক্তি ও শক্তিমান্ বলিয়া কোনপ্রকার ভেদ স্বীকার্য্য নহে। তন্মতে জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, গুণ গুণী, শক্তি ও শক্তিমান্ বলিয়া কোনপ্রকার ভেদ নাই। কিন্তু এইভেদ স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যাপার এবং ব্রহ্মের জগৎকারণতা কোনপ্রকারে উপপন্ন হইতে পারে না।

অবিদ্যা মায়াশক্তিরই অঙ্গীভূত। মায়াশক্তি ঈশ্বরশক্তি বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে, ঐ অবিদ্যাও কাজেই ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, সংসারপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ যে অবিদ্যাপ্রসূত নাম ও রূপ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের "যেন" আত্মস্বরূপ ("আত্মভূতে ইব"), এবং ইহার অস্তিত্বনাস্তিত্ব কিছুই নির্ব্বাচন করা যায় না। এইস্থলে নামরূপাদিময় জগৎকে ব্রহ্মের "যেন আত্মস্বরূপ" বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, এই "যেন" শব্দের অভিপ্রায় কি? গুণরূপে মাত্র জগৎ ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ, কিন্তু সেই গুণের আধার অর্থাৎ গুণিরূপে ব্রহ্ম ইহা হইতে ভিন্নও বটেন; এবঞ্চ অবিদ্যাহেতু (অর্থাৎ গুণাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানাভাবহেতু) গুণাত্মক জাগতিকবস্তু-সকল ব্রহ্মেরই যে গুণবিশেষ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন, ইহা বোধ হয় না; বস্তুতঃ ইহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইমাত্র অর্থ প্রকাশ করিতে যদি ঐ "ইব" শব্দ ("যেন" শব্দ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে তাহাই দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত; কিন্তু এইমত একান্তাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি "ইব" শব্দের এইমাত্র অভিপ্রায় না হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের উক্তবাক্যের কি অভিপ্রায়, তাহা নির্ব্বাচন করা অসম্ভব। জগৎ অস্তিও নহে নাস্তিও নহে, এইবাক্যের মর্ম্ম অন্য কোনপ্রকারে বোধগম্য হইতে পারে না। ব্রহ্মকেই এই জগতের উপাদান বলিয়া সূত্রকার সর্ব্বত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, এবং তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যেরও কোন বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু ব্রহ্মই যদি জগতের উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ হইলেন, তবে ব্রহ্ম যখন সৎ, তখন জগৎ কিরূপে অসৎ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে? অতএব জগৎ অসৎ নহে, ব্রহ্মাত্মক। জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও পৃথক্ পৃথক্রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞান অথবা অবিদ্যা; ইহাই সম্যক্জ্ঞানের

দ্বারা বিনষ্ট হয়। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল কোন পদার্থ নাই। শাস্ত্রে পূর্ব্বোদ্ধৃত "মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ইত্যাদিবাক্যে ঘটশরাবাদির প্রকৃতিভূত মৃত্তিকাকেই যে সত্য বলা হইয়াছে, এবং মৃত্তিকার ঘটশরাবাদিকে কেবল নামের দ্বারাই পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ঘটশরাবাদির অনস্তিত্ব উপদিষ্ট হয় নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের প্রারম্ভে উক্ত বাক্য আছে। কিন্তু ঐ প্রপাঠকেই আর ১৫টি বাক্যের পরে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ... কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি," উক্ত বাক্যে শ্রুতি স্পষ্টরূপে জগৎকে সৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং "সৎ" জগতের "অসৎ" কারণ হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া জগৎকারণ যে "সৎ", তাহা উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহাই "বাচারম্ভণ" বাক্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জগতের এইরূপ মিথ্যাত্ব দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তের সম্মত; কিন্তু ইহা একান্তাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ।

প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক "অবিদ্যাকল্পিত" জগৎ হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বিভিন্ন বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই অর্থে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় যে, প্রকৃতি এবং অবিদ্যা ঈশ্বরের শক্তি অথবা গুণ; তিনি সেই শক্তি বা গুণের আশ্রয়। গুণাশ্রয় বস্তু তদাশ্রিত গুণকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ইহাকে গুণ হইতে বিভিন্ন বলা যাইতে পারে। কিন্তু গুণী হইতে গুণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। অতএব ইহারা অভিন্নও বটে। পরন্তু ইহা একান্তাদ্বৈতবাদ নহে, পক্ষান্তরে ইহাই ভেদাভেদসিদ্ধান্ত। একান্তাদ্বৈতমতে গুণ ও গুণী বলিয়া কোন প্রকার প্রভেদই ব্রহ্মে নাই।

যদি প্রকৃতি ও নামরূপাত্মক "অবিদ্যা কল্পিত" জগৎ হইতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা শঙ্করাচার্য্যের উক্ত বাক্যের অভিপ্রায়

হয়, তবে ইহা সাংখ্যমত, ইহা বেদব্যাস নিঃশেষরূপে এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে খণ্ডন করিয়াছেন; ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, সুতরাং আদরণীয় নহে। এবং ইহা একান্তাদ্বৈতমতেরও বিরোধী।

শঙ্করাচার্য্য পুনরপি বলিয়াছেন যে, অবিদ্যাকৃত উপাধিকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব উল্লিখিত হয়। এই উক্তিও প্রকৃত নহে। অবিদ্যাসম্পন্ন, সুতরাং ভেদবুদ্ধিযুক্ত সংসারী জীব যেমন ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের অধীন; বিদ্যাসম্পন্ন সমদর্শী সাধকসকলও সেইরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের অধীন; এমন কি ব্রহ্মবিদ্ মুক্তপুরুষসকলও ঈশ্বর-নিয়ন্তৃত্বের অনধীন নহেন, তাহা বেদান্তদর্শনের চতুর্থাধ্যায়ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইবে; এবং মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেও যে কালক্রম সম্যক্ বিদূরিত হয় না এবং তাঁহারাও যে ঈশ্বরাধীন হইয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রথমপুরুষ ভেদবুদ্ধিবর্জ্জিত এবং সমদর্শী, এবং তল্লোকপ্রাপ্ত সকলই জগতের প্রতি সমদর্শী; কিন্তু তাঁহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের নিয়তির অধীন। এবঞ্চ জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়সাধিনী শক্তি ঈশ্বরে নিয়তই অবস্থিত আছে। অতএব কেবল "অবিদ্যাকল্পিত" উপাধিভেদকে লক্ষ্য করিয়াই যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব উল্লিখিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। তবে এই কথা সত্য যে, পরব্রহ্মের পূর্ণ অদ্বৈতস্বরূপে ত্রিকালে প্রকাশিত জগৎ তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া থাকাতে, উক্ত স্বরূপে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এবং নিয়ম্য নিয়ন্তা বলিয়া কিছুরই স্ফুরণ নাই। ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই। দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে দ্বৈতত্ব এবং অদ্বৈতত্ব উভয়ই স্বীকৃত। এই শেষোক্ত স্বরূপাবস্থাই ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব; জীব, জগৎকে তাঁহার স্বীয়স্বরূপ হইতে প্রকটিত করা, এবং সর্ব্বনিয়ন্তারূপে জগদ্ব্যাপারসাধন করাই তাঁহার দ্বৈতত্ব। কিন্তু একান্তাদ্বৈতমতে এই

জগদ্ব্যাপারসাধন কোনপ্রকারে ব্যাখ্যাত হয় না। বিশেষতঃ একান্তাদ্বৈত-বাদে ব্রহ্মের সগুণত্ব নিষিদ্ধ এবং শক্তিমত্তা নিবারিত হওয়াতে, এবং ব্রহ্ম-ভিন্ন অপর কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য হওয়াতে, অস্তিত্ববিহীন নামরূপ-বিশিষ্ট জগতে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হওয়া এবং সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর বলিয়া গণ্য হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের উক্তিসকল একান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের শক্তিমত্তা স্বীকার না করিলে ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণরূপে অলীক হয়, এবং জীব জগৎ ও লৌকিক ব্যবহার সমস্তই অসম্ভব ও সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; জগতের ব্যবহারিক সত্যত্ব যে শঙ্করাচার্য্য বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকার সঙ্গতি হয় না; ইহা তাঁহার একান্তাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা স্বীকার করাতেই তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে।

অতএব শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণোদিত একান্তাদ্বৈতমত আদরণীয় নহে। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের ১১শ সূত্রব্যাখ্যানে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিতরূপে বিচার করা হইয়াছে, এবং একান্তাদ্বৈতবাদের দোষসকলও বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে এতৎসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বর্ণিত হইল না। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ" ইত্যাদিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া যে পরমার্থা-বস্থায় সর্ব্ববিধ ব্যবহার লুপ্ত হওয়া-বিষয়ক মত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে উত্তর এই স্থানেই প্রদত্ত হইতেছে :—উক্ত শ্লোকটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কর্ম্মসন্ন্যাসযোগনামক পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকটি উক্ত পঞ্চমাধ্যায়ের ১৪শ শ্লোক। তৎপূর্ব্বে ১ম হইতে ১৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত, যেরূপ জ্ঞানকে কর্ম্মসন্ন্যাস বলা যায়, তাহা শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কর্ম্মসন্ন্যাসী যুক্তপুরুষ

কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াও আপনাতে কোন কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি পোষণ করেন না ;—

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯।
ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০।

অর্থাৎ ব্রহ্মে যুক্তপুরুষ দর্শন শ্রবণ গমন প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, আমি কিছুই করি না, এইরূপ মনে করেন; ইন্দ্রিয়সকল স্বীয় ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এই মাত্র তিনি ধারণা করেন। (৮।৯) তিনি ব্রহ্মে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া কর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ (কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি) বিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতে থাকেন, এবং পদ্মপত্রের উপরে জল প্রতিষ্ঠিত হইয়াও যেমন তৎসহ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি কর্ম্মের দ্বারা পাপে লিপ্ত হয়েন না।

অতঃপর ১১শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিয়াছেন যে, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগিপুরুষ কেবল কায় মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য থাকেন। এবং ১২শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যোগিপুরুষ কর্ম্মফল পরিত্যাগ করাতে, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠোৎপন্ন পরমশান্তি লাভ হয়; কিন্তু সকাম অজ্ঞানী পুরুষ ফলে আসক্তিযুক্ত হইয়া বন্ধপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর ১৩শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥

অর্থাৎ জিতচিত্ত পুরুষ সর্ব্ববিধ কর্ম্মকে মনের দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ তাহাতে সম্যক্ আত্মবুদ্ধিবিবর্জ্জিত হইয়া) নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরীতে সুখে বাস করেন ; তিনি নিজে কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হয়েন না এবং অপর কাহার দ্বারাও করান না। (অর্থাৎ কোন পুরুষকে কোন কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করেন না ; তিনি যে নিশ্বাসপ্রশ্বাস করেন না, গমনাদি কর্ম্ম করেন না, তাহা নহে ; তৎসমস্ত যে তাঁহার শরীরাদি দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই ৮ম হইতে ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যোগী যে তাহাতে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিবিবর্জ্জিত হয়েন, তাহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। কারণ যুক্তপুরুষ যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহা মানসিক পরিত্যাগ ("মনসা সংন্যস্য") বলিয়া স্পষ্টরূপে ঐ ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মযোগের প্রথমভূমিতে কর্ম্মফলত্যাগ হয়, তদ্দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, পরে দ্বিতীয়ভূমিতে কর্ম্মে নিজের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হয়, সাধক আপনাকে ও জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন বলিয়া বোধগম্য করেন, সুতরাং তখন তিনি কর্ম্মসকলকে বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মেতেই অর্পণ করেন ; ইহাই "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য" ইত্যাদিবাক্যে উক্ত ১৩শ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপ বুদ্ধিতে তিনি এইরূপে কর্ম্মের "সংন্যাস" করেন, তাহাই তৎপরবর্ত্তী ১৪শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

যথা :—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" ॥ ১৪শ

অর্থাৎ ভগবান্‌ই প্রভু (সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা) ; (সুতরাং) তিনি লোকের সম্বন্ধে কোন কর্ত্তৃত্ব (স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব) অথবা কর্ম্ম (স্বাধীন কর্ম্ম) অথবা কর্ম্মফলসংযোগ সৃষ্টি করেন নাই। স্বভাবই (প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদিই) কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মফলসংযোগরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে উপদেশ ৮ম ৯ম ও ১০ম শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে, এই চতুর্দ্দশ শ্লোকে তাহারই বিজ্ঞান বিস্তারক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকে কোন্ স্থানে মুক্তপুরুষের লৌকিকব্যবহার সম্পূর্ণ লোপ প্রাপ্ত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয় না। বরং "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" বাক্য দ্বারা লৌকিকব্যবহারসকল যে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতাভাষ্যে এই শ্লোক ব্রহ্মের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ অর্থ করেন যে, পরমাত্মার (প্রভুর) কোন কর্ম্ম অথবা কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি নাই; কর্ম্মসকল অবিদ্যাপ্রসূত। বস্তুতঃ লোকের সম্বন্ধে প্রভু ঈশ্বর কোন কর্ম্মাদি সৃষ্টি করেন নাই; ইহাই সূত্রোক্ত "লোকস্য" শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপর সূত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিলে মুক্ত-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই উক্ত বাক্যসকল উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। যাহা হউক, এই স্থলে তৎসম্বন্ধে বিচার নিষ্প্রয়োজন। এই স্থলে এই মাত্রই প্রদর্শন করা আবশ্যক যে, মুক্তপুরুষের লৌকিকব্যবহার বিলুপ্ত হয়, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উক্ত শ্লোকের দ্বারা কোন প্রকারে প্রমাণিত হয় না। ঐ শ্লোক শঙ্করাচার্য্যকৃত গীতাভাষ্যেরই অভিপ্রায়ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করিলেও, ইহা দ্বারা এইমাত্রই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থায় কোন ক্রিয়া নাই; কিন্তু মায়াশক্তিও তাঁহারই শক্তি হওয়াতে এবং মায়াশক্তির ক্রিয়া ঐ ব্যাখ্যানুসারেও কখন বিলুপ্ত না হওয়াতে, ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বও বিলুপ্ত হয় না এবং তাহা নিত্য। সুতরাং একান্তাদ্বৈতবাদ অপসিদ্ধান্ত বলিয়াই গণ্যকরিতে হইবে।

অধিকন্তু এই পাদে কার্য্যকারণের অভেদত্ব বেদব্যাস স্পষ্টরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কারণবস্তু ব্রহ্ম যে সৎ, তৎসম্বন্ধে বিরোধ নাই; অতএব

কার্য্যবস্তুও সৎ, ইহা কিরূপে অস্বীকার করা যাইতে পারে? জীবের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ থাকা এই পাদে পরবর্ত্তী সূত্রসকলে সুস্পষ্টরূপে বেদব্যাসকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে; সেই সকল সূত্রেরও ব্যাখ্যান্তর নাই, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। অতএব শ্রুতির উপদেশ ও বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত যে শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট একান্তাদ্বৈতবাদের অনুকূল নহে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

অতঃপর পরিণামবাদসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহার পৃথক্‌রূপে বিচার নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলা হইল না। ব্রহ্ম স্বরূপাংশে অপরিণামী; তাঁহার গুণাংশের "পরিণাম" স্বীকার্য্য। তিনি "স্বরূপে" অবিকৃত থাকিয়াও জগৎ প্রকাশিত করেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা—ঈশ্বরত্ব।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৫শ সূত্র। ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য।—কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বং কুতোঽবগম্যতে? তত্রাহ, কারণসদ্ভাবে সতি, কার্য্যস্য উপলব্ধেঃ; সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

অস্যার্থঃ—কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, কারণের সদ্ভাব থাকিলেই কার্য্যের জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না; ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব জানা যায়। "হে সৌম্য! এই সকল সৎ-মূলক" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ১মপাদ ১৬শ সূত্র। সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥

(অবরস্য অবরকালীনস্য পরভবিকস্য কার্য্যস্য জগতঃ কারণে ব্রহ্মণি সত্ত্বাৎ ব্রহ্মাত্মনা অবস্থানাৎ তদনন্যত্বম্)

ভাষ্য।—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রআসীদি"-তি সামানাধিকরণ্যনির্দে-শেনাবরকালীনস্য কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাত্তদনন্যত্বম্।

ব্যাখ্যা:—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যরূপজগৎ কারণরূপব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত ছিল; সুতরাং কার্য্যের সহিত কারণের অভিন্নত্ব এতদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়।

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্যও ঠিক এই মর্ম্মের। তবে জগতের অলীকত্ব কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে?

২য় অঃ ১ম পাদ ১৭সূত্র। অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ, যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ॥

ভাষ্য।—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতিবাক্যে কার্য্যস্য অসত্ত্বং ব্যপদেশাৎ ন সৃষ্টেঃ প্রাক্ সত্ত্বং ইতি চেৎ; তন্ন; ধর্ম্মান্তরেণ (সূক্ষ্মত্বেন) তাদৃক্ ব্যপদেশাৎ। কুতোঽবগম্যতে? তৎ সদাসীৎ।" ইতি বাক্যশেষাৎ। যদ্যসদেব কার্য্যমুৎপদ্যতে তর্হি বহ্নের্যবাদ্যঙ্কুরোৎপত্তিঃ কুতো নাস্তীতি যুক্তেঃ। "সদেব সৌম্যেদ-মগ্র আসীৎ" ইতি শব্দান্তরাচ্চ।

অস্যার্থঃ—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিবাক্যে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ "অসৎ" ছিল বলিয়া যে উক্তি আছে, তদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অস্তিত্ব না থাকা প্রমাণ হয়; যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তাহা সৎসিদ্ধান্ত নহে; কারণ, জগৎ তখন নামরূপে প্রকাশিত না থাকিয়া সূক্ষ্ম অপ্রকাশ-ধর্ম্মবিশিষ্ট অবস্থায় ছিল, ইহাই ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ইহাই যে শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহা ঐ বাক্যের শেষভাগ ("তৎ সদাসীৎ") দৃষ্টে স্পষ্ট উপপন্ন হয়। যদি অসৎ কার্য্যেরই উৎপত্তি হয়, তবে বহ্নি হইতে যবাদির অঙ্কুরোৎপত্তি কেন হয় না, ইত্যাদিযুক্তি দৃষ্টেও তাহাই সিদ্ধান্ত

হয়। এবং "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যান্তর দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

শঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের ব্যাখ্যা এই প্রকারেই করা হইয়াছে যথাঃ- -

"নন্বু কচিদসত্ত্বমপি প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি...। তস্মাদসদ্ব্যপদেশান্ন প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমিতি চেৎ, নেতি ব্রূমঃ। কিং তর্হি। ব্যাকৃতনামরূপত্বাদ্ধর্ম্মাদব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরম্। তেন ধর্ম্মান্তরেণায়মসদ্ব্যপদেশঃ; প্রাগুৎপত্তেঃ সত এব কার্য্যস্য কারণরূপেণানন্যস্য। কথমেতদবগম্যতে? বাক্যশেষাৎ..."তৎ সদাসীৎ"ইতি;

অস্যার্থঃ—পরন্তু শ্রুতি কোন কোন স্থলে এইরূপও বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যভূত জগৎ "অসৎ" ছিল; যথা "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। অতএব "অসৎ" বলাতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যভূত জগৎ একান্তই ছিল না, এইরূপ প্রতিপন্ন হয়। যদি এইরূপ বল, তবে আমরা বলি, না, ইহা সত্য নহে। নামরূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হওয়া এবং নামরূপে প্রকাশিত না হওয়া, এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম; নামরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মান্তরে বর্ত্তমান ছিল, এইমাত্র উক্ত "অসৎ" শব্দের অর্থ; উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎকার্য্যেরই তাহা হইতে অভিন্ন কারণরূপে অবস্থিতি শ্রুতি উক্ত স্থলে এ উপদেশ করিয়াছেন। "তৎ সদাসীৎ" এই বাক্যশেষ দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। ইত্যাদি।

এইস্থলে "কার্য্যকে" (জগৎকে) সৎ বলিয়া সূত্রকারের অভিপ্রায় মতে শঙ্করাচার্য্যও ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইবে।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৮সূত্র। পটবচ্চ॥

ভাষ্য।—যথা চ পূর্ব্বং সংবেষ্টিতঃ পশ্চাৎ প্রসারিতঃ পটস্তদ্বদ্বিশ্বম্।

ব্যাখ্যা :—সম্বেষ্টিত বস্ত্র (ভাঁজকরা, ঢাকা বস্ত্র) যেমন প্রসারিত হয়, তদ্বৎ বিশ্বও অপ্রকাশ অবস্থা হইতে প্রকাশিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা :—"সংবেষ্টিতপট প্রসারিতপটন্যায়েনৈবানন্যৎ কারণাৎ কার্য্যমিত্যর্থঃ।" সংবেষ্টিত পট ও প্রসারিত পট যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ কার্য্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

২য় অঃ ১ম পাদ ১৯ সূত্র। যথা চ প্রাণাদিঃ ॥

ভাষ্য।—যথা চ প্রাণাপানাদিবায়ুঃ প্রাণায়ামাদিনা নিরুদ্ধঃ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে, বিগতনিরোধশ্চাঞ্জসা তত্তদ্রূপেণাবগৃহ্যতে তথেদমপি।

ব্যাখ্যা :—প্রাণায়াম দ্বারা যেমন প্রাণাপানাদি বায়ুসকল নিরুদ্ধ হইয়া মুখ্যপ্রাণে লীন থাকে, পরে নিরোধ ভঙ্গ হইলে, পুনরায় প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ বিশ্বও পরমাত্মায় লীন থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের অর্থ অবিকল এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এবং ব্যাখ্যান্তে সিদ্ধান্ত এইরূপ করা হইয়াছে যে :—

"অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।"

অস্যার্থ :—জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায়, শ্রুতির প্রতিজ্ঞাও স্থিরীকৃত থাকে। যথা, শ্রুতি বলিয়াছেন "যাঁহার শ্রবণে সকলে শ্রুত হয় যাঁহার চিন্তনে সকলের চিন্তা হয়, যাঁহার বিজ্ঞান হইলে সকল বিজ্ঞাত হয়।"

২য় অঃ ১ম পাদ ২০ সূত্র। ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ॥

(ইতরস্য জীবস্য ব্যপদেশাৎ ব্রহ্মত্বকথনাৎ, হিত-অকরণ-আদি-দোষ-প্রসক্তিঃ। হিতাকরণম্ অনিষ্টকরণং, স্বকীয়-অনিষ্টকরণং; তদা অহিত-করণাদি ব্রহ্মণঃ দোষপ্রসক্তির্ভবেৎ ইতি আক্ষেপঃ)।

ভাষ্য।—আক্ষেপঃ, ব্রহ্মকারণবাদে "অয়মাত্মা ব্রহ্মে"-তি জীবস্য ব্রহ্মত্বনিরূপণাৎ সর্ব্বক্লেশালয়জগজ্জননেনাত্মনো হিতা-করণাদিদোষপ্রসক্তিঃ॥

ব্যাখ্যা :—জগৎসম্বন্ধে আপত্তি খণ্ডিত হইল, এইক্ষণে জীবের ব্রহ্মত্ব-বিষয়ে অপর আপত্তি কথিত হইতেছে; যথা :—

"এই আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যে জীবেরও ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ব্রহ্ম নিজে নিজের অহিতাচরণ করেন, এই দোষ হয়; কারণ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ক্লেশ ব্রহ্ম নিজে নিজের সম্বন্ধে সৃষ্টি করেন, ইহা কি সম্ভব? তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় কিরূপে?।

উত্তর :—

২য় অঃ ১ম পাদ ২১ সূত্র। অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ॥

(তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাশার্থঃ। ভেদনির্দ্দেশাৎ জীবাত্তিন্নতয়াপি ব্রহ্মণো নির্দ্দেশাৎ জীবাদধিকং ব্রহ্ম)।

ভাষ্য।—তৎপরিহারঃ। সুখদুঃখভোক্তুঃ শারীরাদধিকমুৎ-কৃষ্টং ব্রহ্মজগৎকর্তৃ ব্রূমঃ, "আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি ভেদব্যপদেশান্ন তয়োরত্যন্তাভেদোঽস্তি যতো হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ স্যাৎ॥

ব্যাখ্যা :—উত্তর—শ্রুতি যেমন জীবের ব্রহ্ম হইতে অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ ব্রহ্মের আবার সুখদুঃখাদির ভোক্তা জীব হইতে ভেদও

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা "আত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ নিবারিত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্মের জন্মমরণাদি ক্লেশ নাই; এবং ব্রহ্মে "হিতাকরণ"-রূপ দোষ হয় না।

এইস্থলে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদসম্বন্ধ স্পষ্টরূপে উক্ত হইল। শঙ্করাচার্য্যও এই সূত্রব্যাখ্যানে ভেদসম্বন্ধ স্থাপন করাই যে সূত্রকারের অভিপ্রায়, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন:—"ভেদ-নির্দ্দেশাৎ, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ...ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদ-নির্দ্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি।" ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ—জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে জীবকর্ত্তৃক দ্রষ্টব্য, মন্তব্য প্রভৃতি রূপে ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রুতি ব্রহ্মকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে।

২য় অঃ ১ম পাদ ২২ সূত্র। অশ্মাদিবচ্চ, তদনুপপত্তিঃ॥

(তদনুপপত্তিঃ = ন পরোক্তহিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তেরুপপত্তিঃ)

ভাষ্য।—ভূবিকারবজ্রবৈদূর্য্যাদিবদ্ব্রহ্মাভিন্নোঽপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপতো ভিন্নএবাতঃ পরোক্তস্যানুপপত্তিঃ।

ব্যাখ্যা:—বজ্র বৈদূর্য্যাদি যেমন পৃথিবীরই বিকার, বস্তুতঃ পৃথিবী হইতে অভিন্ন; পরন্তু স্বীয় বিকৃতরূপে পৃথিবী হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ জীবও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও স্বীয় নামাদিবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অতএব "হিতাকরণ" প্রভৃতিবিষয়ক আপত্তি সঙ্গত নহে।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রব্যাখ্যা এইরূপই।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৩ সূত্র। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি॥

ভাষ্য।—(উপসংহারদর্শনাৎ কার্য্যনিষ্পাদকসামগ্রীসংগ্রহ-দর্শনাৎ) কুম্ভকারাদীনাম্ অনেকোপকরণোপসংহারদর্শনাৎ বাহ্যোপকরণরহিতং ব্রহ্ম ন জগৎকারণম্, ইতি চেন্ন হি যতঃ ক্ষীরবৎ কার্য্যাকারেণ ব্রহ্ম পরিণমতে স্বকীয়াসাধারণশক্তিমত্ত্বাৎ॥

অস্যার্থঃ—কুম্ভকারাদিস্থলে দৃষ্ট হয় যে বাহ্য উপকরণের সাহায্য ভিন্ন ঘটাদি নির্ম্মিত হয় না; তদ্দৃষ্টে উপকরণরহিত ব্রহ্মের জগৎকারণতা নাই বলা যাইতে পারে না; কারণ উপকরণের প্রয়োজন সকলস্থলে দৃষ্ট হয় না। দুগ্ধ স্বতঃই দধিরূপে পরিণত হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বকীয় অসাধারণ শক্তিদ্বারা কার্য্যাকারে পরিণত হয়েন। শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রার্থ ঠিক এইরূপই করা হইয়াছে। অধিকন্তু শাঙ্করভাষ্যে ব্রহ্মের এই শক্তিমত্তাবিষয়ে নিম্ন-লিখিত শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে; যথা—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
"ন তৎসমশ্চাভ্যদিকশ্চ দৃশ্যতে।
"পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"

২য় অঃ ১ম পাদ ২৪ সূত্র। দেবাদিবদপি লোকে॥

ভাষ্য।—যথা দেবাদয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ স্বাপেক্ষিতং সৃজন্তি, তথা ভগবানপি।

ব্যাখ্যা:—দেবতা ও সিদ্ধপুরুষগণ স্বীয় সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ; তদ্বৎ ঈশ্বরও সঙ্কল্প-মাত্রেই জগৎ সৃষ্টি করেন।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৫ সূত্র। কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-কোপো বা॥

(কোপঃ ব্যাকোপঃ—বিরোধঃ)

ভাষ্য।—আক্ষিপতি; ব্রহ্মণো জগৎপ্রকৃতিত্বে তস্মিন্নবয়বত্বাঙ্গীকারে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, স্বাবয়বত্বে নিরবয়বত্ববাদি-শাস্ত্রবিরুধ্যতে।

ব্যাখ্যা:—পুনরায় আপত্তি বর্ণিত হইতেছে:—ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার্য্য, সুতরাং তাঁহার যে কোন ভাগ হইতে পারে না ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য; তখন ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলিলে তিনি সর্ব্বাংশেই জগৎরূপে পরিণত হয়েন (তাঁহার কোন অংশ পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়া জগতের অতীতরূপে থাকে, ইহা বলিতে পারা যায় না) ইহা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং জগৎ ভিন্ন ব্রহ্ম বলিয়া আর কিছু থাকে না। এই দোষ পরিহার করিবার জন্য যদি তাঁহাকে সাবয়ব বলা যায় এবং তিনি একাংশে জগৎরূপে পরিণত হইয়া অপরাংশে তদতীত থাকেন, এইরূপ বলিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে তাঁহার নিরবয়বত্ববিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের সহিত বিরোধ হয়। অতএব ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

এই আপত্তির উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৬ সূত্র। **শ্রুতেস্তু, শব্দমূলত্বাৎ।**

ভাষ্য।—**তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষনিষেধার্থঃ নহি কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দকোপশ্চ; কুতঃ? "শ্রুতেঃ" জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বজগদ্বিলক্ষণত্বপরিণতশক্তিমত্ত্ববিষয়কশ্রুতিকদম্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতয়ঃ "সোঽকাময়ত বহু স্যাং" "স্বয়মাত্মানমকুরুত", "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ", "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে তথা পুরুষাত্তবতি বিশ্বং" ইত্যাদ্যাঃ। শব্দমূলত্বাৎ অন্যং নির্ম্মূলম্।**

"এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতি-ব্যাকোপশ্চ ভবেদিত্যর্থঃ।

ব্যাখ্যা:—পরন্তু এই আপত্তি সঙ্গত নহে; পূর্ব্বোক্ত বিরোধ স্বীকার্য্য নহে; কারণ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয় কারণ, তিনি জগৎ হইতে অতীত থাকিয়া জগদ্রূপ পরিণাম- প্রাপ্ত হইবার শক্তিবিশিষ্ট, এইরূপ মর্ম্মে বহুসংখ্যক শ্রুতি আছে। যথা "তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন", "স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন," "জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন," "যেমন উর্ণনাভ জাল সৃষ্টি করে, তদ্রূপ পুরুষ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হয়"। ইত্যাদি। "এই বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক" "এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম জগদতীত হইলেও তিনিই জগতের উপাদানকারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন, সুতরাং শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধে কেবল তর্কের উপর নির্ভর করিয়া তদ্বিরুদ্ধ মত সকল গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রার্থ এইরূপই করা হইয়াছে, যথা:—

"ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি। কুতঃ? শ্রুতেঃ। যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোবস্থানং শ্রূয়তে।" ইত্যাদি।

অস্যার্থ:—ব্রহ্মের জগদুৎপাদনত্ব দ্বারা তাঁহার জগদ্রূপত্ব মাত্র সিদ্ধান্ত হয় না; কারণ শ্রুতি এক দিকে যেমন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ অপরদিকে বিকারস্থানীয় জগতের অতীত হইয়া ব্রহ্মের অবস্থিতিও শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৭ সূত্র। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।

ভাষ্য।—আত্মনিচ জীবে প্রাপ্তৈশ্বর্য্যে অপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যে চ

দেবাদিশরীরক্ষেত্রজ্ঞে যদা নানাবিকৃতয়ঃ সঙ্গতাঃ সন্তি, তদা সর্ব্ব-শক্তৌ সর্ব্বেশ্বরে জগৎকারণে কাঽনুপপত্তিঃ ॥

ব্যাখ্যা :—(সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ জীবাত্মারও) ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এবং দেবাদিরও যখন বিচিত্র সৃষ্টিরচনা দৃষ্ট হয়, তখন সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকারণ পরমাত্মার এইরূপ শক্তি থাকা স্বীকারে কি আপত্তি হইতে পারে ? (সাধারণ জীবও মনের দ্বারা, বহুবিধ সৃষ্টিরচনা করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে অতীতরূপে থাকে ; সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষগণের এবং হিরণ্যগর্ভাদির বিচিত্র সৃষ্টিশক্তি থাকা শাস্ত্রে ও লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহাদেরও যখন এইরূপ শক্তি আছে, তখন বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের এইরূপ শক্তি থাকা স্বীকারে কি দোষ হইতে পারে ?)

২য় অঃ ১ম পাদ ২৮ সূত্র। স্বপক্ষে দোষাচ্চ।

ভাষ্য।—অস্মৎপক্ষস্তিষ্ঠতু, স্বপক্ষেঽপি ভবদুক্তদোষাপাতা-ন্মূকীভাবো যুক্তঃ ॥

ব্যাখ্যা :—প্রতিপক্ষেও এতৎ সমস্ত দোষ আছে ; সুতরাং এই দোষ দেখাইয়া শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্তের অপলাপ করা যাইতে পারে না। অতএব এতৎসম্বন্ধে মূক হওয়াই কর্ত্তব্য। বৈশেষিকদিগের নিরবয়ব পরমাণু অপর নিরবয়ব পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে হইলে সর্ব্বাংশেই যুক্ত হইবে, তাহা হইলে আর তদ্‌যোগে অবয়ব প্রকাশ হইতে পারে না। এইরূপ নিরবয়ব প্রধান হইতেও অবয়বপ্রকাশ কোন প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে না। এই সকল যাহা জগতের উপাদান বলিয়া সাংখ্য ও বৈশেষি-কেরা কল্পনা করেন, তাহা তাঁহাদের মতেই নিরবয়ব হওয়ায়, নিরবয়ব উপাদানের দ্বারা সাবয়ববস্তু সৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব আপত্তিকারীর তর্কেতে তাঁহাদের নিজমতও অনবস্থাপিত হয়)।

২য় অঃ ১ম পাদ ২৯ সূত্র। সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ।

ভাষ্য।—"পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চে"-ত্যাদিশ্রুতেঃ সা দেবতা সর্ব্বশক্ত্যুপেতা সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থা ভবতি॥

ব্যাখ্যা :—সেই পরদেবতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং সমস্তই করিতে পারেন। শ্রুতি "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩০ সূত্র। বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্।

ভাষ্য।—(বিকরণত্বাৎ নিরিন্দ্রিয়ত্বাৎ) "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" ইতি করণনিষেধাৎ সর্ব্বশক্ত্যুপেতস্যাপি জগৎকর্ত্তৃত্বং ন সংগচ্ছতে, ইতি চেৎ অত্র বক্তব্যমুত্তরং যৎ তৎপূর্ব্ব-মেবোক্তমেব।

অস্যার্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মের কোন করণ (ইন্দ্রিয়) নাই; সুতরাং তিনি করণশূন্য হওয়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না; এইরূপ আপত্তি হইলে, পূর্ব্বে যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তৎসমস্তই এই আপত্তির উত্তর বলিয়া জানিবে। (এতৎ সমস্ত দোষ সাংখ্য ও বৈশেষিক মতেও আছে ইত্যাদি)।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩১ সূত্র। ন, প্রয়োজনবত্বাৎ॥

ভাষ্য।—ননু নিত্যাবাপ্তসমস্তকামঃ পরঃ কর্ত্তা ন, কুতঃ? কর্ত্তুঃ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনবত্ত্বাদিতি।

ব্যাখ্যা :—যদি ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা বলা যায়, তবে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না; জগৎকর্ত্তা হইলে তিনি জীববৎ-প্রয়োজনবিশিষ্ট হইয়া

পড়িলেন; কারণ, প্রয়োজনভিন্ন কেহ কখন কোন কার্য্য করেন না। "নিত্যাবাপ্তসমস্তকামঃ" (নিত্যই পরিপূর্ণকাম—সর্ব্ববিধ কামনারহিত) বলিয়া যে শ্রুতি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া পড়িল।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩২ সূত্র। লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্॥

(লীলাকৈবল্যম্ লীলামাত্রং, লোকবৎ)।

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে, পরস্যৈতদ্রচনাদিলোকপ্রসিদ্ধনৃপত্যাদি-ক্রীড়ামাত্রমিব যুজ্যতে॥

ব্যাখ্যা:—উক্ত আপত্তির উত্তর:—ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত সৃষ্টি রচিত নহে, সৃষ্টি তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। ঐশ্বর্য্যশালী লোকেও বিনা প্রয়োজনে ক্রীড়াচ্ছলে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্বৎ সৃষ্টিও ব্রহ্মের লীলামাত্র।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩৩ সূত্র। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি॥

ভাষ্য।—বিষমসৃষ্টিসংহারাদিনিমিত্তবৈষম্যনৈর্ঘণ্যে জীবকর্ম্ম-সাপেক্ষত্বাৎ পর্জ্জন্যস্যেব জগজ্জন্মাদিকর্ত্তুর্ন স্যাতাং, তথৈব দর্শয়তি "পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা পাপঃ পাপেনে"-তি শ্রুতিঃ।

ব্যাখ্যা:—ধনী, দরিদ্র, উত্তম, অধম ভেদে সৃষ্টি ও সংহারাদি দ্বারা ব্রহ্মের বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) প্রকাশিত হয় না; কারণ লোকের সুখদুঃখাদি বিভিন্ন ফলভোগ তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম-সাপেক্ষ; পর্জ্জন্যের বিষমাঙ্কুরোৎপাদন যেমন বীজের বিভিন্নত্বসাপেক্ষ, এইস্থলেও তদ্রূপ। শ্রুতিও এইরূপই বলিয়াছেন। (শ্রুতি যথা:—"পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপীভবতি" ইত্যাদি।

২য় ২অঃ ১ম পাদ ৩৪ সূত্র। ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নাহনাদি-ত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।

কর্ম্মাবিভাগাৎ ন, ইতি চেৎ (সৃষ্টেঃ প্রাক্ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসী-দেকম্" ইত্যাদৌ অবিভাগশ্রবণাৎ কর্ম্মসাপেক্ষত্বং পরস্য ন সংগচ্ছতে, ইতি চেৎ) ন, কর্ম্মণাং পূর্ব্বসৃষ্টিস্থজীবকৃতানামনাদিত্বাৎ চকারাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিং বিনা অকস্মাদুত্তরসৃষ্টেরনুপপত্তেশ্চ। এবঞ্চ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা-পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদিনা সৃষ্টিপ্রবাহস্য অনাদিত্বমুপলভ্যতে ইত্যর্থঃ। *

অস্যার্থঃ—জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর ফল দান করেন, এই উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ ছিল না, ইহা "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একম্" ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন; সুতরাং সৃষ্টির প্রাদুর্ভাবকালে তিনি বিভিন্ন জীবকে বিভিন্ন প্রকার শক্তি দিয়া সৃষ্টি করাতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের বৈষম্যে ঈশ্বরেরই পক্ষপাতিত্ব বলিতে হইবে। এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ জীবের কর্ম্ম অনাদি, এই সৃষ্টির পূর্ব্বের সৃষ্টিস্থ জীবের কৃত কর্ম্মসকল এই সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল; বর্ত্তমান সৃষ্টি প্রকাশিত হইলে পূর্ব্বসৃষ্টিকৃত কর্ম্মানুসারে পুনরায় ফলসকল প্রদত্ত হইতে থাকে (যেমন নিদ্রার পূর্ব্বের সংস্কার নিদ্রাভঙ্গের পরে উদয় হইয়া ফলদান করে, তদ্রূপ)। যুক্তি দ্বারাও সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়; অকস্মাৎ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইল, ইহা যুক্তিসিদ্ধও নহে। এবঞ্চ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে, প্রবাহের ন্যায় সংসারের অনাদিত্বের উল্লেখ আছে,

---

* ভাষ্য।—ননু "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমি"-তি সৃষ্টেঃ প্রাগবিভাগশ্রবণাৎ-কর্ম্মসাপেক্ষত্বং পরস্য ন সঙ্গচ্ছতে, ইতি চেন্ন, কর্ম্মণাং পূর্ব্বসৃষ্টিস্থজীবকৃতানামনাদিত্বাৎ-তদানীমপি সত্ত্বাৎপূর্ব্বসৃষ্টিরপি অকস্মাদুত্তরসৃষ্ট্যনুপপত্ত্যোপপদ্যতে চ। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি"ত্যাদাবুপলভ্যতে চাপি।

যথা—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তদ্রূপ বিধাতা চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টিরচনা করিলেন) ইত্যাদি।

২য় অঃ ১ম পাদ ৩৫সূত্র। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।

ভাষ্য।—যে যে ধর্ম্মাঃ কারণে প্রসিদ্ধাস্তেষাং সর্বেষাং কারণ-ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণ্যেবোপপত্তেশ্চাবিরোধসিদ্ধিঃ।

ব্যাখ্যা :—যে যে ধর্ম্ম জগৎকারণে প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মে প্রতিপন্ন হয়, অপরে হয় না ; অতএব ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদ সঙ্গত সিদ্ধান্ত।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ॥

ওঁ তৎ সৎ॥

— —

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ।

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ববাদসম্বন্ধে স্মৃতি ও যুক্তি-বলে যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়া শ্রুতি-সিদ্ধ উক্ত মত স্থাপন করা হইয়াছে। তদ্বিষয়ে শিষ্যের মতি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি-বিষয়ক অপর মত সকল এই পাদে খণ্ডিত হইবে।

২য় অঃ ২য় পাদ ১সূত্র। রচনাঽনুপপত্তেশ্চ নাঽনুমানম্॥

ভাষ্য।—প্রধানমনুমানগম্যং ন জগৎকারণং; কুতঃ? সৃজ্য-রচনানভিজ্ঞাত্ততো বিবিধরচনানুপপত্তেশ্চ।

ব্যাখ্যা:—কেবল অনুমানগম্য সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে; কারণ বিচিত্র রচনা-কৌশল যাহা জগতে দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান অচেতন প্রধানের নাই; অতএব প্রধানের দ্বারা জগৎরচনা যুক্তি দ্বারাও উপপন্ন হয় না।

২য় অঃ ২য় পাদ ২সূত্র। প্রবৃত্তেশ্চ॥

ভাষ্য।—স্বতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।

ব্যাখ্যা:—অচেতনের স্বতঃ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; অতএব অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব যুক্তিতঃ অসিদ্ধ।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩সূত্র। পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি॥

ভাষ্য।—নন্বু ক্ষীরাদিবৎ স্বয়ং প্রধানং জগজ্জন্মাদৌ প্রবর্ত্ততে ইতি চেৎ, তত্রাপি পরঃ প্রেরকো "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নি"-ত্যাদিনা শ্রূয়তে।

ব্যাখ্যা ঃ—দুগ্ধ যেমন আপনা হইতে বৎস-মুখে ক্ষরিত হয়, এবং আকাশস্থ অম্বু যেমন আপনা হইতে বৃষ্টিরূপে জীবোপকারার্থ পতিত হয়, তদ্বৎ অচেতন প্রধানও আপনা হইতে জগদ্রূপে পরিণত হয়, ইহাও বলিতে পার না; কারণ সেই সকল স্থলে অপর সেই সেই কার্য্যের প্রেরক (বৎসবৎসলা ধেনু স্নেহবশতঃ দুগ্ধ ক্ষরণ করে। অম্বুও আপনা হইতে বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় না, হিমের দ্বারা জলাকারে পরিণত হয়, এবং নিম্নস্থ পৃথিবী আকর্ষণ করে বলিয়া পতিত হয়, স্বতঃ নহে; এবঞ্চ শ্রুতি "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মেরই তৎসম্বন্ধে প্রবর্ত্তকত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন)।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪সূত্র। ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ॥

[প্রধানব্যতিরিক্তঃ ন কিঞ্চিদপি তৎপ্রবর্ত্তকোঽস্তি, পুরুষশ্চ নিত্যানিরপেক্ষঃ, তস্মাৎ ন প্রধানকার্য্যত্বম্]।

ভাষ্য।—প্রাজ্ঞেনাঽনধিষ্ঠিতং প্রধানং ন জগৎকারণং, কুতঃ? তদ্ব্যতিরিক্তস্য সহকার্য্যন্তরস্যানবস্থিতের্থতস্তব তদনপেক্ষত্বাৎ।

ব্যাখ্যা ঃ—যদি বল, পুরুষসহযোগে প্রধানের কর্ম্মচেষ্টা হয়, তাহা বলিতে পার না; কারণ, সাংখ্যমতে প্রধানের অতিরিক্ত তাহার প্রবর্ত্তক অপর কিছু নাই, এবং পুরুষও সাংখ্যমতে নিত্য নির্গুণস্বভাব হওয়াতে সর্ব্বদাই উদাসীন, প্রধানের পরিচালক নহেন। সুতরাং অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ববাদ যুক্তিতঃ সিদ্ধ নহে। অথবা প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত

না হওয়ায় প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না; কারণ সাংখ্যমতে প্রধানের সহকারী অন্য কারণ নাই, প্রধান স্বতন্ত্র অন্যের অপেক্ষা করে না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৫সূত্র। অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥

ভাষ্য।—অনডুহাদ্যুপভুক্তে তৃণাদৌ ক্ষীরাকারেণ পরিণামাভাবাৎ ধেন্বাদ্যুপভুক্তং তৃণাদি যথা স্বতঃ ক্ষীরীভবতি তথাঽব্যক্তমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে ইতি বক্তব্যম্।

ব্যাখ্যা :—ধেনুভুক্ত তৃণাদি যেমন আপনা হইতে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ প্রধানও আপনা হইতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলিতে পার না; কারণ ধেনুভিন্ন অন্যত্র তৃণের দুগ্ধরূপে পরিণাম দৃষ্ট হয় না। ষাঁড় তৃণ ভক্ষণ করিলে, তাহার শরীরে তৃণ দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না; অতএব কারণান্তর স্বীকার না করিলে, অচেতন প্রধানের সৃষ্টিপরিণাম কোন প্রকারে সঙ্গত হয় না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৬ সূত্র। অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।

(অভ্যুপগমেঽপি, প্রধানস্য কথঞ্চিৎ প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমেঽপি, অর্থাভাবাৎ তস্য অচেতনত্বেন প্রবৃত্তিপ্রয়োজনাসম্ভবাৎ নানুমানম্)।

ভাষ্য।—কথঞ্চিৎপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমেঽপি প্রধানং কারণং ন ভবতি, তস্যাচেতনত্বেন প্রবৃত্তিপ্রয়োজনাসম্ভবাৎ।

ব্যাখ্যা :—প্রধানের পরিণামসামর্থ্য থাকা কোন প্রকার কল্পনা করিয়া লইলেও, প্রধানের দ্বারা সৃষ্টিরচনা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ প্রধান স্বয়ং অচেতন; তাহার নিজের কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সাংখ্যমতেও ইহা স্বীকার্য্য যে, জগদ্রচনায় ভোগ ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থসাধনচেষ্টা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। অতএব সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধানের জগৎকারণত্ব যুক্তিবলেও সিদ্ধ হয় না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৭ সূত্র। পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ॥

(পুরুষবৎ, অশ্মবৎ ইতি চেৎ, তথাপি নৈব দোষাৎ নির্মোক্ষঃ)॥

ভাষ্য।—যথা পঙ্গুরন্ধমশ্মাপঃ প্রবর্ত্তয়তি তথা পুরুষঃ প্রধানমিতি চেত্তথাত্বে নিষ্ক্রিয়ত্বাঽভ্যুপগমবিরোধঃ। প্রধানস্য পরপ্রের্য্যত্বেন জগৎকারণত্বেঽপ্রাধান্যপ্রসঙ্গঃ।

ব্যাখ্যা :—অন্ধ ও পঙ্গু-পুরুষের দৃষ্টান্ত (পঙ্গুব্যক্তি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ দেখায়, অন্ধ তদনুসারে পথ চলে, তদ্রূপ পরিণামশক্তিযুক্ত প্রধান ও অপরিণামী পুরুষ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইলেও, উভয়ের উক্ত প্রকার যোগে সৃষ্টি হয়, এই দৃষ্টান্ত) এবং চুম্বকপ্রস্তর ও লৌহের দৃষ্টান্ত (চুম্বক যেমন পৃথক্ থাকিয়াও লৌহকে চালায়, এই দৃষ্টান্ত) দ্বারা ফলসিদ্ধি হয় না, তাহাতেও দোষ পড়ে; কারণ তাহাতে পুরুষের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ত্ব, এবং প্রধানের সম্পূর্ণ অপ্রের্য্যত্ব বাধিত হয়। প্রধান যদি অপরের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জগৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তবে তিনি আর প্রধান থাকিলেন না, অপ্রধান হইয়া পড়িলেন।

২য় অঃ ২য় পাদ ৮ সূত্র। অঙ্গিত্বাঽনুপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য।—প্রলয়ে বেলায়াং সাম্যোনাবস্থিতানাং গুণানাং পরস্পরাঙ্গাঙ্গিভাবাসম্ভবাচ্চ নানুমানং জগৎকারণম্।

ব্যাখ্যা :—গুণসকলের অঙ্গাঙ্গিভাব কল্পনা করিয়া প্রধানের জগদ্রূপে পরিণাম সাংখ্যমতে ব্যাখ্যাত করা হয়; পরন্তু প্রলয়কালে গুণসকলের সম্পূর্ণ সাম্যভাব থাকা সাংখ্যের সম্মত। সুতরাং তৎকালে তাহাদের অঙ্গাঙ্গি ভাব ও (প্রধান অপ্রধান ভাব) না থাকা স্বীকার্য্য; অতএব প্রধানের বিশেষ বিশেষরূপে পরিণামের কোন হেতু না থাকাতে, প্রধান কর্ত্তৃক জগৎরচনা অসম্ভব।

২য় অঃ ২য় পাদ ৯ সূত্র। অন্যথাঽনুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ॥

ভাষ্য।—(অন্যথা অনুমিতৌ চ) প্রকারান্তরেণ প্রধানানুমিতৌ চ প্রধানস্য জ্ঞাতৃত্বশক্তিবিয়োগান্ন তৎকর্তৃকং জগৎ।

ব্যাখ্যা:—অন্য প্রকারে এই অঙ্গাঙ্গি ভাব ব্যাখ্যা করিয়া যদিও পরিণামের সঙ্গতি করা যায়, তথাপি জ্ঞাতৃত্বশক্তি প্রধানের না থাকাতে, কোন প্রকারেই প্রধানের জগৎকারণতার সমাধান হয় না।

২য় অঃ ২য় পাদ ১০ সূত্র। বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্॥

ভাষ্য। অসমঞ্জসং কাপিলমতং, বেদান্তবিরুদ্ধাৎ পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধত্বাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—"নৈষামতিস্তর্কেণাপনীয়া" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে কেবল হেতুবাদ দ্বারা পদার্থ নিরূপণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং বেদবাক্য এবং মন্বাদি পূর্ব্বাপর স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারাও অচেতন-প্রধানকর্তৃত্ব মত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং এই প্রতিষিদ্ধ মত গ্রাহ্য নহে।

এইক্ষণে সূত্রকার বৈশেষিকদিগের পরমাণুবাদ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সুতরাং সেইমত কি, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক; অতএব তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে:—

সাবয়ব বস্তুমাত্রেই বিভাগবিশিষ্ট, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগের সংযোগে উপজাত হয়; যেমন বস্ত্র একটি অবয়ববিশিষ্ট বস্তু, এই অবয়ববিবস্তুর অবয়ব সূত্র, পুনরায় সূত্র অবয়বী, তাহার অংশসকল ঐ অবয়বীর অবয়ব; এইরূপ বিভাগ করিতে করিতে এক স্থানে গিয়া এই বিভাগ সমাপ্ত হয়, তাহার আর বিভাগ হইতে পারে না; যাহার আর বিভাগ

হয় না, তাহাই পরমাণু। যাহা কিছু সাবয়ব, তাহাই আদ্যন্তবিশিষ্ট—উৎপত্তিবিনাশশীল; কারণ তাহা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাবয়বের যোগে উপজাত হয়, এবং ধ্বংস হইলে ঐ ক্ষুদ্রাবয়বসকলই বর্ত্তমান থাকে; অতএব যাহার বিভাগ নাই—যাহার অবয়ব নাই, সেই পরমাণুসকলই জগৎ-কারণ। জগতে সাবয়বদ্রব্যসকল চতুর্ব্বিধ; যথা ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ; ইহারা আপন আপন অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বসংযোগে উপজাত হওয়া দেখা যায়,—ক্ষুদ্রাবয়ব ক্ষিতি হইতে তদপেক্ষা বৃহৎ অবয়ব ক্ষিতি-পদার্থই জন্মে, জল অথবা অগ্নি অথবা বায়ু জন্মে না; এইরূপ জল হইতে জল, তেজঃ হইতে তেজঃ, এবং বায়ু হইতে বায়ুই উপজাত হয়; সুতরাং ইহাদিগের সূক্ষ্মতম অংশ, যাহাকে পরমাণু বলা হইয়াছে, তাহাও চতুর্ব্বিধ, যথা:—ক্ষিতিপরমাণু, জলপরমাণু, তেজঃপরমাণু ও বায়ুপরমাণু। প্রলয়কালে পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অবস্থিত এই সকল পরমাণুই বর্ত্তমান থাকে, অবয়ববিশিষ্ট কোন পদার্থই তৎকালে থাকে না। সৃষ্টিকাল প্রাদুর্ভূত হইলে অদৃষ্টবশতঃ বায়বীয় পরমাণুতে কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়. সেই কর্ম্ম একটি অণুকে অপর একটির সহিত যোগ করিয়া, দ্ব্যণুক ত্র্যণুকাদিক্রমে বায়ুকে উৎপাদন করে। এইরূপে অগ্নি, জল, পৃথিবী সর্ব্ববিধ দেহ ইত্যাদি তদনুরূপ অণু-সকলের সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যেমন সূত্রের শুক্লত্বাদি গুণ বস্ত্রে বর্ত্তমান হয়, তদ্রূপ পরমাণুর গুণও তৎসংযোগে উপজাত পদার্থে বর্ত্তমান হয়। পরন্তু পরমাণুসকলের স্বরূপগত একটি বিশেষ পরিমাণ আছে, তাহাকে পারিমাণ্ডল্য বলে; পরমাণুসংযোগে সৃষ্ট অপর কোন বস্তুতে সেই পরিমাণটি থাকে না। দুইটি পরমাণু সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক নামক পদার্থ উপজাত হয়, এই দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ হইতে বিভিন্ন, ইহা দ্ব্যণুকের স্বরূপগত গুণ, ইহা অপর কাহারও নাই; সুতরাং দ্ব্যণুকের

পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণের অনুরূপ নহে; পরমাণুর "পারিমাণ্ডল্য" পরিমাণ, দ্ব্যণুকের "হ্রস্ব" পরিমাণ; অতএব দ্ব্যণুককে হ্রস্ব, পরমাণুকে পরিমণ্ডল বলা যায়। একটি দ্ব্যণুক একটি পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হইলে "ত্র্যণুক" নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়; এই ত্র্যণুকের স্বরূপগত গুণ "পারিমাণ্ডল্য"ও নহে, "হ্রস্ব"ও নহে; ইহার পরিমাণের নাম "মহৎ"। দুইটি দ্ব্যণুক একত্র হইয়া চতুরণুক জন্মায়, এই চতুরণুকের পরিমাণ "পারিমাণ্ডল্য" "হ্রস্ব" অথবা "মহৎ" নহে, ইহার পরিমাণ "দীর্ঘ", চতুরণু এই "দীর্ঘ" নামক গুণবিশিষ্ট। এতদ্দ্বারা কারণের স্বরূপগত বিশেষ গুণ যে কার্য্য-বস্তুতে স্বীয় অনুরূপ গুণ না জন্মাইয়া গুণান্তর জন্মায়, তাহা বোধগম্য হইবে। প্রলয়কালে পরমাণু সকলই স্বীয় "পারিমাণ্ডল্য" নামক স্বরূপগত গুণবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে। কোন প্রকার অবয়ববিশিষ্টবস্তু থাকে না; পরন্তু পরমাণু সকলের স্বীয় স্বীয় শুক্লত্বাদিগুণও তৎকালে বর্ত্তমান থাকে; পরমাণু সকল সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদি সৃষ্ট হইলে, তদনুরূপ শুক্লত্বাদি গুণ দ্ব্যণুকাদিতেও বর্ত্তমান হয়। কারণভিন্ন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যেখানে কোন প্রকার ক্রিয়া আছে, সেইখানে তাহার কারণও আছে, স্বীকার করিতে হইবে। ইত্যাদি।*

সূত্রকার এই বৈশেষিক মত এক্ষণে যুক্তিবলে খণ্ডন করিতেছেন:—

২য় অঃ ২য় পাদ ১১ সূত্র। মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্॥

ভাষ্য।—সাবয়বত্বেঽনবস্থাপ্রসঙ্গান্নিরবয়বত্বে পরিণামান্তরোৎ-পাদকত্বাসম্ভবাৎ পরমাণুভ্যাং দ্ব্যণুকোৎপত্তেরসামঞ্জস্যং, তেভ্য-

---

* বৈশেষিক দর্শনে এই সকল মত বর্ণিত হয় নাই। টীকাকারগণ বৈশেষিক দর্শনের সূত্র সকল অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের নিজের ইচ্ছা অনুসারে বিচার প্রবর্ত্তিত করিয়া, ঐ সকল মত সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাই বৈশেষিক মত বলিয়া পরিচিত এবং এই সকল মতই বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে।

ত্র্যণুকোৎপত্তেশ্চ সুতরামসামঞ্জস্যং তদ্বৎপরমাণুকারণবাদ্যভ্যুপ-গতং সর্ব্বমসমঞ্জসং ভবতি।

অস্যার্থ:—পরমাণু যদি সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহার পরমাণুত্বের অভাব হয়,—তাহার অনবস্থা ঘটে; (অবয়ববিশিষ্ট হইলেই তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাবয়ব অনুমান করা যায়); পক্ষান্তরে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিলে, তৎসংযোগে সাবয়ববস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব হয়। অতএব দুই পরমাণু একত্র হইয়া দ্ব্যণুক নামক অবয়ববিশিষ্ট পৃথক্ পদার্থের উৎপত্তির সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না। তাহাদিগের হইতে ত্র্যণুক-পরিমাণের উৎপত্তিরও সুতরাং সঙ্গতি হয় না; এইরূপে পরমাণু-কারণবাদিগণের অভিমত সমস্তই অসঙ্গত।

নিরবয়বপরমাণুসংযোগে যে সাবয়ব দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা এইরূপ বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হয়, যথা—এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয় বলিলে, সেই সংযোগ হয় আংশিকসংযোগ, অথবা সর্ব্বাত্মিকসংযোগ বলিতে হইবে; যদি সর্ব্বাত্মিক সংযোগ হয়, তবে তাহা নিরবয়ব পরমাণুই থাকে, তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না। আংশিকসংযোগ হইলে, পরমাণুর অংশ মানিতে হয়, অংশ মানিলে পরমাণুর বৈশেষিকমতনির্দ্দিষ্ট পরমাণুত্ব লক্ষণ অসিদ্ধ হয়। বাস্তবিক অংশ নাই, অংশ কেবল কাল্পনিক, এইরূপ বলিলে, কল্পনার অনুরূপ বস্তু না থাকাতে, তাহা মিথ্যা; সুতরাং মিথ্যার সংযোগও মিথ্যা, এবং এই কাল্পনিক মিথ্যা অংশ দ্ব্যণুকাদি জন্যবস্তুর অসমবায়িকারণ হইতে পারে না। ইত্যাদি।

পরমাণুকারণবাদের অপরাপর দোষও প্রদর্শিত হইতেছে:—

২য় অ: ২য় পাদ ১২ সূত্র। **উভয়থাঽপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ॥**

(উভয়থা—অপি,—ন কর্ম্ম; অতঃ—তদভাবঃ)

ভাষ্য।—অদৃষ্টস্য পরমাণুবৃত্তিত্বাঽসম্ভবাদাত্মসম্বন্ধিনস্তস্য পরমাণুগতকর্ম্মপ্রেরকত্বাসম্ভবাচ্চেত্যেবমুভয়থাঽপ্যাদ্যং কর্ম্ম পরমাণুগতং ন সম্ভবত্যতঃ কর্ম্মনিবন্ধনসংযোগপূর্ব্বকদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদুদ্ভবস্যাভাবঃ।

অস্যার্থ:—অদৃষ্ট (যাহা বৈশেষিকমতে সৃষ্টিকালে পরমাণুর সংযোগের হেতু হয়, তাহা) পরমাণুতে অবস্থিত বস্তু হইতে পারে না (বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন, যে এই অদৃষ্ট পরমাণু হইতে ভিন্ন); যদি ইহা আত্ম-সম্বন্ধিবস্তু হয়, তবে সংযোগকর্ম্ম, যাহা পরমাণুগত, তাহার প্রেরক এই অদৃষ্ট হইতে পারে না; এইরূপে উভয়প্রকার অনুমানেই সৃষ্টিপ্রারম্ভে পরমাণুর প্রথম সংযোগকর্ম্মের সম্ভাবনা হয় না। অতএব চেষ্টার দ্বারা উৎপন্ন সংযোগপূর্ব্বক যে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগৎসৃষ্টি, তাহার অভাব হয়।

("অদৃষ্ট" পরমাণুর প্রকৃতিগত হইলে, তাহাকে নিয়তই সংযোগ-কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। সুতরাং পরমাণু উক্তমতে নিত্যবস্তু হওয়ায় সৃষ্টির আদি ও প্রলয় অসম্ভব। পরন্তু সৃষ্টির আদিকারণ নিরূপণের নিমিত্তই পরমাণুর অনুমান করা হয়। যদি সৃষ্টি অনাদি হয়, তাহার ধ্বংসপ্রাদুর্ভাব না থাকে, তবে পরমাণুর অনুমান নিষ্প্রয়োজন। যদি এই "অদৃষ্ট" পরমাণুর স্বরূপগত হইয়াও আকস্মিক পদার্থমাত্র হয়—পরমাণুর নিত্য স্বরূপগত না হয়, তবে এই আকস্মিক ব্যাপারের অপর কারণ থাকা স্বীকার করিতে হয়; এবং তাহারও আবার অপর কারণ থাকা স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে। অদৃষ্ট যদি আত্মসম্বন্ধিবস্তু হয়, পরমাণুর স্বরূপগত না হয়, তবে তাহা পরমাণু হইতে বিভিন্ন হওয়ায় পরমাণুর সংযোগকর্ম্ম উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব "অদৃষ্ট" বিষয়ে যে কোন অনুমান করা যাউক, তদ্দ্বারা পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয় না।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৩ সূত্র। সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ॥

(সমবায়—অভ্যুপগমাৎ চ, সাম্যাৎ—অনবস্থিতেঃ)

ভাষ্য।—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ পরমাণুকারণপক্ষাসম্ভবঃ, যথা দ্ব্যণুকং সমবায়সম্বন্ধেন স্বকারণে সমবৈত্যত্যন্তভিন্নত্বাত্তথা সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যাং সমবায়সম্বন্ধান্তরেণ সম্বধ্যেতাত্যন্তভেদসাম্যাৎ সোঽপি সম্বন্ধান্তরেণেত্যনবস্থানাৎ।

অস্যার্থ ঃ—(বৈশেষিকগণ সমবায় বলিয়া এক পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করেন; সমবায় দ্বারা অণুক দ্ব্যণুকের সহিত কার্য্যকারণরূপে সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়; সমবায় অণুক ও দ্ব্যণুক উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে)। পরন্তু এই সমবায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয় না; কারণ দ্ব্যণুক যেমন স্বকারণ পরমাণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়াতে, সমবায়সম্বন্ধ দ্বারাই তাহার সহিত সমবেত হয় বলিয়া বৈশেষিকগণ কল্পনা করেন, তদ্রূপ সমবায়ও তৎসমবায়ী অণুক ও দ্ব্যণুক হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং সমবায়ও অন্য সমবায়সম্বন্ধ দ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিতে হইবে। এই অত্যন্ত ভেদ যেমন দ্ব্যণুক ও পরমাণুতে আছে, তাহার সঙ্গতি করিবার নিমিত্ত সমবায়ের কল্পনা করা হয়, তদ্রূপ অত্যন্তভিন্নত্ব সমবায় এবং সমবায়ীতেও আছে। এই বিষয়ে উভয়েরই সাম্যহেতু সেই সমবায়ও পুনরায় অন্য সমবায়সম্বন্ধ দ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিতে হইবে। এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে। অতএব অত্যন্তভিন্ন দ্ব্যণুক ও পরমাণুকের কার্য্যকারণতা স্থাপন করিবার জন্য যে সমবায় কল্পনা করা হয়, তাহা নিষ্ফল।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৪ সূত্র। নিত্যমেব চ ভাবাৎ।

ভাষ্য।—পরমাণূনাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে প্রবৃত্তে র্ভাবান্নিত্যসৃষ্টিপ্রসঙ্গাদন্যথা নিত্যপ্রলয়প্রসঙ্গাত্তদভাবঃ।

অন্বয়ার্থ :—যদি বল পরমাণুসকলের কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবগত, তবে কর্ম্মপ্রবৃত্তি নিত্যই থাকাতে সৃষ্টি নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; যদি বল কর্ম্মপ্রবৃত্তি পরমাণুর স্বভাবগত নহে, তবে সৃষ্টি হইতে পারে না, প্রলয়াবস্থাই নিত্য হইয়া পড়ে।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৫ সূত্র। রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—পরমাণূনাং কার্য্যানুসারেণ রূপাদিমত্ত্বাচ্চ নিত্যত্ব-বিপর্য্যয়োঽনিত্যত্বং স্যাৎ, রূপাদিমতাং ঘটাদীনামনিত্যত্বং দর্শনা-দন্যথা কার্য্যং রূপাদিহীনং স্যাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—বৈশেষিকমতে পরমাণুর রূপাদিগুণ থাকা স্বীকৃত, তাহাদের কার্য্যভূত দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক চতুরণুকাদিতে যে রূপাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তদনুরূপ রূপাদিগুণ বৈশেষিকমতে পরমাণুরও আছে। তদ্ধেতু পরমাণুরও নিত্যত্বের বিপর্য্যয়, অর্থাৎ অনিত্যত্ব অনুমানসিদ্ধ হয়; কারণ ঘটশরাবাদি জাগতিক সমস্ত দ্রব্য, যাহার রূপাদি বর্ত্তমান আছে, তাহার অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষগম্য। যদি বল, পরমাণুর রূপাদি নাই, তবে তৎকার্য্য দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকাদিরও রূপাদিগুণ হইতে পারে না। (অতএব যেরূপেই বিচার করা যায়, কোন প্রকারেই পরমাণুকারণবাদের সঙ্গতি হয় না)।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৬ সূত্র। উভয়থা চ দোষাৎ ॥

ভাষ্য।—যদ্যুপচিতগুণাঃ পরমাণবস্তদা পৃথিব্যপ্‌তেজো-বায়ূনাং তুল্যতাপত্তি,রপচিতগুণাইত্যত্রাপি সর্ব্বেষাং পরমাণূনাং প্রত্যেকমেকৈকগুণযোগেন পৃথিব্যাদীনামপি কারণগুণানুগুণ্যেন প্রত্যেকমেকৈকগুণযোগঃ স্যাদিত্যুভয়থাঽপি দোষাত্তদভাব এব।

ব্যাখ্যা :—আবার যদি পরমাণুসকলের একাধিক গুণ আছে বল, তবে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ু-পরমাণুর তুল্যত্ব স্বীকার করিতে হয়,

তাহাদের পার্থক্য আর কিছু থাকে না। যদি বল, পরমাণুসকলের প্রত্যেকের রূপরসাদি এক এক বিশেষ গুণ আছে, অধিক গুণ নাই, তবে পৃথিবীপরমাণুযোগে সম্ভূত পৃথিবী, জলপরমাণুযোগে সম্ভূত জল ইত্যাদি বস্তুরও প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় কারণপরমাণুর গুণানুসারে ঐ এক একটি গুণই থাকা উচিত (পরন্তু গন্ধ, রূপ, স্পর্শাদি গুণ পৃথিব্যাদি সকল বস্তুরই থাকা দৃষ্ট হয়), অতএব উভয় পক্ষেই পরমাণুবাদ অপ্রতিষ্ঠ হওয়ায়, তাহা অগ্রাহ্য।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৭ সূত্র। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা॥

ভাষ্য।—পরমাণুকারণবাদস্য শিষ্টৈঃ পরিত্যক্তত্বাদত্যন্তমুপেক্ষা মুমুক্ষুভিঃ কার্য্যা।

ব্যাখ্যা :—বেদাচার্য্যগণ, মন্বাদি ঋষিগণ, অথবা অপর কোন শিষ্টাচারসম্পন্ন আচার্য্য এই পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তাহা হেয় বলিয়া অনাদর করিয়াছেন; অতএব মুমুক্ষুগণ এই মতগ্রহণ করিতে পারেন না। (শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, যে সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ বেদবিৎ মন্বাদিও জগতের সৎকার্য্যত্ব সাধন নিমিত্ত আংশিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এই পরমাণুবাদ আংশিকরূপেও কোন শিষ্ট পুরুষ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই; অতএব বেদবাদীদিগের পক্ষে এই মত অত্যন্ত অনাদরণীয়)।

—:০:—

বৈশেষিকমত এইরূপে খণ্ডন করিয়া, এইক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বন সূত্রকার খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই বৌদ্ধমতসকল শঙ্কর ভাষ্যে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে; তদনুসারে নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে :—

বৌদ্ধগণের মধ্যে ত্রিবিধ বিভাগ আছে ; বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যগণের বুদ্ধির ত্রুটিতে বিভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বুঝিবার জন্যই হউক, অথবা শিষ্যভেদে উপদেশ বিভিন্ন প্রকার হওয়ার জন্যই হউক, বৌদ্ধগণ ত্রিবিধশ্রেণীতে বিভক্ত ; তন্মধ্যে এক শ্রেণী সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, দ্বিতীয়শ্রেণী কেবল বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদী, তৃতীয়শ্রেণী সর্ব্বশূন্যত্ববাদী।

প্রথম শ্রেণীর মতে বাহ্যপদার্থ অস্তিত্বশীল, জ্ঞানাদি আন্তরপদার্থও অস্তিত্বশীল ; তাঁহারা বলেন যে বস্তুর "সমুদায়" দ্বিবিধ ; ভূত ও ভৌতিক এক প্রকার "সমুদায়" ইহারা বাহ্য ; এবং চিত্ত ও চৈত্ত অপর এক প্রকার "সমুদায়", ইহারা আন্তরপদার্থ। পৃথিবী ধাতু ইত্যাদিকে ভূত, * রূপাদি এবং চক্ষুরাদিকে ভৌতিক বলে। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু আছে, ইহারা যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও চলন-স্বভাব। ইহাদের পরস্পর সংঘাতে (মিলনে) পৃথিব্যাদি সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পঞ্চ "স্কন্ধ" অধ্যাত্ম অথবা আন্তরপদার্থ। সবিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাম "রূপস্কন্ধ" নামে আখ্যাত ; যদিও রূপাদি দ্বারা প্রকাশিত পৃথিব্যাদি বাহ্য ভৌতিক বস্তু সত্য, তথাপি ইহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তন্নিমিত্ত আধ্যাত্মিক বলিয়াও গণ্য হয়। অহমিত্যাকারজ্ঞানকে বিজ্ঞানস্কন্ধ বলে ; অহং অহং অহং ইত্যাকার বিজ্ঞানধারাই "আত্মা" শব্দের বাচ্য ; "অহং" এই এক বিজ্ঞান, তৎপরে পুনরায় "অহং" এইরূপ আর এক পৃথক্

* পৃথিবীধাতু, অব্‌ধাতু, তেজোধাতু, বায়ুধাতু, আকাশধাতু, এবং বিজ্ঞানধাতু, এই সকল ধাতুর সমবায়ে কায়ার উৎপত্তি হয় ; বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর উপজাত হয়, তদ্রূপ এই সকল ধাতু হইতে কোন চেতনাধিষ্ঠান বিনাই দেহের উৎপত্তি হয়। এই সকল ষড়্‌বিধ ধাতুতে যে একত্বজ্ঞান, মনুষ্যাদিজ্ঞান, মাতাপিতা ইত্যাদি জ্ঞান, অহংমমজ্ঞান ইহারই নাম অবিদ্যা ; ইহাই সংসারের মূলকারণ।

বিজ্ঞান, পুনরায় "অহং" এইরূপ আর এক পৃথক্ বিজ্ঞান, জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, ইহাই আত্মাশব্দের বাচ্য; স্থির আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই অহং বিজ্ঞান, রূপাদি বিষয়, ও ইন্দ্রিয়াদি, জন্য বস্তু। সুখদুঃখাদি অথবা উভয়াভাব, যাহা বিষয়স্পর্শে অনুভূত হয়, তাহাকেই "বেদনাস্কন্ধ" বলে। বিশেষ বিশেষ নামরঞ্জিত জ্ঞানবিশেষকে "সংজ্ঞাস্কন্ধ" বলে (যথা গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ যাইতেছে, এইরূপ বাক্যসমন্বিত জ্ঞান)। রাগ, দ্বেষ, মদ, ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সকল "সংস্কারস্কন্ধ"। বিজ্ঞান-স্কন্ধকে "চিত্ত" বলে, অপর চারিটি স্কন্ধকে চৈত্ত বলে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের মতে বাহ্যবস্তু কিছু নাই, সমস্তই আন্তর-বস্তু, সমস্তই বিজ্ঞানমাত্র, বাহ্য বলিয়া যে বোধ তাহা বিজ্ঞানেরই স্বরূপ, আভ্যন্তর বলিয়া যে বোধ, তাহাও আর এক প্রকার বিজ্ঞানমাত্র; বিভিন্ন-রূপ বিজ্ঞান ধারাবাহিকরূপে একটির পর আর একটি জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদিগকে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলে।

তৃতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের মতে বাহ্য অথবা আন্তর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তু কিছুই নাই, অস্তিত্বাভাব (শূন্যই) একমাত্র বস্তু, অর্থাৎ কিছুই নাই, ইহাই একমাত্র সত্য। ইহাদিগকে বৈনাশিক বৌদ্ধ বলে।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ক্ষণিক; তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বক্ষণীয় পদার্থ পরক্ষণে থাকে না, একের ধ্বংসের পর অপরের প্রাদুর্ভাব, সুতরাং কাহারও সহিত কাহার যোগ হইতে পারে না। বৌদ্ধগণ আরও বলেন, যে অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য * ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরের

* বৌদ্ধমতে অবিদ্যা কি, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে; ষড়্বিধ ধাতুতে যেন একবুদ্ধি পিণ্ড বুদ্ধি, মনুষ্য গো ইত্যাদি বুদ্ধি, মাতা পিতা বুদ্ধি, অহংমমবুদ্ধি, তাহাই অবিদ্যা;

দ্বারা উৎপন্ন হয়, এই অবিদ্যাদি ঘটীযন্ত্রের ন্যায় পরস্পর নিত্যনৈমিত্তিক-ভাবে নিরন্তর আবর্ত্তিত হওয়াতে সঙ্ঘাত উৎপন্ন হয়।

এইক্ষণে সূত্রকার একাদিক্রমে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।—

২য় অঃ ২য় পাদ ১৮ সূত্র। সমুদায়ে উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।

(বাহ্যঃ পরমাণুহেতুকঃ ভূতভৌতিকসমুদায়ঃ, আন্তরঃ পঞ্চস্কন্ধহেতুকঃ সমুদায়ঃ; ইত্যুভয়হেতুকে সমুদায়ে স্বীকৃতেঽপি, তদপ্রাপ্তিঃ সমুদায়-ভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—সুগতমতং নিরাকরোতি। ভূতভৌতিকচিত্তচৈত্তিকে সমুদায়েঽভ্যুপগম্যমানেঽপি সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যস্য সংহতি-হেতোরনভ্যুপগমাচ্চ সমুদায়াসম্ভবঃ।

ব্যাখ্যা:—(সুগত=বৌদ্ধ)। বৌদ্ধমত সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন:—ভূত-ভৌতিক চিত্ত-চৈত্তিক যে "সমুদায়" বৌদ্ধমতে উক্ত হয়, তাহা স্বীকার করিলেও, ঐ সকল সমুদায়িবস্তুর অচেতনত্ব হেতু, এবং তাহাদের মিলন-কারক অপর কোন হেতুর অস্তিত্ব বৌদ্ধমতে স্বীকৃত না হওয়া হেতু, ঐ

মূল কথা এই, যাহা ক্ষণিক তাহাকে স্থির মনে করাই "অবিদ্যা"। রাগ দ্বেষ মোহ ইহারাই "সংস্কার"; অবিদ্যা থাকিলেই ইহারা থাকে। অবিদ্যা হইতে ইহাদের উৎপত্তি। সংস্কার হইতে "বিজ্ঞান" জন্মে; বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। বিজ্ঞান হইতে পৃথ্ব্যাদি চতুর্ব্বিধ উপাদানের নাম ও রূপ (একত্র "নামরূপ") হয়। শরীরের কলল বুদ্বুদাদি সমুদায় অবস্থা নামরূপ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিশ্রিতভাবে "ষড়ায়তন" বলিয়া আখ্যাত হয়। বিজ্ঞান হইতে ইহার উৎপত্তি। নামরূপ ও ইন্দ্রিয় এই তিনটির একত্র সম্বন্ধের নাম "স্পর্শ", শরীরজ্ঞান হইতে ইহার উৎপত্তি। স্পর্শ হইতে যে সুখদুঃখাদি হয়, তাহার নাম বেদনা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা। তৃষ্ণা হইতে যে চেষ্টা জন্মে তাহাকে উপাদান। তাহা হইতে যে পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহাকে ভব বলে; উৎপত্তির মূল ধর্ম্মাধর্ম্ম। তাহা হইতে "জাতি। জাতি (বিশেষদেহপ্রাপ্তি) হইতে জরা, মরণ ইত্যাদি

সমুদায়ের সমুদায়ত্ব অসম্ভব হয়, অর্থাৎ পরস্পরের সহিত মিলন দ্বারা "সমুদায়" (সম্মিলিত বস্তু) রূপে জগৎ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। (বৌদ্ধমতে পরমাণুও অচেতন, স্কন্ধও অচেতন; তাঁহাদের মতে স্কন্ধ ও পরমাণুভিন্ন, উহাদের নিয়ামক অপর কোন স্থির চেতন বস্তু নাই; চেতন বলিয়া যে বোধ, তাহাও এক বিশেষ প্রকার ক্ষণিকবিজ্ঞানপ্রবাহমাত্র। সুতরাং পরমাণু ও স্কন্ধ সকলের স্থায়ী সঙ্ঘাতকর্ত্তা কেহ না থাকাতে, তাহারা মিলিত হইয়া "সমুদায়" উৎপত্তি করিতে পারে না, তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, অন্য কাহার অপেক্ষা করে না, এইরূপও বলা যাইতে পারে না; কারণ বৌদ্ধমতে উৎপত্তিমাত্রই ইহারা বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতে, সংযোগকার্য্য করিবার আর অবসর থাকে না। এই আপত্তিরও কোন প্রকার সঙ্গতি করিতে পারিলে, উক্ত প্রবৃত্তির আর উপরমের সংস্থা করিতে পারিবে না)।

২য় অঃ ২য় পাদ ১৯ সূত্র। ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেন্ন, সঙ্ঘাতভাবাঽনিমিত্তত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—অবিদ্যাসংস্কারবিজ্ঞাননামরূপষড়ায়তনাদীনামিতরেতরহেতুত্বেন সঙ্ঘাতাদিকমুপপন্নমিত্যপি ন, তেষামপি সংঘাতং প্রত্যকারণত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা:—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন প্রভৃতির পরস্পরের সহিত পরস্পরের হেতু হেতুমদ্ভাব থাকা উক্তি দ্বারা সংঘাত উপপন্ন হয় না; ইহারা পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তিকারণ হইলেও সংঘাতের কারণ হইতে পারে না, (কারণ ইহারা ক্ষণধ্বংসশীল)।

২য় অঃ ২য় পাদ ২০ সূত্র। উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।

(নিরোধাৎ-বিনষ্টত্বাৎ)।

ভাষ্য।—ইতোঽপি ন তদ্দর্শনং যুক্তং, উত্তরোৎপাদে পূর্ব্ববস্তু ক্ষণিকত্বেন বিনষ্টত্বাৎ।

ব্যাখ্যাঃ।—অন্যবিধ কারণেও বৌদ্ধমত সঙ্গত নহে, যথা—পরপর বস্তুর উৎপত্তিসমকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থসকল বিনষ্ট হয়; কারণ বৌদ্ধমতে সকলই ক্ষণিক, উৎপত্তি হইলেই যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা অপর বস্তুকে কিরূপে জন্মাইতে পারে? পরক্ষণস্থিত বস্তুর উৎপত্তিকালে ত পূর্ব্বক্ষণস্থিত বস্তু বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২য় অঃ ২য় পাদ ২১ সূত্র। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধোযৌগপদ্যমন্যথা।

ভাষ্য।—অসতি হেতৌ কার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে চতুর্ভ্যো-হেতুভ্য ইন্দ্রিয়ালোকমনস্কারবিষয়েভ্যো বিজ্ঞানোৎপত্তিরিত্যস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়া বাধঃ স্যাৎ; সতি হেতৌ কার্য্যোৎপাদাঙ্গীকারে পূর্ব্ব-স্মিন্ ক্ষণে স্থিতে সতি ক্ষণান্তরোৎপত্তির্ভবেদিদং যৌগপদ্যং ভবতাং ক্ষণিকবাদিনাং মতে স্যাৎ।

ব্যাখ্যা:—যদি কার্য্যবস্তুর উৎপত্তিকালে কারণবস্তু না থাকিলেও বিনা কারণেই কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে বল, তবে "চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-লক্ষণ—অধিপতিপ্রত্যয়", "আলোকলক্ষণ—সহকারিপ্রত্যয়", "মনস্কার-(মনের দ্বারা বিষয়সংকল্প)-লক্ষণ—সমনন্তরপ্রত্যয়, এবং "বিষয়লক্ষণ—ঘটাদি আলম্বনপ্রত্যয়" ইহারা বিজ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে কারণ, বৌদ্ধদিগের এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হয়। (এই দোষ নিবারণার্থ) যদি ইহা স্বীকার কর যে কারণ বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তবে পূর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতেই পরক্ষণের উৎপত্তি, অতএব উভয়ক্ষণেরই যুগপৎ স্থিতি স্বীকার

করিতে হইল। (আর যদি বল পূর্ব্বক্ষণে স্থিত বস্তুই পরক্ষণেও থাকে, তবে ক্ষণিকবাদ আর থাকিল না)। ক্ষণিকবাদীর মতে অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ২২ সূত্র। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাঽপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥

ভাষ্য।—সহেতুকনির্হেতুকয়োর্নিরোধয়োরসম্ভবঃ, সন্তানবিচ্ছেদস্যাসম্ভবাৎ, সন্তানিনাং চ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—(বৈনাশিকেরা বলেন যে প্রতিসংখ্যানিরোধ (সহেতুক এবং উপলব্ধিপূর্ব্বক বিনাশ) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ (নির্হেতুক এবং উপলব্ধির অযোগ্য বিনাশ) ও আকাশ এই তিনটি (যাহাও অভাববস্তুমাত্র, তাহা) ব্যতীত অপর সমস্ত বস্তুই উৎপত্তিশীল ও ক্ষণিক; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি বিনাশসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন)—

সহেতুক ও নির্হেতুক বিনাশ বলিয়া যাহা বৈনাশিকগণ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহাও অসম্ভব; কারণ তাঁহাদের মতেও সন্তানপ্রবাহের বিচ্ছেদ হয় না; কিন্তু বিনাশই সত্য হইলে এইরূপ সন্তান প্রবাহ (কার্য্যকারণরূপ প্রবাহ) অসম্ভব হইত। বিশেষতঃ সন্তানীরও (পূর্ব্বক্ষণস্থিত কারণেরও) বিনাশ নাই; কারণ তাহা প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয় (যাহা পূর্ব্বানুভূত, এইটি তাহা, এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হয়)।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৩ সূত্র। উভয়থা চ দোষাৎ ॥

ভাষ্য।—সন্তানস্য সন্তানিব্যতিরিক্তবস্তুত্বাভাবাৎ সন্তানিনাং চ ক্ষণিকত্বাৎ অবিদ্যাদিনিরোধো মোক্ষ ইত্যপি তন্মতমসঙ্গতম্।

ব্যাখ্যা :—অবিদ্যাদির নিরোধই মোক্ষ, এই যে বৌদ্ধমত, ইহাও বৈনাশিকমতে অসঙ্গত হয়; কারণ সন্তানিবস্তু, সন্তানী (কারণ) ব্যতি-

রিক্ত বস্তু হইতে পারে না, এবং পক্ষান্তরে সন্তানিবস্তুও ক্ষণিক। উভয়-দিকেই অসঙ্গতি, মোক্ষ বলিয়া আর কিছু থাকে না। (অর্থাৎ একদিকে কার্য্যবস্তুতে কারণ থাকে; অতএব অবিদ্যার সম্পূর্ণ বিনাশ সম্ভাবনা নাই, সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব। আর একদিকে কারণবস্তু ক্ষণিক, কার্য্যে তাহার বিদ্যমানতা নাই, সুতরাং কোন সাধনরূপ কারণ দ্বারা মোক্ষরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না; কারণ বস্তু বিনষ্ট—অসৎ হওয়াতে, মোক্ষের সহিত কার্য্যকারণভাবে স্থিত কোন সাধন হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যে প্রকারান্তরে এই অর্থ উক্ত হইয়াছে, যথা, অবিদ্যার নিরোধ (বিনাশ) হয় সহেতুক, না হয় নির্হেতুক হইবে; হয় কোন সাধন অবলম্বন করিয়া হয়, অথবা আপনা হইতে হয়। যদি সহেতুক বলা যায়, তবে সকল বস্তু স্বভাবতঃ ক্ষণবিনাশী বলিয়া বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি নির্হেতুক—আপনা আপনি হয় বলা যায়, তবে অবিদ্যাদি নিরোধের উপদেশ বৃথা।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৪ সূত্র। আকাশে চাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য —আকাশে চ তৈরভাবপ্রতিজ্ঞা কৃতা, সা ন যুক্তা, পৃথিব্যাদিভিরবিশেষাৎ।

ব্যাখ্যা:—বৌদ্ধগণ আকাশকেও অভাবরূপী বস্তু বলেন, (তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) এই মতও সঙ্গত নহে; কারণ পৃথিব্যাদি হইতে আকাশের এতদ্বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। (পৃথিব্যাদির ন্যায় আকাশও শব্দগুণবিশিষ্ট, আকাশেরও উৎপত্তি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ইত্যাদি)।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৫ সূত্র। অনুস্মৃতেশ্চ ॥

(অনুস্মৃতেঃ = স্বানুভূতবস্তুবিষয়কানুস্মরণাৎ)

ভাষ্য।—ইদং তদিতি প্রত্যভিজ্ঞা চ তদ্দর্শনমসৎ।

ব্যাখ্যা :—যাহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা এইক্ষণেও প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাও বৌদ্ধমত মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৬ সূত্র। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ।

(ন, অসতঃ-অদৃষ্টত্বাৎ)

ভাষ্য।— সৌগতৈরভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরভ্যুপেতা, সা ন যুক্তা। কস্মাৎ ? অসতঃ মৃদাদ্যভাবাৎ ঘটাদ্যুৎপত্তেরদৃষ্টত্বাৎ। সতস্তু-মৃৎপিণ্ডাদেস্তদুৎপত্তের্দৃষ্টত্বাৎ।

ব্যাখ্যা :—বৌদ্ধদিগের মতে অভাববস্তু হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি কথিত হয়; ইহা সঙ্গত নহে; কারণ মৃত্তিকাদির অভাবে ঘটাদির উৎপত্তি কখনও দৃষ্ট হয় না। ভাববস্তু মৃৎপিণ্ডাদি হইতেই ভাববস্তু ঘটাদির উৎপত্তি দৃষ্ট হয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৭ সূত্র। উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ।

ভাষ্য।—অন্যথাঽনুপায়তোবিদ্যাদ্যর্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ।

অস্যার্থ :—যদি বল অসৎ হইতেই ভাববস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, তবে কোন চেষ্টা ব্যতিরেকেও বিদ্যাদিসম্বন্ধে উদাসীন পুরুষদিগেরও বিদ্যাদি লাভ হইতে পারে।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৮ সূত্র। নাঽভাবউপলব্ধেঃ।

(ন—অভাবঃ, উপলব্ধেঃ)।

ভাষ্য।—বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদ্যভিমতোবাহ্যস্যাভাবো ন, কিন্তু ভাব এব। কুতঃ ? উপলব্ধেঃ।

ব্যাখ্যা:—যে বুদ্ধেরা বলেন বিজ্ঞানমাত্রই আছে, বাহ্যবস্তু নাই, তাঁহাদের মতও অগ্রাহ্য; বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই নহে, অস্তিত্ব আছে; কারণ অস্তিত্বশীল বলিয়াই তাহাদের উপলব্ধি হয়। (এই আত্মপ্রতীতি কোন তর্কের দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে; যাঁহারা বাহ্যবস্তু নাই বলেন, তাহারা ঐ বাহ্যবস্তুসংজ্ঞা দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন; বাহ্যবস্তু না থাকিলে, বাহ্যবস্তু বলিয়া কোন জ্ঞান কি বাক্য-ব্যবহার থাকিত না)।

২য় অঃ ২য় পাদ ২৯ সূত্র। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।

ভাষ্য।—স্বপ্নাদিপ্রত্যয়দৃষ্টান্তেনাপি ন জাগ্রৎপ্রত্যয়ার্থাভাবঃ প্রতিপাদয়িতুং শক্যঃ, দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তয়োর্বৈষম্যাৎ স্বপ্নজ্ঞানস্যাপি সালম্বনাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—স্বপ্নাদিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগ্রৎজ্ঞানের বাহ্যবিষয়াভাব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত এই উভয়ের বৈষম্য আছে (জাগরণ দ্বারা স্বপ্নজ্ঞানের বাধ দৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের বাধ নাই)। এবঞ্চ স্বপ্নজ্ঞান সালম্বন,—প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে; প্রত্যক্ষজ্ঞান তদ্রূপ নহে।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩০ সূত্র। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।

ভাষ্য।—কিঞ্চ জ্ঞানবৈচিত্র্যার্থোবাসনানাং ভাবোঽভিপ্রেতঃ, স ন সম্ভবতি, তব মতে বাহ্যার্থানামনুপলব্ধেঃ।

ব্যাখ্যা:—এই শ্রেণীর বৌদ্ধগণ বলেন যে (বাহ্যবস্তু না থাকিলেও) বাসনা সকল বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারাই জ্ঞানবৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়; ইহাও সম্ভব নহে, কারণ বৌদ্ধমতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধিই নাই (যদি বাহ্যপদার্থের উপলব্ধিই না থাকে, তবে তন্নিমিত্ত বাসনা কিরূপে হইতে পারে?)।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩১ সূত্র। ক্ষণিকত্বাৎ।

ভাষ্য।—ন বাসনাভাবআশ্রয়স্য তব মতে ক্ষণিকত্বাৎ।

ব্যাখ্যা:—বাসনাও ভাববস্তু হইতে পারে না, কারণ বৌদ্ধমতে বাসনার আশ্রয় যে অহং, তাহাও ক্ষণিক।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩২ সূত্র। সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।

ভাষ্য।—শূন্যবাদোঽপি ভ্রান্তিমূলঃ। সর্ব্বথানুপপন্নত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাৎ।

ব্যাখ্যা:—শূন্যবাদও ভ্রান্তিমূলক। ইহা সর্ব্বপ্রকারে অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষাদি সর্ব্ববিধ প্রমাণবিরুদ্ধ হওয়ায়, ইহা একদা অগ্রাহ্য।

বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এক্ষণে জৈনমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। জৈনমত সংক্ষেপতঃ শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী টীকা অনুসারে নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

জৈনমতে পদার্থ দ্বিবিধ. জীব ও অজীব; জীব বোধাত্মক, অজীব জড়বর্গ। জীব ও অজীব পঞ্চপ্রকারে প্রপঞ্চীকৃত, যথা:—জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়, ইহাদিগের প্রত্যেকের বহুবিধ অবান্তর প্রভেদ আছে। জীবাস্তিকায় ত্রিবিধ, বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ। পুদ্গলাস্তিকায় ছয় প্রকার, পৃথিব্যাদি চারিভূত, স্থাবর ও জঙ্গম। ধর্ম্মাস্তিকায় প্রবৃত্তি; অধর্ম্মাস্তিকায় স্থিতি। আকাশাস্তিকায় দ্বিবিধ, লোকাকাশ ও অলোকাকাশ; উপর্য্যুপরিস্থিত লোক সকলের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশই লোকাকাশ; মোক্ষস্থানস্থিত আকাশ, অলোকাকাশ, তথায় কোন লোক নাই। পূর্ব্বোক্ত জীব ও অজীব-পদার্থ

অপর পঞ্চপ্রকারেও প্রপঞ্চীকৃত, যথাঃ—আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ। আস্রব, সম্বর ও নির্জ্জর এই তিনটি পদার্থ প্রবৃত্তিলক্ষণ; প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, সম্যক ও মিথ্যা; তন্মধ্যে মিথ্যাপ্রবৃত্তি আস্রব; সম্যকপ্রবৃত্তি সম্বর ও নির্জ্জর। পুরুষকে বিষয়প্রাপ্তি করায়, এই অর্থে আস্রব, এই অর্থে আস্রবশব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায়। কর্ত্তাকে অবলম্বন করিয়া অনুগমন করে, এই অর্থে কর্ম্মকেও আস্রব বলে; ইহাই অনর্থের হেতু, এই নিমিত্ত আস্রবকে মিথ্যাপ্রবৃত্তি বলে। শমদমাদি প্রবৃত্তিকে সম্বর বলে; ইহা আস্রবের দ্বার সম্বরণ করে (অবরুদ্ধ করে), এই নিমিত্ত ইহাদিগকে "সম্বর" বলে। তপ্তশিলারোহণাদি সাধন, যদ্দ্বারা অনাদিকালের সঞ্চিত পুণ্যাপুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে "নির্জ্জর" বলে। অষ্টবিধ কর্ম্মকে "বন্ধ" বলে; এই অষ্টবিধ কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত, চারিটির নাম "ঘাতি," অপর চারিটির নাম "অঘাতি"। ঘাতিকর্ম্ম, যথা,— ১। জ্ঞানাবরণীয়, ২। দর্শনাবরণীয়, ৩। মোহনীয়, ৪। অন্তরায়। অঘাতিকর্ম্ম, যথা—১। বেদনীয়, ২। নামিক, ৩। গোত্রিক, ৪। আয়ুষ্ক। যে জ্ঞানের দ্বারা বস্তুসিদ্ধি হয় না, এইরূপ বিপর্য্যয়কে জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম বলে। আর্হত-দর্শনাভ্যাস দ্বারা মোক্ষ হয় না, এইরূপ জ্ঞানকে দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম বলে। প্রদর্শিত মোক্ষমার্গের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে অনাস্থাবুদ্ধিকে মোহনীয় কর্ম্ম বলে। মোক্ষমার্গে প্রবৃত্ত পুরুষের তাহাতে যে বিঘ্নকরবুদ্ধি, তাহাকে "অন্তরায়" নামক কর্ম্ম বলে। এই চতুর্ব্বিধকর্ম্ম মোক্ষবিঘাতক, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে "ঘাতি" কর্ম্ম বলে। চতুর্ব্বিধ "অঘাতি" কর্ম্মের মধ্যে বেদনীয়নামক কর্ম্ম দেহ-বিভাগের হেতুভূত; তাহাও তত্ত্বজ্ঞানের বিঘাতক না হওয়ায়, ইহা মোক্ষের অন্তরায় নহে; অতএব ইহা "অঘাতি" কর্ম্ম। দেহের কলল-বুদ্বুদাদি (গর্ভস্থ শুক্রশোণিতের মিলিত অবস্থাবিশেষ সকল) নামিক অবস্থার

প্রবর্ত্তক কর্ম্মকে "নামিক" কর্ম্ম বলে। দেহের অব্যাকৃত শক্তিরূপে অবস্থিত অবস্থাকে "গোত্রিক" বলে। আয়ু উৎপাদক, আয়ুনিরূপক কর্ম্মকে "আয়ুষ্ক" বলে। শেষোক্ত তিনটি "বেদনীয়"কে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ইহারাও অঘাতিকর্ম্ম বলিয়া গণ্য। এই অষ্টপ্রকার কর্ম্মই পুরুষের বন্ধন; অতএব ইহাদিগকে বন্ধ বলে। এতৎসমস্ত হইতে অতীত নিত্য সুখময় অবস্থায় অলোকাকাশে স্থিতিকে মোক্ষ বলে। অতএব জৈনমতে ১। জীব, ২। অজীব, ৩। আস্রব, ৪। সম্বর, ৫। নির্জ্জর, ৬। বন্ধ, ৭। মোক্ষ এই সপ্তবিধ পদার্থ স্বীকৃত।

পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চবিষয়ে "সপ্তভঙ্গীনয়" নামক বিচার জৈনগণ অবতারণা করেন (সপ্তভঙ্গী—সপ্তবিধ বিভাগযুক্ত, নয়=ন্যায়নীতি); যথা ১। স্যাদস্তি, ২। স্যান্নাস্তি, ৩। স্যাদবক্তব্য, ৪। স্যাদ্অস্তিচ নাস্তিচ, ৫। স্যাদস্তিচাবক্তব্যশ্চ, ৬। স্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ, ৭। স্যাদস্তিনাস্তিচাবক্তব্যশ্চ। একত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গীনয় যোজিত করা হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই অস্তিনাস্তি প্রভৃতি সপ্তবিধ "নয়" যুক্ত, অস্তিনাস্তি এক বহু ইত্যাদি ধর্ম্ম সকলপদার্থেরই আছে।

জৈনমতে জীব, দেহপরিমাণ, অর্থাৎ দেহ যে পরিমাণ আয়তনবিশিষ্ট জীবও তৎপরিমিত। পরন্তু মোক্ষাবস্থায় যে দেহ লাভ হয়, তাহা স্থির, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাহার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন হয় না, নিত্য। মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জীব যে দেহবিশিষ্ট হয়, সেই দেহের পরিমাণই জীবের পরিমাণ।

এক্ষণে এই জৈনমত সূত্রকার খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন :—

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৩ সূত্র। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।

ভাষ্য।—জৈনাবস্তুমাত্রেঽস্তিত্বনাস্তিত্বানাদিবিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ং যোজ-

য়ন্তি, তন্নোপপদ্যতে। একস্মিন্ বস্তুনি সত্বাসত্বাদেবিরুদ্ধধর্ম্মস্য ছায়াতপবৎ যুগপদসম্ভবাৎ।

অস্যার্থঃ—জৈনগণ বস্তুমাত্রেরই অস্তিত্ব নাস্তিত্ব এই অনাদিবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় থাকা বলিয়া থাকেন, তাহা কথনও উপপন্ন হয় না। একই বস্তুতে বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা অসম্ভব; ছায়া ও আলোক যেমন একত্র থাকা অসম্ভব, তদ্রূপ ইহাও অসম্ভব।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৪সূত্র। এবং চাত্মাঽকাৎর্স্ন্যম্।

(এবং—চ—আত্মা—অকাৎর্স্ন্যম্)

ভাষ্য।—এবং শরীরপরিমাণত্বেনাঙ্গীকৃতস্যাত্মনোবৃহদ্দেহ প্রাপ্তাবপূর্ণতা স্যাৎ।

অস্যার্থঃ—(জৈনমতের অপর দোষ প্রদর্শন করিতেছেন:—, জৈনগণ বলেন যে, আত্মা শরীরপরিমাণ, তাহা হইতে পারে না; কারণ ক্ষুদ্রকায়বিশিষ্ট জীব (পিপীলিকাদি) দেহান্তে কর্ম্মবশে বৃহৎ শরীর (গজশরীরাদি) প্রাপ্ত হইলে, তথন গজশরীরসম্বন্ধে জীব অকৃৎর্স্ন (অব্যাপী, ক্ষুদ্র) হইয়া পড়ে।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৫সূত্র। ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ।

(ন চ,—পর্য্যায়াৎ—অপি—অবিরোধঃ, বিকারাদিভ্যঃ)।

"ন চ বাচ্যং সাবয়বোহি আত্মা, তস্যাবয়বানাং গজশরীরে উপচয়ঃ সূক্ষ্মশরীরেঽপচয়শ্চেত্যেবং পর্য্যায়াদবিরোধ ইতি। কুতঃ? "বিকারাদিভ্যঃ" বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। যদি আত্মা সাবয়বস্তর্হি দেহাদিবদ্বিকারী স্যাদনিত্যশ্চ স্যাৎ।"

ভাষ্য।—ন চ বাচ্যং সাবয়বোহি খল্বস্মাকমাত্মা তস্যাবয়বানাং গজশরীরে উপচয়ঃ সূক্ষ্মশরীরেঽপচয়শ্চেত্যেবং পর্য্যায়াদবিরোধ

ইতি। কুতঃ ? "বিকারাদিভ্যঃ" বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। যদি ভবন্মতে আত্মা সাবয়বস্তর্হি দেহাদিবদ্‌বিকারী স্যাদনিত্যশ্চ স্যাৎ। এবমাদয়ো দোষাঃ স্যুঃ ॥ [ইতি বেদান্ত কৌস্তুভ-ভাষ্যম্] *

ব্যাখ্যা :—এইরূপ বলিতে পারিবে না যে আমাদের মতে আত্মা সাবয়ব, অতএব গজশরীরে তাহার অবয়ব-বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রশরীরে অপচয়প্রাপ্তি হয়, এইরূপ পর্য্যায়হেতু "শরীরপরিমাণমতে" কোন দোষ নাই। কারণ, তাহাতে আত্মার বিকারাদি দোষ-প্রসক্তি হয়। আত্মা সাবয়ব হইলে তাহা দেহাদির ন্যায় বিকারী এবং অনিত্য হইয়া পড়ে। ইত্যাদি দোষ উপস্থিত হয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৬সূত্র। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।

ভাষ্য।—অন্ত্যস্য পরিমাণস্য নিয়ততামঙ্গীকৃত্যাদিমধ্যয়োরপি নিত্যত্বমস্তীতি চেত্তর্হি সর্ব্বত্রাবিশেষঃ স্যাদ্বিনষ্টোদেহপরিমাণবাদঃ।

ব্যাখ্যা :—শেষদেহের (মোক্ষাবস্থাপ্রাপ্তিকালে যে দেহ হয়, তাহার) পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য একরূপ, জৈনগণ এইরূপ স্বীকার করাতে, আদ্য মধ্য জীবপরিমাণও নিত্য বলিতে হয়; সুতরাং অন্ত্যদেহ এবং তৎপূর্ব্বদেহ ইহাদের কোন তারতম্য রহিল না; অতএব আদ্যমধ্য দেহও উপচয়-অপচয়-বিহীন বলিতে হয়। সুতরাং দেহপরিমাণবাদ অপসিদ্ধান্ত।

এইক্ষণে পাশুপতমত খণ্ডিত হইতেছে। পাশুপতমতাবলম্বিগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈব। পশুপতিপ্রণীত শাস্ত্রই এই চতুর্ব্বিধ পাশুপতের অবলম্বন। এই শাস্ত্র পশুপতিপ্রণীত পঞ্চাধ্যায়ী-নামে প্রসিদ্ধ; তাহাতে পঞ্চপদার্থ বর্ণিত

---

* "উপচয়াপচয়ার্হাঽবয়বা নাত্মাঽতো ন বিরোধ ইতি চ ন বক্তুং শক্যং, বিকারিত্বাদিদোষপ্রসক্তেঃ"। ইতি নিম্বার্কভাষ্যঃ।

আছে; যথা—কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি এবং দুঃখান্ত অর্থাৎ মোক্ষ। কারণ বলিতে ঈশ্বর ও প্রধান বুঝায়; ঈশ্বর নিমিত্তকারণ; প্রধান উপাদানকারণ। মহদাদি-ক্ষিত্যন্ত পদার্থ কার্য্যনামে আখ্যাত; প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান, "যোগ" নামে আখ্যাত; ত্রৈকালিক স্নান, ভস্মস্নান, কপালে ভস্মমাখা, মুদ্রাসাধন, রুদ্রাক্ষ ও কঙ্কণ হস্তে ধারণ, ভগাসনাদি আসনে উপবেশন, কপালপাত্রে ভক্ষণ, শবভস্ম লেপন, সুরাকুম্ভ স্থাপন, সুরাকুম্ভে দেবতা পূজন ইত্যাদি নানাবিধ আচরণ "বিধি" নামে আখ্যাত। উক্ত বিধিসকল চতুর্ব্বিধ, পশুপতিমতাবলম্বীদিগের মধ্যে কোনটি কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ আচরণীয়, কোনটি অপর সম্প্রদায়ের আচরণীয়। কাপালিক ও পাশুপত সম্প্রদায়ের মতে মোক্ষাবস্থায় আত্মা পাষাণকল্প অবস্থা লাভ করে, শৈবগণ আত্মার চৈতন্যরূপতাকে মোক্ষ বলে। ইত্যাদি পাশুপতমতের খণ্ডন করিতে এইক্ষণে সূত্রকার প্রবৃত্ত হইতেছেন।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৭সূত্র। পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥

(পত্যুঃ অবৈদিকস্য ঈশ্বরস্য অসমঞ্জসং অসঙ্গতিরিত্যর্থঃ)

ভাষ্য।—পাশুপতং শাস্ত্রমুপেক্ষণীয়ং জগদভিন্ননিমিত্তোপাদান-কারণপ্রতিপাদকবেদবিরোধিত্বাদুপধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—পাশুপতশাস্ত্র গ্রহণীয় নহে; কারণ বেদ যে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান, এই উভয় কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধ এই পশুপতিমত; এই মতে ঈশ্বরকে জগতের কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন অচেতন প্রধানকে উপাদানকারণ বলিয়া বর্ণনা করা হয়; এইমত বেদবিরুদ্ধ এবং উপধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সুতরাং উপেক্ষণীয়।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৮সূত্র। **সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥**

ভাষ্য।—পশুপতেরশরীরস্য প্রেরকস্য প্রের্য্যপ্রধানাদিভিঃ সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ন পশুপতির্জ্জগদ্ধেতুঃ।

ব্যাখ্যা ঃ—পশুপতিমতে ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ নির্গুণস্বভাব হওয়াতে, ঈশ্বর ও অচেতন প্রধানাদির মধ্যে প্রের্য্যপ্রেরকসম্বন্ধ কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না; অতএব নিত্য নির্গুণস্বভাব পশুপতি (পশু=জীব, পশুপতি=জীবপতি—ঈশ্বর) জগৎকারণ হইতে পারেন না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৩৯সূত্র। **অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥**

[প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন, ইহাও অপসিদ্ধান্ত]

ভাষ্য।—দৃষ্টবিরুদ্ধত্বান্নিত্যস্যোত্তরভাবিত্বাদনিত্যস্য চ শরীরস্যানুপপত্তেশ্চ ন পশুপতির্জ্জগদ্ধেতুঃ।

ব্যাখ্যা ঃ—লোকতঃ দৃষ্ট হয় যে, ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার সশরীর হওয়াতেই মৃৎপিণ্ডোপাদান দ্বারা ঘট রচনা করে; পাশুপতগণ বেদের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া অনুমানকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান দ্বারা জগতের নিমিত্তকারণ ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিতে হইলে, তাঁহাকেও শরীরধারী বলিতে হয়; কিন্তু শরীরমাত্রই সৃষ্ট ও বিনশ্বর; পরন্তু ঈশ্বরকে নিত্য বলিয়া পাশুপতগণ স্বীকার করেন; অতএব তিনি নিত্য হইলে, (যেহেতুক তাঁহার নিত্য সশরীরত্ব উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব) তাঁহার শরীরকে অনিত্য বলিতে হইবে, তাহাও অসম্ভব কারণ, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অনিত্যশরীরধারী; ইহা সর্ব্বথা অনুপপন্ন ও অসম্ভব, এইরূপ বলিলে তিনি অন্য কারণের অধীন হয়েন। অতএব ঈশ্বরের কোন প্রকার শরীর থাকা

অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যায় না; আবার শরীর না থাকিলে, অচেতন জগতে অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য। অতএব পূর্ব্বোক্ত পশুপতি জগতের হেতু হইতে পারেন না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪০সূত্র। করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ॥

ভাষ্য।—জীববৎকরণকলেবরকল্পনাপি ন সম্ভবতি; ভোগাদি-প্রসক্তেঃ।

ব্যাখ্যা:—পরন্তু জীব যেমন অশরীরী হইয়াও ইন্দ্রিয়াদিকলেবর দ্বারা দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন, তদ্রূপ ঈশ্বরও ইন্দ্রিয়াদিকলেবর দ্বারা জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন; এইরূপ কল্পনারও সম্ভাবনা হয় না; কারণ তাহা হইলে, জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও সুখদুঃখাদিভোগপ্রসঙ্গ হয়, এবং তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর কিছু থাকে না।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪১ সূত্র। অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা॥

ভাষ্য।—তস্য পুণ্যাদিরূপাদৃষ্টযোগেঽন্তবত্ত্বমজ্ঞত্বং চ স্যাৎ।

ব্যাখ্যা:—(ঈশ্বরের ভোগাদি স্বীকার করিলেও কোন দোষ হয় না; অতি সামান্য হিমকণিকা যেমন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ খর্ব্ব করিতে পারে না, তদ্রূপ উক্ত ভোগও ঈশ্বরকে খর্ব্ব করিতে পারে না। যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে, যে এইরূপ বলিলে) পুণ্যাপুণ্যাদি অদৃষ্টযোগে ঈশ্বরও জীবের ন্যায় অন্তবিশিষ্ট ও অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়েন; কারণ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট সুখদুঃখাদিভোগসম্পন্ন কেহই জন্মমরণাদি-রহিত এবং পূর্ণজ্ঞ বলিয়া দৃষ্ট হয় না; লৌকিক দৃষ্টান্তে ঈশ্বরও যুগপৎ অন্তবিশিষ্ট ও অজ্ঞ হইয়া পড়েন। পরন্তু এইরূপ ঈশ্বর পাশুপতদিগেরও সম্মত নহে।

এক্ষণে শক্তিবাদ খণ্ডন হইতেছে। যাঁহারা বলেন যে পুরুষসংযোগ বিনা একা শক্তি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, তাঁহাদিগকে শক্তিবাদী বলে। তাঁহাদিগের মতের খণ্ডন হইতেছে :—

২য় অঃ ২য় পাদ ৪২ সূত্র। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ *

---

* শাঙ্করমতে এই সূত্র এবং তৎপরবর্ত্তী সূত্রগুলি দ্বারা ঈশ্বর, প্রকৃতি ও তদধিষ্ঠাতা এই উভয়াত্মক বলিয়া যে মত তাহা খণ্ডিত হইতেছে। ইহাকে ভাগবত মত বলিয়া তিনি ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে—

"বেদান্তও ঈশ্বরের ঈদৃশ স্বরূপই স্থাপন করিয়াছেন, ঈশ্বরই জগতের প্রকৃতি এবং অধিষ্ঠাতা; ব্রহ্মসূত্রেও এই মতই স্থাপিত হইয়াছে, তবে কিনিমিত্ত সূত্রকার এই পক্ষ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? বলিতেছি; যদিও এই অংশে কোন বিরোধ নাই, তথাপি অন্য অংশে বিরোধ আছে, তাহাই প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত বিচার আরম্ভ। ভাগবতেরা বলেন যে, ভগবান্ বাসুদেব নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই এক ঈশ্বর, তিনি আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন, যথাঃ—বাসুদেবব্যূহ, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহ; বাসুদেব পরমাত্মা নামে উক্ত, সঙ্কর্ষণই মূল জীবশক্তি, প্রদ্যুম্নের নাম মনঃ অথবা প্রজ্ঞা, অনিরুদ্ধের নাম অহঙ্কার; বাসুদেবই ইঁহাদের সকলের মূলপ্রকৃতি (উপাদানকারণ), সঙ্কর্ষণাদি তাঁহার কার্য্য। এইরূপ ভগবান্কে অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, ও যোগ দ্বারা বহুদিন ধরিয়া সেবা করিলে, নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবতগণ যে বলেন, যে এই নারায়ণ বাসুদেব প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা, তিনি আপনি আপনাকে অনেক প্রকার করিয়া নানা ব্যূহে অবস্থিত হয়েন, তৎসম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই; কারণ "পরমাত্মা এক প্রকার হয়েন, তিন প্রকার হয়েন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরমাত্মার অনেক প্রকার হওয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতেরা যে অনবরত অনন্যচিত্ত হইয়া অভিগমনাদিলক্ষণ ভগবৎ-আরাধনা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিমত করেন, তাহার সহিতও কোন বিরোধ নাই; কারণ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানের প্রসিদ্ধি আছে। পরন্তু তাঁহারা যে বলেন, যে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়, এই অংশসম্বন্ধেই বিরোধ; কারণ, বাসুদেবাখ্য পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণাখ্য জীবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ তাহাতে জীবের অনিত্যত্বাদি দোষপ্রসক্তি হয়; জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার অনিত্যত্ব দোষ হয়; অতএব ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়; কারণ, ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাহার বিনাশের প্রসক্তি আছে। এবং সূত্রকার "নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" সূত্রে জীবের উৎপত্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন।"

ভাষ্য।—পুরুষমন্তরেণ শক্তেঃ সকাশাজ্জগদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ন তৎকারণবাদোঽপি সাধুঃ।

---

৪৩ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন, যথা:—লোকতঃ এইরূপ দৃষ্ট হয় না, যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা কুঠারাদি করণ সৃষ্টি করেন; অতএব ভাগবতগণ যে বলেন, যে কর্ত্তা সঙ্কর্ষণজীব, প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মনঃ-নামক করণের স্রষ্টা, এবং সেই প্রদ্যুম্ন আবার অহঙ্কারাখ্য অনিরুদ্ধের স্রষ্টা, তাহা সঙ্গত নহে।

৪৪ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ আছে, যথা:—যদি সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি সকলকেই জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর বল, তাহা হইলেও তাঁহাদের এক হইতে অপরের উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া যে আমরা আপত্তি করিতেছি, তাহার অপ্রতিষেধ স্বীকার করিতে হইল, অর্থাৎ সেই আপত্তি সঙ্গত বলিয়াই স্বীকৃত হইল।

৪৫ সূত্রের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে, যথা:—এই শাস্ত্রে গুণগুণীভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিপ্রতিষেধ (বিরুদ্ধ কল্পনা) দৃষ্ট হয়, এবং বেদনিন্দাও এই শাস্ত্রে আছে, যথা:—এইরূপ বাক্য তাহাতে দৃষ্ট হয়, "শাণ্ডিল্য ঋষি বেদচতুষ্টয়ে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন"। এই সকল কারণে ভাগবতদিগের মত অসঙ্গত।

এই সকল সূত্রের শাঙ্করব্যাখ্যাতে অতিশয় কষ্টকল্পনা দৃষ্ট হয়; বিশেষতঃ সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের সৃষ্টি যে সকল হেতুতে শঙ্করাচার্য্য অপসিদ্ধান্ত বলিয়া মত করিয়াছেন, তাহা বেদান্তবাক্য, এবং সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া দৃষ্ট হয় না। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি যাহা ব্রহ্মসূত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সৃষ্টি প্রারম্ভ হইবার পূর্ব্বে জীব ও ব্রহ্ম বলিয়া কোন ভেদ থাকে না; সকলই ব্রহ্মসত্তায় লীন হইয়া এক হইয়া যায়, পুনরায় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইলে, চেতনাচেতন জীব ও জড়াত্মক বিশ্ব প্রকাশিত হয়। শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন যে "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তি স্বরূপাস্তথাক্ষরা দ্বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি" (যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল বহির্গত হয়, তাহারা অগ্নিরই স্বরূপ তদ্রূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ সমানরূপ সকল প্রকাশিত হয় এবং পরে তাহারা সেই অক্ষরেই লয়প্রাপ্ত হয়)। পরন্তু জড়জগৎ বিকারী, অচেতন বস্তু, জীব চৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং জড়জগতের যেমন এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণাম হয়, (যেমন আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি; যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি), তদ্রূপ জীবের কোন বিকার নাই; সুতরাং প্রলয়াবস্থায় জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত পরমকারণে লয় হইলে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে জীবের প্রকাশ কিছু মাত্র থাকে না; দেহাদি পুনরায় সৃষ্ট হইলে, তদ্বিশিষ্ট হইয়া জীব

ব্যাখ্যা :—পুরুষবিনা কেবল শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি অসম্ভব,

প্রকাশিত হয়েন। জীব ও জড়জগতের, সৃষ্টির পর, প্রকাশিত হওয়া বিষয়ে এই তারতম্য আছে; তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই জড়জগতের ন্যায় জীবের সৃষ্টি না থাকা বলা যায়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ সুতরাং তৎশক্তিপ্রভাবে প্রলয়ান্তে পুনরায় সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে জীব ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হয়; পরন্তু তন্নিমিত্ত জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং জীব নিত্য বলিয়া সঙ্কর্ষণাদির সৃষ্টিবিষয়ে শঙ্করাচার্য্য যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অমূলক।

দেবদত্তাদি কর্ত্তার কুঠারাদি করণের সৃষ্টিসামর্থ্য নাই দৃষ্টান্তে যে প্রদ্যুম্নাদির সৃষ্টিবিষয়ে শঙ্করাচার্য্য আপত্তি করিয়াছেন, তাহাও অমূলক। ভগবান্ বেদব্যাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ২৫ সংখ্যক সূত্রে "দেবাদিবদপি লোকে" এই বাক্য দ্বারা দেবতা ও সিদ্ধগণ যে ইচ্ছামাত্রে অপর সাধন ব্যতিরেকে নানাবিধ বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি রচনা করিতে পারেন, তাহা জানাইয়াছেন, এবং ঐ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতগণ অনুমানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলেন না, তাঁহারা বেদান্তবাক্যের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন। তাঁহারা কেবল অনুমানবাদী হইলেও বা দেবদত্ত ও কুঠারের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনুমান উপস্থিত করা যাইতে পারিত, তাঁহারা ব্রহ্মের জগৎকারণতা স্বীকার করাতে, এবং শ্রুত্যনুগামী উপাসনাপ্রণালী গ্রহণ করাতে এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে কার্য্যকর নহে, এবং ইহা সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া অনুমিত হয় না। শান্তিপর্ব্বের ৩৫১ অধ্যায়ে ঈশ্বরের অনুরুদ্ধ-মূর্ত্তির বিষয় স্বয়ং বেদব্যাস উল্লেখ করিয়াছেন। মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতিতে তুরীয়, প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বৈশ্বানর, ভেদে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা পঞ্চরাত্রোক্ত উপাসনার সম্যক্ ব্যবস্থাপক।

বেদনিন্দার কথা যে শঙ্করাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দোষও ভাগবতমতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত করা যায় না, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা স্থাপন করিয়া জীবকে মুমুক্ষু করিবার নিমিত্ত ভাষ্যোক্ত বাক্যসদৃশ বাক্য এবং তদপেক্ষাও কঠোরতর বাক্য সকল ভগবদ্গীতা প্রভৃতিতেও বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে :—যথা :—"ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে" "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ" "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ" ইত্যাদি।

গুণ ও গুণী এবং শক্তি ও শক্তিমান্ ইত্যাদি ভেদ প্রদর্শন করিয়া শিষ্যের বুদ্ধিকে উদ্বোধিত করা সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; এই ব্রহ্মসূত্রেও জীব, জগৎ, ও ব্রহ্মে যে ভেদ-সম্বন্ধও আছে, তাহা সূত্রকার নানাস্থানে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন, সুতরাং ৪৫ সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে কৃত হইয়াছে, তাহা সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না

অতএব শক্তিকারণবাদও অসাধু। (জীবরূপী পুরুষ সর্ব্বত্রই শক্তির আধার—আশ্রয় থাকা দৃষ্ট হয়, আশ্রয়সংযোগ বিনা শক্তি থাকিতেই পারে না, অনাশ্রয় শক্তি তবে জগৎ-রচনা কিরূপে করিতে পারে ?)

২য় অঃ ২য় পাদ ৪৩ সূত্র। ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥

ভাষ্য।—পুরুষসংসর্গোঽস্তি, ইতি চেৎ পুরুষস্য করণং নাস্তি ইদানীম্ ॥

ব্যাখ্যাঃ—লোকতঃ দৃষ্ট হয় স্ত্রী, পুরুষসংসর্গ লাভ করিয়া পরে তদ্ব্যতিরেকে স্বয়ংই পুত্রোৎপাদনের হেতু হয়, তদ্রূপ শক্তিও প্রথমে পুরুষসংসর্গ লাভ করিয়া পরে স্বয়ংই সৃষ্টি রচনা করে, ইহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি কোন করণ নাই যদ্দ্বারা তিনি শক্তির সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪৪ সূত্র। বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥

ভাষ্য।—স্বাভাবিকবিজ্ঞানাদিভাবেঽঙ্গীকৃতে তু তদপ্রতিষেধঃ, স্বতোবিনষ্টঃ শক্তিবাদঃ, ব্রহ্মস্বীকারাৎ ॥

ব্যাখ্যাঃ—পূর্ব্বোক্ত দোষপরিহারার্থ যদি বল, পুরুষ স্বভাবতঃ বিজ্ঞানাদিশক্তিসম্পন্ন, শক্তি তাঁহারই অঙ্গীভূত, তবে এই মতের কোন প্রতিষেধ নাই, বেদান্তও ব্রহ্মকে স্বাভাবিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়াছেন, এবং সেই শক্তি দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়, ইহাই বেদান্তের উপদেশ; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে, ব্রহ্মকারণত্ব স্বীকার করা হইল, শক্তিকারণবাদ স্বতঃই বিনষ্ট হইল।

২য় অঃ ২য় পাদ ৪৫সূত্র। বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥

ভাষ্য।—শ্রুতিস্মৃতিবিপ্রতিষেধাচ্চ শক্তিপক্ষোঽপ্রমাণিকঃ।

শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ হওয়াতে শক্তিকারণবাদ গ্রহণীয় নহে।

ইতি বেদান্তদর্শনে—দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ ইতি।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক-ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ।

এই পাদে ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি বিশেষ বিশেষ ভূতগ্রামের সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিসকল সূত্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং জীবের স্বরূপ কি, তাহাও অবধারিত করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১ সূত্র। ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥

(ন-বিয়ৎ উৎপদ্যতে, অশ্রুতেঃ ছান্দোগ্যে তদুৎপত্ত্যশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—পরপক্ষেণ স্বপক্ষস্যাঽবিরুদ্ধত্বং নিরূপিতমধুনা শ্রুতীনামন্যোঽন্যবিরোধাঽভাবো নিরূপ্যতে। বিয়ন্নোৎপদ্যতে। কুতঃ ? ছান্দোগ্যে তদুৎপত্ত্যশ্রবণাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ ॥

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্বপক্ষ :—আকাশ নিত্যপদার্থ, তাহার উৎপত্তি নাই; কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতি জগদুৎপত্তিবর্ণনাকালে আকাশের উৎপত্তি বর্ণনা করেন নাই। ছান্দোগ্য শ্রুতি যথা :—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ষষ্ঠপ্রপাঠক দ্বিতীয় খণ্ড)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২ সূত্র। অস্তি তু ॥

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি তৈত্তিরীয়কেঽস্তি বিয়দুৎপত্তিরিতি ॥

ব্যাখ্যা :—উত্তর :—ছান্দোগ্যে না থাকিলেও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। তৈত্তিরীয়শ্রুতি যথা :—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ দ্বিতীয় বল্লী প্রথম অনুবাক)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩ সূত্র। গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥

(গৌণী,—অসম্ভবাৎ,—শব্দাৎ—চ)।

ভাষ্য।—শঙ্কতে, নিরবয়বাস্যাকাশস্যোৎপত্ত্যঽভাবাৎ "বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতামি"-তি শব্দাচ্চ "আকাশঃ সম্ভূতঃ ইতি শ্রুতির্গৌণী ॥

ব্যাখ্যা—পুনরায় আপত্তি হইতেছে—উক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে যে আকাশের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা গৌণার্থে গ্রহণ করা উচিত, (ঐ উৎপত্তি বাচক "সম্ভূত" শব্দকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করা উচিত নহে ; "আকাশং করোতি" ইত্যাকার বাক্য লোকতঃও ব্যবহার হওয়া দেখা যায়, তাহাতে আকাশ সৃষ্টি করিতেছে বুঝায় না ; তদ্রূপ এই স্থলেও "সম্ভূত" শব্দের গৌণার্থই গ্রহণ করা উচিত। আকাশ হইতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় বলিতে হইবে)। কারণ নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব। এবং শ্রুতিও বলিয়াছেন "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতং" (বায়ু ও আকাশ অমৃত) ইত্যাদি।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪ সূত্র। স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥

(স্যাৎ—চ—একস্য (শব্দস্য),—ব্রহ্মশব্দবৎ)

ভাষ্য।—একস্য সম্ভূতশব্দস্যাকাশো গৌণত্বমুত্তরত্র মুখ্যত্বং তু "তপসো ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মে"-তিবৎ স্যাৎ।

ব্যাখ্যা :—যদি বল এক "সম্ভূতঃ" শব্দ যেমন আকাশসম্বন্ধে ব্যবহার হইয়াছে, তদ্রূপ এই একই বাক্যে বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী প্রভৃতি সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছে; অতএব শেষোক্ত স্থলে মুখ্যার্থে প্রয়োগ যখন অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন আকাশের স্থলেও মুখ্যার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; তবে তদুত্তরে বলিতেছি যে, একই শব্দের একই বাক্যে ভিন্নার্থে প্রয়োগ শ্রুতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে; যেমন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মশব্দ জিজ্ঞাস্যরূপে মুখ্যার্থে এবং তপঃস্বরূপে গৌণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বকথিত তৈত্তিরীয়বাক্যে "সম্ভূত" শব্দ গৌণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে বলা দৃষ্টান্তবিরুদ্ধ নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫ সূত্র। প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ॥

ভাষ্য।—শঙ্কা নিরাক্রিয়তে; আকাশাদিবস্তুজাতস্য ব্রহ্মাঽব্যতিরেকাদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াঃ অনুপরোধো ভবতি। আকাশস্যানুৎপন্নত্বে তু সবিজ্ঞেয়ব্যতিরেকঃ স্যাৎ, তস্মাৎ সা বাধ্যেত,সর্ব্বস্য ব্রহ্মাপৃথক্ত্বং চ "ঐতদাত্ম্যমিদমি"-ত্যাদি শব্দেভ্যঃ॥

ব্যাখ্যা :—এক্ষণে সূত্রকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষসকলের উত্তর ক্রমশঃ প্রদান করিতেছেন :—এইরূপ বলিলে শ্রুতির প্রতিজ্ঞাহানি হয়; কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতি, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সর্ব্ববিষয়ক বিজ্ঞান হয় বলিয়া প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিয়াছেন। আকাশ প্রভৃতি বস্তুজাত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা, তাহা স্থির থাকে। আকাশ যদি অনুৎপন্ন বস্তু হইল, তবে তাহা ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বস্তু বলিয়া গণ্য হয় এবং প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে। "সদেব সৌম্যেদ-

মগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" এবং "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বাক্যে ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রথমেই আকাশাদি সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয়-শ্রুত্যুক্ত "সম্ভূত" শব্দের গৌণার্থ স্থাপন করা সঙ্গত নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৬ সূত্র। যাবদ্বিকারং তু বিভাগোলোকবৎ ॥

[যাবৎ (চেতনাচেতনং জগৎ)—বিকারং (উৎপত্তিশীলং)—তু (চ),—বিভাগঃ,—লোকবৎ]।

ভাষ্য।—উপসংহরতি,"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমি"-ত্যাদিবাক্যৈরাকাশাদিপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মাত্মকত্বপ্রতিপাদনেন বিকারত্বং নিশ্চীয়তে, তথা চ যাবদ্বিকারমুত্তব এব গম্যতে। "তত্তেজোহসৃজত"-ত্যাদ্যাকাশস্যানুক্তিস্তেজ আদেঃ সৃজ্যত্বেনোক্তিশ্চ লোকবদুপপদ্যতে। লোকে দেবদত্তপুত্রপূগং নির্দ্দিশ্য, তত্র কতিপয়ানামুৎপত্তিকথনেন সর্ব্বেষামুৎপত্তিরুক্তা ভবতি।

ব্যাখ্যা।—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ছান্দোগ্যে আকাশাদি সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদিত হওয়াতে, এতৎ-সমস্তই যে বিকারমাত্র এবং ইহারা যে সমস্তই উৎপত্তিশীল বস্তু, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। "তত্তেজোহসৃজত" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে আকাশের অনুল্লেখ এবং তেজঃ প্রভৃতির উৎপত্তির যে উল্লেখ, তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তে অযুক্ত নহে। লোকে যেমন দেবদত্তের পুত্রশ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া সম্মুখস্থিত কয়েকজনকে মাত্র নাম করিয়া, তাহাদের জনকের নির্দ্দেশ করিয়া স্থগিত হয়, তদ্দ্বারাই সকলের জনকবিষয়ে জ্ঞান জন্মে; তদ্রূপ প্রত্যক্ষীভূত ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের উৎপত্তি বর্ণনা দ্বারাই শ্রুতি অপর সকলেরও উৎপত্তিকারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। সমস্ত জাগতিক পদার্থই ব্রহ্মাত্মক

বলিয়া পূর্ব্বে শ্রুতি উল্লেখ করাতে, পৃথিবী জল ও তেজের সমশ্রেণীতে বায়ু ও আকাশও ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আকাশ যে সর্ব্বব্যাপী নহে, তাহা আকাশকে ব্রহ্মের অঙ্গীভূত বলাতেই শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন ; জীবাত্মা ও বুদ্ধি প্রভৃতি যে আকাশ হইতে পৃথক্, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ; সুতরাং পরমার্থতঃ আকাশ সর্ব্বব্যাপী নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৭ সূত্র। এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥

(মাতরিশ্বা-বায়ুঃ)

ভাষ্য।—অনেন বিয়দুৎপত্তিন্যায়েন বায়ুরপি ব্যাখ্যাতঃ।

ব্যাখ্যা :—আকাশের উৎপত্তি যেরূপ যুক্তিতে নিষ্পন্ন করা হইল, তদ্দ্বারাই বায়ুরও ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৮ সূত্র। অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥

(সতঃ (ব্রহ্মণঃ) অসম্ভবঃ (অনুৎপত্তিরেব) তদুৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ)

ভাষ্য।—সতো ব্রহ্মণোঽসম্ভবোঽনুৎপত্তিরেব জগৎকারণোৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম নিত্য সদ্বস্তু, তাঁহার উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। (তাঁহার উৎপত্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ, পরন্তু তাঁহার উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধও বটে ; কারণ এইরূপ উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৯ সূত্র। তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥

[অতঃ-(বায়োঃ)-তেজঃ-উৎপদ্যতে ; হি (নিশ্চয়ে)। কুতঃ শ্রুতিস্তথৈবাহ]।

ভাষ্য।—পূর্ব্বপক্ষয়তি "মাতরিশ্বনস্তেজো জায়তে বায়োরগ্নিরি"-তি শ্রুতেঃ।

ব্যাখ্যা :—(ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতেই তেজের উৎপত্তি; তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন, বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি; অতএব তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার প্রথমে পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন):—বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি বলিতে হইবে, কারণ শ্রুতি তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১০ সূত্র। আপঃ ॥

ভাষ্য।—তেজস আপো জায়ন্তে "অগ্নেরাপ"-ইতি শ্রুতেঃ।

ব্যাখ্যা :—এইরূপ "অগ্নেরাপঃ" এই বাক্যে অগ্নি হইতেই অপের উৎপত্তি জানা যায়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১১ সূত্র। পৃথিবী ॥

ভাষ্য।—"অদ্ভ্যোভূর্ভবতি" "তা অন্নমসৃজন্তে"-তি শ্রুতেঃ।

ব্যাখ্যা :—এইরূপ "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" এবং "তা অন্নমসৃজন্ত" এই বাক্যে অপ্ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি জানা যায়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১২ সূত্র। পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥

[পৃথিবী, ("অন্ন"-শব্দঃ পৃথিবীবাচকঃ), কুতঃ? অধিকারাৎ, রূপাৎ শব্দান্তরাচ্চ ইত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—অন্নপদেন ভূরুচ্যন্তে মহাভূতাধিকারাৎ। "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি রূপশ্রবণাৎ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"-তি শব্দান্তরাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি সৃষ্টিবর্ণনায় বলিয়াছেন "তা আপ... অন্নমসৃজন্ত" (অপ্ অন্ন সৃষ্টি করিলেন) এই স্থলে "অন্ন" শব্দের অর্থ পৃথিবী; কারণ, মহাভূতের উৎপত্তিবর্ণনাই ঐ অধ্যায়ের অধিকার (বিষয়); "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" ইত্যাদি উক্ত অধ্যায়োক্ত বাক্যে "অন্নের" যে রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাও তাহা পৃথিবী-বোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এবঞ্চ

অন্য তৈত্তিরীয় শ্রুতি "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" বাক্যে অপ্ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৩ সূত্র। তদভিধ্যানাত্তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ॥

[তু শব্দাৎ পূর্ব্বপক্ষো ব্যাবৃত্তঃ। সঃ (সর্ব্বেশ্বরঃ পরমাত্মা এব স্রষ্টা)। কুতঃ? তদভিধ্যানাৎ (তস্য "বহুস্যাং" ইতি সঙ্কল্পাৎ) তল্লিঙ্গাৎ ("তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাদি তজ্জ্ঞাপকাৎ শাস্ত্রাৎ ইত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—সিদ্ধান্তয়তি, "বহুস্যামি"-তি "তদভিধানাৎ তদাত্মানং স্বয়মকুরুতে"-ত্যাদি তজ্জ্ঞাপকাৎ শাস্ত্রাচ্চ পরমপুরুষস্তদন্তরাত্মা তৎকার্য্যস্রষ্টেতি।

ব্যাখ্যা:—আকাশাদির স্রষ্টৃত্ব শ্রুতি বর্ণনা করিলেও সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মাই সর্ব্বস্রষ্টা; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "অহং বহু স্যাম্" এইরূপ সঙ্কল্প দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টিরচনা করিলেন; এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক শাস্ত্রবাক্যের দ্বারাও জগতের ব্রহ্মপরত্ব অবধারিত হয়। আকাশাদির নিজের সৃষ্টি করিবার অধিকার নাই; ব্রহ্ম আকাশাদিতে অধিষ্ঠিত হওয়াতে, উক্ত তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতিতে যে আকাশাদিকর্ত্তৃক পরপর ভূতগ্রামের সৃষ্টি হওয়া বর্ণিত হইয়াছে; তাহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মই আকাশাদির অন্তরাত্মারূপে স্থিত হইয়া পরপর সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন. আকাশাদির যে স্রষ্টৃত্ব তাহা তাঁহারই। "যো পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, য আকাশে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৪ সূত্র। বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ॥

[অতঃ (উক্ত সৃষ্টিক্রমাৎ) বিপর্য্যয়েণ (প্রাতিলোম্যেন ক্রমেণ) প্রলয়ক্রমো বোধ্য ইতি শেষঃ; উপপদ্যতে চ যুক্তিতঃ ইত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—অত উক্ত সৃষ্টিক্রমাৎ প্রাতিলোম্যেন প্রলয়ক্রমোঽস্তি "পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ; জললবণন্যায়েনোপপদ্যতে চ।

ব্যাখ্যা:—ভূতসকল যে ক্রমে উৎপন্ন হয়, তদ্বিপরীত ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" ইত্যাদি। যুক্তি দ্বারাও এইরূপই অনুমিত হয়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৫ সূত্র। অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥

[বিজ্ঞায়তে অনেন ইতি বিজ্ঞানং, বিজ্ঞানঞ্চ মনশ্চ ইতি বিজ্ঞানমনসী, ব্রহ্মণো ভূতানাং চান্তরালে বিজ্ঞানমনসী স্যাতাম্ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী" ইত্যাদিলিঙ্গাৎ। এবং-প্রাপ্তেন ক্রমেণ পূর্ব্বোক্তস্য ক্রমস্য বিরোধঃ; ইতি চেন্ন, অবিশেষাৎ "এতস্মাজ্জায়তে" ইত্যনেন ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব বিজ্ঞানমনসোঃ খাদীনাঞ্চ উৎপত্তেরবিশেষাৎ।)

ভাষ্য।—[illegible]নমসী, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চে"-ত্যাদিলিঙ্গাৎ পরমাত্মনঃ ভূতানাং চান্তরালে স্যাতামেবং প্রাপ্তেন ক্রমেণ পূর্ব্বোক্তস্য ক্রমস্য বিরোধ ইতি চেন্ন, বাক্যস্য ক্রমবিশেষপরত্বাভাবাৎ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চে"ত্যনেন ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব বিজ্ঞানমনসোঃ খাদীনাং চোৎপত্তেরবিশেষাৎ। ভূতোৎপত্তিরবিশেষাৎ। প্রকৃতে-র্ভূতোৎপত্তিক্রমপ্রতিপাদকে বাক্যে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুরি"-ত্যাদৌ আত্মন আকাশস্য চান্ত-

রালে সৃষ্টিসংহারক্রমবোধকবাক্যান্তরপ্রসিদ্ধানি বিজ্ঞানমন-সীত্যনেনোপলক্ষিতানি অব্যক্তমহদহঙ্কারাদীনি তত্ত্বানি জ্ঞেয়া-নীতি সংক্ষেপঃ।

ব্যাখ্যা—"ইহা (এই আত্মা) হইতে প্রাণ মনঃ ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু অগ্নি অপ্ ও পৃথিবী জাত হয়," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মা ও আকাশাদির মধ্যে বিজ্ঞান (ইন্দ্রিয়) এবং মনের উল্লেখ থাকায় পূর্ব্বোক্তক্রমে আকাশাদির ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং যথাক্রমে ব্রহ্মে লয় সঙ্গত হয় না. ইহাদিগের মন: ও ইন্দ্রিয় হইতে উৎপত্তিই সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপ আপত্তি হইলে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ বিজ্ঞান ও আকাশাদি সমস্তেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত "এতস্মাজ্জায়তে" বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। আকাশাদির ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিবিষয়ে কোন তারতম্য উক্ত শ্রুতিতে প্রদর্শিত হয় নাই। "ইহাঁ হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি ভূতোৎপত্তির ক্রমপ্রতিপাদক বাক্যের দ্বারা লক্ষিত আত্মা ও আকাশের মধ্যে অব্যক্ত মহৎ ও অহঙ্কারাদি তত্ত্ব আছে বলিয়া ঐ শ্রুতির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

এইরূপে আকাশাদি জড়বর্গের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া এক্ষণে সূত্রকার জীবস্বরূপ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৬ সূত্র। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো-ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥

[তদ্ব্যপদেশঃ জীবাত্মনঃ জন্মমৃত্যু-ব্যপদেশঃ ভাক্তঃ গৌণঃ স্যাৎ, যতস্তয়োর্জন্মমরণয়োর্ব্যপদেশঃ চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ স্থাবরজঙ্গমশরীরবিষয়ঃ; তদ্ভাবে শরীরভাবে জন্মমরণয়োর্ভাবিত্বাৎ]।

ভাষ্য।—জীবাত্মা নির্ণীয়তে; "দেবদত্তো জাতোমৃতঃ" ইতি

ব্যপদেশো গৌণোঽস্তি। যতঃ, চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ। শরীরভাবে জন্মমরণয়োর্ভাবিত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা:—চরাচরদেহের ভাবাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জীবাত্মার জন্মমৃত্যুর উপদেশ করা হইয়াছে, জীবের জন্ম-মৃত্যু গৌণ, মুখ্য নহে; দেহযোগ হওয়াতে জন্ম মৃত্যু হয়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৭ সূত্র। নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥

[ন-আত্মা (উৎপদ্যতে ; কুতঃ)-অশ্রুতেঃ (তদুৎপত্তিশ্রবণাভাবাৎ), তাভ্যঃ (শ্রুতিভ্যঃ) আত্মনঃ নিত্যত্বাৎ চ (নিত্যত্বাবগমাচ্চ)।]

ভাষ্য।—জীবাত্মা নোৎপদ্যতে কুতঃ? স্বরূপতস্তদুৎপত্তি-বচনাভাবাৎ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "নিত্যোনিত্যানাং" "অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো জীবস্য নিত্যত্বাবগমাচ্চ।

ব্যাখ্যা:—জীবাত্মার উৎপত্তি নাই; কারণ, শ্রুতি তাঁহার স্বরূপতঃ উৎপত্তি বলেন নাই, এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি কঠশ্রুতিতে আত্মার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৮ সূত্র। জ্ঞোঽতএব ॥

ভাষ্য।—অহমর্থভূতমাত্মা জ্ঞাতা ভবতি।

ব্যাখ্যা:—অহং পদের অর্থভূত জীবাত্মা নিত্য "জ্ঞ" অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ১৯ সূত্র। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥

[উৎক্রমণাদিশ্রবণাৎ জীবোঽণুপরিমাণঃ)।

ভাষ্য।—জীবোঽণুঃ; "অনেন প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিষ্ক্রা-মতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্না বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ, "যে বৈ

কেচনাস্মাল্লোকাৎ প্রায়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি,""তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যাঽস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইত্যুৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ।

অস্যার্থঃ—"ইহা (হৃদয়স্থ নাড়ীমুখ) দীপ্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এই আত্মা চক্ষুঃ মূর্দ্ধা অথবা শরীরের অন্যদেশ দ্বারা উৎক্রান্ত হয়;" "এই লোক হইতে যাঁহারা উৎক্রান্ত হয়েন, তাঁহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করেন," "সেই লোক হইতে পুনরায় এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রত্যাগত হয়েন," এই সকল শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার উৎক্রান্তিগতি ও পুনরাগমন উল্লেখ থাকায়, আত্মা অণুপরিমাণ, বিভুস্বভাব নহেন। (বৃহদারণ্যক চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২০ সূত্র। **স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥**

ভাষ্য।—উৎক্রান্তিঃ কদাচিৎ স্থিরস্যাপি গ্রাম্যস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ স্যাৎ, (পরন্তু) উত্তরয়োঃ (গত্যাগত্যোঃ) স্বাত্মনৈব সম্ভবাজ্জীবোঽণুঃ।

ব্যাখ্যা:—উৎক্রান্তিগতি ও অগতি যাহা পূর্ব্বকথিত শ্রুতিতে জীবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে উৎক্রান্তি যদি বা কথনও গমনশীল ভিন্ন পুরুষের সম্বন্ধেও উক্ত হইতে পারে; যেমন গ্রামস্বামিত্ব কোন পুরুষের নিবৃত্তি হইলে, তাহা উৎক্রান্তিশব্দের অভিধেয় হয় (যথা এই পুরুষ গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন); কিন্তু শেষোক্ত দুইটি (গতি ও আগতি) ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই আত্মার আছে বলিতে হইবে; অতএব জীবাত্মা অণুস্বভাব, বিভু নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২১ সূত্র। **নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥**
(ন—অণুঃ,—অ—তৎ—শ্রুতেঃ; ইতি—চেৎ,—ন, ইতর—অধিকারাৎ)

ভাষ্য।—জীবং প্রস্তুত্য "স বা এষ মহান্" ইত্যতদ্বচনাৎ ন জীবোঽণুরিতি চেন্ন, মধ্যে পরমাত্মনোঽধিকারাৎ॥

ব্যাখ্যা:—"স বা এষ মহান্," (এই আত্মা মহান্) ইত্যাদি বাক্য জীববিষয়ক প্রস্তাবে আত্মার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, অতএব জীবাত্মাই "মহান্" বলিয়া শ্রুতির উপদেশ বুঝিতে হইবে; সুতরাং শ্রুতিতে জীবের "মহত্ত্ব" (অনণুত্ব) উপদেশ থাকাতে, জীব অণু নহে; যদি এইরূপ বল, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ উক্ত শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক ৪র্থ ব্রাহ্মণে) যে মহত্ত্ব উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধে, জীবের সম্বন্ধে নহে। শ্রুতি প্রস্তাবারম্ভে "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে জীবাত্মাবিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত "স বা এষ মহানজ আত্মা" এই বাক্যের পূর্ব্বেই "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাবিষয়ে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২২ সূত্র। **স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ॥**

(স্বশব্দোঽণু-বাচকঃ শব্দঃ)

ভাষ্য।—"এষোঽণুরাত্মা, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগোজীব"-ইতি স্বশব্দোন্মানাভ্যাং জীবোঽণুঃ॥

অন্বয়ার্থঃ—(জীবাত্মা অণুপরিমাণ, জীব কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ সদৃশ সূক্ষ্ম) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অণুশব্দও উন্মান্ (অল্প হইতেও অল্প) বাচক শব্দ থাকায়, জীব অণুস্বভাব, বিভু (মহৎ)-স্বভাব নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৩ সূত্র। **অবিরোধশ্চন্দনবৎ॥**

ভাষ্য।—দেহৈকদেশস্থোঽপি কৃৎস্নং দেহং চন্দনবিন্দুর্যথাহ্লাদয়তি, তথা জীবোঽপি প্রকাশয়তি, অতঃ কৃৎস্নশরীরে সুখাদ্যনুভবো ন বিরুধ্যতে।

অস্যার্থঃ—একবিন্দু চন্দন দেহে স্পৃষ্ট হইলে, যেমন সমস্ত শরীরকে পুলকিত করে, তদ্রূপ জীবাত্মা স্বরূপতঃ অণু (সূক্ষ্ম) হইলেও সমস্ত দেহকে প্রকাশিত করেন, এবং সমস্ত দেহব্যাপী সুখাদির অনুভব করেন, সুতরাং জীবাত্মার অণুত্ব স্বীকারে সমস্ত দেহব্যাপী ভোগের কিছু বাধা হয় না।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৪ সূত্র। অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাঽভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি ॥

ভাষ্য।—অবস্থিতিবিশেষভাবাৎ দৃষ্টান্তবৈষম্যম্ ইতি চেন্ন দেহৈকদেশে হরিচন্দনবৎ "হৃদি হ্যেষ আত্মা" ইতি জীবস্থিত্যভ্যুপগমাৎ।

অস্যার্থঃ—চন্দনদৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে; কারণ, দেহের স্থান বিশেষে চন্দনের অবস্থিতিহেতু চন্দন এইরূপ সমস্ত দেহকে পুলকিত করিতে পারে; কিন্তু দেহে আত্মার এইরূপ স্থানবিশেষে অবস্থিতি সিদ্ধ নহে। এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তরে বলিতেছি যে, "হৃদয়ে এই আত্মা অবস্থান করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মার চন্দনবৎ দেহের একদেশে অবস্থিতও উপদিষ্ট আছে।

২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ২৫ সূত্র। গুণাদ্বালোকবৎ ॥

ভাষ্য।—দেহে প্রকাশো জীবগুণাদেব, কোষ্ঠে দীপালোকাদিবৎ।

অস্যার্থঃ—অথবা যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র দীপ স্বীয় গুণে বৃহৎ গৃহকেও আলোকিত করে; তদ্বৎ জীব অণু হইলেও স্বীয় গুণে সমস্ত দেহেই ব্যাপার প্রকাশিত করেন।

২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ২৬ সূত্র। ব্যতিরেকো গন্ধবত্তথা হি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য।—গুণভূতস্য জ্ঞানস্য ব্যতিরেকস্তু (অধিকদেশবৃত্তিত্বং) গন্ধবদুপপদ্যতে (অল্পদেশস্থাৎ পুষ্পাৎ গন্ধস্য অধিকদেশবৃত্তিত্ববৎ উপপদ্যতে), এতাদৃশগুণাশ্রয়ং জীবং "স এষ প্রবিষ্ট আলোমভ্য আনখেভ্যঃ" ইতি শ্রুতির্দর্শয়তি।

অস্যার্থঃ—পুষ্পের গুণ গন্ধ যেমন অল্প স্থানস্থিত পুষ্পাদি হইতে দূরবর্ত্তী স্থানও স্বীয় বৃত্তির বিষয় করে, তদ্রূপ জ্ঞান যাহা জীবাত্মার গুণ, তাহাও সমস্ত দেহে বৃত্তিযুক্ত হয়, "স এষ প্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতিও তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ২৭ সূত্র। পৃথগুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—জীবতদ্‌জ্ঞানয়োর্জ্ঞানত্বাবিশেষেঽপি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবো যুক্তএব। কুতঃ? "প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহে"-ত্যাদি পৃথগুপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা:—"প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহ্য" ইত্যাদিশ্রুতি জ্ঞান হইতে জীবের ভেদ উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং জীব ও তাঁহার জ্ঞান এই উভয়ের জ্ঞানত্ববিষয়ে ভেদ না থাকিলেও জীব ধর্ম্মী, জ্ঞান তাঁহার ধর্ম্ম; এইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে উভয়কে ভিন্ন বলা যায়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৮ সূত্র। তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥

ভাষ্য।—বৃহন্তোগুণাযস্মিন্নিতি ব্রহ্মেতি প্রাজ্ঞবদাত্মা বিভুগুণত্বা-"ন্নিত্যং বিভু"-মিতি'ব্যপদিষ্টঃ; দৃষ্টান্তে বৃহদেব প্রাজ্ঞো গুণৈরপি বৃহদ্ভবতি, দার্ষ্টান্তে তু জীবোঽণুপরিমাণকোগুণেন বিভুরিতি বিশেষঃ।

অস্যার্থঃ—বৃহৎ গুণ আছে, এই অর্থে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকে যেমন ব্রহ্ম বলা যায়, এইরূপ জীবাত্মারও গুণের বিভুত্ব থাকায় "নিত্যং বিভুং"

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে বিভু বলা হইয়াছে; পরন্তু স্বরূপতঃ জীবাত্মা বিভু নহে। প্রাজ্ঞ আত্মা (পরব্রহ্ম) বাস্তবিক স্বরূপতঃ বৃহৎ, অণু নহেন, তথাপি তিনি গুণেও বৃহৎ হওয়াতে, তাঁহাকে "বৃহন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যে বৃহৎগুণবিশিষ্ট অর্থে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; জীবাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ অণু, গুণেই তাঁহাকে বিভু বলা হইয়াছে। ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ।

শাঙ্করভাষ্যে ১৯ সংখ্যক সূত্র হইতে ২৭ সংখ্যক সূত্রের অর্থ পূর্ব্বোক্ত প্রকারই করা হইয়াছে; পরন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতে উক্ত সূত্র সমস্তই প্রতিবাদীর পূর্ব্বপক্ষমাত্র, সূত্রকারের নিজ মত প্রকাশক নহে; শাঙ্করমতে এই ২৮ সূত্রের দ্বারা বেদব্যাস উক্ত আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন, এইমতে এই ২৮ সূত্রের অর্থ এইরূপ, যথা * :— শ্রুতিবাক্যে বুদ্ধির পরিমাণের দ্বারা আত্মার পরিমাণ উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রাজ্ঞ আত্মা ব্রহ্মের যেমন "অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা" ইত্যাদি বাক্যে ক্ষুদ্রত্বাদি উপদেশ করা হইয়াছে, তদ্বৎ জীবাত্মাসম্বন্ধীয় উপদেশও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা অণুস্বভাব নহেন, বিভুস্বভাব। এই শাঙ্করমত পরে আলোচিত হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ২৯ সূত্র। যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—জীবস্য গুণনিবন্ধনো বিভুত্বব্যপদেশো ন বিরুদ্ধঃ, গুণস্য যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাদবিনাশী বা অরে! অয়মাত্মে"-তি তদ্দর্শনাৎ ॥

---

* "তস্যা বুদ্ধেগুণা...সারঃ প্রধানং যস্যাত্মনঃ...স তদ্গুণসারস্তস্য ভাবস্তদ্গুণসারত্বম্। ...তস্মাৎ তদ্গুণসারত্বাদ্ বুদ্ধিপরিমাণেনাঽস্য পরিমাণব্যপদেশঃ।...প্রাজ্ঞবৎ যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষূপাসনেষূপাধিগুণসারত্বাদণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশোঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা...তদ্বৎ।

[যাবদাত্ম-ভাবিত্বাৎ=আত্মানুবন্ধিনিত্যধর্ম্মত্বাৎ বিভুত্বব্যপদেশো ন দোষঃ]॥

অস্যার্থঃ—গুণনিবন্ধন জীবের বিভুত্ব উপদেশ দুষ্য নহে; কারণ গুণের যাবদাত্মভাবিত্ব আছে, অর্থাৎ আত্মা যতদিন, গুণও ততদিন আছে, আত্মা যেমন অবিনাশী, আত্মার গুণও তেমনি অবিনাশী, ও তৎসহচর। শ্রুতিও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথাঃ—"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেৰ্বিপরিলোপো বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাৎ।" "অবিনাশী বা অরে! অয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তি ধর্ম্ম" ইত্যাদি। (সেই বিজ্ঞাতা আত্মার বিজ্ঞান কখনও লোপ হয় না; কারণ তাহা অবিনাশী।" "ওহে, এই আত্মা অবিনাশী, ইহার কখন বিনাশ নাই)।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন, যথাঃ—যদি বল, বুদ্ধিগুণসংযোগেই আত্মার সংসারিত্ব ঘটে, তবে বুদ্ধি ও আত্মা যখন বিভিন্ন, তখন এই সংযোগাবসান অবশ্য হইবে, তাহা হইলে মোক্ষও তৎকালে আপনা হইতেই হইবে, এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, এই দোষের আশঙ্কা নাই; কারণ বুদ্ধিসংযোগের যাবদাত্মভাব আছে, যতদিন জীবের সংসারিত্ব, যতদিন সম্যক্ দর্শন দ্বারা সংসারিত্ব দূর না হয়, ততদিন তাহার বুদ্ধি-সংযোগ নিবারিত হয় না। শাস্ত্রে এইরূপ দেখাইয়াছেন; যথা "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি শ্রুতি। এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না; পরে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইবে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩০ সূত্র। পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ॥

ভাষ্য।—অস্য জ্ঞানস্য সুষুপ্ত্যাদৌ সতএব জাগ্রদাদাবভিব্যক্তিসম্ভবাদ্যাবদাত্মভাবিত্বমেব। যথা পুংস্ত্বাদের্বাল্যে সতএব যৌবনেঽভিব্যক্তিঃ।

অস্যার্থঃ—সুষুপ্ত্যাদিকালে (সুষুপ্তি প্রলয় মূর্চ্ছা ইত্যাদি কালে) জ্ঞানের অসদ্ভাব হয় না, তাহা বীজভাবে থাকে, তাহাতেই জাগ্রদাদি অবস্থায় পুনরায় অভিব্যক্তির সম্ভাবনা হয়; অতএব জীবের সহিত জ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ আছে। যেমন পুংধর্ম্মসকল বাল্যকালে বীজভাবে থাকে বলিয়াই যৌবনে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সুষুপ্তিপ্রলয়াদিতে জ্ঞানও বীজভাবে থাকে বলিয়া পরে প্রকাশিত হয়।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্যেও এইরূপই আছে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩১ সূত্র। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতর-নিয়মো বাঽন্যথা।

ভাষ্য।—অন্যথা (সর্ব্বগতাত্মবাদে) আত্মোপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যো-র্বন্ধমোক্ষয়োর্নিত্যং প্রসঙ্গঃ স্যান্নিত্যবদ্ধোবা নিত্যমুক্তোবাঽত্মে-ত্যন্যতরনিয়মো বা স্যাৎ।

অস্যার্থ :—জীবাত্মা সর্ব্বগত এবং স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব স্বীকার করিলে, উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি (জ্ঞান ও অজ্ঞান) উভয়ই জীবাত্মার নিত্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ জীবাত্মা অণু না হইয়া স্বরূপতঃ ব্যাপকস্বভাব হইলে তাঁহার নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্ব (উপলব্ধি) সিদ্ধ হয়; এবং পক্ষান্তরে সংসারবন্ধও (অজ্ঞানও) থাকা দৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার সেই অজ্ঞানও নিত্য হইয়া পড়ে। অতএব বন্ধ মোক্ষ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় উভয়ই নিত্য হয়। অথবা হয় নিত্যই বদ্ধ অথবা নিত্যই মুক্ত, এইরূপ দুইটির একটি ব্যবস্থা করিতে হয়। বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হওয়ার সঙ্গতি কোনপ্রকারে হয় না।

(জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব—সর্ব্বব্যাপিস্বভাব হইলে, সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই তাঁহার নিত্যসম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতে হয়, তাহা না করিলে সর্ব্বব্যাপী স্বরূপের অপলাপ করা হয়, সুতরাং সর্ব্ববিধ

অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, কোন অন্তঃকরণ অল্পদর্শী, কোন অন্তঃকরণ সর্ব্বদর্শী হওয়াতে, জীবাত্মারও যুগপৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব, মোক্ষ ও বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। অন্তঃকরণের কেবল একবিধত্ব (সর্ব্বজ্ঞত্ব অথবা অল্পজ্ঞত্ব) কল্পনা করিয়া অথবা অন্য কোন প্রকার কল্পিত যুক্তি দ্বারা যদি এই আপত্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা কর, তবে জীবাত্মার নিত্যবন্ধত্ব অথবা নিত্যমুক্তত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জীবাত্মার বন্ধাবস্থা হইতে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্তির সঙ্গতি কোন প্রকারে করিতে পারিবে না)।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ, যথা ;—আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণ অবশ্য আছে স্বীকার করিতে হয়, তাহা না করিলে নিত্যোপলব্ধি অথবা নিত্য অনুপলব্ধি মানিতে হইবে ; কারণ, ইন্দ্রিয়াদি করণ আত্মার সম্বন্ধে নিত্য বর্ত্তমান থাকায়, নিয়ামক অন্তঃকরণের অভাবে আত্মার নিত্যই বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি হইবে। যদি ইন্দ্রিয়াদি সাধন থাকা সত্ত্বেও বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি আত্মার না হয়, তবে অনুপলব্ধির নিত্যত্বই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ; অথবা আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটির শক্তির প্রতিবন্ধ মানিতে হইবে ; কিন্তু আত্মার শক্তির প্রতিবন্ধ সম্ভবপর নহে ; কারণ, তিনি নির্ব্বিকার ; ইন্দ্রিয়েরও শক্তির প্রতিবন্ধ সম্ভবপর নহে ; কারণ পূর্ব্ব ও পরক্ষণে অপ্রতিবন্ধশক্তি দেখিয়া মধ্যে অকস্মাৎ ইহার শক্তির প্রতিবন্ধ হওয়া স্বীকার করা যায় না ; অতএব যাহার অবধান ও অনবধান-বশতঃ উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি ঘটে, এইরূপ অন্তঃকরণ থাকা স্বীকার করিতে হয়। ইহাই এই সূত্রের অর্থ বলিয়া শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে।

পরন্তু এই ব্যাখ্যাতে অতিশয় কষ্টকল্পনা দৃষ্ট হয়, অধিকন্তু এইরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেও তদ্দ্বারা জীবাত্মার বিভুত্ব সিদ্ধান্ত

হয় না। জীবাত্মা সর্ব্বাংশে ব্রহ্মস্বভাব হইলে, কেবল এক অন্তঃকরণকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মার জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য যাহা প্রত্যক্ষ শাস্ত্রপ্রমাণ ও আত্মানুভূতি দ্বারা সিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকারে সঙ্গতি করা যায় না। অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে পারে, কিন্তু শাঙ্করমতে জীবাত্মা তদ্রূপ নহে; সুতরাং বিভুস্বভাব আত্মা কোন বিশেষ অন্তঃকরণের সহিত মাত্র সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বিভুশব্দের অর্থই মহৎ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; অতএব আত্মাকে বিভু-স্বভাব বলিলে, তিনি সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই সমানরূপে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং বন্ধ মোক্ষ, জ্ঞান অজ্ঞান, এতৎ-সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। এবং এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ২১ সূত্রে "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি বাক্যে সূত্রকার যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকারে সঙ্গতি হয় না; সর্ব্বজ্ঞত্ব বিভুত্ব এবং অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অবিভুত্ব ইহা দ্বারাই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ; যদি জীবও বিভুস্বভাব হইলেন, তবে কোন প্রকার ভেদ-বিবক্ষা আর হইতে পারে না, জীবের জীবত্ব লোপ হইয়া যায়, সূত্রকারোক্ত পূর্ব্বোক্ত ভেদসম্বন্ধ অসিদ্ধ হয়, এবং বন্ধ মোক্ষের উপদেশ বালভাষিত বলিয়া গণ্য হয়; "অক্ষরাদপিচোত্তমঃ" ইত্যাদি গীতাবাক্যও অসিদ্ধ হয়। অতএব শাঙ্করব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহার পরে যে সকল সূত্র এতৎসম্বন্ধে গ্রথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও শাঙ্কর-ব্যাখ্যা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩২ সূত্র। **কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥**

ভাষ্য।—আত্মৈব কর্ত্তা "স্বর্গকামো যজেত, মুমুক্ষুর্ব্রহ্মোপাসীতে"-ত্যাদের্ভুক্তিমুক্ত্যুপায়বোধকস্য শাস্ত্রস্য অর্থবত্ত্বাৎ ॥

অন্বয়ার্থঃ—জীব কর্ত্তা বলিয়া স্বর্গলাভেচ্ছায় যাগাদি কর্ম্ম, মুক্তিলাভেচ্ছায় ব্রহ্মোপাসনাদি কর্ম্ম করিতে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। জীবকে কর্ত্তা বলিলেই এই সকল ভুক্তি ও মুক্তির উপায় বোধক শাস্ত্রবাক্য-সকল সার্থক হয়।

শঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জীব অণুস্বভাব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন না হয়েন, তবে এই সকল বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম কর্ত্তা বলিয়া কিরূপে তাঁহাকে প্রতিপন্ন করা যায়? সকল জীবই পূর্ণব্রহ্ম, সকলই বিভুস্বভাব, তবে কাহার এক কর্ম্ম, কাহার অপর কর্ম্ম, এইরূপ ভেদ থাকিল না; সমস্ত কর্ম্মই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের কর্ম্ম; অতএব স্বীয় স্বীয় কর্ম্মভোগ ও মুক্তির যে উপদেশ শাস্ত্র করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিতে হয় এবং এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকারণতাবিষয়ে আপত্তি খণ্ডন করিতে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদপ্রদর্শন করিয়া বেদব্যাস যে সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহার সারবত্তা আর কিছু থাকে না। এইরূপ হইলে সমস্ত বেদান্ত-দর্শন পরস্পর বিরুদ্ধবাক্যে পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এই সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়া শঙ্করাচার্য্যও বলেন না; অতএব জীবস্বরূপ-বিচারে তৎকৃতভাষ্য আদরণীয় নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র। বিহারোপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—"স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" ইতি বিহারোপদেশাৎ স কর্ত্তা।

অন্বয়ার্থঃ—জীব শরীরে বিহার করেন, শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব অবধারিত হয়। শ্রুতি, যথা:—"স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে।" এই সূত্রের ব্যাখ্যাতেও কোন বিরোধ নাই।

কিন্তু যদি আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বগত হয়েন, তবে তাঁহার "বিহার" কথার অর্থ কি হইতে পারে? অতএব শাঙ্করিক বিভুত্ববাদ আদরণীয় নহে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৪ সূত্র। উপাদানাৎ॥

ভাষ্য।—"এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বে"-তি উপাদান-শ্রবণাৎ॥

অন্বয়ার্থঃ—প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে জীবাত্মা উপাদানরূপে গ্রহণ করেন, ইহাও শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; অতএব আত্মা কর্ত্তা। শ্রুতি যথাঃ—"এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা" ইত্যাদি। এই সূত্রেরও ব্যাখ্যাতে কোন বিরোধ নাই।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৫ সূত্র। ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ॥

ভাষ্য।—ক্রিয়ায়াং "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি কর্ত্তৃত্বব্যপ-দেশাচ্চ আত্মা কর্ত্তাস্তি, যদি বিজ্ঞানপদেন বুদ্ধির্গৃহ্যতে ন তু জীব,-স্তর্হি করণবিভক্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" এই শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে; যদি বল এই বিজ্ঞানশব্দ "আত্মা"-বোধক নহে, তাহা হইতে পারে না; কারণ "তনুতে" ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে প্রথমা বিভক্তি ব্যবহার দ্বারা কর্ত্তৃপদ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যদি ঐ বিজ্ঞানশব্দের অর্থ আত্মা না হইত, তবে "বিজ্ঞানেন" ইত্যাকারে তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা কর্ত্তৃপদ নির্দ্দেশিত হইত। এই সূত্রেরও ব্যাখ্যাতে কোন বিরোধ নাই।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৬ সূত্র। উপলব্ধিবদনিয়মঃ॥

ভাষ্য।—ফলোপলব্ধিক্রিয়ায়াং নিয়মো নাস্তি।

অন্বয়ার্থঃ—জীবাত্মা কর্ত্তা হইলে, তিনি নিজের অনিষ্টফলোৎপাদক

ক্রিয়া কেন করিবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন।—জীবাত্মা কর্ম্মের শুভাশুভ ফল জানিলেও যে শুভফলপ্রাপক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন, ইহার কোন নিয়ম নাই; কারণ জীবাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন; সুতরাং বাহ্য বস্তুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কখনও অশুভ কর্ম্মে, কখন শুভ কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়। এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহার ফলও একই প্রকার।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৭শ সূত্র। শক্তিবিপর্য্যয়াৎ॥

ভাষ্য।—বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে করণশক্তির্হীয়তে, কর্ত্তৃশক্তিঃ স্যাৎ, অতো জীবএব কর্ত্তা।

অস্যার্থঃ—বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলে, তাহার করণত্বের লোপ হয়, তাহা কর্ত্তৃশক্তি হইয়া পড়ে; অতএব জীবই কর্ত্তা। এই সূত্রের ফলিতার্থ শাঙ্করভাষ্যেও এইরূপ।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৮ সূত্র। সমাধ্যভাবাচ্চ॥

ভাষ্য।—আত্মনোঽকর্ত্তৃত্বেঽচেতনমাত্রাব্যতিরিক্তকর্ত্তৃকসমাধ্যভাবপ্রসঙ্গাদাত্মা কর্ত্তা।

ব্যাখ্যা:—আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, শাস্ত্র চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিতিরূপ যে সমাধির উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অচেতন বুদ্ধি, যাহা নিজের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না, তদ্দ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং সমাধির উপদেশও বৃথা হইয়া যায়। শাঙ্করভাষ্যেও ফলিতার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৩৯ সূত্র। যথা চ তক্ষোভয়থা॥

ভাষ্য।—আত্মেচ্ছয়া যথা তক্ষা তথা করোতি ন করোতি ইত্যুভয়থা ব্যবস্থা সিধ্যতি, বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে ইচ্ছাভাবাত্তব্যবস্থাঽভাবঃ।

অস্যার্থঃ—তক্ষ (সূত্রধর) ইচ্ছাবিশিষ্ট হওয়ায় কুঠারাদি থাকিতেও যদৃচ্ছাক্রমে কখন কর্ম্ম করে, কখন করে না, উভয় প্রকারই করিতে দেখা যায়; কিন্তু সূত্রধরের বুদ্ধিমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা হইলে, কখনও ইচ্ছা হওয়া, কখনও না হওয়া, এইরূপ অবস্থাভেদ ঘটিতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে, যথা—"যেমন তক্ষ (সূত্রধর) বাস্য প্রভৃতি অস্ত্রবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও দুঃখী বোধ করে, পরন্তু গৃহে আগমন করিয়া বাস্যাদি অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থ ও সুখী হয়, তদ্রূপ জীবও অবিদ্যাহেতু দ্বৈত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া স্বপ্নজাগরণাদি অবস্থাতে আপনাকে কর্ত্তা ও দুঃখী বোধ করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার কর্ত্তৃত্বাদিভাব অপগত হয়, এবং মুক্তি লাভ করে। জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বরূপগত নহে, তাহা অজ্ঞান-মূলক; সূত্রধর যেমন বাস্যাদি উপকরণ অপেক্ষায়ই কর্ত্তা হয়, পরন্তু স্বীয় শরীরে অকর্ত্তাই থাকে; তদ্রূপ আত্মাও ইন্দ্রিয়াদি করণের অপেক্ষায় কর্ত্তা হয়েন, স্বরূপতঃ তিনি অকর্ত্তা। এই সাদৃশ্যমাত্র প্রদর্শন করাই দৃষ্টান্তের মর্ম্ম। পরন্তু আত্মা সূত্রধরের ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট নহেন; সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াদি করণের গ্রহণ সূত্রধরের বাস্যাদি অস্ত্র গ্রহণের সদৃশ নহে, এই অংশে দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য নাই। আত্মার ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ থাকাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না; অতএব অবিদ্যাকৃত কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াই বিধিশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত। "কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, যাহাতে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা "অনুবাদ" মাত্র, ঐ সকল শ্রুতিবাক্য অবিদ্যাকৃত কর্ত্তৃত্বকেই অনুবাদ করিয়া আত্মার সম্বন্ধে প্রকাশ করে। বাস্তবিক তদ্দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব কখন প্রমাণিত হয় না।" ইত্যাদি।

এই সূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য পাঠে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য বলিয়া

বোধ হয় না। কপিলসূত্রে প্রথম অধ্যায়ে পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকা বিষয়ে যে বিচার দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত এই ভাষ্যোক্ত বিচারের কোন প্রকার প্রভেদ নাই। আত্মার কর্তৃত্বাদি থাকিলে, আত্মার মোক্ষ অসম্ভব হয়, এই তর্ক সমীচীন হইলে, ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বও তদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়, এবং এই কারণেই কপিলসূত্রে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং জীবকেও নিত্যনির্গুণস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; আত্মাকে নিত্য নির্গুণস্বভাব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া কপিলদেব জগৎকে গুণাত্মক ও আত্মা হইতে পৃথক্ অস্তিত্বশীল বলিয়া উপদেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—পরন্তু শাঙ্করিক ; মতে জগতের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব কিছুই অবধারিত হইতে পারে না বলা হইয়াছে। এইরূপ বাক্যকে সিদ্ধান্ত বলা যায় না, ইহাতে কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারে না ; পরন্তু ইহা দ্বারা সাধনাদি সমস্তই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বহু শ্রুতিপ্রমাণ এবং যুক্তিবলে ব্রহ্মের নিত্য মুক্তস্বভাব, এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা এই উভয়বিধত্ব একাধারে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব থাকা সত্বেও যে তিনি নিত্য মুক্তস্বভাব থাকেন, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; জীবও ব্রহ্মের অংশস্বরূপ ; সুতরাং তাঁহারও কর্তৃত্ব থাকা স্বীকার করিলে, তাঁহার মোক্ষাভাব কিরূপে অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। আমি এক্ষণে অল্পজ্ঞানী ; আলোচনা দ্বারা আমার জ্ঞান-শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা নিত্যই দেখিতেছি ; মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে, বর্ত্তমানে ব্রহ্ম আমার জ্ঞানের বহির্ভূত থাকিলেও, আমার সাধনবলে জ্ঞানের অন্তরায়সকল দূর হইলে, আমার ব্রহ্মদর্শন ও মোক্ষলাভ হইতে পারে, ইহাতে কি আপত্তি আছে ? শঙ্করাচার্য্য যে অবিদ্যার উল্লেখ করিয়া জীবের শ্রুত্যুক্ত কর্তৃত্ব অবিদ্যারোপিত বলিয়াছেন, তাহারও মর্ম্ম অবধারণ করা সুকঠিন। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অবিদ্যা

কি আত্মার স্বরূপগত শক্তি, অথবা ইহা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন? যদি বিভিন্ন হয়, তবে কপিলদেব তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ("বিজাতীয় দ্বৈতাপত্তিঃ") তদ্দ্বারা বিজাতীয় দ্বৈতত্ব স্বীকার করা হয়; তাহা অদ্বৈতশ্রুতিবিরুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্য্যের নিজের এবং বেদান্তদর্শনের অনভিমত। যদি অবিদ্যাকে অসদ্বস্তু বলা যায়, তবে অবস্তু দ্বারা আত্মার বন্ধযোগ ও কর্ম্মকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। যদি অবিদ্যা জীবেরই শক্তি-বিশেষ হয়, তবে কর্তৃত্ব জীবেরই লইল, জীবের কর্তৃত্ব নাই বলিয়া বিবাদ বাগাড়ম্বর মাত্র। জীবাত্মার স্বরূপসম্বন্ধে বিশেষ বিচার পরে করা হইবে। এই স্থলে এইমাত্রই বক্তব্য যে শাঙ্করব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহা অপর সকল ভাষ্যকারের অসম্মত। পরে আরও যে সকল সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও এই শাঙ্করব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত হয়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪০ সূত্র। পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—তজ্জীবস্য কর্তৃত্বং পরাদ্ধেতোঽস্তি। "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামি"-ত্যাদিশ্রুতেঃ।

অস্যার্থঃ—জীবের কর্তৃত্বাদি সমস্তই পরমাত্মার অধীন, শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন, যথা:—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং" "এষ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪১ সূত্র। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতি-ষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—বৈষম্যাদিদোষনিরাশার্থস্তু শব্দঃ। জীবকৃতকর্ম্মা-পেক্ষঃ পরোঽন্যস্মিন্নপি জন্মনি ধর্ম্মাদিকং কারয়তি বিহিতপ্রতি-ষিদ্ধাঽবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।

ব্যাখ্যা:—সূত্রোক্ত তু শব্দ ঈশ্বরকর্তৃত্বের বৈষম্যাদিদোষবিষয়ক

আপত্তি নিরাশার্থক। ঈশ্বরের প্রেরণা কিন্তু জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ কর্ম্মসাপেক্ষ; জীব ইহজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারে ঈশ্বর পরজন্মে তাহাকে ধর্ম্মাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন; কারণ শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের সার্থকতা আছে, তৎসমস্ত নিরর্থক নহে, তদ্দ্বারা জীবপ্রযত্নেরও সিদ্ধি হয়।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২ সূত্র। অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥

(অংশঃ,-নানাব্যপদেশাৎ, অন্যথা চ, অপি-দাশ+কিতব-আদিত্বম্-অধীয়তে-একে)। দাশঃ=কৈবর্ত্তঃ; কিতবঃ=দ্যূতসেবী, ধূর্ত্তঃ।

ভাষ্য।—অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনোজীবোঽংশঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি"-ত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ; "তত্ত্বমসী"-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্বণিকাঃ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা"-ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে।

অস্যার্থঃ—জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাব—ভেদাভেদভাব এক্ষণে সূত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন, :—জীব পরমাত্মার অংশ; কারণ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" (জ্ঞ এবং অজ্ঞ এই দুই—ঈশ্বর এবং জীব উভয়ই অজ—নিত্য) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ প্রদর্শন হইয়াছে। আবার জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। (এমন কি) অথর্ব্বশাখিগণ কৈবর্ত্ত, দাস এবং ধূর্ত্তগণকেও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদসম্বন্ধ।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের মূলমর্ম্ম এইরূপই হওয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যে নানাপ্রকার বিচারের পর সূত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ অবধারিত হইয়াছে, যথা :—"অতোভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ" (অতএব শ্রুতি বিচার দ্বারা (ব্রহ্মের সহিত জীবের) ভেদ ও অভেদ এই উভয় সিদ্ধান্ত হওয়ায়, জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়)।

ব্রহ্মের সহিত জীবের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ সুতরাং ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব স্থাপন করাই যদি এই সূত্রের অভিপ্রায় হয়, এবং ইহাই যদি বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত হয়, (এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যও এই স্থলে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন), তবে জীবের সম্যক্ বিভুত্ব এবং অকর্তৃত্ব ইত্যাদি যাহা শঙ্করাচার্য্য ইতি-পূর্ব্বে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কি প্রকারে সঙ্গতি হইতে পারে? যদি জীবের কোন কর্তৃত্ব না থাকে, এবং জীব বিভু-স্বভাব হয়েন, তবে তিনি কি লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত ভেদসম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন? এই স্থলে জীবের স্বরূপই নির্ণীত হইতেছে; সুতরাং এই সম্বন্ধ স্বরূপগত সম্বন্ধ, আকস্মিক নহে। যদি বল, জীবের বদ্ধাবস্থায় ভেদসম্বন্ধ, মুক্তাবস্থায় অভেদসম্বন্ধ, তাহা বেদব্যাস বলেন নাই, এবং এইরূপ অবস্থাভেদ করিবারও কোন উপায় নাই; কারণ জীব স্বভাবতঃ অকর্তা ও বিভুস্বভাব হইলে, তাঁহার কখনও বদ্ধাবস্থার সম্ভাবনাই হয় না। যদি এই দুই অবস্থা জীবের স্বরূপগত ভেদসূচক হয়, তবে বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত জীবকে মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত জীব হইতে বিভিন্ন জীব বলিতে হয়; বদ্ধজীবের মুক্তিলাভ হয়, এই কথার কোন অর্থই থাকে না; এবং বদ্ধাবস্থায় স্থিত জীবকে স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনশীল ও বিকারী, সুতরাং অনিত্য বলিতে হয়, ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, এবং ইহা শঙ্করাচার্য্যেরও অভিমত নহে। যদি এই অবস্থাভেদ জীবের স্বরূপগত ভেদসূচক না হয়, বদ্ধাবস্থাস্থিত জীব যদি নির্ম্মলই থাকেন এবং ঐ বিকারী অবস্থা তাঁহার স্বরূপগত নহে বলা যায়, তাহা জীবস্বরূপ হইতে ভিন্ন এইরূপ

মনে করা যায়, তবে ইহার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, এবং এইসূত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে; কিন্তু এই সূত্র যে নিরর্থক পারিভাষিক সূত্র নহে, পক্ষান্তরে ইহা যে বেদব্যাসের নিজ স্থির-সিদ্ধান্ত, তাহা তিনি ইহার পরবর্ত্তী সূত্রসকলে যে বিচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। অধিকন্তু এইরূপ নিরর্থক সূত্র করা বেদব্যাসের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৩ সূত্র। মন্ত্রবর্ণাৎ ॥

ভাষ্য।—"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানা"তি মন্ত্রবর্ণাজ্জীবোব্রহ্মাংশঃ॥

অস্যার্থঃ—এই অনন্তমস্তক পুরুষের একপাদ (অংশ) মাত্র এই বিশ্ব; এই শ্রুতিমন্ত্রের দ্বারা জীব যে পরমাত্মার অংশ, তাহা প্রতিপন্ন হয়। (এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যেও ঠিক এইরূপই উক্ত হইয়াছে। জীব যদি ব্রহ্মের অংশমাত্র হইলেন, তবে তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, সন্দেহ নাই; পরন্তু অংশ ও অংশীতে কিঞ্চিৎ ভেদও অবশ্য স্বীকার্য্য; যদি কিঞ্চিৎ ভেদও না থাকে, তবে অংশ কথার কোন সার্থকতা থাকে না, জীবকে পূর্ণব্রহ্মই বলিতে হয়। অতএব ব্রহ্মের সহিত জীবের যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাবস্থায় জীবের স্বরূপগত)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৪ সূত্র। অপি চ স্মর্য্যতে ॥

ভাষ্য।—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতে।

ব্যাখ্যা:—স্মৃতিও এইরূপই বলিয়াছেন; স্মৃতি, যথা;—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি। (শাঙ্করভাষ্যেও এই গীতাবাক্যই উদ্ধৃত হইয়াছে)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৫ সূত্র। প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥

ভাষ্য।—জীবস্য পরমপুরুষাংশত্বে অংশী সুখদুঃখং নানুভবতি। যথা প্রকাশাদিঃ স্বাংশগতগুণদোষবর্জ্জিতো ভবতি।

অস্যার্থঃ—জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, পরমাত্মা জীবকৃত কর্ম্মফলের ভোক্তা (সুখদুঃখাদির ভোক্তা) নহেন। যেমন সূর্য্যাদি প্রকাশকবস্তু, তদংশভূত কিরণের মলমূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তুর স্পর্শের দ্বারা, দুষ্ট হয় না, তদ্রূপ পরমাত্মাও জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা দুষ্ট হয়েন না।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৬ সূত্র। স্মরন্তি চ॥

ভাষ্য।—"তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যোনির্গুণঃ স্মৃতঃ। ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। কর্ম্মাত্মা ত্বপরোযোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে" ইত্যাদিনা স্মরন্তি চ॥

ব্যাখ্যাঃ—পরমাত্মা যে জীবের ন্যায় সুখদুঃখাদি ভোগ করেন না, তাহা ঋষিগণও শ্রুতিবাক্যানুসারে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যোনির্গুণঃ স্মৃতঃ।
"ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।
"কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে॥" ইত্যাদি

তৎপ্রবর্ত্তক শ্রুতি যথা—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচকাশীতি" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৭ সূত্র। অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ॥

(অনুজ্ঞাপরিহারৌ = বিধিনিষেধৌ, দেহসম্বন্ধাৎ; জ্যোতিঃ-আদি-বৎ)।

ভাষ্য।—"স্বর্গকামো যজেত", "শূদ্রো যজ্ঞে নাবকৢপ্তঃ" ইত্যাদ্যনুজ্ঞাপরিহারাবুপপদ্যেতে জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বেন সমত্বেঽপি

বিষমশরীরসম্বন্ধাৎ। যথা শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহ্রিয়তে, শ্মশানাদেস্তু নৈব। যথা বা শুচিপুরুষপাত্রাদিসংস্পৃষ্টং জলাদিকং গৃহ্যতে, নৈতরং তদ্বৎ।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্মাংশরূপতাহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত সমতা থাকিলেও, তাঁহার দেহসম্বন্ধহেতুই জীবসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধবাক্যের সামঞ্জস্য হয়। অগ্নি এক হইলেও যেমন শ্রোত্রিয়দিগের গৃহ হইতে অগ্নি গৃহীত হয়, শ্মশানাগ্নির পরিহার হয়, যেমন শুচি পুরুষের পাত্রস্থ জল গ্রহণীয় হয়, অপরের পাত্রস্থ জল হয় না, তদ্রূপ জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, দেহ-সম্বন্ধহেতু তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ের বিধি ও নিষেধ আছে।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৮শ সূত্র। অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ॥

(অসন্ততেঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সহ সম্বন্ধাভাবাৎ, অব্যতিকরঃ কর্ম্মণস্তৎ-ফলস্য বা বিপর্য্যয়ো ন ভবতি)।

ভাষ্য।—বিভোরংশত্বেঽপি গুণেন বিভুত্বেঽপি চাত্মনাং স্বরূপতোঽণুত্বেন সর্ব্বগতত্বাভাবাৎ কর্ম্মাদিব্যতিকরো নাস্তি।

অস্যার্থঃ—জীব বিভু পরমাত্মার অংশ, এবং জীবের গুণসকল অপরিসীম হইলেও, স্বয়ং স্বরূপতঃ অণুস্বভাব (পরিচ্ছিন্ন) হওয়াতে, তাঁহার সর্ব্বগতত্ব নাই ; অতএব কর্ম ও তৎফলের বিপর্য্যয় ঘটে না, অর্থাৎ একের কৃতকর্ম্ম ও তৎফল অপরকে আশ্রয় করে না। জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব—সর্ব্বব্যাপী হইলে, সকল জীবের কর্ম্মের সহিতই প্রত্যেক জীবের সমসম্বন্ধ হয় ; সুতরাং একের কর্ম ও অপরের তৎফলভোগ হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না, কোন বিশেষ কর্ম্মের সহিত কাহারও বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না ; কিন্তু এই সম্বন্ধ যে আছে, তাহা অনুভবসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসিদ্ধ ;—অতএব জীব বিভুস্বভাব—সর্ব্বগত নহেন।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রের ফলিতার্থ নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা,—

"ন হি কর্তুর্ভোক্তুশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধোঽস্তি। উপাধিতন্ত্রো হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসন্তানঃ। ততশ্চ কর্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি"।

অস্যার্থঃ—কর্ত্তা ও ভোক্তা যে আত্মা তাঁহার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই, জীব স্বীয় উপাধিগত দেহনিষ্ঠ, তাঁহার অপর দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই। উপাধিগত শরীরের সর্ব্বব্যাপিত্ব না হওয়াতে, তন্নিষ্ঠ জীবের ও সকলদেহের সহিত সম্বন্ধ হয় না; অতএব কর্ম্ম অথবা কর্ম্মফলের ব্যতিক্রম হয় না। যে জীব যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম তাহারই, এবং তৎফলভোগও তাহারই হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্রের দ্বারা জীবের স্বরূপগত বিভুত্ব (সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব) বেদব্যাস নিষেধ করিয়াছেন কি না? যদি স্বরূপগত বিভুত্ব থাকে, তবে সন্ততির (সমস্ত দেহের) সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই, এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? বিভুত্ব শব্দের অর্থ ইত সর্ব্বব্যাপিত্ব; যদি জীবাত্মা বিভুই হয়েন, তবে তাঁহার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ না থাকা কথার অর্থ কি? এবং শঙ্করাচার্য্য যে উক্ত ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন যে, জীব "উপাধিতন্ত্র, ইহারই বা অভিপ্রায় কি? উপাধিদেহ স্থূলই হউক অথবা সূক্ষ্মই হউক, তাহা পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাহার অপরাপর দেহের সহিত একত্ব নাই, পার্থক্য আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়; জীব যদি স্বরূপতঃ তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন না হয়েন, তবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধীভূত দেহের পরিচ্ছিন্নতা হেতু অপরাপর দেহের সহিত জীবের সম্বন্ধ কিরূপে নিবারিত হইতে পারে? আমার দেহের একাংশ কোন এক ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, তাহার অপরাংশ কি অপর বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট

হইতে পারে না? জীব যদি স্বরূপতঃ ব্যাপকবস্তুই হয়েন, তবে এক দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাঁহার কেবল সেই দেহতন্ত্রত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অথচ জীবকে "উপাধিতন্ত্র" বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, জীব বিভুস্বভাব নহেন। এবং জৈনমতানুসারে তাঁহার "দেহপরিমাণত্ব"ও বেদব্যাসের অভিমত না হওয়ায়, জীবের অণুপরিমাণত্বই বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত, এবং তাহাই তিনি এই পাদের ১৯ সূত্র হইতে ২৮ সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়; উক্ত সূত্রসকল পূর্ব্বপক্ষ-বোধক সূত্র বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৯শ সূত্র। আভাসা এব চ ॥

ভাষ্য।—পরেষাং কপিলাদীনাং ব্যতিকরপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বগতাত্মবাদাশ্চাভাসাএব।

অস্যার্থ:—কপিলোক্ত সাংখ্যশাস্ত্রে আত্মার বিভুত্ব উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের উক্তি গৃহীত হইলে, কর্ম্মের ও কর্ম্মফলভোগের ব্যতিক্রম হওয়ার প্রসক্তি হয়; অতএব আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদ (বিভুত্ববাদ) আভাসা অর্থাৎ অপসিদ্ধান্ত।

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের পাঠ অন্যপ্রকার; যথা:—

আভাস এব চ।

জীব পরমাত্মার আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্বরূপ, জীব জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্বসদৃশ; এক জলসূর্য্য কম্পিত হইলে যেমন অপর জলসূর্য্য কম্পিত হয় না, তদ্রূপ এক জীবকৃত কর্ম্মের সহিত অপর জীবের সম্বন্ধ হয় না।

জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব সূর্য্যের কিরণ অর্থাৎ অংশমাত্র; অতএব এই অর্থে সূত্রের এইরূপ পাঠও সমীচীন। কিন্তু "আভাসা" পাঠ না হইয়া

"আভাস" পাঠ হইলে, তৎপরে "এব" শব্দ না হইয়া "ইব" শব্দ থাকাই অধিক সঙ্গত হইত; কারণ প্রতিবিম্বের সদৃশ, এইরূপই সূত্রার্থ হইতে পারে; বাস্তবিকই প্রতিবিম্ব বলা সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে, ও হইতে পারে না। (পরন্তু শাঙ্করভাষ্যের এই পাঠ অপর ভাষ্যকারেরা গ্রহণ করেন নাই)।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫০শ সূত্র। অদৃষ্টানিয়মাৎ।

ভাষ্য।—সর্ব্বগতাত্মবাদেঽদৃষ্টমাশ্রিত্যাপি ব্যতিকরোদুর্বারো-ঽদৃষ্টাঽনিয়মাৎ।

অস্যার্থ:—আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়াও কর্ম্ম ও কর্ম্মভোগের ব্যতিক্রম নিবারিত হয় না; কারণ সকল আত্মাই সর্ব্বগত হইলে সকলই তুল্য, অদৃষ্ট কোন্ আত্মাকে অবলম্বন করিবে তাহার কোন নিয়ম থাকিতে পারে না।

শঙ্করাচার্য্যও সূত্রের ফলিতার্থ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু বহু আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া—পুরুষবহুত্ব অস্বীকার করিয়া, আত্মার একত্ববিবক্ষা দ্বারা তন্মতাবলম্বিগণ এই সূত্রোক্ত আপত্তি হইতে আপনাদের মতকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে জীবের ভেদসম্বন্ধ যাহা ৪২ সূত্রে "অংশোনানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি বাক্যে বেদব্যাস স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকার সঙ্গতি হয় না, এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধবাক্যসকলেরও সার্থকতা থাকে না, কর্ম্মব্যতিক্রমও বাস্তবিক নিবারিত হয় না।

২য় অঃ ৩য় পাদ ৫১শ সূত্র। অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্॥

ভাষ্য।—অহমিদং করিষ্যে, ইদং নেতি সঙ্কল্পাদিষ্বপ্যেবম-নিয়মঃ।

অস্যার্থ:—আমি এইরূপ করিব, এইরূপ করিব না, এবংবিধ অভিসন্ধি (সঙ্কল্পাদি) বিষয়েও আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে কোন নিয়ম থাকে না।

২য় অ: ৩য় পাদ ৫২শ সূত্র। প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥

ভাষ্য।—স্বশরীরস্থাত্মপ্রদেশাৎ সর্ব্বং সমঞ্জসমিতি চেন্ন, তত্র সর্ব্বেষামাত্মপ্রদেশানামন্তর্ভাবাৎ।

অস্যার্থঃ—যদি বল, যে তত্তৎশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সঙ্কল্পাদি হইতে পারে, সুতরাং তদ্দ্বারা অভিসন্ধির ও কর্ম্মের নিয়মের সঙ্গতি হইতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সকল আত্মাই সকল শরীরের অন্তর্ভূত, অতএব কোন বিশেষ আত্মাকে কোন বিশেষদেহে বিশেষরূপে অন্তর্ভূত বলিয়া বলা যাইতে পারে না। কারণ, সকল আত্মাই সমভাবে সর্ব্বগত। অতএব জীবাত্মার সর্ব্বগতত্ববাদ অপসিদ্ধান্ত।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ।

ওঁশ্রীগুরবে নমঃ॥

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

এই পাদে ব্রহ্মের সর্ব্বকর্তৃত্বপ্রতিপাদনার্থ ইন্দ্রিয়াদিরও তৎকর্তৃক সৃষ্টি প্রমাণিত হইবে।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১ সূত্র। তথা প্রাণাঃ॥

ভাষ্য।—করণোৎপত্তিশ্চিন্ত্যতে। খাদিবদিন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে।

ব্যাখ্যা:—এক্ষণে ইন্দ্রিয়াদিকরণের উৎপত্তি বলা হইতেছে:—আকাশাদি ভূতবর্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়সকলও ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট, তদ্বিষয়ক শ্রুতি, যথা:—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুর্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ২সূত্র। গৌণ্যসম্ভবাৎ॥

ভাষ্য।—"এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি সৃষ্টি-প্রকরণে করণোৎপত্ত্যশ্রবণাৎ করণোৎপত্তিশ্রুতির্গৌণীতি বাচ্যম্, উৎপত্তিশ্রুতের্ভূয়স্ত্বাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা-বিরোধাচ্চ গৌণ্যসম্ভবাৎ।

ব্যাখ্যা:—"এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিবাক্যে তৈত্তিরীয়

শ্রুত্যুক্ত সৃষ্টিপ্রকরণে ইন্দ্রিয়গ্রামের উৎপত্তি বর্ণিত না হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা গৌণার্থে বুঝা উচিত, এইরূপ সন্দেহ করা উচিত নহে; কারণ, শ্রুতি সমস্তপদার্থের উৎপত্তি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সেই শ্রুতি অপর কোন শ্রুতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। এবং একের বিজ্ঞানেই সকলের বিজ্ঞান হয় বলিয়া শ্রুতি যে প্রথম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সহিত আপত্তির লক্ষিত সিদ্ধান্তের কোন প্রকার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিবিষয়কবাক্যের গৌণার্থে প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩য় সূত্র। তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ ॥

ভাষ্য।—তস্মিন্ বাক্যে খাদিষু মুখ্যস্য ক্রিয়াপদস্যেন্দ্রিয়েষ্বপি শ্রুতেরিন্দ্রিয়োদ্ভবো মুখ্যঃ।

অস্যার্থঃ—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ" এই শ্রুতিতে "জায়তে" পদ প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, তৎপরে "খ (আকাশ) বায়ু, অগ্নি" ইত্যাদির পূর্ব্বে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং "খ (আকাশ) বায়ু" ইত্যাদিস্থলে "জায়তে" পদের মুখ্যার্থ গ্রহণ হেতু ইন্দ্রিয়াদিস্থলেও মুখ্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪সূত্র। তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥

ভাষ্য।—প্রাণাঃ খাদিবদুৎপদ্যন্তে বাক্প্রাণমনসাম্ "অন্নময়ং হি সৌম্য! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্" ইত্যনেন তেজোঽন্নপূর্ব্বকত্বাভিধানাৎ।

ব্যাখ্যা:—"অন্নময়ং হি সৌম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণ,-স্তেজোময়ী বাক্" (হে সৌম্য! মনঃ অন্নময়, প্রাণ আপময়, বাক্ তেজোময়)

ইত্যাদিবাক্যে মনঃ প্রাণ ও বাক্যের তেজঃ অপ্ ও অন্নময়ত্বের উল্লেখ হওয়াতে, এবং তেজঃ প্রভৃতির উৎপত্তি মুখ্যার্থে বলিয়া স্বীকার্য্য হওয়ায়, প্রাণের উৎপত্তিও আকাশাদির ন্যায় মুখ্যার্থেই উৎপত্তি বলিতে হইবে।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫সূত্র। সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ।

ভাষ্য।—তানি সপ্তৈকাদশবেতি সংশয়ে "প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি গতেস্তত্র সপ্তানামেব "ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন স্পৃশতে" ইতি বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণীতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

অন্বয়ার্থঃ—প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সপ্তসংখ্যক অথবা একাদশ সংখ্যক, এইরূপ সংশয়ে এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষে প্রাণ সপ্তসংখ্যক বলিয়া আপত্তি হইয়াছে। "প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিলে তৎপশ্চাৎ সকল প্রাণই দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়", শ্রুতি এইরূপ প্রাণের গতি উল্লেখ করিয়া, তৎপরে সপ্তবিধ প্রাণেরই দেহপরিত্যাগ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথাঃ—"সে তখন দেখে না, আঘ্রাণ করে না, রসাস্বাদ করে না, কথা বলে না, শ্রবণ করে না, মনন করে না এবং স্পর্শ করে না"; এইরূপে শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া সপ্তবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎক্রান্তি ব্যাখ্যা করাতে, প্রাণ সপ্তসংখ্যকই বলিতে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষ।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ৬সূত্র। হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতোনৈবম্॥

ভাষ্য।—সপ্তভ্যোঽতিরিক্তে "হস্তো বৈ গ্রহ"-ইত্যাদিনা নিশ্চিতে সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণীতি নৈবং মন্তব্যম্। "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশে"-তিশ্রুতেঃ একাদশেন্দ্রিয়াণীতি সিদ্ধান্তঃ।

ব্যাখ্যা:—শ্রুতিতে "হস্তো বৈ গ্রহঃ" ইত্যাদিবাক্যে হস্তও ইন্দ্রিয়-

মধ্যে গৃহীত হওয়ায়, এবং "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" (পুরুষে দশ প্রাণ ও আত্মা একাদশ) ইত্যাদিবাক্যে প্রাণ সপ্তসংখ্যার অধিক বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক, সপ্তসংখ্যক নহে।

২য় অ: ৪র্থ পাদ ৭ সূত্র। অণবশ্চ ॥

ভাষ্য।—"সর্ব্বে প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইত্যুৎক্রান্তিশ্রুতেঃ প্রাণা অণবঃ।

অন্বয়ার্থঃ—"সকল প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়" এই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তিবর্ণনহেতু, প্রাণসকলও অণুস্বভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

২য় অ: ৪র্থ পাদ ৮ সূত্র। শ্রেষ্ঠশ্চ ॥

ভাষ্য।—"শ্রেষ্ঠো মুখ্যঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি শ্রুতিপ্রোক্তঃ প্রাণো মহাভূতাদিবদুৎপদ্যতে। কুতঃ? "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইতি সমানশ্রুতেঃ।

অন্বয়ার্থঃ—"মুখ্য প্রাণ শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে মুখ্যপ্রাণের উল্লেখ হইয়াছে, সেই প্রাণও মহাভূতাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়; কারণ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সকলেরই সমান প্রকার উৎপত্তির উল্লেখ হইয়াছে

২য় অ: ৪র্থ পাদ ৯ সূত্র। ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—বায়ুমাত্রং করণং ক্রিয়া বা প্রাণো ন ভবতি, কিন্তু বায়ুরেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ ইত্যুচ্যতে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ু"রিতি পৃথগুপদেশাৎ।

অস্যার্থঃ—মুখ্যপ্রাণ বায়ু, অথবা ইন্দ্রিয়, অথবা ইন্দ্রিয়সকলের সামান্যবৃত্তি (একীভূত ব্যাপার) নহে, তাহা উক্ত ত্রয় হইতে ভিন্ন; ইহা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বায়ু নামক মহাভূত। কারণ শ্রুতি ইহার পার্থক্য উপদেশ করিয়াছেন; যথা,—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ", "প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থপাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ" ইত্যাদি।

অহংবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ বায়ুতন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়া স্থূলদেহে সমতা প্রাপ্ত হয়েন; ইহা মূলগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ব্রহ্মবিদ্যানামক প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব বায়বীয় মরুতাংশাশ্রিত অভিমানাত্মক বুদ্ধিই মুখ্যপ্রাণ শব্দের বাচ্য বলিয়া অনুমিত হয়। এই মীমাংসা দ্বারা "যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ, স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানব্যানউদানঃ সমানঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বিরোধও নিবারিত হয়। ভাষ্যকার শ্রীনিবাসাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন;—"ন বায়ুমাত্রং প্রাণঃ, ন চ ইন্দ্রিয়ব্যাপার-লক্ষণাসামান্যবৃত্তিঃ প্রাণপদার্থঃ," "কিন্তু মহাভূতবিশেষো বায়ুরেবাবস্থান্তর-মাপন্নঃ প্রাণঃ"। সাংখ্যদর্শনে যে "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" সূত্রে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই পঞ্চকে ইন্দ্রিয়সকলের সামান্যবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা মুখ্যপ্রাণবিষয়ক নহে। অতএব উভয় দর্শনের উপদেশে কোন বিরোধ নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু কপিল-সূত্রের কুব্যাখ্যা করিয়া যেরূপে বিরোধ মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক। (পরবর্ত্তী ১৮শ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা এই স্থলে দ্রষ্টব্য)।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১০ সূত্র। চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ॥

ভাষ্য।—শ্রেষ্ঠোঽপি প্রাণশ্চক্ষুরাদিবজ্জীবোপকরণবিশেষঃ। কুতঃ? প্রাণসম্বাদাদিষু চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রাণস্য শিষ্ট্যাদিভ্যঃ শাসনাদিভ্যঃ।

অন্বয়ার্থঃ—মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ হইলেও, চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায়, ঐ প্রাণও াবের উপকরণবিশেষ; কারণ, প্রাণসংবাদ প্রভৃতিতে চক্ষুরাদির সহিত ক শ্রেণীতে মুখ্যপ্রাণেরও উপদেশ হইয়াছে। শ্রুতি, যথা,—"য এবায়ং খ্যঃ প্রাণঃ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১১ সূত্র। অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি র্শয়তি ॥

ভাষ্য।—নন্বু প্রাণস্য জীবোপকরণত্বে তদনুরূপকার্য্যা-াবেনাকরণত্বাদ্দোষ ইতি ন, যতো দেহেন্দ্রিয়বিধারণং প্রাণা-াধারণং কার্য্যম্। "অহমেবৈতৎপঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতদ্বাণ-বষ্টভ্য বিধারয়ামী"-তি শ্রুতির্দ্দর্শয়তি।

ব্যাখ্যাঃ—পরন্তু ইন্দ্রিয়গণ একাদশসংখ্যকস্থানীয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত য়াছে; মুখ্যপ্রাণও করণ হইলে দ্বাদশ ইন্দ্রিয় হইয়া পড়ে, তাহারও পর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কিছু কার্য্য নির্দ্দিষ্টরূপে থাকা উচিত; কিন্তু মুখ্য-াণের এইরূপ কোন কার্য্য থাকা দৃষ্ট হয় না। এই আপত্তির উত্তরে ্রকার বলিতেছেন যে,—

চক্ষুঃ প্রভৃতি যেরূপ "করণ," মুখ্যপ্রাণ তদ্রূপ করণ নহে; ইহা সত্য, ং তদ্ধেতু ইহাকে সাধারণ করণগণের মধ্যে ভুক্ত করা হয় না; পরন্তু রূপ হইলেও মুখ্যপ্রাণকে পূর্ব্বসূত্রে "চক্ষুরাদিবৎ" বলাতে কোন দোষ না; কারণ মুখ্যপ্রাণেরও তদ্বৎ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, যথা, শ্রুতি লিয়াছেন;—"অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য ারয়ামি" ইত্যাদি (মুখ্যপ্রাণ বলিলেন আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত রিয়া তদ্বিশিষ্ট শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহাকে বিধারণ করিতেছি)। তএব ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট শরীরধারণই ইহার কার্য্য।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১২ সূত্র। পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥

ভাষ্য।—যথা বহুবৃত্তির্মনঃ স্ববৃত্তিভিঃ কামাদিভিঃ জীবস্যোপকরোতি, তথা অপানাদিবৃত্তিভিঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণোঽপি জীবোপকারকত্বেন ব্যপদিশ্যতে।

ব্যাখ্যা:—মনঃ যেমন বহুবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবের কার্য্যসাধন করে, তদ্রূপ প্রাণও প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবের কার্য্যসাধন করে, এইরূপ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৩ সূত্র। অণুশ্চ।

ভাষ্য।—উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ প্রাণোঽণুশ্চ।

অস্যার্থঃ—মুখ্যপ্রাণেরও উৎক্রান্তি-বিষয়ক শ্রুতি আছে, সুতরাং মুখ্যপ্রাণও অণুপ্রকৃতি, অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৪ সূত্র। জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ।

ভাষ্য।—বাগাদিকরণজাতমগ্ন্যাদিদেবতাপ্রেরিতং কার্য্যে প্রবর্ত্ততে "অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদি"-ত্যাদিশ্রুতেঃ।

ব্যাখ্যা:—বাগাদি করণসকল অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, শ্রুতি এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন, যথা,—"অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৫ সূত্র। প্রাণবতা শব্দাৎ ॥

(প্রাণবতা = জীবেন প্রাণানাং সম্বন্ধঃ, অতঃ জীবস্যৈব ভোক্তৃত্বম্; শব্দাৎ = শ্রুতেঃ)

ভাষ্য।—জীবেনৈবেন্দ্রিয়াণাং স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধঃ স ভোক্তা "অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণং চক্ষুঃ স পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরি"-ত্যাদিশব্দাৎ।

ব্যাখ্যা :—অগ্নি প্রভৃতি দেবতা বাগাদিইন্দ্রিয়ের প্রেরক হইলেও, ইন্দ্রিয়সকলের স্বস্বামিভাবসম্বন্ধ জীবেরই সহিত; তিনিই তাহাদের ভোগকর্ত্তা; কারণ, শ্রুতি তদ্রূপ বলিয়াছেন, যথাঃ—"অথ যত্রৈতদাকাশ-মনুবিষণং চক্ষুঃ পুরুষোদর্শনায় চক্ষুঃ" ইত্যাদি। (যেখানে সেই আকাশ (অবকাশ, ছিদ্র), তাহাতে প্রবিষ্ট যে চক্ষুঃ আছে, তাহা সেই চক্ষুর-ভিমানী পুরুষেরই রূপজ্ঞানার্থ) ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৬ সূত্র। তস্য নিত্যত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—উক্তলক্ষণস্য সম্বন্ধস্য জীবেনৈব নিত্যত্বান্ন ত্বধিষ্ঠাতৃদেবতাভিঃ ॥

অস্যার্থঃ—উক্ত সম্বন্ধ জীবের সহিতই নিত্য, কার্য্যে প্রবর্ত্তক (অধিষ্ঠাতৃ) দেবতাদিগের সহিত নহে; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইত্যাদি।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৭ সূত্র। ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥

[শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র—মুখ্যপ্রাণং বর্জ্জয়িত্বা, তে প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি, তদ্ব্যপ-দেশাৎ]।

ভাষ্য।—শ্রেষ্ঠপ্রাণভিন্নত্বেন তেষাং প্রাণানাং "এতস্মাজ্জা-য়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতি ব্যপদেশাৎ, তে প্রাণা ইন্দ্রিয়সংজ্ঞকানি তত্ত্বান্তরাণি, নতু শ্রেষ্ঠবৃত্তিবিশেষাঃ।

অস্যার্থঃ—মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্ন বলিয়া অপর সকলপ্রাণ "এত-স্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হওয়ায়, শেষোক্ত প্রাণসকল ইন্দ্রিয়শব্দ-বাচ্য বিভিন্নতত্ত্ব; ইহারা মুখ্য-প্রাণের বৃত্তিবিশেষ নহে।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৮ সূত্র। ভেদশ্রুতেৰ্বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥

ভাষ্য।—বাগাদিপ্রকরণমুপসংহৃত্য "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুরি"তি তেভ্যো বাগাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠস্য প্রাণস্য ভেদশ্রবণাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিস্থিতিহেতোঃ শ্রেষ্ঠাৎ প্রাণাদীন্দ্রিয়াণাং বিষয়গ্রাহকত্বেন বৈলক্ষণ্যাচ্চ তানি তত্ত্বান্তরাণি।

অস্যার্থঃ—মুখ্যপ্রাণ হইতে অপর প্রাণসকল বিভিন্ন; কারণ, শ্রুতি ইহার শ্রেষ্ঠতা ও বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন; এবং অপর প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকলের ধর্ম্ম বাহ্যরূপাদি বিষয়জ্ঞানোৎপাদন, মুখ্যপ্রাণের ধর্ম্ম দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধারণ; সুতরাং উভয়ের ধর্ম্মও বিভিন্ন; তন্নিমিত্তও ইহারা এক নহে। শ্রুতি, যথা, বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, দেবতা এবং অসুরগণ পরস্পরকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিয়া, দেবগণ ক্রমশঃ বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনকে উদ্গাতৃকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া অসুরদিগকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলে, অসুরগণ উক্ত বাগভিমানী প্রভৃতি দেবতাকে পাপযুক্ত করিলেন, সুতরাং তৎসাহায্যে দেবগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তৎপরে দেবগণ মুখ্যপ্রাণকে উদ্গাতৃকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, ("অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্তং ন উদ্গায়েতি"); তখন মুখ্যপ্রাণ তদ্রূপ করিতে অঙ্গীকার করিয়া, উদ্গাতৃকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। অসুরগণ বহু প্রয়াস করিয়াও তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিতে পারিলেন না; সুতরাং দেবতাদিগের জয় হইল। এতদ্দ্বারা মুখ্যপ্রাণের বাগাদি-ইন্দ্রিয় হইতে পার্থক্য স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং এই মুখ্যপ্রাণ-সম্বন্ধে শ্রুতি এই অধ্যায়েই পরে বলিয়াছেন যে, এই মুখ্যপ্রাণ "অঙ্গানাং হি রসঃ" (ইনি সকল অঙ্গের রস অর্থাৎ সার—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ধারক)।

এতদ্দ্বারা অপরাপর ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের কার্য্যবৈলক্ষণ্যও শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শ্রুতিবিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে, মুখ্যপ্রাণ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ও মনের অতীত পদার্থ; পরন্তু জীবে অহংবৃত্তিই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনঃ হইতে অতীত পদার্থ; অন্তঃকরণবৃত্তি বলিতে বুদ্ধিতত্ত্ব ও মনঃসমন্বিত অহংতত্ত্বকে বুঝায়; অতএব ইহারই মুখ্যপ্রাণাখ্যা, ইহা জীবদেহে সূক্ষ্ম নির্ম্মল মরুত্তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। অতএব সূক্ষ্ম মরুত্তত্ত্বসমন্বিত অহংবৃত্তিই মুখ্যপ্রাণশব্দের বাচ্য; ইহা মৃত্যুসময়ে জীবদেহ পরিত্যাগ করিলে, অপর ইন্দ্রিয়সকল জীবদেহ পরিত্যাগ করে; বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইত্যাদি বাক্যে ইহাই উপদেশ করিয়াছেন।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৯ সূত্র। **সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥**

[সংজ্ঞা নাম, মূর্ত্তিরাকৃতিঃ তয়োঃ কৢপ্তিঃ ব্যাকরণং সৃষ্টিরিতি যাবৎ; সা অপি ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্যৈব; তদুপদেশাৎ "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি ব্যাকরণস্য পরদেবতা কর্ত্তৃত্বোপদেশাৎ]।

ভাষ্য।—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী"-তি "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণী"-তি নামরূপব্যাকরণমপি ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরস্যৈব কর্ম্ম। য একৈকাং দেবতাং ত্রিরূপামকরোৎ স এব হি অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং নামরূপকর্ত্তা। কুতঃ? "সেয়ং দেবতে"-ত্যুপক্রম্য "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য

নামরূপে ব্যাকরবাণী"-তি ব্যাকরণস্য পরদেবতাকর্ত্তৃকত্বোপ-দেশাৎ ॥

ব্যাখ্যাঃ—নাম ও রূপ ভেদে সৃষ্টি সেই ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই, জীবের নহে; কারণ, শ্রুতি তাহা স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন, যথা:—"সেয়ং দেবতা" (সেই ব্রহ্ম) এই প্রকারে বাক্যারম্ভ করিয়া "অনেন জীবেনাত্মনা"ইত্যাদি বাক্যে তাঁহারই কর্ত্তৃক নামরূপের প্রকাশ হওয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ২০ সূত্র। মাংসাদিভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ॥

(মাংসাদিঃ ত্রিবৃৎকৃতায়াঃ ভূমেঃ কার্য্যমেব, তৎ যথাশব্দং শ্রুত্যুক্ত-প্রকারেণৈব নিষ্পদ্যতে; ইতরয়োরপ্‌তেজসোরপি কার্য্যং যথাশব্দং জ্ঞাতব্যম্ ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—তেষাং ত্রিবৃৎকৃতানাং তেজোঽবন্নানাং কার্য্যাণি শরীরে শব্দাদেবাবগন্তব্যানি "ভূমেঃ পুরীষং মাংসং মনশ্চেতি অপাং মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চে"-তি তেজসোঽস্থিমজ্জাবাক্" চেতি।

অন্বয়ার্থঃ—তেজঃ অপ্‌ ও পৃথিবীর ত্রিবৃৎকরণদ্বারা (বিমিশ্রণ দ্বারা) শরীর গঠিত, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা—"পৃথিবী হইতে পুরীষ, মাংস, মনঃ; অপ্‌ হইতে মূত্র, শোণিত ও প্রাণ"; এইরূপ তেজঃ হইতে অস্থি মজ্জা ও বাক্ উদ্ভূত হয়।

২য় অঃ ৪র্থ পাদ ২১ সূত্র। বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ॥

(বিশেষস্য অধিকভাগস্য ভাবো বৈশেষ্যং তস্মাৎ)

ভাষ্য।—তেষাং ভেদেন গ্রহণং তু ভাগভূয়স্ত্বাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—মহাভূতসকলের বিমিশ্রণের দ্বারাই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, জল ইত্যাদি সমস্ত বস্তু রচিত হইয়াছে; কিন্তু যে ভূতের ভাগ যে বস্তুতে

অধিক ; সেই ভূতের নাম অনুসারেই সেই বস্তুর নাম হয়, এবং সেই ভূত হইতে সেই বস্তুর উৎপত্তিও বলা যায়।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

উপসংহার।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্তের প্রতি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস খণ্ডন করিয়া, ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, তাহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন ; এবং জীব হইতে ব্রহ্মের বিভিন্নত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ; সৃষ্টি ও প্রলয় যে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং সৃষ্টি প্রারম্ভ হইলে পূর্ব্বসৃষ্টির জীবসকল পুনরায় প্রকাশিত হইয়া প্রলয়ের পূর্ব্বকালীন তাহাদিগের কৃত কর্ম্মানুসারে যে বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বাধীনে তৎফলসকল ভোগ করে, তাহাও শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকারণবাদ, বৈশেষিকোক্ত পরমাণুকারণবাদ, বৌদ্ধমতাবলম্বী-দিগের ক্ষণিকবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও সর্ব্বশূন্যবাদ, জৈনমতাবলম্বীদিগের জীবের দেহপরিণামবাদ, এবং সকলবস্তুর যুগপৎ অস্তিত্বনাস্তিত্বাদিবাদ, পাশুপতদিগের অভিমত ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্ববাদ, এবং শাক্ত-সম্প্রদায়োক্ত জগতের কেবল শক্তিকারণত্ববাদ, এতৎসমস্ত নানাবিধ যুক্তি-দ্বারা বেদব্যাস খণ্ডন করিয়াছেন, এবং এই সকল মতের অশ্রৌতত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তৃতীয়পাদে শ্রুতিপ্রমাণবলে আকাশাদি মহাভূতসকলের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি অবধারিত করিয়াছেন,

এবং জীবের অনাদিত্ব ও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ শ্রুতি ও যুক্তিবলে ব্যবস্থাপিত করিয়া, জীব যে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশমাত্র, ব্রহ্মের ন্যায় বিভুস্বভাব—সর্ব্বগত নহেন, পরন্তু অণুস্বভাব—পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু গুণবিষয়ে বিভু হইবার যোগ্য, তাহাও সংস্থাপিত করিয়াছেন। জীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধদ্বারা প্রথমাধ্যায়োক্ত ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্বসিদ্ধান্তেরও পুষ্টিসাধন ও সামঞ্জস্য ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। চতুর্থপাদে ইন্দ্রিয়াদির একাদশসংখ্যাকত্ব স্থাপন করিয়া, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির ব্রহ্মকারণত্ব শ্রুতিমূলে সংস্থাপিত করিয়াছেন, এবং অবশেষে পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণদ্বারা প্রকাশিত সমস্ত দেহাদির উৎপত্তি উপদেশ করিয়াছেন। (ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ এই তিনের দৃষ্টান্তমাত্র প্রদর্শিত হইয়া ইহাদিগের ত্রিবৃৎকরণদ্বারা জাগতিক সমস্ত দৃশ্যবস্তুর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; তদনুসারে ত্রিবৃৎকরণশব্দই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু উক্ত শ্রুতিতে ক্ষিতি অপ্ ও তেজের সহিত বায়ু এবং আকাশও ভুক্ত থাকা ভাবতঃ উপদিষ্ট আছে। প্রথমোক্ত তিন মহাভূতই সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়াতে, তাহারই সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিমিশ্রণের উপদেশ দ্বারা, পঞ্চমহাভূতের বিমিশ্রণেই যে প্রকাশিত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই জ্ঞাপন করা এই শ্রুতির অভিপ্রায়; সুতরাং ত্রিবৃৎকরণশব্দের অর্থ বাস্তবিকপক্ষে পঞ্চীকরণ; সুতরাং ব্রহ্মসূত্রেও এই অর্থেই ইহা বুঝিতে হইবে)। জগৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই এইরূপে অবধারিত হইল।

দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত উপদেশসকলের সার মর্ম্ম বর্ণিত হইল। এক্ষণে তৃতীয়াধ্যায় বর্ণিত হইবে।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব, জীবের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, জীব ও জগতের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ এবং ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব—সগুণত্ব-নির্গুণত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয়াধ্যায়ে জীবের সংসারগতি ও ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা যে সংসারবন্ধের মোচন ও মোক্ষলাভ হয়, তাহা বর্ণিত হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১ সূত্র। তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ; প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্॥

[তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহান্তরগ্রহণার্থং, রংহতি গচ্ছতি, সম্পরিষ্বক্তঃ দেহবীজভূতসূক্ষ্মভূতৈঃ পরিবেষ্টিতঃ সন্; তৎ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং নির্ণীয়তে]।

ভাষ্য।—সমন্বয়াবিরোধাভ্যাং সাধ্যে নিশ্চিতে; অথ সাধনানি নিরূপ্যন্তে। তত্রাদৌ বৈরাগ্যার্থং স্বর্গাদিগমনাগমনাদিদোষান্ দর্শয়তি। উক্তলক্ষণঃ প্রাণাদিমান্ জীবো হি সূক্ষ্মভূতসম্পরিষ্বক্তএব দেহং বিহায় দেহান্তরং গচ্ছতীতি "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী"-ত্যাদি প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং গম্যতে।

অস্যার্থঃ—স্বপক্ষের সমন্বয় এবং বিরুদ্ধপক্ষের খণ্ডন দ্বারা সাধ্যবস্তু

যে ব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সাধন নিরূপিত হইতেছে। তাহাতে প্রথমে বৈরাগ্যোৎপাদনের নিমিত্ত স্বর্গাদিগমনাগমন-রূপ দোষসকল সূত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন :—পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট জীব সূক্ষ্ম-ভূতসমন্বিত হইয়া দেহপরিত্যাগান্তে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়; ইহা শ্রুত্যুক্ত প্রশ্ন ও উত্তরদ্বারা অবধারিত হয়। (এই প্রশ্নোত্তর ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ড হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বর্ণনা উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে। প্রশ্ন, যথা :—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি", (তুমি কি জান, পঞ্চমসংখ্যক আহুতিতে হোম কৃত হইলে, ঐ আহুতিসাধন জল কিপ্রকারে পুরুষবাচক হয়—পুরুষাকারে পরিণত হয়?)। তৎপরে এই সংবাদে এই প্রশ্নের উত্তর সমাপন করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি" (এইরূপে পঞ্চমসংখ্যক আহুতিতে অপ্ পুরুষরূপে পরিণত হয়, ইত্যাদি)।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় উক্ত আছে যে, দ্বিজাতিগণের সায়ং ও প্রাতঃকালে যে অগ্নিহোত্রক্রিয়া করিবার বিধি আছে, তাহাতে পয়ঃ প্রভৃতি দ্বারা যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহার ফলে দেহান্তে জীব সূক্ষ্ম অপ্ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ধূমের সহিত অন্তরিক্ষে গমন করে; তাহারা ধূমাদিনামে প্রসিদ্ধ দক্ষিণপন্থা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃলোকে প্রবিষ্ট হয়, তথা হইতে ক্রমশঃ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া, তথায় পুণ্যফলসম্ভোগান্তে পুণ্যক্ষয়ে সূক্ষ্ম অপ্-রূপ দেহ আশ্রয় করিয়া পুনরায় আকাশে পতিত হয়; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র, অভ্র হইতে মেঘরূপ প্রাপ্ত হয়; তৎপরে জল হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, তৎপর ব্রীহি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া পুরুষকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, এবং ক্রমশঃ পুরুষের রেতরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং দশম মাসান্তে ভূমিষ্ঠ হয়। এই স্থলে যে

"জল" শব্দ বলা হইয়াছে, সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই "জল" শব্দ কেবল জলবাচী নহে, এই জলশব্দে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত বুঝায়; তবে জলের অংশ অধিক থাকাতে ঐ মিশ্রিত পদার্থকে জলনামেই আখ্যাত করা হইয়াছে; শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, জীব জলাংশপ্রধান সূক্ষ্ম ভূত-সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, ধূমমার্গে উড্ডীন হইয়া চন্দ্রলোকাভিমুখে দক্ষিণদিকে গমন করে। পরন্তু ঐ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাহারা জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক তাঁহারা স্বীয় অন্তঃকরণনিহিত শ্রদ্ধাকে পঞ্চমাহুতিতে আহবনীয় অপ্‌স্বরূপে ধ্যান করেন এবং দ্যুলোকাদি লোকসকলকে যজ্ঞীয় অগ্নিরূপে ধ্যান করেন; এইরূপ পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীকে প্রথম চারি আহুতিতে তর্পণীয় অগ্নিস্বরূপে, এবং সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতকে আহবনীয় দ্রব্যরূপে ধ্যান করেন; অগ্নিহোত্রের যজ্ঞাগ্নি-সম্বন্ধীয় সমিধ্, ধূম, অর্চ্চি, অঙ্গার ও বিস্ফুলিঙ্গকে বিরাটপুরুষের অঙ্গীভূত আদিত্যাদিরূপে ধ্যান করেন। যাহারা এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন, তাঁহারা দেহান্তে অর্চ্চিরাদি উত্তরমার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, এবং যাহারা অরণ্যে গমন করিয়া অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা অবলম্বন করেন, তাঁহারাও এই অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-নামে প্রসিদ্ধ। এই বিদ্যা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে।)

৩য় অঃ ১ম পাদ ২ সূত্র। ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ॥

[ত্র্যাত্মকত্বাৎ, অপাং ত্রিবৃত্ত্বাৎ পৃথিব্যাদীনামপি গ্রহণম্; ভূয়স্ত্বাৎ বাহুল্যাদেব অপ্‌গ্রহণং বোধ্যম্।]

ভাষ্য।—ত্রিবৃৎকরণশ্রুত্যাঽপাং ত্র্যাত্মকত্বাদিতরয়োরপি গ্রহণং, কেবলাপ্‌গ্রহণং তু তদ্ভূয়স্ত্বাদুপপদ্যতে।

অন্তার্থঃ—"ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" (প্রত্যেককে ভূত-

সমস্তের ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে) ইত্যাদি ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যে শ্রুতি জলকে ত্রিবৃৎকৃত বস্তু বলিয়া বর্ণনা করাতে, উক্ত স্থলে "অপের সহিত জীব গমন করেন" এই বাক্যে অপ্ অপর ভূতের সহিত মিলিত বস্তু হওয়ায়, অপর সূক্ষ্ম ভূতসকলও জীবের অনুগামী হয় বুঝিতে হইবে। কেবল অপ্ শব্দ গৃহীত হওয়ার অভিপ্রায় এই যে, সূক্ষ্মদেহে অপেরই বাহুল্য থাকে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৩য় সূত্র। প্রাণগতেশ্চ ॥

ভাষ্য।—"তমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি প্রাণগতিশ্রবণাচ্চ ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত এব গচ্ছতি।

অস্যার্থঃ—"জীব উৎক্রান্ত হইলে তৎসহ ইন্দ্রিয়সকলও উৎক্রান্ত হয়" এই বৃহদারণ্যকীয় শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়েরও জীবের সহিত গতি উপদিষ্ট হওয়াতে (ইন্দ্রিয় ভূতাবলম্বন ভিন্ন থাকে না, এই কারণে) ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত হইয়া জীব মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৪ সূত্র। অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্" ইত্যাদিনা বাগাদীনামগ্ন্যাদিষু গতের্যস্য শ্রবণান্ন তেষাং জীবেন সহ গমনমিতি চেন্ন, অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ "ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা" ইতি সহপাঠেন ভাক্তত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—"মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিদেবতাতে, প্রাণ বায়ুদেবতাতে, চক্ষুঃ আদিত্যদেবতাতে লয়প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় (৩য় অঃ ২য় ব্রাহ্মণোক্ত) শ্রুতিবাক্যে মৃতব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্ন্যাদিদেবতাতে লয়ের উল্লেখ আছে; অতএব জীবের সহিত ইহাদিগের গমন বলা যাইতে

পারে না। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ উক্ত অগ্ন্যাদিপ্রাপ্তি-বোধক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপও উক্তি আছে, যে "লোমসকল ওষধ্যাদিকে প্রাপ্ত হয়, কেশসকল বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। এতৎ সমস্ত একসঙ্গে উক্ত হওয়াতে জানা যায় যে, বাগাদির অগ্ন্যাদি-দেবতাপ্রাপ্তিবাচক শব্দসকল মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নাই, গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৫ সূত্র। প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—প্রথমে হ্যগ্নাবপামশ্রবণাৎ কথং পঞ্চম্যামাহুতৌ তাসাং পুরুষভাব ইতিচেন্ন, যতঃ শ্রদ্ধাশব্দেন তা এবোচ্যন্তে, উপক্রমাদ্যনুপপত্তেঃ।

অস্যার্থঃ—"তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" (এই অগ্নিতে দেবতাসকল শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন) এই ছান্দোগ্যোক্ত বাক্যে পঞ্চমাহুতিতে "শ্রদ্ধার" হবনীয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, অপের নহে; অতএব পঞ্চম আহুতিতে অপের পুরুষাকারে পরিণতি হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য অপ্‌ই শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ; এই অর্থ গ্রহণ করিলে আদ্যোপান্ত গ্রন্থের সামঞ্জস্য হয়; নতুবা হয় না। "শ্রদ্ধা বা আপঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে শ্রদ্ধা-শব্দের অপ্‌ অর্থ থাকা প্রসিদ্ধও আছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৬ সূত্র। অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥

ভাষ্য।—ভূতসম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতীতি ন বক্তুং শক্যমবাদিবজ্জীবস্যাশ্রবণাদিতি চেন্ন, "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে

তে ধূমমভিসম্ভবন্তী”-ত্যাদিনেষ্টাদিকারিণাং ধূমমার্গেণ চন্দ্রলোক-প্রাপ্তিনিরূপ্যতে এব সোমশব্দেন শ্রুত্যা নিরূপ্যন্তে “এষ সোমো রাজা সম্ভবতী”তি, অত্রাপি সোমো রাজা সম্ভবতীত্যনেনপ্রতীতেঃ।

অস্যার্থঃ—জীব সূক্ষ্মভূতপরিবৃত হইয়া দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে না ; কারণ, অপ্ প্রভৃতির ন্যায় জীবের গমনের উল্লেখ নাই, এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; কারণ “ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম করিয়া যাহারা তদুপাসনা করে, তাহারা ধূমমার্গ প্রাপ্ত হয়” (ছান্দোগ্য ৫ম প্রঃ ১০ম খণ্ড) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মকারী জীবের ধূমমার্গে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি অবধারিত হইয়াছে, “সোমরাজ” শব্দের দ্বারা চন্দ্রলোকেই যে গমন করে, তাহা শ্রুতি নিরূপণ করিয়াছেন, যথা উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন :—“এষ সোমো রাজা সম্ভবতি” ইত্যাদি। অতএব জীবের সহিতই ভূতসূক্ষ্মসকল গমন করে। (যজ্ঞাদি উপলক্ষে দানকে “ইষ্ট” কর্ম্ম বলে ; বাপী কূপাদিপ্রতিষ্ঠাকে “পূর্ত্ত” কর্ম্ম বলে, অগ্নিহোত্র উপাসনাও ইষ্ট কর্ম্ম ; সুতরাং ইষ্টকর্ম্মকারী জীবের চন্দ্রলোক-প্রাপ্তির উপদেশ হওয়াতে, জীবই ভূতসূক্ষ্মপরিবৃত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়)।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৭ সূত্র। ভাক্তং বা হনাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য।—কেবলকর্ম্মিণামনাত্মবিত্ত্বাদ্দেবান্ প্রতি গুণভাবে সতি “তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইতি ইষ্টাদিকারিণামন্নত্বেন ভক্ষত্বং ভাক্তং। “পশুরেব স দেবানাম্” ইতিশ্রুতেঃ।

অস্যার্থঃ—যাহারা কেবল কর্ম্মমার্গাবলম্বী, তাহারা অনাত্মবিৎ হওয়াতে, তাহারা দেবতাদিগের সম্বন্ধে আনন্দবর্দ্ধক (ভোগোপকরণবৎ) হয়েন ;

অর্থাৎ তাঁহারা দেবলোকে গমন করিয়া দেবতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন। অতএব উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে "মৃতব্যক্তি দেবতাদিগের অন্ন হয়, তাহাকে দেবতারা ভক্ষণ করেন" ইত্যাদি বাক্যে ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর যে ভক্ষণীয়ত্ব উল্লেখ আছে, তাহা বস্তুতঃ আহার্য্য অর্থের বাচক নহে, ইহা কেবল দেবলোকের সংখ্যাবৃদ্ধিদ্বারা পুষ্টিসাধনবোধক; ইঁহারা দেবতার প্রীতি উৎপাদন করেন, এইমাত্র অর্থ; কারণ শ্রুতিই "তিনি দেবতাদিগের পশুস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৮ সূত্র। কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবং চ ॥

[কৃত-অত্যয়ে (আমুষ্মিকফলপ্রদকর্ম্মক্ষয়ে সতি), অনুশয়বান্ (ঐহিকফলপ্রদকর্ম্মবান্ পুরুষঃ), যথা এতং (যথাগতং, যেন মার্গেণ গতবান্) অনেবং চ (তদ্বিপর্য্যয়েণ তেনৈব মার্গেণ প্রত্যবরোহতি)। দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং (শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং এতজ্ জ্ঞায়তে) ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—আমুষ্মিকফলপ্রদকর্ম্মক্ষয়ে সতি ঐহিকফলপ্রদকর্ম্ম-বান্ যথা গতমনেবং চ প্রত্যবরোহতি, "তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্নি"-ত্যাদিশ্রুতেঃ। "বর্ণাঃ আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টজাতিকুলরূপায়ুঃ শ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতি-পদ্যন্তে" ইতি স্মৃতেশ্চ ॥

অস্যার্থঃ—জীবের চন্দ্রলোকাদিপ্রাপ্তিরূপ ফলপ্রদ কৃতকর্ম্মসকল ভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, ঐহিক-ফলপ্রদ কর্ম্মসকল-বিশিষ্ট হইয়া, যে পথে মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকাদিতে গমন করিয়াছিলেন, জীব সেই পথেই পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়দ্বারা

অবধারিত হইয়াছে, শ্রুতি যথাঃ—"তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ (ছান্দোগ্য ৫ম প্রঃ ১০ম খণ্ড) (যাঁহারা ইহলোকে পুণ্যকর্ম্মকারী (রমণীয় "চরণ" সম্পন্ন), তাঁহারা (চন্দ্রলোক ভোগ করিয়া) অবশিষ্ট কর্ম্মদ্বারা ক্রূরতাদিবর্জ্জিত রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হন ইত্যাদি)। স্মৃতি যথাঃ—"বর্ণাঃ আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয়..." ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমী সকল স্বীয় স্বীয় আশ্রমোচিত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সেই সকল কর্ম্মের ফল চন্দ্রলোকাদিতে ভোগ করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের বলে বিশিষ্ট জাতি কুল আয়ু প্রাপ্ত হইয়া এবং সদাচার শ্রীসম্পন্ন ও মেধাবী হইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করেন।

যেসকল কর্ম্ম ইহজন্মে লোকের দ্বারা কৃত হয়, তাহা দ্বিবিধি :—কোন কর্ম্ম এইরূপ যে, তাহার ফল ইহলোকে ভোগ হইতে পারে না, অতি শুভকর্ম্ম হইলে তাহার ফল স্বর্গে ভোগ হয়, অতি অশুভ কর্ম্ম হইলে তৎফলস্বরূপ দুঃখ নরকে ভোগ হয়। আবার কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহার ফলে ইহলোকে তদনুরূপ ভোগোপযোগী দেহ প্রাপ্তি হয়, ইহারাই "অনুশয়" নামে উক্ত হইয়াছে; "অনুশয়" শব্দে পরলোকে ভোগান্তে অবশিষ্ট যে ইহলোকে ভোগোৎপাদক কর্ম্ম থাকে, তাহাকে বুঝায়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ৯ সূত্র। **চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণা-জিনিঃ ॥**

ভাষ্য।—ননু "রমণীয়চরণা" ইত্যত্র চরণমাচারস্তস্মাদেবেষ্ট-সিদ্ধৌ ন সানুশয়স্যাবরোহঃ সম্ভবতীতি চেন্ন, যতশ্চরণশ্রুতিঃ কর্ম্মোপলক্ষণার্থা, ইতি কার্ষ্ণাজিনির্মন্যতে।

অস্যার্থঃ—পরন্তু পূর্ব্বোক্ত "রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্" "কপূয়চরণা কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্" (যাহাদের রমণীয় "চরণ" তাঁহারা

রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহাদের কুৎসিত "চরণ" তাহারা কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে "রমণীয়চরণ" শব্দ আছে, সেই "চরণ" শব্দের অর্থ আচরণ; এই অর্থ করিলেই যখন বাক্যার্থ হয়, (অর্থাৎ উত্তম আচরণসম্পন্ন পুরুষ উত্তম জন্মলাভ করেন, এইরূপ অর্থ করিলেই যখন বাক্যের ভাব প্রকাশিত হয়), তখন ঐ "চরণ" শব্দের অনুশয়-কর্ম্ম অর্থ করিয়া, অনুশয়ের (অর্থাৎ ভুক্তফল কর্ম্মের অতিরিক্ত কর্ম্মের) সহিত জীব আগমন করে, এইরূপ বলা নিষ্প্রয়োজন; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, "চরণ" শ্রুতিতে লক্ষণা দ্বারা উক্ত অনুশয়ই উপলক্ষিত হইয়াছে, এই কথা কৃষ্ণাজিনি মুনি বলেন।

৩য় অ: ১ম পাদ ১০ সূত্র। আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥

ভাষ্য।—নমু তথাত্বে চরণস্যানর্থক্যং স্যাদিতি চেন্ন কর্ম্মণাং চরণাপেক্ষত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—পরন্তু এইরূপ বলিলে, আচরণের নিষ্ফলতা হয়, এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ, কর্ম্ম সদসদাচারের অপেক্ষা করে, আচারী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ বৈদিক যাগাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য তাহার প্রমাণ।

৩য় অ: ১ম পাদ ১১ সূত্র। সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥

ভাষ্যঃ—সুকৃত দুষ্কৃতে কর্ম্মণী চরণশব্দেনোচ্যেতে ইতি বাদরিঃ।

ব্যাখ্যা:—বাদরি বলেন যে, উক্ত শ্রুতিতে "চরণ" শব্দ সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি উভয় বোধক। তাহা স্বর্গোৎপাদক না হইলে, ইহলোকে ফল-প্রদানের নিমিত্ত জীবের অনুবর্ত্তী হয়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১২ সূত্র। অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্॥

ভাষ্য।—অনিষ্টাদিকারিগতিশ্চিন্ত্যতে। তত্র তাবৎ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ; নিষিদ্ধসক্তানাং বিহিতবিরক্তানাং দুষ্টানামপি "যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসং, তে সর্ব্বে গচ্ছন্তী"-তি গমনং শ্রুতম্।

অস্যার্থঃ—এক্ষণে অনিষ্টকর্ম্মকারী পুরুষের গতি অবধারিত হইতেছে। প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, অনিষ্টকর্ম্মকারী পুরুষও তবে চন্দ্রলোকে যায় বলিতে হয়; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যে কেহ এই লোক হইতে যায়. সে ই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৩ সূত্র। সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ।

[সংযমনে যমালয়ে, অনুভূয় যাতনা অনুভূয়, ইতরেষাং অনিষ্টকারিণাং আরোহ-অবরোহৌ; তদ্গতিদর্শনাৎ যমলোকগমনং শ্রুতত্বাৎ]।

ভাষ্য।—যমালয়ে দুঃখমনুভূয়ানিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলারোহাবরোহৌ, "পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতেমে. বৈবস্বতং সংযমনং জনানামি"-ত্যাদিষু যমালয়গমনদর্শনাৎ।

অস্যার্থঃ—(তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে) অনিষ্টকর্ম্মকারিগণ প্রথমে যমালয়ে যাতনা অনুভব করে, পরে তাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ হয়; কারণ শ্রুতি তাহাদিগের যমলোকে গতি প্রমাণিত করিয়াছেন, যথা:—"এই সকল লোক যমের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার সংযমননামক পুরীতে গমন করে" ইত্যাদি। (ইহাও পূর্ব্বপক্ষ)।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৪ সূত্র। স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য।—পরাশরাদয়ঃ যমবশ্যত্বং স্মরন্তি ॥

অস্যার্থঃ—পরাশরাদি স্মৃতিকারেরাও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা :—
'সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৫ সূত্র। অপি সপ্ত ॥

ভাষ্য।—রৌরবাদীন্ সপ্তনরকানপি স্মরন্তি ॥

অস্যার্থঃ—রৌরবাদি সপ্তবিধ নরকপুরী আছে বলিয়া স্মৃতি উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা অনিষ্টকারী পাপীদের জন্য উক্ত হইয়াছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৬ সূত্র। তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥

[তত্রাপি তেষু নরকেষু অপি তস্য যমস্য ব্যাপারাৎ কর্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ অবিরোধঃ]।

ভাষ্য।—রৌরবাদিষ্বপি চিত্রগুপ্তাদীনামধিষ্ঠাতৃণাং যমায়ত্ততয়া যমস্যৈব ব্যাপারাৎতত্রাঽন্যেঽপ্যধিষ্ঠাতার ইতি নাস্তি বিরোধঃ ॥

অস্যার্থঃ—রৌরবাদিতে চিত্রগুপ্ত প্রভৃতির অধিকার থাকা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত নরকের উপর যমের কর্তৃত্ব আছে; সুতরাং যমপুরীগমনবিষয়ক বাক্যের সহিত কোন বিরোধ নাই। অন্য অধিষ্ঠাতৃগণ যমের অধীন।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৭ সূত্র। বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥

[বিদ্যাকর্ম্মণোঃ যথাক্রমং দেবযানপিতৃযানপথোঃ প্রাপ্তিত্বং "অথৈতয়োঃ পথোঃ" ইত্যাদিবাক্যে উক্তং, তয়োরেব প্রকৃতত্বাৎ উক্তত্বাৎ]।

ভাষ্য।—অথ রাদ্ধান্তঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ তানীমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাঽসৌ লোকো ন

সম্পূর্য্যতে” ইত্যনিষ্টাদিকারিণামনবরোহং দর্শয়তি। পথোরিতি চ বিদ্যাকর্ম্মণোর্নির্দ্দেশস্তয়োঃ প্রকৃতত্বাৎ। “তদ্য ইত্থং বিদুরি”-তি দেবযানঃ পন্থা “ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমি”-তি পিতৃযানস্তয়োরন্যতরেণাপি যে ন গচ্ছন্তি তানীমানি তৃতীয়স্থানভাঞ্জি ভূতানীতি পাপিনাং চন্দ্রগতির্নাস্তীতি বাক্যার্থঃ।

অস্যার্থঃ—এক্ষণে সূত্রকার এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন:—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকথন উপলক্ষে এইরূপ বাক্য আছে, যথা:—“আর এই দুইটি পথে (দেবযান ও পিতৃযান পথে) যাহারা যাইবার অযোগ্য, তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করিয়া, ক্ষুদ্র মশকাদি-যোনি প্রাপ্ত হয়, জন্মিয়া শীঘ্র মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়; এইটি তৃতীয়স্থান, (অর্থাৎ চন্দ্রলোক ও পিতৃলোক হইতে ভিন্ন, তৃতীয় স্থান)। ইহারা চন্দ্রলোকে যাইতে পারে না, এই নিমিত্ত চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয় না”; এতদ্দ্বারা অনিষ্টকারী ব্যক্তিগণের যে চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে অবরোহণ হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত বাক্যে যে দুইটি পথ প্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্য দেবযান পথ ও ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্য পিতৃযান পথ; কারণ, বিদ্যা এবং কর্ম্মের বিষয়ই উক্ত প্রকরণে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। “যাঁহারা ইহা অবগত আছেন” এই বাক্যে জ্ঞানীদিগের পক্ষে দেবযান পথ, এবং “যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তদানকারী” বাক্যে যজ্ঞাদি বিহিতকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে পিতৃযান পথ উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহারা এই দুই পথে যাইবার অযোগ্য, তাহারাই তৃতীয়স্থানভাগী পাপী জীব, তাহাদের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি নাই, ইহাই শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৮ সূত্র। ন তৃতীয়ে, তথোপলব্ধেঃ॥

ভাষ্য।—তৃতীয়ে স্থানেঽনিষ্টাদিকারিদেহারম্ভার্থমপি পঞ্চ-

মাহুত্যপেক্ষা নাস্তি শ্রদ্ধাদিক্রমপ্রাপ্তাং পঞ্চমাহুতিং বিনাঽপি "জায়স্বে"তি দেহারম্ভোপলব্ধেঃ ॥

ব্যাখ্যা :—এই তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিতে পঞ্চাহুতির আবশ্যক নাই; ক্রম-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা প্রভৃতি আহুতি বিনাও দেহের উৎপত্তি হওয়া বিষয়ে উক্ত প্রকরণে যে "জায়স্ব" ইত্যাদি বাক্য আছে তদ্দ্বারা এইরূপই উপলব্ধি হয়।

৩য় অঃ ১ম পাদ ১৯ সূত্র। স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥

ভাষ্য।—"যজ্ঞে দ্রোণবিনাশায় পাবকাদিতি নঃ শ্রুতমি"-ত্যাদিনা ইষ্টাদিকারিণামপি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং পঞ্চমাহুতিং বিনৈব দেহোৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে।

অস্যার্থ :—লোকেও এইরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধি আছে, যথা "দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত, যজ্ঞাগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি" ইহা দ্বারা ইষ্টকর্ম্মকারী ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিরও যোষিৎ-বিষয়ক আহুতি এবং পুরুষবিষয়ক আহুতি বিনা দেহোৎপত্তিশ্রবণ আছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২০ সূত্র। দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—চতুর্ব্বিধেষু ভূতেষু স্বেদজোদ্ভিজয়োঃ স্ত্রীপুরুষসঙ্গ-মন্তরেণোৎপত্তিদর্শনাচ্চ ন পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা।

অস্যার্থ :—স্ত্রীপুরুষের সঙ্গ বিনাও চারিপ্রকার জীবের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুই প্রকার জীবের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়; অতএব তত্তদ্দেহ-লাভের নিমিত্ত পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২১ সূত্র। তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥

(সংশোকজস্য = স্বেদজস্য, অবরোধঃ সংগ্রহঃ)

ভাষ্য।—"অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজম্" ইত্যত্রতু তৃতীয়শব্দেন স্বেদজস্য সংগ্রহঃ অতো ন চাতুর্ব্বিধ্যহানিঃ।

অস্যার্থঃ—"অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ" জীবভেদবর্ণনাসূচক এই বাক্যে উদ্ভিদ্ এই তৃতীয়োক্ত শব্দের অন্তর্ভুক্ত স্বেদজ বুঝিতে হইবে; অতএব জীব চতুর্ব্বিধ।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২২ সূত্র। তৎ স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ॥

ভাষ্য।—অবরোহপ্রকারশ্চিন্ত্যতে। "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্ততে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতী"-ত্যত্র দেবাদিভাববদাকাশাদিভাবঃ? উত সাদৃশ্যপ্রাপ্তিমাত্রম্? ইতি সন্দেহে আকাশাদিভাব ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে, তৎসাদৃশ্যাপত্তিরিতি। কুতঃ? সাদৃশ্যপ্রাপ্তেরেবোপপন্নত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—এক্ষণে চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রণালীসম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন "এই পন্থা অনুসরণ করিয়াই জীব পুনরায় সংসারে প্রত্যাগত হয়; যথা—জীব প্রথমতঃ আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূমাকার প্রাপ্ত হয়, ধূমাকার প্রাপ্ত হইয়া অভ্রাকার প্রাপ্ত হয়, অভ্রাকার প্রাপ্ত হইয়া মেঘরূপ প্রাপ্ত হয়, মেঘ হইয়া জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়।" এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, চন্দ্রলোকে জীব যেমন দেবভাব প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বোক্ত আকাশাদিভাব-প্রাপ্তিও কি তদ্রূপ? অথবা তৎসাদৃশ্যমাত্রের প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে? প্রথমে এইরূপই সন্দেহ হইতে পারে যে, আকাশাদিভাবেরই প্রাপ্তি হয়; তাহাতে সূত্রকার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, আকাশাদির সাদৃশ্যমাত্র প্রাপ্তি হয়, কারণ, সাদৃশ্যপ্রাপ্তিই উক্ত বাক্যের দ্বারা উপপন্ন হয়। জীব আকাশত্ব প্রাপ্ত হইলে,

বায়ু প্রভৃতি ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না; কারণ আকাশ বিভুস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৩ সূত্র। নাতিচিরেণ, বিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—জীবোঽল্পেন কালেনাকাশাদিবর্ষান্তসাম্যং বিজহাতি পৃথিবীং প্রবিশ্য ব্রীহ্যাদিভাবমাপদ্যতে। অতো খলু দুর্নিষ্প্রপততরমিতি বিশেষবচনাৎ। ব্রীহ্যাদিভাবাদ্দুঃখতরনিঃসরণবাক্যং পূর্ব্বত্রাচিরকালিকমবস্থানং দ্যোতয়তি ॥

ব্যাখ্যা:—পরন্তু অল্পকালমধ্যেই জীব যথাক্রমে আকাশ-বায়ু-ধূম-অভ্র-বর্ষণ এই সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া, পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্রীহি প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হয়। কারণ, তৎপরে জীব যে ব্রীহি প্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা বিলম্বে অতিবাহিত হওয়ার উপদেশ শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—"অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" (ইহা হইতে দুঃখে নিষ্কৃতি পায়)। পরবর্ত্তী ব্রীহি প্রভৃতি অবস্থাসম্বন্ধে এইরূপ অধিক বিলম্বে নিষ্কৃতি লাভ করিবার বিষয় বিশেষরূপে উক্তি থাকায়, আকাশাদি অবস্থা শীঘ্র অতিবাহিত হয় বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৪ সূত্র। অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥

[অন্যাধিষ্ঠিতে, জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদি-শরীরে, তেষাং সংশ্লেষমাত্রমেব, কুতঃ? পূর্ব্ববদভিলাপাৎ আকাশাদিবৎ সাদৃশ্যমাত্রকথনাৎ ইত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—"তে ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাসা ইতি জায়ন্তে" তত্রান্যক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদৌ জায়ন্তে সংসর্গমাত্রং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ। কুতঃ? আকাশাদিভিরিব তেষাং ব্রীহ্যাদিভিরপি সংসর্গমাত্রকথনাৎ।

অস্যার্থঃ—"চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীব ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাস ইত্যাদি রূপ প্রাপ্ত হয়" এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, জীব অন্য জীবাধিষ্ঠিত ব্রীহি প্রভৃতির সংসর্গমাত্র প্রাপ্ত হয়; কারণ, পূর্ব্বে যে আকাশাদির রূপপ্রাপ্তির কথা আছে, তাহাদেরও সংসর্গমাত্র প্রাপ্ত হওয়াতে ব্রীহি প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৫ সূত্র। অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥

ভাষ্য।—তেষাং ব্রীহ্যাদিস্থাবরযোনিপ্রাপকং হিংসাযোগাজ্জ্যোতিষ্টোমাদ্যশুদ্ধং কর্ম্মাস্তীতি চেজ্জ্যোতিষ্টোমাদেরশুদ্ধত্বং নাস্তি; বিধিশাস্ত্রাৎ।

অস্যার্থঃ—পরন্তু যদি এইরূপ বলা হয় যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ যাহার ফলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহাতে হিংসাদি অশুদ্ধি থাকতেই ব্রীহি প্রভৃতি জন্ম হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাতে কেবল সংশ্লিষ্ট না হইয়া তজ্জাতিত্বেরই প্রাপ্তি হইতে পারে। তবে সূত্রকার বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না; কারণ, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের অশুদ্ধত্ব নাই; তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি থাকাতে এই সকল কর্ম্মের অশুদ্ধত্ব নিবারিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৬ সূত্র। রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥

ভাষ্য।—"যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি" ইতি সিগ্‌ভাববৎ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি।

অস্যার্থঃ—যে ব্যক্তি অন্ন ভক্ষণ করে, যে রেতঃসেচন করে, জীব পুনরায় সেই অন্ন ও রেতোরূপ প্রাপ্ত হয়" (অর্থাৎ জীব ওষধি ও অন্ন প্রভৃতি রূপ প্রাপ্ত হইলে, সেই অন্নাদি অপর জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তাহা রেতোরূপে পরিণত হয়, সেই রেতঃ স্ত্রীগর্ভে সিক্ত হয়; সুতরাং জীব অন্নভক্ষণকারীর দেহকে প্রাপ্ত হয়, যে পর্য্যন্ত রেতোরূপী জীব

স্ত্রীগর্ভে নিক্ষিপ্ত না হইয়াছে) কিন্তু; অন্নভক্ষণকারী পুরুষে জীব সংশ্লিষ্ট হইয়া মাত্র থাকে; তদ্রূপ ব্রীহি প্রভৃতি স্থলেও কেবল সংশ্লিষ্ট হইয়া মাত্র থাকে বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ১ম পাদ ২৭ সূত্র। যোনেঃ শরীরম্ ॥

ভাষ্য —"যোনিমাশ্রিত্য শরীরী ভবতি"।

যোনিকে আশ্রয় করিয়া জীব স্বীয় ভোগায়তন দেহ লাভ করে।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক-ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ।

প্রথম পাদে জীবের মৃত্যু-অবস্থা ও পুনরায় দেহপ্রাপ্তির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে এই পাদে স্বপ্নাদি অবস্থা নিরূপিত হইতেছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে এই সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১ সূত্র। সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি।

ভাষ্য।—স্বপ্নমধিকৃত্য "অথ ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র রথাদিসৃষ্টির্জীবকৃতা? উত ব্রহ্মকৃতা? ইতি সন্দেহে, সন্ধ্যে স্বপ্নস্থানে রথাদিসৃষ্টির্জীবকৃতা। হি যতঃ "সৃজতে", "স হি কর্ত্তে"-তি শ্রুতিরাহ।

অস্যার্থঃ—স্বপ্নাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন "সেখানে রথ নাই রথযোজিত অশ্বাদি নাই এবং পন্থাদিও নাই; পরন্তু রথ অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করেন" (বৃ ৪র্থ অঃ ৩য় ব্রাঃ ১০)। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, স্বপ্নে দৃষ্ট রথাদির সৃষ্টি জীবই করেন, অথবা ব্রহ্মই

তাহার কর্ত্তা? এই আশঙ্কায় সূত্রকার প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন যে "সন্ধ্যে" অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে যে রথাদির সৃষ্টি, তাহা জীবকৃত; কারণ "তিনি সেই সকল সৃষ্টি করেন," "তিনিই কর্ত্তা" বলিয়া বাক্যের উপসংহারকালে শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাদ২ সূত্র। নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥

ভাষ্য।—"য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণ"-ইতি স্বপ্নে একে জীবং কামানাং পুত্রাদিরূপাণাং কর্ত্তারং সমামনন্তীতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

অস্যার্থঃ—"ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম (কাম্যবস্তু) সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যাবলম্বনে কোন শাখিগণ বলেন যে, জীবই পুত্রাদিরূপ কাম্যবস্তু সকলের কর্ত্তা। এই পূর্ব্বপক্ষ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩ সূত্র। মায়ামাত্রং তু কাৎর্স্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।

[তু শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ স্বপ্নসৃষ্টিঃ পরমেশ্বরাৎ; যতো মায়ামাত্রং, বিচিত্রং, ন সর্ব্বাংশেন সত্যং নতু সর্ব্বাংশেন অসত্যম্; মায়াশব্দ আশ্চর্য্যবাচী। জীবস্য সত্যসঙ্কল্পত্বাদিধর্ম্মাণাং কাৎর্স্ন্যেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ, বদ্ধাবস্থায়াং তিরোধানাদিত্যর্থঃ।]

ভাষ্য।—তত্রাভিধীয়তে, স্বপ্নে সত্যসঙ্কল্পসর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বরনির্ম্মিতমেব রথাদিকার্য্যজাতম্। যতো হ্যাশ্চর্য্যভূতং তন্ন জীবকৃতং, তদীয়সত্যসঙ্কল্পত্বাদের্ব্বদ্ধাবস্থায়াং কাৎর্স্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই স্বপ্নদৃষ্ট রথাদিকার্য্যের নির্ম্মাতা। যেহেতু ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক, সর্ব্বাংশে সত্য নহে এবং ইহাকে সর্ব্বাংশে মিথ্যাও বলা যায়

না; এইরূপ পদার্থ বদ্ধজীবের দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না; অতএব ইহা জীবকৃত নহে; বদ্ধাবস্থায় জীবের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ প্রকাশিত থাকে না।

(শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের অর্থ বিভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা:— স্বপ্ন মায়ামাত্র মিথ্যা, কারণ তাহা জাগ্রতসৃষ্টির ধর্ম্মযুক্ত নহে।) এই ব্যাখ্যা আপাততঃ সমীচীন বোধ হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত পূর্ব্বপক্ষস্থানীয় সূত্রদ্বয় এবং পরবর্ত্তী অপর সকল সূত্র, যাহার ব্যাখ্যাসম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই, তদ্দৃষ্টে নিম্বার্কব্যাখ্যাই অধিক সঙ্গত বোধ হয়। শ্রীভাষ্যও ইহারই অনুরূপ।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৪ সূত্র। সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ।

ভাষ্য।—"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি, সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে" ইতি "অথ যদা স্বপ্নেষু পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তী"-তি শ্রুতেঃ স্বপ্নঃ সাধ্বাগমাসাধ্বাগময়োঃ সূচকোঽবগম্যতে, এতদেব স্বপ্নফলবিদ আচক্ষতে। অতো বুদ্ধিপূর্ব্বকেষ্টাগমসূচকস্বপ্নাদর্শনাদেবানিষ্টাগমসূচকস্বপ্নদর্শনাচ্চ পরমাত্মৈব স্বপ্নরথাদিনির্ম্মাতা।

অস্যার্থঃ—"যখন স্বপ্নে অভিলষিত স্ত্রীলাভ দর্শন হয়, তখন জানিবে যে সেই স্বপ্নদ্রষ্টার সমৃদ্ধি লাভ হইবে", "যখন স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্ত পুরুষ দৃষ্ট হয়, তখন জানিবে স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু উপস্থিত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্বপ্ন মঙ্গল ও অমঙ্গলসূচক বলিয়া জানা যায়; স্বপ্নফলবেত্তারাও এইরূপ বলিয়া থাকেন। অতএব জীব বুদ্ধিপূর্ব্বক ইষ্টসূচক স্বপ্ন দর্শন না করা হেতু, এবং অমঙ্গলাগমসূচক স্বপ্নেরও দর্শনহেতু, পরমাত্মাই স্বপ্নদৃষ্টরথাদির নির্ম্মাতা বলিয়া অবধারিত হয়েন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৫ সূত্র। পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।

ভাষ্য।—সত্যসঙ্কল্পাদিকং স্বাপ্নপদার্থনির্ম্মাতৃত্বে জীবস্যাবশ্যমঙ্গীকরণীয়ং, তচ্চ জীবকর্ম্মানুরূপাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাদ্বন্ধাহবস্থায়াং তিরোহিতং তস্মাদেব জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। "সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুরি"-তি শ্রুতেঃ।

অস্যার্থঃ—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থাদি নির্ম্মাণযোগ্য সত্যসঙ্কল্পাদিশক্তি জীবের আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহা জীবের কর্ম্মানুরূপ পরমেশ্বরের সঙ্কল্পদ্বারা তিরোহিত হয়; এইরূপেই জীবের বন্ধমোক্ষও ঘটিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পরমাত্মাই জীবের সংসারবন্ধ স্থিতি ও মোক্ষের হেতু"।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৬ সূত্র। দেহযোগাদ্বা সোহপি।

ভাষ্য। স চ তিরোভাবোহবিদ্যাযোগদ্বারেণ ভবতি।

অস্যার্থঃ—দেহাত্মবুদ্ধি (অবিদ্যা) যোগে তাঁহার সেই শক্তি (সত্যসঙ্কল্পাদি শক্তি), তিরোহিত হয়।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৭ সূত্র। তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ।

ভাষ্য। স্বপ্নসৃষ্টিনির্ম্মাতা পরমাত্মা। সুষুপ্তিরপি নাড়ীপুরীতৎপ্রবেশানন্তরং খলু পরমাত্মন্যেব ভবতি "আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতী"-তি, "তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" ইতি, "য এষোহন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিংচ্ছেতে" ইতি চ শ্রবণাৎ।

অস্যার্থঃ—পরমাত্মাকেই স্বপ্নদৃষ্টসৃষ্টির নির্ম্মাতা বলা হইল। সুষুপ্তিতেও পুরীতৎ-নাড়ীপ্রবেশের পর পরমাত্মাতেই জীব অবস্থান করে। "এই সকল নাড়ীতে জীব সুপ্ত হয়", "সেই সকল নাড়ী হইতে পুরীতৎ নামক-

নাড়ীতে গিয়া শয়ন করে", "যিনি হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাতে জীব শয়ন করে", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা জীবের সুষুপ্তিলাভকালে প্রথমে হিতানামক বহুসংখ্যক নাড়ীতে প্রবেশ ও তৎপর পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থিতি এবং ব্রহ্মে শয়ন সপ্রমাণিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৮ সূত্র। অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥

ভাষ্য।—অত এব "সত আগম্যে"-ত্যাদৌ শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরাদপ্যুত্থানমুপপদ্যতে।

অস্যার্থঃ—অতএব "সৎ ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বর হইতেই উত্থানও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৯ সূত্র। স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—"যঃ সুপ্তঃ স এব জীব উত্তিষ্ঠতি যস্মাৎ পূর্ব্বেদ্যুঃ কর্ম্মণোঽর্দ্ধং কৃত্বা পরেদ্যুরনুস্মৃত্য তদর্দ্ধং করোতি, তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা হংসো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তত্তথা ভবন্তী"-ত্যাদিশব্দেভ্যঃ "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াদাত্মানমুপাসীতে"-ত্যাদিবিধিভ্যঃ।

অস্যার্থঃ—যে ব্যক্তি শয়ন করে, সেই জাগরিত হইয়া উত্থিত হয়—অপর নহে; কারণ পূর্ব্বদিনে অর্দ্ধসমাপ্তকর্ম্ম পরদিনে নিদ্রাভঙ্গের পর স্মরণ করিয়া অবশিষ্টার্দ্ধ সে সম্পাদন করে। "সুপ্তব্যক্তি পূর্ব্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, দংশ, মশক অথবা যাহাই থাকিয়া থাকুক, পরে তাহাই হয়" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও তাহা জানা যায়। এবং "স্বর্গপ্রাপ্তিনিমিত্ত অগ্নিহোত্র হোম করিবে, তত্ত্বজ্ঞানার্থ আত্মার উপাসনা করিবে" ইত্যাদি বিধিদ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। (যদি শয়ন করিলেই অগ্নিহোত্রাদিকর্ত্তার চিরকালের নিমিত্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তবে এই সকল বিধি নিরর্থক হইয়া যায়)।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১০ সূত্র। মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥

(পরিশেষাৎ = অতিরিক্তত্বাৎ)

ভাষ্য।—মূর্চ্ছিতে মরণার্দ্ধসম্পত্তিঃ সুষুপ্ত্যাদিষু মূর্চ্ছা নৈকতমা, অতঃ পরিশেষাৎ সা তদতিরিক্তা।

অস্যার্থঃ—মূর্চ্ছিতাবস্থায় অৰ্দ্ধমরণাবস্থার প্রাপ্তি হয়, সুষুপ্তি প্রভৃতিতে ঐকান্তিকমূর্চ্ছা হয় না; কারণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মৃত্যু এই চারি অবস্থার কোন অবস্থার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা যায় না, ইহা এই চারি অবস্থার অতিরিক্ত।

৩অঃ য় পাদ ১১ সূত্র। ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।

(পরস্য পরমাত্মনঃ স্থানতোঽপি ন দোষঃ, হি যতঃ সর্ব্বত্র উভয়লিঙ্গম্)

ভাষ্য।—অকর্ম্মবশ্যত্বাৎ সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তিনোঽপি পরমাত্মনস্তত্র তত্র দোষা ন সম্ভবন্তীত্যুপপাদিতমেব; স্থানতোঽপি দোষাঃ পরস্য ন, যতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্মনির্দোষত্বস্বাভাবিকগুণাত্মকত্বাভ্যাং যুক্তমাম্নাতম্।

অস্যার্থঃ—জীবের অন্তর্ব্বর্ত্তিত্ব প্রভৃতি হেতু ব্রহ্মেতে কোন দোষ সংস্পর্শ হয় না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; পরন্তু জীবের স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি স্থানে স্থিতিহেতুও পরমাত্মার কোন দোষ হয় না; কারণ, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার উভয়লিঙ্গত্ব (নিত্যশুদ্ধ গুণাতীত মুক্তস্বভাব এবং সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও গুণাত্মকত্ব এই দ্বিবিধরূপত্ব) বর্ণিত হইয়াছে।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে অতি বিপরীতরূপে করা হইয়াছে। এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্ত্যাদিষু জীব উপাধ্যুপশমাৎ সম্পদ্যতে, তস্যেদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্ধার্য্যতে। সন্ত্যুভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। কিমাসু শ্রুতিষূভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমুতান্যতরলিঙ্গম্? যদাপ্যন্যতরলিঙ্গং তদাপি সবিশেষমুত নির্ব্বিশেষমিতি মীমাংস্যতে। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রুত্যনুগ্রহাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে, ব্রূমঃ। ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। নহ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্যভ্যুপগন্তুং শক্যং, বিরোধাৎ। অস্তু তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। ন হ্যুপাধিযোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি। নহি স্বচ্ছঃ সন্ স্ফটিকোঽলক্তকাদ্যুপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি। ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যেবমাদিষপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে।

অস্যার্থঃ—সুষুপ্ত্যাদিকালে সর্ব্ববিধ উপাধির উপশম হওয়াতে জীব যে ব্রহ্মস্বরূপসম্পন্ন হয়েন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ এই সূত্রদ্বারা সূত্রকার শ্রুতি অবলম্বনে অবধারণ করিতেছেন। ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসকল আছে, সত্য, যথা:—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সগুণত্ব প্রতিপাদন করে। আবার "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল শ্রুতিতে কি ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, অথবা এই দুইয়ের মধ্যে একটিই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করিতে

হইবে? যদি একটি হয়, তবে সেইটিকে কি সগুণ অথবা নির্গুণ বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবে? উভয়লিঙ্গবিষয়ক শ্রুতি থাকাতে তাঁহাকে উভয়-লিঙ্গ বলিয়াই অবধারণ করা উচিত, এইরূপ প্রথমতঃ বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে, ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব স্বাভাবিক নহে, একই বস্তু রূপাদিবিশিষ্ট অথচ তদ্বিপরীত, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী। স্বরূপতঃ দ্বিরূপ না হইলেও পৃথিব্যাদিযোগে স্থিতি-স্থানাদি উপাধিসংযোগ হেতু তাঁহার দ্বিরূপত্ব হউক; ইহাও উপপন্ন হয় না। কারণ, উপাধিসংযোগে একপ্রকার বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার হইতে পারে না; স্বচ্ছ স্ফটিক কখন অলক্তকাদি উপাধিযোগে অস্বচ্ছস্বভাব হয় না, ভ্রমহেতুই তাহাকে আরক্তিম বলিয়া বোধ হয়। উপাধিসকলও অবিদ্যাপ্রসূত। সুতরাং কোন প্রকারে ব্রহ্মের উভয়রূপত্ব সম্ভব হয় না, তাঁহাকে একরূপই বলিতে হইবে। পরন্তু এই একরূপ সগুণরূপ হইতে পারে না, নির্গুণরূপ বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে; কারণ, সমস্ত ব্রহ্ম-স্বরূপপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যে—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে অবিশেষ নির্গুণ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে"।

এই সূত্রের সম্পূর্ণ শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ উপরে সন্নিবেশিত করা হইল। এতৎসম্বন্ধে প্রথমে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ার্থ এই সূত্র বেদব্যাস অবতারণা করিয়াছেন, ইহা অনুমিত হয় না; কারণ, এই অধ্যায় এবং বিশেষতঃ এই পাদ ব্রহ্মস্বরূপাবধারণবিষয়ক নহে। এই পাদ-ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যই বলিয়াছেন,—"অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-মুদাহৃত্য জীবস্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং তস্যৈবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে"। (পূর্ব্ব প্রকরণে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উদাহরণ উপলক্ষ্য করিয়া জীবের নানাবিধ সংসারগতি বর্ণিত হইয়াছে, এই প্রকরণে জীবের নানাবিধ অবস্থাভেদ বর্ণিত হইবে"। বস্তুতঃ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে প্রথমেই সূত্রকার

ব্রহ্মকে সশক্তিক অথচ জগদতীত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ই ব্রহ্মস্বরূপাবধারণবিষয়ক, তাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও স্বীয় ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়দ্বয়ে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান্ জগতের সৃষ্টি রক্ষা ও লয়ের হেতু, এবং সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা, সর্ব্বজীবের কর্ম্মফলদাতা, জগৎপ্রবর্ত্তক, জগদ্রূপ ও জগদতীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়সকল ব্যাখ্যানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা, দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যানের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন "প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তি কারণং...স্থিতিকারণং... পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণং স এব চ সর্ব্বেষাং ন আত্মেত্যেতদ্বেদান্তবাক্যসমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতং...ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ"। অস্যার্থ :—প্রথমাধ্যায়ে বেদান্তবাক্য সকলের সমন্বয় দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর (সর্ব্বশক্তিমান্) ব্রহ্মই জগতের উৎপত্তিকারণ; তিনিই জগতের স্থিতিকারণ এবং তিনিই পুনরায় জগৎকে আপনাতে উপসংহার করেন, অতএব ইহার উপসংহার কারণ; এবং তিনিঅস্মদাদি সকল জীবের আত্মারূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্মৃতি ও ন্যায়ের সহিত এই স্বীয় মীমাংসার বিরোধ পরিহার করা যাইবে। ইত্যাদি।

এইক্ষণে এই তৃতীয়াধ্যায়োক্ত সূত্রে শঙ্করাচার্য্য যে সকল হেতু দ্বারা ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব প্রতিষেধ করিতেছেন, ঠিক তৎসমস্ত হেতুমূলে ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ঈশ্বরের নিত্য নিগুর্ণত্ব ও সৃষ্টিকার্য্যের সহিত সম্বন্ধাভাব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই সাংখ্যমত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বেদব্যাস প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অসংখ্য শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিবলে প্রমাণিত করিয়াছেন; এবং শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মের দ্বিরূপত্বই শ্রুতিপ্রণোদিত বলিয়া উক্ত অধ্যায়সকলোক্ত ব্যাসকৃত সূত্রব্যাখ্যানে স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন (দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৮। ২৯

৩০৩১ প্রভৃতি সূত্রের ভাষ্য, প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদের ৪র্থ ও একাদশ সূত্রের ভাষ্য ও অপরাপর স্থান দ্রষ্টব্য)। বাস্তবিক এই দ্বিরূপত্ব স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মের জগৎকর্তৃকত্ব, জগন্নিয়ন্তৃত্ব, জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, যাহা প্রথম দুই অধ্যায়ে বেদব্যাসকর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া সকল ভাষ্যকার স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে এই বিষয়েই উপদেশের বিভিন্নতা। কেবল অনুমানবলে শ্রুতিপ্রমাণের প্রতিষেধ হইতে পারে না, ইহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ বক্তব্য এই যে, দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এক আধারে থাকিতে পারে না বলিয়া, কেবল তর্ক দ্বারা যে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের সগুণত্ববিষয়ক অসংখ্য-শ্রুতি উপেক্ষা করিতেছেন, কেবল সেই তর্ককে অবলম্বন করিয়া কি শঙ্করাচার্য্য কোন স্থানে ঈশ্বরের জগৎকারণতানিষেধক সাংখ্যকারের তর্ক খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা চেষ্টা করিয়াছেন? এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে অবিদ্যানামক এক অদ্ভুত পদার্থ তিনি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত আপত্তিসকল খণ্ডন করিতে কি তিনি কোন স্থানে প্রয়াস পাইয়াছেন? তিনি স্বীয় ভাষ্যে স্থানে স্থানে বলিয়াছেন, যে অবিদ্যাকে সদ্বস্তুও বলা যাইতে পারে না, অসদ্বস্তু বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না; কারণ, সৎ হইলে সাংখ্যের প্রধানবাদই স্থাপিত হইল; পরন্তু প্রধানবাদ বেদব্যাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে তর্কবলেও নিঃশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। আবার অসৎ হইলে যাহা স্বয়ং অসৎ, তাহা অপরের কারণ কিরূপে হইতে পারে? অতএব অবিদ্যার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব উভয় নিষেধক অনির্দ্দেশ্য অবস্থাবাদ অথবা মায়াবাদ স্থাপনের দ্বারা কিরূপে জগৎকার্য্য, জীবকার্য্য এবং বিধিনিষেধব্যবস্থাপক সংসার, স্বর্গ, নরক, মোক্ষোপদেশক ও ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বব্যবস্থাপক শ্রুতি,

স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ব্যাখ্যাত হইতে পারে? তাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয় না; আচার্য্য শঙ্করস্বামীও তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মের সগুণত্বপ্রতিপাদক যে বহুসংখ্যক শ্রুতি আছে, তাহা শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যেও স্বীকার করিলেন; পরন্তু এই ভাষ্যের শেষভাগে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি কঠোপনিষদুক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম-স্বরূপপ্রতিপাদকশ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার এই উক্তি প্রকৃত নহে; এই কঠোপনিষদে যে যম-নচিকেতাসংবাদে উক্ত "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদি শ্রুতি আছে, সেই সংবাদেই "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কস্তম্মদা-মদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি" ইত্যাদি শ্রুতিসকলও উক্ত হইয়াছে; তৎসমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপব্যঞ্জক হইয়াও তাঁহার সগুণত্ব প্রতিপাদন করে

পরন্তু এই সকল এবং এইরূপ আরও অসংখ্য শ্রুতি যদি ভাক্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত সমস্ত সূত্রই নিরর্থক প্রলাপবাক্য বলিয়া পরিহার করিতে হয়, এবং ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত সিদ্ধান্তও অপসিদ্ধান্ত বলিয়াই অবধারণ করিতে হয়; কারণ যিনি নিত্য একমাত্র নির্গুণ নিঃশক্তিকস্বভাব, তাঁহার কর্ম্ম কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ব্রহ্মের অকর্তৃত্বনিষেধক যে সকল যুক্তি বেদব্যাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কি শঙ্করাচার্য্য কোন স্থানে খণ্ডন করিয়া-ছেন? সেই সকল যুক্তিব্যঞ্জক সূত্রের ব্যাখ্যাকালে ত শঙ্করাচার্য্য তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই; এবং তিনি বলিলেও বেদব্যাসের বাক্যের বিরুদ্ধে তাঁহার বাক্য গ্রহণীয় হইত না। তবে এক্ষণে সেই বেদব্যাসেরই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেবল অনুমানমূলে, সমস্ত গ্রন্থের উপদেশ-

বিরুদ্ধ এই বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য্য শঙ্করস্বামী স্বীয় বিরুদ্ধমতের পুষ্টিসাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন কেন? তিনি যে দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকা অনুমানবিরুদ্ধ বলিয়া বলিতেছেন, বেদব্যাস স্পষ্টরূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩৫ প্রভৃতি বহুসংখ্যক সূত্রে সেই আপত্তির সম্যক্ খণ্ডন করিয়াছেন, এবং লোকতঃও যে এইরূপ বিরুদ্ধ শক্তি থাকা দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত পাদের ২৭ সংখ্যক প্রভৃতি সূত্রে বেদব্যাস দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবেরই বিকারিত্ব ও অবিকারিত্ব, এই শক্তিদ্বয় বিদ্যমান থাকা অনুভবসিদ্ধ; জীব একাংশে অবিকারী থাকিয়া অপরাংশে অহরহঃ নানাবিধ চিন্তা, নানাবিধ কার্য্য, স্বপ্নজাগরণাদি নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তত্তৎ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে; এই বিষয় এই গ্রন্থে পূর্ব্বে বহুস্থলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের দ্বিরূপত্বের দৃষ্টান্তাভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে? যাহা হউক, ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব যখন শ্রুতিসিদ্ধ, তখন কেবল অপ্রতিষ্ঠ অনুমানমূলে তাহার প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এবঞ্চ এই পাদেই এই সূত্রের পরে ১৫ ও ২৭ সংখ্যক সূত্র প্রভৃতিতেও প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব বেদব্যাস পুনরায় বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই সূত্রের পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৪২ সংখ্যক সূত্র, যাহাতে জীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ স্পষ্টরূপে বেদব্যাসকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, সেই সূত্রের ব্যাখ্যান্তর শঙ্করাচার্য্যও করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যদি নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতত্বই বেদব্যাসের অভিপ্রেত হইত, তবে এক অভেদসম্বন্ধই সিদ্ধ হইতে পারে; ভেদসম্বন্ধের সংস্থা কিরূপে হইতে পারে, তাহার কোন প্রকার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য করেন নাই কেন? আর এই স্থলে জিজ্ঞাসা এই যে, ভেদ ও অভেদ এই দুটিতে যে বিরুদ্ধতা আছে, তদপেক্ষা অধিক বিরুদ্ধতা কি সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়ের মধ্যে আছে? যদি ভেদাভেদস্থলে পরস্পরবিরুদ্ধ

ধর্ম্ম শ্রুতিবাক্য ও আপ্তঋষিদের উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে, তবে তদ্দ্বারাই কি ব্রহ্মের এই দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধরূপদ্বয় দ্বৈতাদ্বৈতত্ব—সগুণত্ব নির্গুণত্ব সংস্থাপিত হয় না? সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয়ের বিরুদ্ধতা দেখিয়া যদি অনুমানবলে তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে সেই অনুমানবলেই কি জীবের সম্বন্ধে ভেদত্ব ও অভেদত্ব প্রত্যাখ্যান করিবার যোগ্য হয় না? যদি শেষোক্ত স্থলে অনুমানকে অগ্রাহ্য করিয়া শ্রুতি ও ঋষিবাক্যবলে জীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে সেই অমোঘ প্রমাণবলে সর্ব্ববিধ শ্রৌত উপাসনার সার্থকতা রক্ষা করিয়া ব্রহ্মেরও দ্বিরূপত্ব অবধারণ করা সঙ্গত হয় না কি?

বেদান্তদর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯ সংখ্যক সূত্র ("বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ") ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত "তথাহি স্থিতিমাহ" অংশের অর্থ "তথা হ্যস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহাম্নায়ঃ" অর্থাৎ শ্রুতি ব্রহ্মের উভয়বিধরূপে স্থিতি উপদেশ করিয়াছেন এবং সেই উভয়বিধ রূপ সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া স্পষ্টরূপে ঐ সূত্রের ভাষ্যেই শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। যদি উক্ত সূত্রের অর্থ এইরূপ হয়, তবে কি এই তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১১শ সূত্রে বেদব্যাস ঠিক তদ্বিপরীতমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিতে হইবে? ইহা কখন সম্ভবপর নহে; অতএব এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষৎ ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারও যে এই অবৈদিক মায়াবাদ এবং ব্রহ্মের এক নির্গুণত্ববাদ প্রচার করিয়াছেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্য অতিতীব্রবৈরাগ্যসম্পন্ন মহাতীক্ষ্ণবুদ্ধি আত্মানাত্মবিবেকী পুরুষ

ছিলেন; সুতরাং তিনি জ্ঞানযোগেরই সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন, সার্ব্বভৌম ভক্তিমার্গ তাঁহার পক্ষে আদরণীয় ছিল না। অতি অল্পবয়সে সর্ব্বশূন্যবাদী নাস্তিক বৌদ্ধদিগের সহিত নীরস তর্কসংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে, অবশেষে তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেও বৈনাশিক মতের আলোচনায় তাঁহার বুদ্ধিতে প্রথমে কিঞ্চিৎ মলিনতা প্রবেশ করে বলিয়া অনুমিত হয়। বেদা-ন্তের ভাষ্য প্রভৃতি তিনি তৎকালেই প্রণয়ন করাতে, ঐ বৈনাশিক মতের মীমাংসা সকলই তাঁহার বুদ্ধিকে তৎকালে অধিকার করে। সুতরাং ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সার্ব্বভৌম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কাজেই তিনি স্থানে স্থানে স্খলিতপদ হইয়াছেন; এবং তন্নিমিত্ত অনেক স্থলে তিনি পূর্ব্বাপর বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেও বিস্মৃত হইয়াছেন।

নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীমন্‌মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই শাঙ্করভাষ্য শ্রবণ করিয়া এই নিমিত্তই শ্রীসার্ব্বভৌমাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—

"প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মনঃ হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্যকার কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস, সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥

জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ, সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিতে স্বতঃ প্রমাণ হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥

* * * *

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে বিজয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান অনেক হইতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন॥
সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥

* * * *

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয়॥
সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি॥

অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেম ভক্তি॥
মায়াধীন মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর কহ কহত অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥ *

* * * *

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়ে।
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র হয়ে॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতের উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥

* * *

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যমখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের শেষভাগে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, আচার্য্য (শঙ্করাচার্য্য) "নাস্তিক" মত স্বীয় ভাষ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এই বাক্য অনুপযুক্ত বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা

---

* অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদসম্বন্ধ; বিভুস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন, এই শাঙ্করিক মত উক্ত কারণে গ্রাহ্য নহে। এবং জীবের জীবত্ব অবিদ্যাপ্রসূত; সুতরাং অবিদ্যাবিরহিত ব্রহ্ম হইতে জীবত্বের অত্যন্ত ভেদ আছে, এই মতও উক্ত কারণে গ্রাহ্য নহে।

করিয়া দেখিলে, ইহা একান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, ব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ, এবং সম্যক্ জগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র বলিলে, শাস্ত্রোক্ত সমস্ত উপাসনাপদ্ধতি অকর্ম্মণ্য ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। উপ-নিষৎ-সহিত সমগ্র বেদের শতাংশের মধ্যে নিরনব্বই অংশই সগুণ ব্রহ্মোপাসনাপর, এই উপাসনা দ্বারাই জীবের ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ, যাগ যজ্ঞাদি যাহা কিছু বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের সগুণত্বমূলক। উপনিষদে অসংখ্য প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা বিবৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদক ; এই উপাসনা দ্বারাই জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূতভাব লাভ করেন ; স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাসাদিও বেদের অনুগমন করিয়া ব্রহ্মের সগুণত্ব ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে জীব, মায়া ও চিৎ এই ত্রিবিধশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মকে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শ্বেতাশ্বতর বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি, এবং সর্ব্ববিধ সাধকসম্প্রদায়ের আদরণীয় শ্রুতিসারস্বরূপ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, এবং অপরাপর শাস্ত্র সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। শাঙ্করিকমত স্বীকার করিতে হইলে, এতৎ সমস্তই মিথ্যা বলিয়া পরিহার করিতে হয় ; সাধকের পক্ষে অবলম্বন আর কিছুই থাকে না। এইরূপ মতকে কার্য্যতঃ নাস্তিকবাদ বলিলে যে নিতান্ত অত্যুক্তি করা হয়, তাহা বলা যাইতে পারে না। *

---

* ব্যবহারাবস্থায় উপাসনাদিকর্ম্মের আবশ্যকতা শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন, সত্য ; কিন্তু তাঁহার মতে যখন ব্যবহারাবস্থা প্রকৃতপ্রস্তাবে মিথ্যা, তখন তাঁহার ভাষ্য পাঠ করিয়া এবং তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া, কোন ব্যক্তি এই মিথ্যা উপাসনাদিতে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইতে পারে না। এবং উপাসনাদিব্যবহার যখন এই মতে মিথ্যা—অজ্ঞান-মাত্র, তখন ইহাতে আস্থাস্থাপনই বা কিপ্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানীর পক্ষেই—অবিদ্যাবিরহিত পুরুষের পক্ষেই—শঙ্করাচার্য্যে উপদেশ গ্রহণীয়, অজ্ঞানীর পক্ষে নহে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যিনি অবিদ্যাবিরহিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কোন উপদেশই গ্রহণীয় নহে, তিনি সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু নাই ; এবং বেদান্তদর্শন জিজ্ঞাসুর পক্ষে অধ্যেতব্য ; জ্ঞানপ্রাপ্ত

বৌদ্ধেরা অনেকে সর্ব্বশূন্যবাদী ; তাহাদিগের মতে জগৎ মিথ্যা, বিনাশই (অভাবই) একমাত্র সত্য ; ইহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া আস্তিক্যবাদী সকলে পরিহার করিয়াছেন। পরন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতের সহিত এই বৈনাশিকমতের কার্য্যতঃ কি প্রভেদ আছে? এক নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনি সকলের বুদ্ধির অগম্য, কোন চিহ্ন দ্বারা যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, এই একমাত্র বস্তুই শাঙ্করমতে সত্য, যাহা কিছু দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য অথবা অনুমেয় বস্তু আছে, তাঁহাতে তৎসমস্তেরই অভাব। এই মত, এবং বৈনাশিক বৌদ্ধের একমাত্র অভাব পদার্থবাদ, এই উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ কি তারতম্য আছে? নাস্তিক বৌদ্ধগণ যেমন সমস্ত সংসার 'নাস্তি' করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যও তাহা তদ্রূপ 'নাস্তি'ই করিয়াছেন। এক নির্গুণ ব্রহ্ম যাহা শাঙ্করমতে সত্য, তাহা যখন কোনপ্রকার জ্ঞানগম্য নহে, তখন সাধারণ ভাষায় ও সাধারণ বোধে তাহা নাস্তিরই সমান। জৈনদিগের অস্তি-নাস্তি নামক সপ্তভঙ্গীন্যায়েও বস্তুর অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব উভয় স্বীকৃত হওয়াতে, তাহাতে কথঞ্চিৎ সাধনের ব্যবস্থা রক্ষিত হয় ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য জগৎসম্বন্ধে অস্তি নাস্তি উভয় নিষেধ করিয়া জীবকে অধিকতর তমোমধ্যে নিমজ্জিত ও আকুলিত করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের নাম শুনিলেই সাধারণতঃ লোকে অতি শুষ্ক কঠোর পদার্থ, কেবল নীরস তার্কিকদিগের উপযোগী বস্তু বলিয়া মনে করে, ইহা পাঠে যে মনুষ্যের বিশেষ কিছু উপকার হয়, তদ্বিষয়ে

পুরুষের পক্ষে নহে ; ইহা গ্রন্থারম্ভে প্রথম সূত্রে গ্রন্থকার বলিয়াছেন ; এবং জীবের যে নানাবিধ অবস্থা এই তৃতীয় অধ্যায়েই বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে ব্যক্তির প্রবোধের নিমিত্ত তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; সুতরাং অজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ এই পাদের পরবর্ত্তী পাদে বেদব্যাস এবং বৈদিক উপাসনার সার্থকতা দেখাইতে যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শাঙ্করিকমতের পক্ষপাতী ছিলেন না। অধিকন্তু ইহা পূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম পাদের ১৪শ সূত্রের ব্যাখ্যানে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

ধারণা একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। অতএব শঙ্করাচার্য্য যথার্থতঃই "প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষের ভক্তিমার্গাবলম্বী উপাসকসম্প্রদায়-সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার অপরিসীম তর্কশক্তিপ্রভাবে তিনি নাস্তিক বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, প্রকাশ্য বৌদ্ধমতাবলম্বিদিগকে ভারতবর্ষে হীনপ্রভ করিয়া শঙ্করনামের সার্থকতা করিয়াছিলেন, সত্য; পরন্তু তাঁহার মত ভজন ও ভক্তিমার্গের বিরোধী হওয়ায়, তিনি সাধারণ জনসমাজের সম্বন্ধে কোন প্রকার আদরণীয় ধর্ম্মপন্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদনই একমাত্র তাঁহার যুক্তিতর্কের ফল; তন্নিমিত্ত সহস্রের মধ্যে কখন একজন তাঁহার উপদেশে উপকৃত হইয়াছেন; কিন্তু সেই উপদেশের শুষ্কতা-নিবন্ধন, তাহা অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসীকেও যথার্থরূপে প্রফুল্লিত করিতে পারিয়াছে; কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতাবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানযোগ আচরণ করা জীবের পক্ষে প্রায়শঃ অসম্ভব।

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥" ৫ অঃ ৬ শ্লোক।

সুতরাং শাঙ্করিক বৈদান্তিকগণকেও ভক্তিমার্গের সাধনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত শিবস্তোত্র, অন্নপূর্ণাস্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র, আনন্দলহরী প্রভৃতি দৃষ্টে তিনি স্বয়ংও কেবল জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া কার্য্যতঃ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না।

পরন্তু শাঙ্করিক জ্ঞানযোগ কপিলাদি ঋষিগণের উপদিষ্ট জ্ঞানযোগও নহে; কারণ জ্ঞানযোগী সাংখ্যাচার্য্যগণ জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই, উত্তম মোক্ষলাভের নিমিত্ত ক্রমশঃ ইহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরে ধারণা ধ্যান ও সমাধি দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন; বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে সমাধিলাভে চিত্ত নির্বৃত্তিক হইলে,

আত্মস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশ পায়। এইরূপ প্রণালীর উপদেশ করিয়া তাঁহারা সাধককে উৎসাহিত করিয়াছেন। পরন্তু শঙ্করাচার্য্য স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে "নাস্তি" বলিয়া একদিকে ক্রমশঃ মনঃপ্রাণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক স্তরে ধ্যান ও সমাধি অবলম্বনের দ্বারা ক্রমিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছেন, অপরদিকে ভক্তিমার্গের উপাসনার ব্যবস্থারও অসারতা স্থাপন করিয়া তাহাতেও অনাস্থা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভাষ্যপাঠের ফল এক্ষণে প্রায়শঃ কেবল শুষ্ক তার্কিকতা শিক্ষা করা মাত্র হয়।

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে যে কর্ম্মের প্রতি উৎসাহবিষয়ে শিথিলতা লক্ষিত হয়, তাহার একটি কারণ এই শাঙ্করিক মায়াবাদ; এই মত বহুলরূপে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া লোকসকলকে শিক্ষা দিয়াছে যে সংসার সর্ব্বৈব মিথ্যা; সুতরাং তামসভাবপ্রধান কলিতে ভারতীয় মনুষ্যগণ সহজেই কর্ম্মচেষ্টার প্রতি বিশেষ উৎসাহবিহীন হইয়াছেন। কোথায় শ্রুতি, গীতা ও মহাভারত প্রভৃতির উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য, কোথায় বা শাঙ্করিক মায়াবাদ! অতএব বেদব্যাসাদি আচার্য্যের সিদ্ধান্তের অবহেলা করিয়া কেবল শঙ্করাচার্য্যের পাণ্ডিত্যবুদ্ধির সম্মানের জন্য তাঁহার মায়াবাদ আদরণীয় হইতে পারে না।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১২ সূত্র। ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥

ভাষ্য।—বস্তুতোঽপহতপাপ্মত্বাদিযুক্তস্যাপি জীবস্য দেহযোগেনাবস্থাভেদদোষাঃ সন্ত্যেব, তথা পরস্যাপি ভবন্তিতি চেন্ন, প্রত্যেকমন্তর্য্যামিণোদোষাপাদকবচনাভাবাৎ "এষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যমৃতত্ববচনাৎ।

অস্যার্থঃ—জীবও বস্তুতঃ নির্দ্দোষস্বভাব হইলেও, দেহযোগহেতু বিবিধ অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ দোষযুক্ত হয়; তদ্রূপ পরমাত্মাও সর্ব্ববিধ দেহে স্বপ্নাদি

অবস্থায় অবস্থিত হওয়ায়, তিনিও দোষযুক্ত হওয়া উচিত; এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ এইরূপ অন্তর্য্যামিত্বহেতু তাঁহার যে জীবের ন্যায় দোষ ঘটে না, তাহা শ্রুতি সর্ব্বত্রই প্রমাণিত করিয়াছেন। "তোমার অন্তর্য্যামী এই আত্মা অমৃত" (অবিকারী) ইত্যাদি বৃহদারণ্যকীয় এবং অপরাপর শ্রুতিতে অন্তর্য্যামী পরমাত্মার অমৃতত্ব ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহার নির্দ্দোষত্ব স্থাপিত করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৩ সূত্র। অপি চৈবমেকে।

ভাষ্য।—অপি চ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশী"-তি একে শাখিন অধীয়তে।

অন্বার্থ:—বেদের কোন কোন শাখায় স্পষ্টরূপেই শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার একস্থানে স্থিতি প্রদর্শন করিয়া পরমাত্মার নির্লিপ্ততা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা:—মাণ্ডুক্যে তৃতীয় খণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে "একই বৃক্ষস্থিত দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি (জীব) স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি (পরমাত্মা) কিছু ভোগ করেন না, উদাসীনভাবে থাকিয়া কেবল দর্শনমাত্র করেন।"

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।

ভাষ্য।—"নামরূপে ব্যাকরবাণী"-ত্যস্মিন্ কার্য্যেঽপি পরস্য নামরূপনির্ব্বাহকত্বেন প্রধানত্বাদ্ধেতোঃ স্বোৎপাদ্যনামরূপভোক্তৃত্বাভাবাদ্ব্রহ্ম অরূপবস্তুবতি। অতো দোষগন্ধাঽনাঘ্রাতং ব্রহ্ম।

অন্বার্থ:—"তিনি নাম ও রূপ প্রকাশ করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নাম ও রূপ প্রকাশ করা ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া উক্ত হওয়াতে, সেই নাম ও রূপের প্রবর্ত্তক যে ব্রহ্ম, তিনি ইহাদিগহইতে অতীত; সুতরাং

নিজের প্রকাশিত নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তুর ভোক্তা ব্রহ্ম নহেন; অতএব তিনি সৃষ্টরূপবিশিষ্ট নহেন; সুতরাং তাঁহাতে দোষগন্ধের লেশমাত্র হইতে পারে না।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৫ সূত্র। প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥

ভাষ্য।—তম অস্পৃষ্টং প্রকাশবদেবংভূতমুভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদি"-ত্যানেনৈকেন বাক্যেনাভিধীয়তে, বাক্যস্যাবৈয়র্থ্যাৎ।

অস্যার্থঃ—তমোময় সৃষ্টির (প্রকাশ্য জগতের) দোষে স্পৃষ্ট না হইয়া, ব্রহ্ম সেই তমোময় সৃষ্টির প্রকাশক; অতএব তিনি দ্বিরূপ। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি কোন কোন শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না। (সূত্রের অবিকল অনুবাদ এই:—ব্রহ্ম প্রকাশধর্ম্মবিশিষ্টও বটেন; কারণ তদ্বিষক শ্রুতিবাক্যের অর্থ ব্যর্থ হইতে পারে না)।

৩য় অঃ ২য়পাদ ১৬ সূত্র। আহচ তন্মাত্রম্।

ভাষ্য।—বাক্যং যাবান্ যস্যার্থস্তাবন্মাত্রমাহ যদা, তদা তদেবা-বৈয়র্থ্যং বোধ্যম্।

অস্যার্থঃ—যে শ্রুতি যে বিষয়ক, যে বিশেষ অর্থব্যঞ্জক, সেই শ্রুতি কেবল তাহাই মাত্র যখন বলিয়াছেন, তখন কোন শ্রুতিবাক্যই নিরর্থক নহে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৭ সূত্র। দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে।

ভাষ্য।—"য আত্মা অপহতপাপ্মা নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যাদিবাক্যগণঃ উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম দর্শয়তি। অথ স্মর্য্যতেঽপি "যস্মাৎ ক্ষরমতী-

তোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ”। “অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে”। “অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন! বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদি”-ত্যাদিনা।

অস্যার্থঃ—শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ই ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছেন; শ্রুতি যথা:—“এই আত্মা নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প”। (“আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ” “তিনি অচল হইয়াও দূরগামী, নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ব্বকর্ত্তা” ইত্যাদি)। স্মৃতিও বলিতেছেন:—“আমি ক্ষর-স্বভাব অচেতন জগৎ হইতে অতীত, অক্ষর জীব হইতেও শ্রেষ্ঠ; অতএব লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তমনামে আখ্যাত হইয়াছি”; আবার “আমি সর্ব্বকর্ত্তা, এবং আমিই সকলের প্রেরক”; “হে অর্জ্জুন! আর অধিক তোমার জানিবার প্রয়োজন কি? আমিই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতেছি; এই সমগ্র বিশ্ব আমার একাংশমাত্র।” ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাবাক্যেও ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব সুস্পষ্টরূপে অবধারিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৮ সূত্র। অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥

ভাষ্য।—যতঃ সর্ব্বগমপি ব্রহ্মোভয়লিঙ্গত্বান্নির্দ্দোষমেব। অতএব “যথাহ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা” “একঃ সন্ বহুধা বিচারঃ।” ইত্যাদৌ শাস্ত্রং ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বং খ্যাপয়িতুং সূর্য্যকাদিবদুপমোচ্যতে।

অস্যার্থঃ—ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও দ্বিরূপত্ব হেতু দোষলিপ্ত হয়েন না। অতএব সূর্য্যাদির সহিত শ্রুতি তাঁহার উপমা দিয়াছেন। শ্রুতি যথা:—“আত্মা এক হইয়াও সর্ব্বগত, যেমন পুষ্করিণী প্রভৃতিতে একই সূর্য্য

বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন।" এই সকল শাস্ত্রবাক্য ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে সূর্য্যাদি বস্তুর সহিত তাঁহার উপমা দিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ১৯ সূত্র। অম্বুবদ্‌গ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্‌॥

ভাষ্য।—শঙ্কতে, সূর্য্যাদম্বু দূরস্থং গৃহ্যতে, তদ্বদংশিনঃ সকাশাৎ স্থানস্য গ্রহণাদ্দৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি।

অস্যার্থঃ—এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ বর্ণিত হইয়াছে, যথা:— জল দূরস্থ থাকিয়া সূর্য্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে; কিন্তু পরমাত্মা বৈকারিক পদার্থ হইতে দূরস্থ নহেন; সুতরাং জলস্থ প্রতিবিম্ব যেমন জলের কম্পনে কম্পিত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা বিকারস্থ হওয়াতে, তাঁহারও বিকারের গুণ প্রাপ্ত হওয়া উচিত। অতএব সূর্য্য দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের নির্দ্দোষিতা স্থাপিত হয় না, ঐ দৃষ্টান্ত বিষম।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২০ সূত্র। বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যা-দেবম্‌।

ভাষ্য।—তত্রাহ, স্থানিনঃ স্থানান্তর্ভাবাত্তৎপ্রযুক্তবৃদ্ধিহ্রাস-ভাক্ত্বং দৃষ্টান্তেন নিরাক্রিয়তে, উভয়সামঞ্জস্যাদেবং বিবক্ষিতাংশ-মাত্রং গৃহ্যতে।

অস্যার্থঃ—এই আপত্তির উত্তর বলিতেছেন:—জলের হ্রাস বৃদ্ধি (কম্পন প্রভৃতি) দ্বারা জলস্থ সূর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে সূর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তদ্রূপ আত্মা বিকারজাতের অন্তর্ভূত হইয়াও যে দুষ্ট হয়েন না, এই অংশে সাম্য প্রদর্শন করাই উক্ত দৃষ্টান্তের অভিপ্রায়; যে অংশে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সেই অংশকেই গ্রহণ করিতে হয়, সর্ব্বাংশে কখনও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হয় না। বিবক্ষিত অংশমাত্র গ্রহণ করিলে উভয়ের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২১ সূত্র। দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—সিংহ ইব মানবক ইতি লোকে দর্শনাচ্চৈবম্ ॥

অন্বয়ার্থঃ—এই বালক সিংহসদৃশ, এইরূপ বাক্যের ব্যবহারও লোকে সচরাচর দৃষ্ট হয়; তাহাতেও যে অংশে দৃষ্টান্ত, সেই অংশকেই গ্রহণ করিতে হয়।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২২ সূত্র। প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥

(প্রকৃতং কথিতং, এতাবত্ত্বং মূর্ত্তামূর্ত্তত্বং প্রতিষেধতি; ততঃ ভূয়ঃ পুনরপি ব্রবীতি চ শ্রুতিঃ ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—কিং "নেতি নেতী"-তি বাক্যং "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তং চে"-ত্যাদিনা প্রকৃতং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপং প্রতিষেধত্যথবা প্রকৃতরূপযোগাৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মণ এতাবত্ত্বমিতি সন্দেহে রূপং প্রতিষেধতীতি প্রাপ্তে, উচ্যতে প্রকৃতৈতাবত্ত্বমেব প্রতিষেধতি, ততো ভূয়ো "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমস্তী"-ত্যাদিবাক্যশেষো ব্রবীতি।

অন্বয়ার্থঃ—(বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে শ্রুতি প্রথমে বলিয়াছেন "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই প্রকার রূপ,—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) ইত্যাদি; এইরূপ বলিয়া ক্ষিত্যাদি ভূতসকলকে মূর্ত্তরূপ, এবং আকাশ ও বায়ুকে অমূর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন "যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য হ্যেষ রসঃ" (দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত যে পুরুষ, তিনি এই অমূর্ত্ত আকাশাদিরও সার)। এই পুরুষসম্বন্ধে শ্রুতি পুনরায় তৎপরেই এইরূপ বলিয়াছেন, যথা:—"তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা

মহারজনং, বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাগ্ন্যর্চ্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং, সকৃদ্বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদাথাত আদেশো নেতিনেতি, ন হেতস্মাদিতি নে,-ত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্"। (এই পুরুষের রূপ হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পীত, শ্বেতবর্ণ আবিকের (পশমের) ন্যায় শ্বেতবর্ণ, ইন্দ্রগোপের ন্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্তিম, ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। যিনি এই পুরুষের এবংবিধরূপ অবগত হয়েন, তিনিও বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল শ্রীসম্পন্ন হয়েন। তৎপরে এই পুরুষসম্বন্ধে আরও বিশেষ উপদেশ এই, তিনি এই নহেন, তিনি এই নহেন, ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার রূপ নাই, তাহা নহে; অতএব তিনি সত্যের সত্য বলিয়া আখ্যাত হয়েন। প্রাণ সত্য, কিন্তু তিনি প্রাণ সকল হইতেও সত্য)। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই :—

"নেতি, নেতি" (তিনি এই নহেন, তিনি এই নহেন) এই যে শ্রুতি-বাক্য আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের যে "মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দ্বিবিধরূপ" প্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্যক্ নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথবা তদ্দ্বারা ব্রহ্মের ঐ স্থূলসূক্ষ্ম রূপমাত্রত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ এই স্থূলসূক্ষ্ম রূপ তাঁহার একদা নাই, এই কথা বলা হইয়াছে, অথবা তিনি তন্মাত্রই নহেন, ইহার অতীতও আছেন, এইরূপ বলা হইয়াছে? এই সন্দেহ নিরাশার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থূলসূক্ষ্মরূপমাত্রত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই সকল রূপ তাঁহার নাই, শ্রুতির এইরূপ অভিপ্রায় নহে, তিনি যে তন্মাত্রই নহেন, তাহার অতীতও আছেন, তাহা প্রকাশ করাই পূর্ব্বোক্ত "নেতি নেতি" বাক্যের অভিপ্রায়। কারণ ঐ "নেতি নেতি" বলিয়া শ্রুতি পুনরায় "ন হেতস্মা-দিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" (ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার অপর রূপ নাই, তাহা নহে, অপর শ্রেষ্ঠ রূপও আছে) এই বাক্যেরদ্বারা পূর্ব্বের "নেতি

নেতি" বাক্যের অর্থ শ্রুতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। অতএব উক্ত বাক্যেরদ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বিরূপতাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ("ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" এই বাক্যের অন্বয় যথা :—হি (যতঃ) ব্রহ্মণঃ এতস্মাৎ (= পূর্ব্বোক্তাৎ) অন্যৎ পরং (শ্রেষ্ঠরূপং) ন অস্তি ইতি, ইতি ন (বোধ্যং); অন্যৎ পরং (শ্রেষ্ঠরূপ) অস্ত্যেব কারণ ইহা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠরূপ ব্রহ্মের যে নাই, এই বাক্য বাচ্য নহে, তাহার তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপও আছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৩ সূত্র। তদব্যক্তমাহ হি।

ভাষ্য।—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচে"-ত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মাব্যক্তমাহ॥

অস্যার্থঃ—চক্ষু অথবা বাক্ তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মকে অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়াতীত) বলিয়া প্রকাশ কারয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৪ সূত্র। অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্॥
(সংরাধনম্ আরাধনম্ ইত্যর্থঃ)

ভাষ্য।—ভক্তিযোগে ধ্যানে তু ব্যজ্যতে "ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ", "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

অস্যার্থঃ—ভক্তিযোগে আরাধিত হইলে তিনি প্রকাশিত হয়েন, শ্রুতি ও স্মৃতি ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শ্রুতি যথা—"ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসাদে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মকে দর্শন করেন"। স্মৃতি যথা—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যা ভক্তিদ্বারাই এইরূপ

আমাকে তত্ত্বের সহিত জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং আমার দর্শন লাভ করা যায়, এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়" ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের অর্থ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্করস্বামী বলিয়াছেন "সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৫ সূত্র। প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং, প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ॥

ভাষ্য।—সূর্য্যাগ্ন্যাদীনাং যথা তদর্থিকৃতসাধনাভ্যাসাদাবির্ভাবস্তদ্বদ্ব্রহ্মণোঽপ্যবৈশেষ্যং ব্রহ্মপ্রকাশো ভবতি, সংরাধনলক্ষণাদুপায়াদ্ব্রহ্মদর্শনং ভবতীত্যর্থঃ॥

অস্যার্থ—যেমন সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি তত্তদুপযোগী সাধনদ্বারা (দর্পণ, কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা) আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপযুক্ত সাধন দ্বারা প্রকাশিত হয়েন, ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনারূপ সাধনদ্বারাই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হয়েন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৬ সূত্র। অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্॥

ভাষ্য।—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদ্ধেতোস্তেন সহ সাম্যং যাতি "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং, তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি জ্ঞাপকাৎ।

অস্যার্থ:—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে উপাসক তৎসহ সমতা প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা:—"যখন উপাসক সেই উজ্জ্বল সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর, যিনি ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তিস্থান, তাঁহাকে দর্শন করেন, তখন পাপপুণ্য উভয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি অপাপবিদ্ধ হয়েন, এবং ব্রহ্মের সহিত সাম্যলাভ করেন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৭ সূত্র। উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥

(উভয়ব্যপদেশাৎ—তু—অহিকুণ্ডলবৎ)।

ভাষ্য।— মূর্ত্তামূর্ত্তস্যাপ্রতিষেধ্যত্বং দৃঢ়য়তি, মূর্ত্তামূর্ত্তাদিকং বিশ্বং ব্রহ্মণি স্বকারণে ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধেন স্থাতুমর্হতি, ভেদাভেদব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ ॥

অস্যার্থ :—ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব আরও দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন :—স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্ব স্বকারণ ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত ; কারণ, ব্রহ্মের সহিত ভেদসম্বন্ধ ও অভেদসম্বন্ধ উভয়ই শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। সর্প যেমন কুণ্ডলাকারে থাকিলে তাহার অঙ্গসকল অপ্রকাশিত থাকে, প্রসারিত হইলে ফণা-লাঙ্গুলাদি অবয়ব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং প্রলয়কালে তাঁহাতে লুপ্ত হইয়া থাকে। উভয়বিধ শ্রুতি যথা :—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি ভেদব্যপদেশ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অভেদব্যপদেশঃ।

শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে সূত্রের শব্দার্থ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; এবং জীবের সহিত যে ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ তাহাই এই সূত্রে বেদব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়া শাঙ্করভাষ্যের অভিপ্রেত। পরন্তু তাঁহার মতে এই সূত্রে বেদব্যাস অপরের মত প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা নিজের মীমাংসার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন মাত্র ; কিন্তু অপরের মত মাত্র প্রকাশ করা সূত্রের অভিপ্রেত হইলে, বেদব্যাস তাহা উল্লেখ করিতেন। বেদব্যাস সূত্রে যখন অপর কোন আচার্য্যের মত প্রকাশিত করিয়াছেন, তখনই তিনি তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া কোন স্থলে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, কোন স্থলে বা ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ জীবের যে ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ তাহাত বেদব্যাস পূর্ব্বেই স্পষ্টরূপে স্বীয় মত বলিয়া প্রকাশ

করিয়াছেন; এক্ষণে তদ্বিষয়ে পুনরুক্তি করিয়া তাহা অপরের মত বলিয়া প্রকাশ করিবেন, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। অতএব শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এতৎসম্বন্ধীয় অনুমান সমীচীন নহে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৮ সূত্র। প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ॥

(প্রকাশ—আশ্রয়; প্রকাশ-তদাশ্রয়োঃ সম্বন্ধবৎ বা, তেজস্ত্বাৎ)।

ভাষ্য।—জীবপুরুষোত্তময়োরপি তথা সম্বন্ধো জ্ঞেয়ঃ। উভয়ব্যপদেশাৎ প্রভাতদ্বতোরিব। অতোঽনন্তেনেত্যনেন কেবলভেদো ন শঙ্ক্য ইতি ভাবঃ॥

অস্যার্থঃ—জীব এবং পরমেশ্বরেরও এইরূপ সম্বন্ধই জানিতে হইবে। ভেদাভেদ উভয় তাঁহার সম্বন্ধেও উক্ত হওয়ায়, যেমন প্রভা এবং প্রভাশীলের মধ্যে সম্বন্ধ, তদ্রূপ জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ; অতএব পূর্ব্বোক্ত "অতোঽনন্তেন" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা কেবল ভেদসম্বন্ধ থাকা মনে করিবে না।

৩য় অঃ ২য় পাদ ২৯ সূত্র। পূর্ব্ববদ্বা॥

ভাষ্য।—কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষাভাবশ্চ পূর্ব্ববৎ বোধ্যঃ॥

অস্যার্থঃ—কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষের আপত্তি হইলে, তাহা পূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদোক্ত ২৫ সংখ্যক সূত্রে বিবৃত হইয়া তাহার যেরূপ খণ্ডন হইয়াছে, এইস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩০ সূত্র। প্রতিষেধাচ্চ॥

ভাষ্য।—ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন ইত্যাদি প্রতিষেধাচ্চ ন প্রকৃতস্য ব্রহ্মণো দোষযোগঃ॥

অস্যার্থঃ—"তিনি লোকের দুঃখে লিপ্ত হয়েন না" ব্রহ্মসম্বন্ধে এইরূপ প্রতিষেধ দ্বারাও শ্রুতি ব্রহ্মের দোষযোগ নিবারণ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩১ সূত্র। পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥

অতঃ (অস্মাৎ পরমাত্মনঃ) পরং (অস্তি ইতি শেষঃ) সেতুব্যপদেশাৎ, উন্মানব্যপদেশাৎ, সম্বন্ধব্যপদেশাৎ, ভেদব্যপদেশাৎ ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—পূর্ব্বপক্ষয়তি। অতঃ প্রকৃতাদ্ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিত্তত্ত্বমস্তি "অথ য আত্মা সেতুরিতি" সম্বন্ধব্যপদেশাৎ। "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং" ইতি ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥

অস্যার্থঃ—এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন :—উপদিষ্ট ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কোন তত্ত্ব আছে, কারণ "যে আত্মা সেতুস্বরূপ" বাক্যে পরমাত্মাকে সেতু বলা হইয়াছে; ব্রহ্মকে সেতু বলাতে, সেতু অবলম্বন করিয়া যেমন লোকে অন্য গন্তব্যস্থানে গমন করে, তদ্রূপ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়াও অন্য শ্রেষ্ঠস্থানে জীব গমন করে বুঝিতে হয়। "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" এই সেতুবাক্যে ব্রহ্ম অপর অমৃতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন, এইরূপও বুঝিতে হয়। ব্রহ্মের উন্মান (পরিমাণ) ও "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম ষোড়শকলম্" (ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ ষোড়শকলাবিশিষ্ট) ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে। এবং "সেই পুরুষের দ্বারা এতৎ সমস্ত পূর্ণ হইয়াছে; যাহা ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা অরূপ ও অনাময়" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম অপর কোন শ্রেষ্ঠ পদার্থ হইতে ভিন্ন, এইরূপও বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কেহ আছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩২ সূত্র। সামান্যাত্তু ॥

(সেতুসামান্যাৎ সেতুব্যপদেশঃ)।

ভাষ্য।—সিদ্ধান্তমাহ। তুশব্দঃ পক্ষনিষেধার্থঃ। জগৎ-

কারণাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ পরং ন কিঞ্চিদস্তি, সেতুব্যপদেশস্তদ্বিধারণসারূপ্যাৎ॥

অন্বয়ার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন:—সূত্রোক্ত "তু" শব্দ পক্ষনিষেধার্থ। জগৎকারণ সর্ব্বেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন তত্ত্ব নাই; শ্রুতি যে তাঁহাকে সেতু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জগন্নিয়ামকত্ব প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে। যেমন সেতু জলের নিয়ামক, জলের উপরিস্থিত পারগামী পুরুষকে জল হইতে রক্ষা করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগতের নিয়ামক, জগৎ হইতে জীবকে উদ্ধার করেন; এইমাত্রই উপমার সাদৃশ্য।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৩ সূত্র। বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ॥

ভাষ্য।—উন্মানব্যপদেশ উপাসনার্থঃ "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মং তদেতচ্চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম বাক্যপাদ" ইত্যাদিপাদব্যপদেশাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—ব্রহ্মের পাদাদিদ্বারা পরিমাণ উপদেশ তাঁহার উপাসনার নিমিত্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন:—"মনকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে, ইহাই অধ্যাত্ম। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্, বাক্য একপাদ, প্রাণ একপাদ, চক্ষু একপাদ এবং শ্রোত্র একপাদ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উক্ত চতুষ্পাদবিশিষ্ট মনঃ ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপে উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৪ সূত্র। স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ॥

ভাষ্য।—অপরিমিতস্য পরিমিতত্বেন চিন্তনং স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবদুপপদ্যতে।

অন্বয়ার্থঃ—আলোক আকাশ ইত্যাদি যেমন স্থানবিশেষ প্রাপ্তিহেতু তৎস্থানপরিমিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপাসনার নিমিত্ত প্রতীকাদিস্বরূপে চিন্তিত হয়েন; তন্নিমিত্ত তাঁহার অপরিমিতত্বের অপলাপ হয় না।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৫ সূত্র। উপপত্তেশ্চ ॥

ভাষ্য।—স্বস্য স্বপ্রাপকতয়া সম্বন্ধব্যপদেশোপপত্তেশ্চ তত্ত্বান্তরাভাবঃ।

অন্বয়ার্থঃ—ব্রহ্ম আপনি আপনাকেই প্রাপ্তি করান, অতএবই সম্বন্ধের উপদেশ হওয়া উপপন্ন হয়; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর কিছু নাই।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৬ সূত্র। তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥

ভাষ্য।—তথা "ততো যদুত্তরতরম্" ইতি ভেদব্যপদেশাদ্ব্রহ্মেতরং তত্ত্বমস্তীত্যপি ন বাচ্যং,"যস্মাৎপরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদি"-তি-প্রতিষেধাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—এইরূপ "ইহাঁ হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বাক্যে যে ভেদ উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর আছে বলা মীমাংসিত হয় না; কারণ "যাঁহা হইতে পর কিংবা অপর কিছু নাই" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যদ্বারা তত্ত্বান্তর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৭ সূত্র। অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥

[অনেন (সমানাতিশয়শূন্যত্বপ্রতিপাদকবিচারেণ,) সর্ব্বগতত্বং (ব্রহ্মণঃ দৃঢ়ীকৃতং) আয়ামশব্দাদিভ্যঃ (ব্যাপ্তিবাচকশব্দাদিভ্যঃ) তৎ সিদ্ধং]।

ভাষ্য।—অনেন পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বং দৃঢ়ীকৃতম্। "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমি"-ত্যাদি শব্দেভ্যঃ।

অন্বয়ার্থঃ—এতদ্দ্বারা পরব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব, যাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তাহা দৃঢ়ীকৃত হইল। "সেই পুরুষের দ্বারা এতৎ সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে; ব্রহ্মই এতৎ সমস্ত" ইত্যাদি ব্রহ্মের ব্যাপ্তিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যদ্বারা তাহা সর্ব্বতোভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৮ সূত্র। ফলমত উপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—অতো ব্রহ্মণ এব তদধিকারিণাং তদনুরূপং ফলং ভবত্যস্যৈব তদ্দাতৃত্বোপপত্তেঃ।

অস্যার্থঃ—অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈশ্বর হইতেই অধিকারি-ভেদে তত্তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়; তিনিই কর্ম্মফলদাতা।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৩৯ সূত্র। শ্রুতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদোবসুদান এব হ্যেবানন্দয়তী"-তি তৎফলদত্বস্য শ্রুতত্বাচ্চ।

অস্যার্থঃ—শ্রুতিও স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকেই কর্ম্মফলদাতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা :—"এই সেই জন্মরহিত মহান্ আত্মা সমুদায় জীবের অন্নদাতা এবং ধন পশু ইত্যাদি ভোগ্যবস্তুর দাতা, ইনিই জীবকে আনন্দিত করেন"।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৪০ সূত্র। ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥

ভাষ্য।—ধর্ম্মং ফলহেতুং জৈমিনির্ম্মন্যতে, কৃষ্যাদিবত্তস্যৈব তদ্ধেতুত্বোপপত্তেঃ। "যজেত স্বর্গকামঃ" ইতি তদ্ধেতুত্বশ্রবণাচ্চ।

অস্যার্থঃ—আপত্তি :—জৈমিনিমুনি বলেন যে, ধর্ম্মই জীবের ফলহেতু; কৃষিকর্ম্মাদি যেমন ধান্যাদিফল-প্রাপ্তির হেতু, তদ্বৎ ধর্ম্মেরই ফলদাতৃত্ব বলা উচিত। "স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও যজ্ঞাদি-ধর্ম্মেরই স্বর্গাদিফলদানের হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে।

৩য় অঃ ২য় পাদ ৪১ সূত্র। পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপ-দেশাৎ ॥

ভাষ্য।—তুশব্দঃ পক্ষনিরাসার্থঃ। ফলং পূর্ব্বোক্তং পরমাত্মানং বেদাচার্য্যো মন্যতে। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং

নয়তী”-তি “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য”-ইতি চ পরস্য তদ্ধেতুত্ব-ব্যপদেশাৎ।

অস্যার্থঃ—সূত্রোক্ত “তু” শব্দ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থক। পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মাই মূল ফলদাতা বলিয়া বেদাচার্য্য বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন। “পুণ্যকর্ম্ম করাইয়া পুণ্যলোক প্রাপ্তি করান”, “তিনি যাহাকে বরণ করেন, সেই লাভ করে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মারই পুণ্যাদিবিষয়েও হেতুত্ব শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎ সৎ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ তৎসৎ ॥

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ।

এই তৃতীয় পাদে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের সারমর্ম্ম অবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন —

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১ সূত্র। **সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥**

[সর্ব্ববেদান্তৈঃ প্রতীয়তে ইতি সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং, তানি অভিন্নানি এব, ইত্যর্থঃ; বিধায়কশব্দশ্চোদনা, তস্য অবিশেষাৎ ঐক্যাৎ। চোদনা "বিদ্যাদুপাসীতে"-ত্যেবংরূপো বিধিঃ।)

ভাষ্য।—**অনেকত্র প্রোক্তমুপাসনমেকম্, চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥**

অস্যার্থঃ—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে উপদিষ্ট উপাসনার বেদ্যবস্তু একই, এক ব্রহ্মোপাসনাই ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে, কারণ বিধায়কলক্ষণ সকলেরই এক প্রকার।

শঙ্করাচার্য্যের মতেও এই সূত্রের অর্থ এইরূপই। কিন্তু তিনি বলেন যে, সগুণ ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধেই এই সূত্র গ্রথিত হইয়াছে। পরন্তু বেদব্যাস যে সূত্রে "সর্ব্ব"শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ খর্ব্ব করা যাইতে পারে না। বেদব্যাস তৎসম্বন্ধে কোন ইঙ্গিতও কোন স্থানে করেন নাই।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২ সূত্র। ভেদান্নেতি চেদেকস্যামপি ॥

ভাষ্য।—বিদ্যায়াং পুনঃ শ্রুত্যা বেদ্যভেদান্ন বিদ্যৈক্যমিতি চেৎ, ন; ক্বচিৎ-প্রতিপত্তৃভেদাৎ ক্বচিৎপ্রকরণশুদ্ধ্যর্থমেকস্যামপি বিদ্যায়াং পুনরুক্ত্যাদ্যুপপত্তেঃ।

অস্যার্থঃ—যদি এইরূপ আপত্তি কর যে শ্রুতিতে বিদ্যার পুনরুক্তিহেতু বিদ্যার বেদ্যবস্তুও বিভিন্ন বলিতে হইবে, (কারণ বেদ্যবস্তু এক হইলে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন) অতএব ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিদ্যা (উপাসনা) এক নহে; তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহা সঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে; কোন স্থলে প্রতিপত্তাভেদে (উপাসকভেদে) এবং কোন স্থলে প্রকরণপূরণ নিমিত্ত একই বিদ্যার পুনরুক্তি অসঙ্গত নহে, পরন্তু সঙ্গত।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩ সূত্র। স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥

[(আথর্ব্বণে কর্ত্তব্যত্বেনৈবোপদিষ্টং শিরোব্রতং শিরসি অঙ্গারপাত্রধারণরূপং ব্রতং ন বিদ্যাভেদকং কুতঃ ? তস্য) স্বাধ্যায়স্য (বেদাধ্যয়নস্য অঙ্গীভূতত্বাৎ); তথাত্বে (শিরোব্রতস্য স্বাধ্যায়াঙ্গত্বে) তন্নিয়মঃ (ব্রতোপদেশনিয়মঃ, আথর্ব্বণিকেন অনুষ্ঠেয়ঃ নেতরেণ ইতি নিয়মঃ)। সমাচারে (বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে তদুপদেশাৎ); অধিকারাচ্চ অধিকৃত-মুণ্ডকগ্রন্থজাতপরাৎ, "অধীতে" ইতি শব্দাচ্চ। সববচ্চ সূর্য্যবচ্চ সূর্য্যাদিহোমবচ্চ] ॥

ভাষ্য।—যচ্চাথর্ব্বণে "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণমি"তি শিরোব্রতং, তদপি বিদ্যাভেদকং ন, যতঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নাঙ্গতয়া শিরোব্রতং বিধীয়তে। তস্যাধ্যায়নাঙ্গত্বে সতি আথর্ব্বণিকেতরাগ্রাহ্যতয়া তন্নিয়মোঽস্তি। যতঃ সমাচারাখ্যে গ্রন্থেঽপি বেদব্রতত্বেন শিরোব্রতমাম্নাতমস্তি;

"নৈতদচীর্ণব্রতো অধীতে" ইতি বচনাচ্চ; সৌর্য্যাদিহোমবচ্চ তন্নিয়মঃ সঙ্গত এব॥

অস্যার্থঃ—আথর্ব্বণ শ্রুতিতে (মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে) উক্ত আছে "যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক শিরোব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ;" এই বাক্যে যে শিরোব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার ভেদ প্রতীতি হয় (কারণ কেবল আথর্ব্বণদিগের সম্বন্ধেই এই শিরোব্রতের উপদেশ আছে, অপরের নাই); এইরূপ বলিতে পার না; কারণ ঐ শিরোব্রত কেবল আথর্ব্বণ শ্রুতির অধ্যয়নের অঙ্গীভূত, বিদ্যার (তদুপদিষ্ট উপাসনার) অঙ্গীভূত নহে। কেবল ঐ বেদের অধ্যয়নের অঙ্গীভূত হওয়াতে, আথর্ব্বণিক ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহা গ্রহণীয় নহে; অতএবই তদ্বিষয়ক উক্ত প্রকার নিয়ম করা হইয়াছে। কারণ সমাচারনামক বেদব্রতোপদেশক গ্রন্থে, কেবল ঐ বেদাধ্যয়নের অঙ্গীভূতস্বরূপে শিরোব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে। "শিরোব্রত আচরণ না করিয়া অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকশ্রেণীর শ্রুতি পাঠ করিবে না" ইত্যাদি বাক্যে ঐ শ্রুতির অধ্যয়নের অধিকার নির্ণয়ার্থ ঐ ব্রতের উক্তি হওয়াতেও তাহাই সিদ্ধান্ত হয়। তাহার দৃষ্টান্তও আছে, যেমন সৌর্য্যাদি সপ্তহোম কেবল আথর্ব্বণদিগের একাগ্নির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায়, অন্য শাখায় উক্ত ত্রেতাগ্নির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকায়, ঐ সৌর্য্যাদি হোম কেবল একাগ্নিক আথর্ব্বণদিগেরই অনুষ্ঠেয়, তদ্রূপ ঐ শিরোব্রতও মুণ্ডকশ্রুতি অধ্যয়নকারীদিগের অনুষ্ঠেয়, অপরের নহে, এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪ সূত্র। দর্শয়তি চ॥

ভাষ্য।—"সর্ব্বে বেদা যত্পদমামনন্তি" ইতি শ্রুতির্দর্শয়তি চ বিদ্যৈক্যম্॥

অস্যার্থঃ—"সমস্ত বেদ যে নিত্যবস্তুকে কীর্ত্তন করে" ইত্যাদি শ্রুতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিদ্যাসকলের বেদ্যবস্তু ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫ সূত্র। উপসংহারো ঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ॥

ভাষ্য।—বিদ্যৈক্যে সতি, (সমানে উপাসনে সতি) গুণোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ, প্রয়োজনাভেদাৎ। অগ্নিহোত্রাদিবিধিশেষবৎ॥

অস্যার্থঃ—একই ব্রহ্মোপাসনা কথিত হওয়াতে, এক বেদান্তোক্ত ব্রহ্মের স্বরূপগত গুণসকল অপর বেদান্তোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় যোজনা করা কর্ত্তব্য। কারণ উপাসনার অর্থ (প্রয়োজন) সর্ব্বত্রই এক। যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবিষয়ে এক বেদোক্ত কর্ম্মাঙ্গসকল অন্য বেদোক্ত কর্ম্মেও যোজনা করিতে হয়, তদ্রূপ বিধায়ক বাক্যসকল উপনিষদুক্ত বিদ্যোপাসনা স্থলেও একরূপ হওয়াতে, এক উপনিষদুক্ত উপাস্যগুণসকল সর্ব্বত্রই গ্রহণ করা উচিত বলিয়া সিদ্ধ আছে।

পরন্তু ব্রহ্মোপাসনা এক হইলেও বিদ্যা (উপাসনাপ্রণালী) উপনিষদে সর্ব্বত্র এক নহে; এমন কি বিদ্যার নাম এক হইলেও, কোন কোন স্থলে বিভিন্ন উপনিষদে উক্ত বিদ্যা ঠিক এক নহে; এক্ষণে সূত্রকার তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬ সূত্র। অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥

ভাষ্য।—"অথ হেমমাসন্য প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদ্গায়তী"-তি বাজসনেয়কে শ্রূয়তে "অথ হ য এবায়ং মুখ্যপ্রাণস্তমুপাসাংচক্রিরে" ইতি ছান্দোগ্যে চ শ্রূয়তে। কিমত্র বিদ্যৈক্যমুত ভেদঃ? ইতি সংশয়ে বিদ্যৈক্যমিতি। নম্ন

প্রাণস্য বাজসনেয়কে "ত্বং ন উদ্‌গায়ে"-তি কর্ত্তৃকত্বং, ছান্দোগ্যে চ "তমুদ্‌গীথম্" ইতি কর্ম্মত্বমধীয়তে, অতো বিদ্যানানাত্বমিতি চেন্ন, উপক্রমেঽবিশেষাৎ। "উদ্‌গীথেনাত্যয়াম," "উদ্‌গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিহনিষ্যাম" উদ্‌গীথস্যৈবোপাস্যত্বপ্রতীতেঃ। তস্মাদুভয়ত্র বিদ্যৈক্যমিতি প্রাপ্তম্॥"

অস্যার্থঃ—বাজসনেয় শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যকের ১ম অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণে) উক্ত আছে যে, দেবতাগণ বাক্ প্রভৃতি অপর সকল ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, মুখপ্রভব প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদিগের উদ্গাত্রকর্ম্ম কর, তিনি তথাস্তু বলিয়া উদ্গাত্রকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ছান্দোগ্যে (১ম প্রপাঠকের ২য় খণ্ডে) এই উদ্গীথ উপাসনা উপলক্ষে এইরূপ উক্তি আছে যে, দেবতারা অপর সকল ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্যপ্রাণকেই উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এতদ্দ্বারা উপাসনার ঐক্য অথবা ভেদ বুঝিতে হইবে? এই সংশয় নিবারণার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রথমে এইরূপই অনুমান হয় যে, এইস্থলে উপাসনার ঐক্যই বুঝিতে হইবে। কারণ যদি বল, বাজসনেয় শ্রুতিতে "ত্বং ন উদ্গায়" (তুমি আমাদের উদ্গাতা হও) এই বাক্যে প্রাণের কর্ত্তৃকত্ব উপদেশ আছে, কিন্তু ছান্দোগ্যে "তমুদ্গীথম্" এই বাক্যে প্রাণবোধক "তং" পদ কর্ম্মকারকে উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব উভয়ের উপাস্য এক নহে; সুতরাং বিদ্যার ভেদ স্বীকার করিতে হয়; তবে তাহা সঙ্গত নহে; কারণ উভয় শ্রুতিতে সংবাদের আরম্ভ একই প্রকার, যথা:—বাজসনেয় শ্রুতিতে আরম্ভে বলা হইয়াছে, দেবতাগণ পরামর্শ করিলেন "উদ্গীথদ্বারা আমরা জয়লাভ করিব" এবং ছান্দোগ্যে প্রারম্ভবাক্যে উক্ত আছে যে দেবতাগণ "উদ্গীথ অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহারা বলিলেন

যে, উদ্গীথ দ্বারাই আমরা (অসুরদিগকে) পরাভব করিব—জয়লাভ করিব"। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উভয়স্থলেই এক উদ্গীথ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব উভয়স্থলে উপদিষ্ট বিদ্যা এক। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৭ সূত্র। ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ॥

[প্রকরণভেদাৎ=উপক্রমভেদাৎ ইত্যর্থঃ; পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ যথা পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট-বিধানং অর্থান্তরং জ্ঞাপয়তি তদ্বৎ]।

(পর=জ্যেষ্ঠ ; বর=শ্রেষ্ঠ)

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে,ন বিদ্যৈক্যম, "ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যুদ্গীথে প্রণবমুপাস্যং প্রক্রম্যো।" দ্গীথমাজহ্রু"-রিতি বচনাৎ তদবয়বভূতঃ প্রণবঃ প্রাণদৃষ্টের্বিষয়ঃ ছান্দোগ্যে বিহিতঃ। বাজসনেয়কে তু অবিশেষেণ "উদ্গীথেনাত্যয়াম" ইত্যুপক্রমাৎ কৃৎস্নোদ্গীথঃ প্রাণদৃষ্টের্বিষয়ঃ। ইত্থং প্রক্রমভেদাদ্বিদ্যাভেদ এব সিধ্যতি। যথোদ্গীথাবয়বে প্রণবে পরমাত্মদৃষ্টিবিধানাবিশেষেঽপি হিরণ্যময়পুরুষদৃষ্টিবিধানাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্টবিধানমন্যৎ॥

অস্যার্থঃ— উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় উপনিষদুক্ত বিদ্যার একত্ব বলা যাইতে পারে না; কারণ ছান্দোগ্যে শ্রুতি উদ্গীথোপাসনা বর্ণনে "ওঁ এই একমাত্র বর্ণকে (যাহা সম্পূর্ণ উদ্গীথের একাংশমাত্র, তাহাকে) উদ্গীথজ্ঞানে উপাসনা করিবে" এইরূপ ক্রম বলিয়া "দেবতারা উদ্গীথ অনুষ্ঠান করিলেন" এইরূপ উক্তি আছে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, ছান্দোগ্যে উদ্গীথের অঙ্গমাত্র ওঁকারকেই প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনার বিষয় বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু বাজসনেয়

শ্রুতিতে কোন বিশেষ অবয়বের উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে "উদ্গীথ উপাসনাদ্বারা আমরা জয় লাভ করিব" এই প্রারম্ভবাক্যে সমস্ত উদ্গীথই প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনার বিষয় বলিয়া অবধারিত হয়। আরম্ভবাক্যে এই প্রকার ভেদহেতু বিদ্যার ভেদই সিদ্ধ হয়। যেমন উদ্গীথাংশ প্রণবে পরমাত্মার ধ্যানবিষয়ক উপদেশ এক হইলেও, এক ছান্দোগ্যেই পরমাত্মার হিরণ্ময়পুরুষরূপে ধ্যান হইতে পরবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট পুরুষরূপে ধ্যান বিভিন্ন, তদ্রূপ বাজসনেয় শ্রুত্যুক্ত উদ্গীথোপাসনাপ্রণালী এবং ছান্দোগ্যোক্ত উদ্গীথোপাসনাপ্রণালীও বিভিন্ন। (এইস্থলে ছান্দোগ্যের প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ড ও ষষ্ঠখণ্ড পাঠ করিলে, এই বিচার বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে)।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৮ সূত্র। সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদুক্তমস্তি তু তদপি॥

ভাষ্য।—সংজ্ঞাতো বিদ্যৈক্যমিতি চেত্তস্যাঃ দুর্ব্বলত্বং "ন বা প্রকরণভেদাদি"-ত্যনেনোক্তং, সংজ্ঞৈকত্বং তু বিধেয়ভেদেঽপ্যস্তি। যথাগ্নিহোত্রসংজ্ঞা নিত্যা ঽগ্নিহোত্রে কুণ্ডপায়িনাময়নাগ্নিহোত্রে চ।

অস্যার্থঃ—যদি উদ্গীথ, এই নাম উভয় স্থলেই এক বলিয়া, বিদ্যারও একত্ব বল, তবে ইহা অতি দুর্ব্বল যুক্তি, তাহা পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত বিচারেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক সংজ্ঞা হইলেও যে বিধেয়ের ভেদ হয়, তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। যথা—"অগ্নিহোত্র" সংজ্ঞা নিত্য অগ্নিহোত্রেরও আছে, এবং কুণ্ডপায়িনামক অগ্নিহোত্রেরও আছে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৯ সূত্র। ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্॥

[ব্যাপ্তেশ্চ=প্রণবস্য সর্ব্বত্র ব্যাপকত্বাৎ, সর্ব্বং সমঞ্জসম্]।

ভাষ্য।—ছান্দোগ্যে সর্ব্বাসূদ্গীথবিদ্যাসু প্রথমং প্রস্তুতস্য

প্রণবস্যোপাস্যত্বেন ব্যাপ্তেঃ "উদ্গীথমাজহ্রু রি"-তি মধ্যগতস্যো-দ্গীথশব্দস্যাপি প্রণববিষয়ত্বং সমঞ্জসম্। ছান্দোগ্যে উদ্গীথাবয়বঃ প্রণবঃ, বাজসনেয়কে কৃৎস্নোদ্গীথঃ প্রাণদৃষ্ট্যোপাস্য ইতি বিদ্যাভেদঃ।

অস্যার্থঃ—ছান্দোগ্যে বহুবিধ উদ্গীথ-উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তের মধ্যেই প্রথমোক্ত প্রণবোপাসনার ব্যাপ্তি আছে; অতএব "উদ্গীথ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন" এই বাক্যের মধ্যগত "উদ্গীথ" শব্দে প্রণবই বুঝায় বলিলে, পূর্ব্বাপর বাক্যের সামঞ্জস্য হয়। ছান্দোগ্যে উদ্গীথের অংশ প্রণব; এবং বাজসনেয়ে সমগ্র উদ্গীথই প্রাণকল্পনায় উপাস্য। অতএব উভয়োক্ত উপাসনাপ্রণালী ভিন্ন, এক নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১০ সূত্র। সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে॥

ভাষ্য।—ছান্দোগ্যে বাজসনেয়কে চ প্রাণসংবাদে জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণোপেতঃ প্রাণ উপাস্যতয়া বাগাদয়ো বশিষ্ঠত্বাদিগুণকা উক্তাঃ। তে চ গুণাঃ প্রাণে সমর্পিতাঃ। কৌষীতকীপ্রাণ-সংবাদে তু বাগাদীনাং গুণা উক্তাঃ, ন তু প্রাণে সমর্পিতাঃ। তত্রোচ্যতে। অন্যত্র কৌষীতকীপ্রাণসংবাদেঽপি প্রাণসম্বন্ধিত্বেন তে উপাদেয়াঃ, জ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যনিমিত্তস্য বাগাদীনাং প্রাণায়ত্তত্বাদেঃ সর্ব্বত্রৈক্যাৎ।

অস্যার্থঃ—ছান্দোগ্য এবং বাজসনেয় উভয়শ্রুতিতে প্রাণোপাসনাবিষয়ক সংবাদে প্রাণকেই জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্টরূপে উপাস্য বলিয়া বলা হইয়াছে; এবং বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বশিষ্ঠত্বাদি গুণ উক্ত হইয়াছে। তৎসমস্ত গুণই প্রাণেও সমর্পিত হইয়াছে। পরন্তু কৌষীতকী উপনিষদুক্ত প্রাণসংবাদে কথিত গুণসকল বাগাদির সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রাণে

তৎসমস্ত সমর্পিত হয় নাই। তৎসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন :—"অন্যত্র" অর্থাৎ কৌষীতকী উপনিষদুক্ত প্রাণসংবাদেও "ইমে" এই সকল বশিষ্ঠত্বাদি গুণ প্রাণসম্বন্ধেও গ্রহণীয়; কারণ উক্ত সকলশ্রুতিতেই প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত আছে, এবং বাগাদির প্রাণাধীনত্ব সর্ব্বত্রই শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(এক্ষণে সূত্রকার উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপনিষ্ঠগুণসকল যাহা সর্ব্ববিধ ব্রহ্মোপাসনায় গ্রহণীয় বলিয়া ৫ম সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে উপদেশ করিতেছেন) :—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১১ সূত্র। আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য।

ভাষ্য।—সর্ব্বত্র গুণিনোঽভেদানন্দাদয়ো গুণাঃ পরবিদ্যাসূপসংহর্ত্তব্যাঃ।

অস্যার্থঃ—বিশেষ্য (গুণী) ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব ও আনন্দময়ত্বাদি বিশেষণ (গুণ) সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মোপাসনায় সংযোজিত করিতে হইবে। (আনন্দাদি গুণ যথা :—আনন্দরূপত্ব, বিজ্ঞানঘনত্ব, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব ইত্যাদি)।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১২ সূত্র। প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে॥

ভাষ্য।—পরস্বরূপগুণপ্রাপ্তৌ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং প্রাপ্তিস্তু নেষ্যতে, শির আদ্যবয়বভেদে সতি ব্রহ্মণ্যুপচয়াপচয়প্রসঙ্গাৎ।

অস্যার্থঃ—কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে প্রিয়শিরস্ত্বাদি-গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মোপাসনায় সর্ব্বত্র যোজয়িতব্য নহে; কারণ শিরঃ প্রভৃতি অবয়বভেদে সেই সকল গুণের উপচয় অপচয় (হ্রাস, বৃদ্ধি) দ্বারা ব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধির প্রসঙ্গ হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৩ সূত্র। ইতরেত্বর্থসামান্যাৎ।

ভাষ্য।—আনন্দাদয়স্তু গুণা গুণিনঃ সর্ব্বত্রৈক্যাদুপসংহ্রিয়ন্তে।

অস্যার্থঃ—প্রিয়শিরস্ত্বাদিগুণ ব্রহ্মোপাসনায় সর্ব্বত্র সংযোজিত না হইলেও, আনন্দাদিগুণ ব্রহ্মে নিত্যই আছে; উক্ত গুণসকল সর্ব্বত্রই শ্রুতিতে তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মোপাসনায় এই সকল গুণ সর্ব্বত্রই গ্রহণীয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৪ সূত্র। আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ।

ভাষ্য।—"তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদ্যভিধানন্তু অনুচিন্তনার্থমিতরপ্রয়োজনাভাবাৎ।

অস্যার্থঃ—"প্রিয়ই ইহার শিরঃ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের যে প্রিয়শিরস্ত্বাদি উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল তাঁহার ধ্যানের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত; তৎসকলের অন্য কোন প্রয়োজন নাই (এই সকল তাঁহার স্বরূপগত গুণ নহে)।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৫ সূত্র। আত্মশব্দাচ্চ।

ভাষ্য।—"অন্যোঽন্তর আত্মা" ইত্যাত্মনঃ শিরঃ পক্ষাদ্যসম্ভবাৎ তদনুধ্যানায় তদভিধানম্।

অস্যার্থঃ—তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রিয়শিরস্ত্বাদি বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন "অন্যোঽন্তর আত্মা" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ দ্বিতীয়বল্লী দ্রষ্টব্য)। এতদ্দ্বারা শিরঃ পক্ষ ইত্যাদি আত্মার স্বরূপস্থ না থাকা প্রতিপন্ন হইয়াছে; সুতরাং এই সকল বিশেষণ কেবল ধ্যানের আনুকূল্যের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৬ সূত্র। আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ।

ভাষ্য।—"অন্যোঽন্তর আত্মা" ইত্যেবাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব গ্রহণং, যথা "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"

ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব গ্রহণম্, তদ্বৎ। "সোঽকাময়ত বহু স্যামি"-ত্যানন্দময়বিষয়াদুত্তরবাক্যাদপি তদগ্রহণম্।

অস্যার্থঃ—তৈত্তিরীয় শ্রুতির "অন্যোঽন্তর আত্মা" এই বাক্যোক্ত "আত্মা" শব্দ পরমাত্ম-বোধক; যেমন ঐতরেয় শ্রুত্যুক্ত "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" বাক্যে আত্মা শব্দ পরমাত্ম-বোধক, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্যেও "আত্মা" শব্দ পরমাত্ম-বোধক; কারণ তৈত্তিরীয় শ্রুতি বাক্যশেষে বলিয়াছেন "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্"; আনন্দময়-বিষয়ক এই শেষোক্ত বাক্যদ্বারা পূর্ব্বোক্ত "আত্মা" শব্দ যে পরমাত্ম-বাচক, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৭ সূত্র। অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ।

ভাষ্য।—পূর্ব্বত্রানাত্মনি প্রাণাদাবাত্মশব্দান্বয়দর্শনাদ্ "আত্মাঽনন্দময়"-ইত্যাত্মশব্দেন পরমাত্মনোঽপরিগ্রহ ইতি চেৎ, স্যাদেব তেন শব্দেন তৎপরিগ্রহঃ, পূর্ব্বত্রাপি পরমাত্মবুদ্ধ্যৈবানাত্মনি প্রাণাদাবাত্মশব্দান্বয়নিশ্চয়াৎ।

অস্যার্থঃ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উপদিষ্ট প্রাণময়াদি আত্মা ব্রহ্ম নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; তৎপরে ক্রমে একই সঙ্গে যখন আনন্দময় আত্মারও উক্তি আছে, তখন আনন্দময় আত্মাশব্দও পরমাত্মা-বাচক বলিয়া উপপন্ন হয় না; এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে; আনন্দময়াত্মশব্দে পরমাত্মাই গ্রহণীয়; প্রাণময়াদি স্থলেও প্রাণাদি অনাত্মা-পদার্থে পরমাত্মবুদ্ধিতেই "আত্ম" শব্দ অন্বিত হইয়াছে। (শ্রুতি প্রথমেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মা বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপরে প্রাণময়াদি আত্মাস্থলে সেই পরমাত্মা-শব্দই অন্বিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে)।

(এক্ষণে সূত্রকার বিদ্যাবিষয়ক অপরাপর জিজ্ঞাস্য বিষয়সকল মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন) :—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৮ সূত্র। কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্॥

[কার্য্যাখ্যানাৎ, আচমনস্য সাধারণকার্য্যত্বেন স্মৃত্যাদৌ কথনাৎ, "অশিষ্যন্নাচামেৎ" ইত্যাদি বাজসনেয়বাক্যে আচমনীয়াসু অপ্সু বাসো দর্শনং এব বিধীয়তে; যতঃ তদেব অপূর্ব্বং পূর্ব্বাপ্রাপ্তম্ ইত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—"অশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেদেতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে"-ত্যাদিনাঽপাং প্রাণবাসস্ত্বধ্যানমপ্রাপ্তং বিধীয়তে, স্মৃত্যাচারপ্রাপ্তস্যাচমনস্য তু তত্রানুবাদমাত্রত্বাৎ॥

অস্যার্থঃ—বাজসনেয় শ্রুতিতে প্রাণবিদ্যাবর্ণনে এইরূপ বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা:—"আহার করিবার পূর্ব্বে আচমন করিবে, আহার করিয়া আচমন করিবে; এই আচমন প্রাণকে অনগ্ন (অর্থাৎ আচ্ছাদিত) করে, এইরূপ জ্ঞান করিবে"। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, উক্ত বাক্যে কোনটি বিশেষবিধি, আচমনটিই বিশেষবিধি, অথবা জলকে প্রাণের আবরকস্বরূপ ধ্যানই বিশেষবিধি, অথবা উভয়ই বিশেষবিধি? তদ্বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন, জলকে প্রাণের আবরকস্বরূপ ধ্যানই প্রাণবিদ্যার বিশেষ-বিধি, ইহা অপর বিদ্যার অঙ্গীভূত নহে; কারণ এই ধ্যানই এই স্থলে "অপূর্ব্ব" (অন্যান্য উপাসনায় উক্ত না হইয়া, এই উপাসনায় বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে)। আচমন কার্য্য সর্ব্বত্র সাধারণরূপে স্মৃতি প্রভৃতিতেও উক্ত হইয়াছে; তাহারই অনুবাদ করিয়া প্রাণবিদ্যায়ও আচমনের উল্লেখ করা হইয়াছে। পরন্তু তাহা প্রাণবিদ্যার বিশেষবিধি নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ১৯ সূত্র। সমান এবং চাভেদাৎ॥

ভাষ্য।—বাজসনেয়িশাখায়াং "সত্যং ব্রহ্মেত্যুপাসীতে"-ত্যারভ্য

"আত্মানমুপাসীত মনোময়মি" ত্যাদি। অগ্নিরহস্যে"মনোময়োঽয়ং পুরুষ"-ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে চ শাণ্ডিল্যবিদ্যাঽম্নাতা, সা চ যথাঽনেকশাখাসু বেদ্যৈক্যাদ্বিদ্যৈক্যং, তথৈকস্যামপ্যেকৈব বিদ্যৈক্যাদ্ গুণোপসংহারঃ।

অন্বার্থঃ—বাজসনেয় শাখায় (বৃহদারণ্যকে) "ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপে উপাসনা করিবে" বাক্যারম্ভে এইরূপ বলিয়া, পরে বলিয়াছেন "আত্মাকে মনোময়রূপে উপাসনা করিবে"। অগ্নিরহস্যেও শাণ্ডিল্যবিদ্যাবর্ণনায় বৃহদারণ্যকেও এইরূপ উক্তি আছে যে "এই আত্মা মনোময়।" যেমন বিভিন্ন শাখায় বেদ্যবস্তু একই, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার উপাসনারই ঐক্য আছে, তদ্রূপ একই শাখাতে বিদ্যাও একই বলিয়া বুঝিতে হইবে; অতএব বিদ্যার এক অঙ্গ একস্থানে উক্ত না হইয়া অন্যস্থানে উক্ত হইলে, সেই অনুক্তস্থানেও ঐ অঙ্গ যোজনা করিতে হইবে। (বৃহদারণ্যক ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২০ সূত্র। **সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥**

ভাষ্য।—যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যৈকং তৎসম্বন্ধাদ্ গুণোপসংহার এবং "সত্যং ব্রহ্ম" ইত্যুপক্রমাদেকবিদ্যাত্বসম্বন্ধাৎ "তস্যোপনিষদহমি"-ত্যধিদৈবতং "তস্যোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মমিতি" শ্রুত্যুক্তে দ্বে নামনী উপসংহ্রিয়েতে ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ ॥

অন্বার্থঃ—শাণ্ডিল্যবিদ্যা একই। সুতরাং ঐ বিদ্যার প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকে স্থানে স্থানে যে সকল ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্রই শাণ্ডিল্যবিদ্যায় গ্রহণ করিতে হয়; তদ্রূপ "সত্যং ব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপে বৃহদারণ্যক উপদেশ আরম্ভ করিয়া "তাঁহার উপনিষদ্ (রহস্য) অহঃ" এইরূপ অধিদৈব এবং "তাঁহার উপনিষদ্ অহং" এইরূপে অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব এই অধ্যাত্ম ও অধিদৈব নামক দুইটি উপনিষদই (রহস্যই) অবিভাগে গ্রহণীয়, অর্থাৎ উভয় আদিত্যমণ্ডলে এবং চক্ষুর্মধ্যে ব্রহ্মোপাসন-স্থলে উক্ত উভয় রহস্য গ্রহণীয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। (তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন):—

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২১ সূত্র। ন বা বিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—সিদ্ধান্তস্তু স্থানভেদাদুপসংহারো নোপপদ্যতে ইতি।

অস্যার্থঃ—পরন্তু তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে, সূর্য্যমণ্ডল এবং অক্ষি, যাহাতে ব্রহ্মের ধ্যান করিবার উপদেশ আছে, তাহারা পরস্পর ভিন্ন হওয়াতে, উক্ত প্রকার উভয় রহস্য প্রত্যেক-স্থলে যোজনা করিতে হইবে না।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২২ সূত্র। দর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য।—"তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপমি"-তি শ্রুতি-শ্চাক্ষিস্থাদিত্যস্থয়োর্গুণোপসংহারাভাবং দর্শয়তি ॥

অস্যার্থঃ—"সেই এই পুরুষের তৎসমস্ত রূপ, যাহা পূর্ব্বোক্ত পুরুষের" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও আদিত্যপুরুষের রূপাদি ধর্ম্ম চাক্ষুষপুরুষের কেবল অবান্তর ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া চাক্ষসপুরুষ ও আদিত্যপুরুষের সম্বন্ধে উক্ত গুণসকলের যে উভয় স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে না, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব উভয়বিধ ধর্ম্ম প্রত্যেকস্থলে ধ্যাতব্য নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৩ সূত্র। সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ।

ভাষ্য।—"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যাঃ সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততানে"-ত্যাদিনা তৈত্তিরীয়কবিহিতানাং সম্ভৃতিজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি চ দ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতীনাং গুণানামপি স্থানভেদাদেব বিদ্যান্তরে নোপসংহারঃ।

অস্যার্থঃ—তৈত্তিরীয় রাণায়ণীয় শাখার খিলবাক্যে (অর্থাৎ যাহা

বিধিও নহে, নিষেধও নহে, তাহাতে) উক্ত আছে যে "ব্রহ্মের সম্ভৃতি (আকাশাদির ধারণ ও পোষণ) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শক্তিসকল আছে, দেবতাদিগের সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম এই পূর্ব্বসৃষ্ট আকাশ ব্যাপিয়া ছিলেন"। এই স্থলে যে সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে, তাহাও উপাসনার উপাধিভেদহেতু পৃথক্‌বিদ্যা বলিয়া গণ্য, তাহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে। যেমন পূর্ব্ব সূত্রোক্ত রহস্যদ্বয় সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে, ইহাও তদ্রূপ।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৪ সূত্র। পুরুষবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নানাৎ।

ভাষ্য।—"পুরুষো বাব যজ্ঞ"-ইত্যাদিনা ছান্দোগ্যে "তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্য" ইত্যাদিনা তৈত্তিরীয়কে চ শ্রূয়মাণায়াং পুরুষবিদ্যায়ামপি একত্রোক্তানাং "তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি তৎপ্রাতঃ সবনমি"-ত্যাদীনাং প্রকারাণামন্যত্রানাম্নানাৎ বিদ্যাভেদঃ।

অস্যার্থ:—"পুরুষই যজ্ঞ" ইত্যাদিবাক্যে ছান্দোগ্যে, এবং "সেই জ্ঞানবান্ পুরুষের আত্মাই যজ্ঞের যজমান, এবং শ্রদ্ধাই পত্নী" ইত্যাদি বাক্যে তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে পুরুষবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে; তন্মধ্যে এক শ্রুতিতে (ছান্দোগ্যে) "ইঁহার যে চতুর্ব্বিংশবর্ষ আয়ুঃ, তাহা যজ্ঞের সবন" ইত্যাদি বাক্যে যে যজ্ঞাঙ্গসকল উল্লিখিত হইয়াছে তাহা, এবং ঐ যজ্ঞের ফল প্রভৃতি বিষয় অন্য (তৈত্তিরীয়) শ্রুতিতে অন্য প্রকারে উপদিষ্ট হওয়াতে, বিদ্যার (উপাসনাপ্রণালীরই) ভেদ বুঝিতে হইবে। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত পুরুষোপাসনায় ছান্দোগ্যকথিত বিদ্যাঙ্গসকল যোজনীয় নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৫ সূত্র। বেধাদ্যর্থভেদাৎ।

ভাষ্য।—"সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্যে"-ত্যাদি মন্ত্রাণাং

"দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুরি"-ত্যাদিনোক্তানাং বাগাদিকর্ম্মণাং চ ন বিদ্যায়ামুপসংহারঃ। কুতঃ ? বেদাদীনামর্থানাং বিদ্যাভিন্নত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—"আমাদের শত্রুসকলের সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ কর, তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ কর" এই সকল মন্ত্র, যাহা অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্র এবং "দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন" ইত্যাদি-বাক্যে যে বাগাদি যজ্ঞকর্ম্মের উল্লেখ আছে, তৎসমস্ত উক্ত উপনিষদে কথিত উপাসনার অঙ্গ নহে। কারণ, শরীর বিদীর্ণ করা, হৃদয় বিদীর্ণ করা প্রভৃতি প্রয়োজন উপাসনা হইতে ভিন্ন, উপাসনার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৬ সূত্র। হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তম্।

ভাষ্য।—"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়ে"ত্যাদিশ্রুতি-প্রোক্তায়াং পুণ্যপাপবিমোচনাত্মিকায়াং হানৌ "তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামি"-তি বিদ্বত্ত্যক্ত-পুণ্যপাপগ্রহণভূতমুপায়নমুপসংহ্রিয়তে। কুতঃ ? শাখান্তরীয়োপায়নশব্দস্য হানিশব্দশেষত্বাৎ। যথা "কুশা বানস্পত্যা" ইতি কুশানাং বানস্পত্যত্বপ্রকাশকবাক্যে শেষতা-"মৌদুম্বরা" ইতি বাক্যং ভজতে। যথা চ "ছন্দোভিঃ স্তুবীতে"তি বাক্যশেষতাং "দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বাণী"-তি বাক্যং ভজতে। যথা চ "হিরণ্যেন ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতী"-তি বাক্যশেষতাং "সময়াধ্যুষিতে সূর্য্যে" ইতি বাক্যং গচ্ছতি। যথা চ "ঋত্বিজ উপগায়ন্তী"-তি অস্য "নাধ্বর্য্যুরুপগায়তী"-তি শেষতামাপদ্যতে। "অপি বাক্যশেষত্বাদন্যায্যত্বাৎ বিকল্পস্যে"-ত্যাদ্যুক্তং জৈমিনিনাঽপি।

অস্যার্থঃ—অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদে উক্ত আছে যে "ব্রহ্মোপাসনাপর পুরুষ দেহত্যাগ করিয়া পুণ্যপাপ উভয়কে বিধূনন করিয়া (ঝাড়িয়া ফেলিয়া) সর্ব্ববিধ দোষমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়েন" ইত্যাদি শ্রুতিতে পুণ্যপাপের পরিত্যাগ বর্ণনা আছে। "তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার বিত্ত গ্রহণ করে, সুহৃদ্‌গণ পুণ্য গ্রহণ করে, শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে" ইত্যাদি শাট্যায়নশাখাপ্রোক্ত বাক্যে যে বিদ্বান্ পুরুষের পুণ্যপাপ গ্রহণ করারূপ উপায়নের (পরকর্ত্তৃক গ্রহণের) উল্লেখ আছে, সেই সকল উপায়নবাক্যকে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যপাপের "হানি" (পরিত্যাগ) বিষয়ক বাক্যের সহিত যোজিত করিতে হইবে, (অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ দেহ পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার পাপপুণ্য পরিত্যক্ত হয়, এইমাত্র অথর্ব্ববেদীয় শ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও, অপর শ্রুতিতে যে মিত্র ও শত্রুগণের পুণ্যপাপ গ্রহণ করা উল্লেখ আছে, সেই ফলও অথর্ব্ববেদীয় উপাসকের সম্বন্ধে ঘটে বুঝিতে হইবে)। কারণ, শাট্যায়নশ্রুতিতে উক্ত "উপায়ন" শব্দ "হানি" শব্দের অঙ্গীভূত; ঐ "উপায়ন" শব্দ "হানি"বিষয়ক বাক্যের শেষাংশস্বরূপ। (বিদ্যা ভিন্ন হইলেও, ফলের একরূপত্ব হইতে কোন বাধা নাই)। ইহার দৃষ্টান্তও আছে, যথা, "কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগান"স্থলে এক শ্রুতির উপদেশ, অন্য শ্রুতিতে প্রযোজ্য। কৌষীতকী শ্রুতিতে উক্তি আছে যে "হে কুশসকল, তোমরা বনস্পতি," কিন্তু কিরূপ বনস্পতি, তাহার উল্লেখ নাই; কিন্তু শাট্যায়নশাখায় উক্ত আছে "ঔদুম্বরাঃ কুশাঃ" (কুশাসকল উদুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত); ইহা ভিন্নশ্রুতিতে উল্লিখিত হইলেও, তাহা অপর স্থানেও গ্রহণীয়। (উদ্গাতা স্তোত্র গান করে, অপরে "কুশা" অর্থাৎ কাষ্ঠশলাকাদ্বারা তাহার সংখ্যা গণনা করে; এই "কুশা" সাধারণতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া অনেক শ্রুতিতেই উল্লেখ আছে, কিন্তু শাট্যায়নীতে ইহা উড়ুম্বরকাষ্ঠের শলাকা বলিয়া উল্লেখ থাকায়, তাহাই

সর্ব্বত্র গৃহীত হয়)। এইরূপ "ছন্দ দ্বারা স্তব করিবে" বাক্যে কোন্ ছন্দ তাহার উল্লেখ হয় নাই; কিন্তু অন্যত্র "দেবচ্ছন্দ" এই বাক্যের দ্বারা দেবচ্ছন্দই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। অপরন্তু "হিরণ্যদ্বারা ষোড়শিনামক যজ্ঞপাত্রের স্তুতি করিবার" বিধান আছে, কিন্তু কোন্ সময় করিবে, তাহার উল্লেখ নাই; অপর শ্রুতিতে "সূর্য্য উদিত হইলে ষোড়শি স্তব করিবে" বলা আছে; এই শেষোক্ত শ্রুতিও প্রথমোক্ত শ্রুতির অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হয়। এইরূপ "ঋত্বিক্ উপগান করিবে" কিন্তু কোন ঋত্বিক্, তাহার উল্লেখ নাই; অন্যত্র উল্লেখ আছে "অধ্বর্য্যু গান করিবে না; এই শেষ বাক্য পূর্ব্ববাক্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গৃহীত হয়, অর্থাৎ অধ্বর্য্যু ভিন্ন অপর ঋত্বিক্ উপগান করিবে। জৈমিনিও এইরূপই বলিয়াছেন যথা:—"অপি তু বাক্যশেষত্বাৎ" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৭ সূত্র। সাম্পরায়ে, তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে।

ভাষ্য।—শরীরাদুৎক্রমণবেলায়াং নিঃশেষতয়া পাপপুণ্যহানিঃ। কুতঃ? শরীরবিয়োগাৎ পশ্চাত্তাভ্যাং তর্ত্তব্যভোগাভাবাৎ। এবমেবান্যেঽধীয়ন্তে "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইত্যাদি। এবং সতি দেহবিয়োগসময়ে জাতে এব কর্ম্মক্ষয়ো "বিরজাং নদীং তাং মনসাঽত্যেতি তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে" ইতি নদীতরণানন্তরং পঠ্যতে।

অস্যার্থঃ—কেহ কেহ বলেন যে, দেহপরিত্যাগকালেই নিঃশেষরূপে পাপপুণ্য পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহা শত্রু ও মিত্রকর্ত্তৃক গৃহীত হয়; কারণ শরীরবিয়োগের পর উক্ত পাপপুণ্যের দ্বারা প্রাপ্তব্য কোনপ্রকার ভোগ নাই; এবং তাঁহারা এই মতের পোষকে কোন কোন শ্রুতিও উল্লেখ

করেন; যথা,—"শরীর পরিত্যাগ হইলে প্রিয়াপ্রিয় কিছু তাহাকে স্পর্শ করে না, সেই প্রসন্নচিত্ত পুরুষ এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পরমজ্যোতীরূপ লাভ করতঃ স্বীয় নির্ম্মল ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়েন" ইত্যাদি। অতএব ইহা দ্বারা দেখা যায় যে, দেহবিয়োগ সময় উপস্থিত হইলেই কর্ম্মক্ষয় হয়। (পরন্তু তিনি মনের দ্বারা বিরজা নদী পার হয়েন, তাঁহার সুকৃত দুষ্কৃত তৎকর্ত্তৃক বিধূনিত হয়" ইত্যাদি কৌষীতকী শ্রুতি-বাক্যে তাহা বিরজানদীতরণান্তরই হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে)।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৮ সূত্র। ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ।

ভাষ্য।—বিদুষঃ পুণ্যং পাপং ক্রমাৎ সুহৃদ্দুর্হৃচ্চ চন্দতঃ প্রাপ্নোত্যেবমুভয়াবিরোধো ভবতি।

অস্যার্থঃ—"যে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসকের শুভ সঙ্কল্প করে, সে তাঁহার পুণ্য প্রাপ্ত হয়; যে অশুভসঙ্কল্প করে, সে তাঁহার পাপ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, আপন আপন ছন্দ (অর্থাৎ শুভাশুভ সঙ্কল্প) অনুসারে মিত্র ও শত্রুগণ তাঁহার পুণ্য ও পাপের ভাগী হয়। সুতরাং পাপপুণ্য কে পাইবে, তৎসম্বন্ধে কোন বিরোধ হয় না। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে শ্রুতি যথা:—"যদা হি যঃ কশ্চিৎ সুকৃতির্বিদুষঃ শুভং সঙ্কল্পয়তি স হি তেনৈব নিমিত্তেন বিদুষঃ পুণ্যমাদত্তে। যস্তু কশ্চিদ্দুষ্কৃতির্বিদুষোঽহিতং সঙ্কল্পয়তি, স হি তেনৈব নিমিত্তেন বিদুষঃ পাপমাদত্তে।"

পরন্তু এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপও হইতে পারে, যথা:—"অশরীরং বাব" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কেবল শব্দের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তাহার অভিপ্রায় যথার্থরূপে গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত উভয় শ্রুতির মধ্যে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। দেহান্তে পুণ্যাপাপ ধৌত হয় সত্য; কিন্তু তাহা দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে বিরজানদী উত্তীর্ণ হওয়া কালীন হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ২৯ সূত্র। গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ।

ভাষ্য।—সুকৃতদুষ্কৃতয়োরবিশেষতয়া নিবৃত্ত্যা গতেরর্থবত্ত্বং, যদি সুকৃতমনুবর্ত্তেত তদা তৎফলভোগানন্তরং আবৃত্তিঃ স্যাৎ। এবং সত্যানাবৃত্তিশ্রুতিবিরোধো ভবেৎ।

অস্যার্থঃ—সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি উভয়ের অবিশেষভাবে নিবৃত্তি হইলেই ব্রহ্মোপাসকের সম্বন্ধে যে "দেবযানগতির" উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সার্থক হয়; উভয় পাপপুণ্য ক্ষয় না হইয়া একটি মাত্র (পাপ) ক্ষয় হয় এবং পুণ্য অনুগমন করে বলিলে, সেই পুণ্যভোগের পর পুনরায় সংসারাবৃত্তি হয় বলিতে হয়। তাহা হইলে অনাবৃত্তিবিষয়ক শ্রুতির বাধ ঘটে।

(শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের অর্থ অন্যরূপ করা হইয়াছে; যথা, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে যে দেবযানপথে গতির উল্লেখ আছে, তাহা সকলের পক্ষে নহে; কাহার হয়, কাহার হয় না; এইরূপ সিদ্ধান্তেই শ্রুতিবাক্য-সকলের বিরোধ ভঞ্জন হয়; এই সিদ্ধান্তসম্বন্ধে বিচার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা যাইবে)।

এই সূত্রের এইরূপও অর্থ হইতে পারে, যথা:—(শরীরপরিত্যাগ ও "গতি" যাহা সর্বশ্রুতিতে প্রয়াণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা পুণ্যপাপ-পরিত্যাগ ও বিরজাগমন এই উভয়পক্ষ স্থির রাখিলেই সার্থক হয়; নতুবা দেহত্যাগমাত্রই তৎক্ষণাৎ পুণ্যপাপ পরিত্যক্ত হয় বলিলে, শ্রুতি-দ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; পরন্তু শ্রুতিবিরোধ একদা অসম্ভব।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩০ সূত্র। উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ।

ভাষ্য।—ব্রহ্মোপাসকস্য শরীরবিয়োগকালে সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়েঽপি পন্থা উপপন্নঃ। কুতঃ? "পরং জ্যোতিরুপসম্পাদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ"

ইত্যাদিষু দেহাদিসম্বন্ধলক্ষণার্থোপলব্ধেঃ। যথা ভূপসেবকস্য ভৌমার্থসিদ্ধিস্তদ্বৎ। স স্থূলশরীরসর্ব্বকর্ম্মক্ষয়েঽপি বিদ্যাপ্রভাবা-দ্বিশিষ্টস্থানগমনার্থং সূক্ষ্মশরীরমনুবর্ত্ততে তদ্বিয়োগানন্তরং যুক্তং, শ্রুতিপ্রোক্তং রূপং বিদ্বান্ প্রাপ্য ব্রহ্মভাবাপন্নো ভবতীতি ভাবঃ।

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মোপাসকের শরীরবিয়োগকালে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলেও, তাঁহার দেবযানপন্থা-প্রাপ্তি সিদ্ধ আছে। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "পরম জ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বীয় নির্ম্মলরূপে প্রতিভাত হয়েন, তিনি যথেচ্ছাক্রমে গমন, ভোজন, ক্রীড়ন এবং আমোদ করিতে পারেন"; এই সকল বাক্যে দেহসম্বন্ধলক্ষণভোগের উপলব্ধি হয়। যেমন লোকে দৃষ্ট হয় যে, রাজসেবক রাজার ভোগ্য পদার্থসকল লাভ করে, তদ্বৎ। স্থূলশরীরের অনুরূপ সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলেও উপাসক বিদ্যাপ্রভাবে উত্তম স্থানে ব্রহ্মলোকাদিতে গমনের উপযোগী সূক্ষ্মশরীর-বিশিষ্ট হয়েন; তদনন্তর শ্রুতিপ্রোক্ত জ্যোতির্ম্ময়রূপসম্পন্ন হইয়া বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মভাবাপন্ন স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩১ সূত্র। অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানু-মানাভ্যাম্।

(শব্দ = শ্রুতি ; অনুমান = স্মৃতি)।

ভাষ্য।—উপকোশলবিদ্যাপঞ্চাগ্নিবিদ্যাদিষু শ্রূয়মাণাগতি-স্তদ্বিদ্যাবতামেবেতি নিয়মো ন। কিন্তু স ব্রহ্মোপাসীনানাং সর্ব্বেষাং যা, হি গতেঃ সর্ব্বসাধারণত্বে সতি। "য এবমেতদ্বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি"। "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবিরোধঃ।

অস্যার্থঃ—উপকোশলবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, ইত্যাদিতে যে গতির বিষয় শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তত্তদুপাসকের পক্ষেই ব্যবস্থাপিত নহে। সকল ব্রহ্মোপাসকের যে গতি, তাঁহাদের সম্বন্ধে সেই নিয়মই জানিতে হইবে। কারণ উক্ত দেবযানগতি সর্ব্বসাধারণ ব্রহ্মোপাসকের পক্ষেই উক্ত হইয়াছে। যথা, শ্রুতিঃ—"যাঁহারা ইঁহাকে এইরূপ জানেন, এবং যাঁহারা অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সত্য উপাসনা করেন, তাঁহারা এই অর্চ্চিরাদিগতি প্রাপ্ত হয়েন।" স্মৃতিও বলিয়াছেন "অগ্নি, জ্যোতি, অহঃ, শুক্ল, উত্তরায়ণ, ষণ্মাস এই সকলের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।" এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতি অবিরোধে (একবাক্যে) সর্ব্ববিধ ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের গতি বর্ণনা করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩২ সূত্র। যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্।

ভাষ্য।—বশিষ্ঠাদীনাং ত্বধিকারফলকর্ম্মবশাদ্যাবদধিকারমবস্থিতিঃ।

অস্যার্থঃ—(পরন্তু ব্রহ্মোপাসকের বিদ্যাপ্রভাবে দেহবিয়োগকালে সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষয় ও অর্চ্চিরাদি মার্গ অবলম্বনে বিশিষ্টস্থানপ্রাপ্তি হয় বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না; কারণ বিদ্যাসম্পন্ন মহামুনি বশিষ্ঠাদিরও পুনর্জ্জন্ম প্রসিদ্ধ আছে। যথা, বশিষ্ঠ ঋষির কুম্ভমধ্যে পুনরায় জন্ম হওয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন):—বশিষ্ঠাদি ঋষি বেদপ্রবর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং তত্তদধিকারের ফলভূত কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অধিকারপ্রদ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ে তাঁহারা সর্ব্ববিধ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। (যে কর্ম্ম ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেও দেহত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে)।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র। অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্।

[অবরোধঃ = পরিগ্রহঃ; সামান্যতদ্ভাবাভ্যাং = উপাস্য-স্বরূপস্য সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু সমানত্বাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং গুণানাং গুণিনঃ ব্রহ্মণঃ স্বরূপান্তর্ভাবাচ্চ।]

ভাষ্য।—"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমি"-ত্যক্ষরসম্বন্ধিনীনামস্থূলত্বাদিধিয়াং ব্রহ্মবিদ্যাসু সর্ব্বাসু পরিগ্রহঃ। কুতঃ? সর্ব্বত্রাক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ প্রধানস্য সমানত্বাদ্‌গুণানাং চাস্থূলত্বাদীনাং তৎস্বরূপানুসন্ধানান্তর্ভাবাচ্চ। যথা জামদগ্ন্যেহহীনে পুরোডাশিনীষূপসৎসু সামবেদপঠিতস্য মন্ত্রস্যা-"গ্নের্বের্হোত্রমি"-ত্যাদের্যাজুর্ব্বেদিকেন স্বরেণ প্রয়োগঃ ক্রিয়তে, তদুক্তং "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বাৎ মুখ্যেন বেদসংযোগ"ইতি।

অস্যার্থঃ—বৃহদারণ্যকে উক্ত আছে, "হে গার্গি! ইনিই সেই অক্ষর পুরুষ, যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন"; এই বাক্যে যে অক্ষরবিদ্যা কথিত হইয়াছে, তদুক্ত অস্থূল, অনণু ও অহ্রস্ব গুণ অক্ষরব্রহ্মবিদ্যায় সর্ব্বত্রই গ্রহণীয়; কারণ সর্ব্বত্র গুণী পুরুষ অক্ষর ব্রহ্মের একত্ব থাকাতে তাঁহার অস্থূলত্বাদি গুণচিন্তন ও তাঁহার স্বরূপচিন্তনের অন্তর্ভূত (ঔপসদবৎ = যেমন জামদগ্ন্যযাগে পুরোডাশিনী উপসদের অনুষ্ঠানকালে "অগ্নের্বের্হোত্রং" ইত্যাদি পুরোডাশ প্রদান মন্ত্রসকল সামবেদীয় মন্ত্র হইলেও, যজুর্ব্বেদীয় স্বরে

তাহা অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক গীত হয়, তদ্রূপ অস্থূলত্বাদিগুণ বৃহদারণ্যকে কীর্ত্তিত হইলেও, সর্ব্বত্রই অক্ষর-বিদ্যায় গ্রহণীয়)। জৈমিনি "গুণমুখ্যব্যতিক্রম" ইত্যাদি সূত্রে জামদগ্ন্যযাগসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিধানের মীমাংসা করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৪ সূত্র। ইয়দামননাৎ।

ভাষ্য।—অস্থূলত্বাদিবিশেষিতৈরানন্দাদিভিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টব্রহ্মচিন্তনাদ্ধেতোরিয়দা (নন্দা) দিকং সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনীয়ং, প্রধানানুবর্ত্তিনোঽপি সর্ব্বকর্ম্মত্বাদয়ঃ যত্রোক্তাস্তত্রানুসন্ধেয়াঃ।

অস্যার্থঃ—অস্থূলত্বাদি গুণের সহিত আনন্দাদি গুণও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচিন্তনের নিমিত্ত সর্ব্বত্র গ্রহণীয়। "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত গুণসকল যে বিশেষ বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই গ্রহণীয়, অন্যত্র নহে। যে সকল গুণবিনা অক্ষর ব্রহ্মচিন্তা হয় না, কেবল সেই সকল গুণই (অর্থাৎ অস্থূলত্ব, আনন্দময়ত্বাদি গুণই) সর্ব্বত্র অক্ষরোপাসনায় গ্রাহ্য।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৫ সূত্র। অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনোঽন্যথাভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ।

(ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ, ভূতগ্রামবতঃ প্রত্যগাত্মনঃ এব উষস্তপ্রশ্নোত্তরে অন্তরা সর্ব্বান্তরত্বং, অন্যথা ভেদানুপপত্তিঃ প্রতিবচনস্য বিভিন্নত্বং নোপপদ্যতে ; ইতি চেন্ন, তত্র পরমাত্মনঃ এব সর্ব্বান্তরত্বং উপদিষ্টং ; উপদেশান্তরবৎ সত্যবিদ্যাকথিত-উপদেশবৎ।)

ভাষ্য।—নমু বৃহদারণ্যকে "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তন্মে ব্যাচক্ষ্ব" ইত্যুষস্তপ্রশ্নে "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স তে আত্মা সর্ব্বান্তর" (ইত্যাদিপ্রতিবচনং তত্র অন্তরা স তে আত্মা সর্ব্বান্তর) ইতি দেহাদ্যন্তরত্বেন প্রত্যগাত্মসম্বন্ধু-

পদেশঃ। তস্যৈব প্রাণাপানাদিহেতুত্বাৎ। তথৈব "তত্র যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তম্মে ব্যাচক্ষ্ব"-তি কহোল-প্রশ্নে "যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতী"-ত্যাদিপ্রতিবচনং, তত্র তু পরমাত্মবিষয় উপদেশ ইতি বিদ্যা-ভেদঃ। ইতরথা প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেন্ন; উভয়ত্র মুখ্য-স্যৈব সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োর্ব্বিষয়ত্বাৎ। যথা সত্য-বিদ্যায়াং সতঃ পরমাত্মনস্তত্তদ্গুণপ্রতিপাদনায় "ভগবাংস্ত্বেব-মেতদ্ব্রবীতু ভূয় এব মাং ভগবান্বিজ্ঞাপয়ত্বি"-তিপ্রশ্নস্য "এষো ঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যমি"-তিপ্রতিবচনস্য চাবৃত্তির্দৃশ্যতে। তদ্বদত্রাপি বেদ্যস্যাশনাদ্যতীতত্বপ্রতিপাদনায় প্রশ্নপ্রতিবচনাবৃত্তিরুপপদ্যতে।

অস্যার্থ:—বৃহদারণ্যকে ৩য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে, "সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম যিনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা তাঁহার বিষয় উপদেশ করুন" এইরূপ উষস্তপ্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন "যিনি প্রাণরূপে জীব-সকলকে প্রাণযুক্ত করেন, সেই তোমার জিজ্ঞাস্য সর্ব্বান্তরাত্মা" (এইরূপে ক্রমশঃ ব্যানাপানাদির উল্লেখ করিয়া সর্ব্বত্রই "স তে আত্মা সর্ব্বান্তর" এই বাক্য অন্তর্নিহিত করিয়াছেন); এইরূপে দেহাদির মধ্যে স্থিত প্রত্যগাত্মা-সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ প্রাণ, অপান ইত্যাদির পরিচালনহেতু ঐ প্রত্যগাত্মাই উপদিষ্ট বলিয়া বলিতে হয়। পুনরায় ঐ ব্রাহ্মণেই উক্ত আছে যে, কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তরাত্মা, তাহা আমাকে বলুন", তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন, তিনিই সর্ব্বান্তরাত্মা";

এই প্রত্যুত্তর দ্বারা দেখা যায় যে, ইহা পরমাত্মা-বিষয়ক উপদেশ। এতদ্দ্বা বিভিন্ন বিদ্যার উপদেশই প্রতিপন্ন হয়। প্রশ্ন এক হইলেও উত্তর বিভিন্ন হওয়াতে, বিদ্যা বিভিন্ন বলিয়াই বলিতে হইবে (অর্থাৎ প্রথম উত্তরে জীবাত্মা ও দ্বিতীয় উত্তরে পরমাত্মা অন্তরাত্মারূপে কথিত হইয়াছেন বলিয় প্রতিপন্ন হয়)। এইরূপ আশঙ্কা হইলে, সূত্রকার বলিতেছেন যে, উপদেশের ভেদ উক্ত স্থলে নাই; উভয় স্থলেই সর্ব্বান্তর্য্যামী মুখ্য পরমাত্মা প্রশ্ন ও প্রতিবচনের বিষয়। যেমন একই সত্যবিদ্যাতে ছান্দোগ্যে ষষ্ঠ প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডে পরমাত্মার তদুক্ত গুণ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রশ্নে বলা হইয়াছে "হে ভগবন্! আপনি পুনরায় আমাকে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিয়া, আমাকে সেই ব্রহ্মের উপদেশ করুন"; তদুত্তরে নবম খণ্ডে বলা হইয়াছে "এই আত্মা অতি সূক্ষ্ম, অণুস্বরূপ, এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক, তিনি সত্য"; এই অংশ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সংযোজিত করিয়া একই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের নানাবিধ গুণের বর্ণনা হইয়াছে। তদ্রূপ বৃহদারণ্যকেও "স তে আত্মা সর্ব্বান্তর" এই অন্তরা সর্ব্বত্রই প্রশ্নোত্তরে সংযোজিত হইয়াছে, বেদ্যবস্তু প্রাণাদিপরিচালক ব্রহ্ম যে প্রাণাদির কার্য্যভূত ক্ষুধা পিপাসার অতীত, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রশ্ন ও উত্তরের বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় অধ্যায় ৩য় পাদ ৩৬ সূত্র। **ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ॥**

[ব্যতিহারঃ ব্যত্যয়ঃ; বিশিংষন্তি উপদিশন্তি ইতরবৎ সত্যবিদ্যোক্ত প্রতিবচনবৎ।]

ভাষ্য।—সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনাদি-হেতুত্বেন জীবাদ্ব্যাবৃত্তস্য পরস্যানুসন্ধানমুষস্তবৎকহোলেনাপি কার্য্যং, তথাঽশনয়াদ্যতীতত্বেন জীবাদ্ব্যাবৃত্তস্য কহোলবদুষস্তেনাপি কার্য্যমেবমন্যোঽন্যমনু-

দম্ভানব্যতায়ঃ। এবং সতি জীবাদ্ব্রহ্মব্যাবৃত্তং ভবতি। যতো যাজ্ঞবল্ক্যপ্রতিবচনান্যুভয়ত্রৈকং সর্ব্বাত্মানমুপাস্যং বিশিংষন্তি। যথা সদ্বিদ্যায়ামেকমেব সদ্ব্রহ্ম সর্ব্বাণি প্রতিবচনানি বিশিংষন্তি ॥

অস্যার্থঃ—সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণনক্রিয়ার হেতু বলাতে, উষস্তপ্রশ্নোত্তরে জীবাত্মা উপদিষ্ট হন নাই; সুতরাং উষস্তের ন্যায় কহোলও পরমাত্মারই আরও বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন; এবং ক্ষুৎপিপাসাতীতবাক্যেও জীবাত্মা উপদেশের বিষয় না হওয়াতে, কহোলের ন্যায় উষস্তেরও পরমাত্মা-বিষয়কই জিজ্ঞাসা বুঝিতে হইবে। এইরূপে প্রশ্ন ও উত্তরের বিভিন্নতা নিবারিত হয়। এবং এতদ্দারা ব্রহ্মের জীব-স্বভাবও নিবারিত হইয়াছে (অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাণাদি পরিচালন দ্বারা জীবের ন্যায় তৎফলভোক্তা যে হয়েন না, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে)। যাজ্ঞবল্ক্য প্রতিবচন দ্বারা সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরই যে উপাস্য, তাহা উভয় স্থলেই একরূপে উপদেশ করিয়াছেন। যেমন ছান্দোগ্যে সদ্বিদ্যাপ্রকরণে এক সদ্ব্রহ্মই সমস্ত প্রত্যুত্তরে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ এই স্থলেও বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৭ সূত্র। সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥

ভাষ্য।—সৈব সত্যশব্দাভিহিতা "সেয়ং দেবতৈক্ষত তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামি"-তি প্রকৃতৈব খলু, যথা "সৌম্য! মধুমধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি"ইত্যাদি পর্য্যায়েষ্বনুবর্ত্ততে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমি"-তি প্রথমপর্য্যায়ে পঠিতা এব সত্যাদয়ঃ সর্ব্বেষু পর্য্যায়েষূপসংহ্রিয়ন্তে ॥

অস্যার্থঃ—পরমাত্মাই সত্যশব্দদ্বারা সত্যবিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়াছেন, "সেই এই দেবতা পরবর্ত্তী দেবতাসকলে ঈক্ষণ করিলেন, আমি তেজোরূপ" এইরূপ প্রস্তাবনা করিয়া, পরে বলিলেন "হে সৌম্য! যেমন মধুকর

মধুতে অবস্থান করে"। এতৎ সমস্ত স্থলে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং" এই বাক্যোক্ত প্রথম পর্য্যায়ে পঠিত সত্যাদি গুণ পরবর্ত্তী সমস্ত পর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে হইবে।

৩য় অধ্যায় ৩য় পাদ ৩৮ সূত্র। কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ॥

ভাষ্য।—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যমি"-তি উপক্রম্য "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা"-ইত্যাদিনা সত্যকামত্বাদিগুণবতঃ ছান্দোগ্যে "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু এষোঽন্ত-র্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিংচ্ছেতে, সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশান"-ইতি বশিত্বাদিগুণবতঃ পরমাত্মন উপাস্যত্বং বাজসনেয়কে চ শ্রূয়তে। ইহোভয়ত্র বিদ্যৈক্যং যতঃ সত্যকামত্বাদিবাজসনেয়কে বশি-ত্বাদি চ ছান্দোগ্যে গ্রহীতব্যম্। কুতঃ? আয়তনাদ্যবিশেষাৎ॥

অস্যার্থ:—ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "হৃদয়স্বরূপ ব্রহ্মপুরে যে ক্ষুদ্র গর্ত্তাকৃতি স্থান অধোমুখ পদ্মস্বরূপে অবস্থিত আছে, তাহার অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তন্মধ্যে আত্মা ধ্যাতব্য"; এইরূপ আরম্ভ-বাক্যের পর "এই আত্মা নিষ্পাপ" ইত্যাদিবাক্যে আত্মার সত্যকামত্বাদি-গুণ উল্লিখিত আছে। বাজসনেয়শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে "এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিজ্ঞানময়রূপে অবস্থিত, ইনিই হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তাহাতে শয়ান আছেন, সমস্তই ইহাঁর অধীন, ইনিই সকলের নিয়ন্তা", এই বাক্যে বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট পরমাত্মাই উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই সকল বাক্য বিভিন্ন শাখায় উক্ত হইলেও, উভয়স্থলে একই বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাজসনেয়শ্রুত্যুক্ত বশিত্বাদি-গুণ ছান্দোগ্যে, এবং ছান্দোগ্যোক্ত

সত্যকামত্বাদি গুণ বাজসনেয়কে দহরবিদ্যায় গ্রহীতব্য। কারণ, যে হৃদয়ায়তনে উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা একই, এবং উভয়ের ফল প্রভৃতিরও একত্ব উভয়শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৩৯ সূত্র। আদরাদলোপঃ।

ভাষ্য।—আদরাদাম্নাতানাং সত্যকামত্বাদীনাং প্রতিষেধো নাস্তি "নেহ নানে"-তি প্রতিষেধস্যাব্রহ্মাত্মকপদার্থপরত্বাৎ॥

অস্যার্থঃ—শ্রুতিকর্তৃক আদরের সহিত প্রকাশিত সত্যকামত্বাদিগুণের প্রতিষেধ নাই; কারণ "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন" (তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছু নাই) এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অপর কিছু পদার্থ থাকা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪০ সূত্র। উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ॥

[উপস্থিতে=ব্রহ্মভাবমাপন্নে সর্ব্বলোকেষু কামচারো ভবতি,অতঃ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেরেব হেতোঃ; তদ্বচনাৎ=সর্ব্বত্র কামচারবিষয়কবচনাদিত্যর্থঃ।]

ভাষ্য।—উক্তলক্ষণয়া ব্রহ্মোপাসনয়া ব্রহ্মোপসম্পন্নে সর্ব্বলোকেষু কামচারো ভবতি। নন্মু তত্তল্লোকপ্রাপ্তিসঙ্কল্পপূর্ব্বকং তত্তৎসাধনানুষ্ঠানং বিনা কুতঃ সর্ব্বত্র কামচারঃ? তত্রোচ্যতে। (অতঃ) উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ "পরং জ্যোতিরুপসম্পাদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পাদ্যতে স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতী"-তি বচনাৎ॥

অস্যার্থঃ—উক্তলক্ষণ ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা ব্রহ্মরূপতা লাভ করিয়া উপাসক সর্ব্বলোকে কামচারী হয়েন। পরন্তু উক্তলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্ব্বক তদুপযোগী সাধনানুষ্ঠান না করিলে, কিরূপে সর্ব্বত্র কামচারী হইতে পারে (যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন লোকে গমনসামর্থ্য পাইতে পারে)? এই প্রশ্নের

উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে, সেই নিমিত্তই অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি নিমিত্তই তাঁহার কামচারিত্ব হয়; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "পরং জ্যোতির্ম্ময়রূপসম্পন্ন হইয়া তিনি নিষ্পাপস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তিনি স্বরাট্ হয়েন, সমস্ত লোকে কামচারী হয়েন"।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪১ সূত্র। তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্॥

[পৃথক্-হি—অপ্রতিবন্ধঃ=পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ।) (তৎ তস্য কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়স্য নির্দ্ধারণস্য উদ্গীথাদ্যুপাসনস্য, অনিয়মঃ; তদ্দৃষ্টেঃ তস্য অনিয়মস্য দৃষ্টেঃ শ্রুতৌ দর্শনং তস্মাদিত্যর্থঃ; শ্রুতৌ অবিদুষোঽপি কর্ত্তৃত্বকথনেন তস্য নিয়মাভাবঃ। হি যতঃ কর্ম্মফলাৎ পৃথক্, অপ্রতিবন্ধঃ অপ্রতিবন্ধরূপমুপাসনবিধেঃ ফলং শ্রূয়তে, কর্ম্মফলং প্রবলকর্ম্মান্তরফলেন প্রতিবধ্যতে, তদ্বিপরীতমুপাসনাবিধেঃ ফলমিত্যর্থঃ।]

ভাষ্য।—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যাদিকর্ম্মাঙ্গাশ্রয়োপাসনস্য কর্ম্মস্বনিয়মঃ। কুতঃ? "তেনোভৌ কুরুতে যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ নৈবং বেদে"-তি শ্রুতৌ তস্যানিয়মস্য দর্শনাৎ। অনুপাসকস্যাপি প্রণবেন কর্ম্মাঙ্গভূতেন কর্ম্মণি কর্ত্তৃত্বশ্রবণাদুপাসনকর্ম্মস্বনিয়তত্বং নিশ্চীয়তে। যতশ্চ কর্ম্মফলাদুপাসনস্য পৃথক্-ফলং "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতী"-ত্যুপলভ্যতে।

অস্যার্থঃ—"ওঁ এই একাক্ষর উদ্গীথের উপাসনা করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে কর্ম্মাঙ্গ ওঁ-কারাশ্রিত উপাসনা (ধ্যানকার্য্য) উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মকালে নিত্য প্রযোজ্য নহে। কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন "যিনি ইহা জানেন, তিনিও উপাসনা কর্ম্ম করেন, যিনি না জানেন,

তিনিও করেন" এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, উপাসনাবিষয়ে (ধ্যানবিষয়ে) অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও কেবল কর্ম্মাঙ্গ প্রণব উচ্চারণ দ্বারাই যখন যাগ সম্পাদন করিবার বিধি আছে, তখন উক্ত উপাসনাংশের নিয়তত্ব নাই; অর্থাৎ তাহা ব্যতিরেকেও ক্রতু-সম্পাদন হয়।' তদ্বিষয়ে আরও হেতু এই যে, উক্ত কর্ম্মাঙ্গের ফল উপাসনাফল হইতে পৃথক্; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "যিনি বিদ্যা (ব্রহ্মধ্যান) শ্রদ্ধা ও রহস্যের সহিত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম অধিক বীর্য্যবান্ হয়" ইত্যাদি।

৩য় অ: ৩য় পাদ ৪২ সূত্র। প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥

(প্রদানবৎ = পুরোডাশপ্রদানবৎ তদুক্তম্)।

ভাষ্য।—দহরস্য গুণিনস্তদ্গুণবিশিষ্টতয়া গুণচিন্তনেঽপি চিন্তনমাবর্ত্তনীয়ম্। "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদিন্দ্রায়াধিরাজায় স্বরাজ্ঞে" ইতি পুরোডাশপ্রদানবত্তদুক্তম্ "নানা বা দেবতাপৃথক্জ্ঞানাদি"-তি ॥

অস্যার্থঃ – অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গুণ-বিশিষ্ট গুণী দহরাত্মারও চিন্তন দহর-উপাসনায় নিত্য সংযোজনীয়। "প্রদানবৎ" অর্থাৎ শ্রুতিতে যেমন পুরোডাশ (এক প্রকার পিষ্টক) প্রদানবাক্যে উল্লেখ আছে "রাজা ইন্দ্রের, ইন্দ্রিয়াধিরাজ ইন্দ্রের, স্বর্গরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপাল পুরোডাশ প্রদান করিবে," তাহাতে ইন্দ্র এক হইলেও রাজগুণ, ইন্দ্রিয়াধিরাজগুণ ও স্বর্গরাজগুণ তিনটি বিভিন্ন; সুতরাং জৈমিনি মীমাংসা করিয়াছেন যে, এই ত্রিবিধগুণ দ্বারা ইন্দ্রের ভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া তিনবারই ঘৃত গ্রহণ করিবে; তৎসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যেও এইরূপ উক্তি আছে যে, "পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হওয়াতে দেবতাও নানা"। এই স্থলেও তদ্রূপ গুণসকল গুণীরই ধর্ম্ম হইলেও, গুণের পৃথক্‌জ্ঞান হওয়াহেতু উপাসনাকালে গুণচিন্তনের সহিত গুণীরও ধ্যান সংযোজনা করিবে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৩ সূত্র। লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধিবলীয়স্তদপি ॥

ভাষ্য।—"মনশ্চিতো বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ কর্ম্ম-চিতোঽগ্নিচিত"-ইত্যাদ্যগ্নয়ঃ "যৎকিঞ্চেমানি মনসা সংকল্পয়ন্তি তেষামেব সাকৃতি"-রিতি "তান্‌হৈতানেবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি বিচিন্বন্ত্যপি স্বপতে" ইত্যেবমাদিলিঙ্গানাং বাহুল্যাদ্বিদ্যা-ময়ক্রত্বঙ্গভূতা এব। লিঙ্গং হি প্রকরণাদ্বলীয়স্তদপি শেষলক্ষণে উক্তং "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পার-দৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদি"-তি ॥

অন্বয়ার্থঃ—বাজসনেয় শ্রুতিতে অগ্নিরহস্যে "মনশ্চিত (মনের দ্বারা নিষ্পন্ন) বাক্‌চিত, প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, কর্ম্মচিত এবং অগ্নিচিত" ইত্যাদি রূপে অগ্নি বর্ণিত হইয়াছে। "এবং এই সকল প্রাণী মনের দ্বারা যে কিছু সঙ্কল্প করে, তৎসমস্তই অগ্নির কার্য্য বলিয়া গণ্য," "সমুদায় ভূত সর্ব্বদা তত্ত্বৎবেত্তার নিমিত্ত এই সমস্ত অগ্নিচয়ন করে, তিনি শয়ন করিলেও এইরূপ চয়ন করিয়া থাকে"; ইত্যাদিবাক্যে অগ্নির লিঙ্গবাহুল্য (বহু লিঙ্গ) বর্ণিত হওয়ায়, এই সকল অগ্নি উপাসনারূপ যজ্ঞের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ইহারা যজ্ঞের অঙ্গীভূত বিবিধ প্রকার প্রকৃত অগ্নি নহে, মনের দ্বারা সঙ্কল্পিত অগ্নিমাত্র; অর্থাৎ বাগাদিকে অগ্নিস্বরূপে ধ্যান করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। অগ্নির প্রকরণে উক্ত হইলেও প্রকরণ হইতে উক্ত লিঙ্গ সকলই বলবান্; তাহা জৈমিনি কর্ত্তৃক দেবতাকাণ্ডে "শ্রুতি-লিঙ্গ" ইত্যাদি সূত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। (সিদ্ধান্ত এই যে "শ্রুতি লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এই সকল একত্র দৃষ্ট হইলে ইহাদিগের অর্থের দূরত্বহেতু ইহাদিগকে পর পর দুর্ব্বল বলিয়া জানিবে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৪শ সূত্র। পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥

ভাষ্য।—অথ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ ঃ—"ইষ্টকাভিরগ্নিং চিন্বুত"ইতি বিহিতস্য ক্রিয়াময়স্য পূর্ব্বস্যৈবায়ং বিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ। লিঙ্গস্যাত্রার্থবাদস্থত্বেন বলীয়স্ত্বাভাবাৎ উক্তা অগ্নয়ঃ ক্রিয়ারূপা এব, মনো গ্রহং গৃহ্ণাতীতিবৎ ॥

অস্যার্থঃ—এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ হইতে পারে, যথা ঃ—"ইষ্টকাদ্বারা অগ্নি চয়ন করিবে" এইবাক্যে পূর্ব্বে যে ক্রিয়াঙ্গভূত অগ্নির বিধান করা হইয়াছে, সেই অগ্নিরই বিকল্পস্বরূপে এই সকল অগ্নি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রকরণ দ্বারা বুঝা যায়। এইস্থলে উক্ত অগ্নিলিঙ্গসকল অর্থবাদরূপে মাত্র বর্ণিত হওয়ায়, ক্রিয়াঙ্গ হইতে ইহাদিগের স্বাতন্ত্র্য নাই ; অতএব ইহারা উপাসনার অঙ্গীভূত নহে, যাগেরই অঙ্গীভূত। যেমন মনঃকল্পিত পৃথিবী-রূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের গ্রহণ স্থাপন ইত্যাদি উপদিষ্ট কার্য্য মানসিক হইলেও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই গণ্য, তদ্রূপ এই সকল অগ্নি মনঃকল্পিত হইলেও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই গণ্য।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৫ সূত্র। অতিদেশাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"তেষামেকৈক এব তাবান্যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" ইতি পূর্ব্বস্যাগ্নের্বীর্য্যং তেম্বতিদিশ্যতে, অতস্তে ক্রিয়ারূপা এব ॥

অস্যার্থঃ—এই সূত্রেও পূর্ব্বপক্ষই বিস্তার করা হইয়াছে, যথা ঃ— "ইহাদিগের মধ্যে (ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র অগ্নি ও অর্ক, ইহাদিগের মধ্যে) প্রত্যেকটি তাহা, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে" এই বাক্যে পূর্ব্বে উক্ত ইষ্টকাচিত অগ্নির সামর্থ্যের সহিত এই সকল অগ্নির অতিদেশ (অর্থাৎ

তুলনা) করা হইয়াছে (সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে); অতএব শেষোক্ত কল্পিত অগ্নিসকলও ক্রিয়ারই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৬ সূত্র। বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—সিদ্ধান্তে বিদ্যাত্মকা এব তে, কুতঃ? "তে হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি নির্দ্ধারণাৎ। অত্র "যেষামঙ্গিনো বিদ্যাময়-ক্রতোস্তে মনসাঽধীয়ন্ত মনসা চীয়ন্ত মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসা স্তুবন্ত মনসা শংসৎ যৎকিঞ্চ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে" ইত্যাদৌ তদঙ্গভূতবিদ্যাময়ক্রতুপ্রতীতেশ্চ।

অস্যার্থঃ—পরন্তু সিদ্ধান্ত এই যে, এই সকল কল্পিত অগ্নি বিদ্যারই অঙ্গীভূত, যাগের অঙ্গীভূত নহে; কারণ শ্রুতি নির্দ্ধারণবাক্যে বলিয়াছেন "পূর্ব্বোক্ত অগ্নিসকল নিশ্চিত বিদ্যাচিত" এবং ইহারা উপাসনারূপ যজ্ঞেরই অঙ্গ বলিয়া "যাহাদের বিদ্যাময় ক্রতুর অঙ্গীভূত এই সকল, তাহারা মনের দ্বারা এই সকল ধ্যান করিবে, চয়ন করিবে, গ্রহণ করিবে, স্তব করিবে, প্রশংসা করিবে" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৭ সূত্র। শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥

ভাষ্য।—"তে হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি শ্রুতেঃ, "এবং বিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি বিচিন্বন্তি" ইতি লিঙ্গস্য, "বিদ্যয়া হৈ বৈতে এবং বিদশ্চিতা ভবন্তি" ইতি বাক্যস্য চ প্রকরণাদ্-বলীয়স্ত্বাত্তেষামগ্নীনাং বিদ্যাময়ক্রত্বঙ্গতাবাধো ন ॥

অস্যার্থঃ—শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য এই তিনই প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্; সুতরাং উক্ত অগ্নিসকল বিদ্যাময় ক্রতুরই অঙ্গ, যাগের অঙ্গ নহে। শ্রুতি, যথা "তে হৈতে বিদ্যাচিত" (এই সকল অগ্নি বিদ্যাচিত) ইত্যাদি। লিঙ্গ, যথা—"এবং বেদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি" (ভূতসমুদায় সর্ব্বদা তত্ত্বৎ বেত্তার

নিমিত্ত এই সকল অগ্নি চয়ন করে ইত্যাদি। বাক্য, যথা,—"বিদ্যয়া হৈবৈ-তে এবং" (বিদ্যাদ্বারাই—উপাসনাদ্বারাই জ্ঞানীর ঐ সকল অগ্নি চিত হয়) ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৮ সূত্র। **অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥**

ভাষ্য।—"মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্তে"-ত্যাদিভ্যঃ স্তোত্রশস্ত্রা-দিভ্যোঽনুবন্ধেভ্যঃ শ্রুত্যাদিভ্যশ্চ বিদ্যাময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগেব, শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যান্তরপৃথক্ত্বৎ। তথা সতি বিধিঃ পরিকল্প্যতে। দৃষ্টশ্চানুবাদসরূপে "যদেব বিদ্যয়া করোতী"-ত্যাদৌ কল্প্যমানো বিধিঃ "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদি"-ত্যুক্তং চ॥

অন্বয়ার্থঃ—"মনের দ্বারাই যজ্ঞপাত্রাদি গ্রহসকল গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি স্তোত্রশস্ত্রাদিবিষয়ক অনুবন্ধবাক্য এবং পূর্ব্বকথিত অতিদেশ শ্রুতি প্রভৃতি হেতু, মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নিবিদ্যাস্বরূপ অগ্নিরই অঙ্গীভূত, যাগ হইতে পৃথক্। যেমন অনুবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা কর্ম্ম হইতে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতির পার্থক্য অবধারিত হয়; তদ্রূপ এই স্থলেও অনুবন্ধাদি দ্বারা মনশ্চিৎ অগ্নি প্রভৃতিকে কর্ম্ম হইতে পৃথক্ জানা যায়। এইরূপ হওয়াতেই তদ্বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধি পরিকল্পিত হইয়াছে। "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদিবাক্যে মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির পরিকল্পনার বিধি দৃষ্ট হয়। "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত ফলবর্ণনা দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৪৯ সূত্র। **ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ।**

ভাষ্য।—মানসগ্রহসামান্যাদপ্যেষাং ন ক্রিয়াময়ক্রত্বঙ্গত্বম্, বিদ্যারূপত্বোপলব্ধেঃ। "স এষ এব মৃত্যুর্য এতস্মিন্ মণ্ডলে

পুরুষঃ" "অগ্নির্বৈ মৃত্যুরি"-ত্যগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োর্মনঃ-সাদৃশ্যেন বৈষম্যাপগমঃ। ন হি "লোকো গৌতমাগ্নিরি"-ত্যগ্নের্লোকাপত্তিঃ॥

অস্যার্থঃ—মানসগ্রহসামান্য দ্বারা (অর্থাৎ সকলই মানস, কেবল এই হেতুতে) মনশ্চিতাদির ক্রিয়ার অঙ্গত্ব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; ইহারা বিদ্যারই অঙ্গীভূত বলিয়া শ্রুতিবাক্যে উপলব্ধি হয়। "যিনি এতন্মণ্ডলের পুরুষ, ইনি 'সেই মৃত্যু," "অগ্নিই মৃত্যু" ইত্যাদিবাক্যে অগ্নি এবং আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এক মৃত্যুনামে কথিত হইলেও, উভয় এক নহে; ইহাঁদিগের বৈষম্য আছে। এইরূপ এইস্থলেও মানসত্ববিষয়ে সাম্যদৃষ্টে মনশ্চিতাদির ক্রিয়াঙ্গত্ব নির্দ্দেশ করা যায় না, ইহারা বিভিন্ন। "হে গৌতম! এই লোক অগ্নি" ইত্যাদিবাক্যহেতু যেমন বাস্তবিক অগ্নি ও লোককে এক বলা যায় না, তদ্রূপ এই স্থলেও জানিবে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫০ সূত্র। পরেণ চ, শব্দস্য তাদ্বিধ্যং, ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ॥

ভাষ্য।—"অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিত"-ইত্যনন্তরেণ চাস্য শব্দস্য মনশ্চিদাদ্যগ্নিবিষয়স্য তাদ্বিধ্যং, মনশ্চিদাদিষূপাদেয়ানামগ্ন্যঙ্গানাং ভূয়স্ত্বাদ্বহুত্বাত্তেষাং ক্রিয়াঽগ্নিসন্নিধাবনুবন্ধঃ॥

অস্যার্থঃ—"এই লোক অগ্নিচিত" এই বাক্য মনশ্চিতাদি অগ্নিব্রাহ্মণের পরেই উক্ত হইয়াছে; তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মনশ্চিতাদি অগ্নিব্রাহ্মণবাক্যের একবিধত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল অগ্ন্যঙ্গ মনশ্চিতাদিতে গ্রহণীয়, তাহারা বহুসংখ্যক হওয়াতে, ইহারা বিদ্যাময় ক্রতুরই অঙ্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫১ সূত্র। এক, আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥

ভাষ্য।—উপাসনবেলায়াং বদ্ধাবস্থঃ প্রত্যগাত্মা চিন্তনীয়ঃ, শরীরে তাদৃশস্যৈবাত্মনঃ সত্ত্বাদিত্যেকে।

অস্যার্থঃ—উপাসনাকালে বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত বলিয়া জীব আপনাকে চিন্তা করিবে, অথবা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ বলিয়া আপনাকে চিন্তা করিবে? এইরূপ সন্দেহে সূত্রকার বলিতেছেন যে:—কেহ কেহ বলেন উপাসনাকালে প্রত্যগাত্মাকে (জীব আপনাকে) বদ্ধ বলিয়াই চিন্তা করিবে; কারণ দেহে তাদৃশ (বদ্ধ) অবস্থায়ই জীবাত্মা বর্ত্তমান আছেন। (এইটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫২ সূত্র। ব্যতিরেক, স্তদ্ভাবভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ ॥

ভাষ্য।—বদ্ধাকারাদ্বিলক্ষণো মুক্তাকারঃ প্রত্যগাত্মা সাধনকালেঽনুসন্ধেয়স্তাদৃগ্রূপস্যৈব মুক্তৌ ভাবিত্বাৎ। ধ্যানানুরূপপরমাত্মপ্রাপ্তিবৎ ॥

অস্যার্থঃ—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন:—উপাসনাকালে প্রত্যগাত্মা বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তরূপে চিন্তনীয় নহে; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বদ্ধাবস্থা হইতে অতীত, মুক্তস্বরূপে—ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে, প্রত্যগাত্মা উপাসনাকালে চিন্তনীয়; কারণ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মুক্তস্বরূপই উপাসনাবলে মুক্তাবস্থায় লাভ করা যায়। যেমন উপাসনাকালে পরমাত্মা-সম্বন্ধে যদ্রূপ ধ্যান করা যায়, উপাসনার ফলস্বরূপে তদ্রূপই পরমাত্মস্বরূপ লাভ করা যায় বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রত্যগাত্মা-সম্বন্ধেও জানিবে। শ্রুতি, যথা:—"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইত্যাদি। (উপাস্যের সহিত একাত্মতাবুদ্ধিপূর্ব্বক "সোঽহং"জ্ঞানে উপাসনা দেবদেবী

উপাসনাস্থলেও আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মোপাসনাবিষয়েও এইটিই বিধি জানিতে হইবে)।

(শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্র ও তৎপূর্ব্ব সূত্র বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এবং এই সূত্রের পাঠও বিভিন্নরূপে শঙ্করস্বামি-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যে "তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ" এইরূপ সূত্রপাঠ দেওয়া হইয়াছে। শঙ্করের মতে ৫১ সংখ্যাক সূত্রের এইরূপ অর্থ, যথা:—দেহই আত্মা; আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে; এই পূর্ব্বপক্ষ। তদুত্তরে ৫২ সংখ্যাক সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন; "না, তাহা নহে; আত্মা দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত; কারণ, মৃত্যু-অবস্থায় দেহ থাকিতেও তাহাতে আত্মধর্ম্মের (চৈতন্যাদির) অভাব দেখা যায়। আত্মা উপলব্ধিরূপ, উপলব্ধি দেহের ধর্ম্ম নহে; কারণ তাহা দেহের প্রকাশক; অতএব আত্মা উপলব্ধিরূপ হওয়াতে তিনি দেহ হইতে বিভিন্ন"। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, এই প্রকরণ উপাসনাবিষয়ক, অতএব এই প্রকরণে দেহ হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদনবিষয়ক বিচার প্রবর্ত্তিত করা সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ আত্মা যে দেহ হইতে বিভিন্ন, তদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিচার সূত্রকার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এবঞ্চ এই এক সামান্য সূত্র দ্বারা এই বিচারের নিষ্পত্তি হয় না। অতএব নিম্বার্কব্যাখ্যা ও পাঠই সঙ্গত বোধ হয়; শ্রীভাষ্যও ইহার অনুরূপ)।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৩ সূত্র। **অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্॥**

ভাষ্য।—**"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যেবমাদ্যাঃ উদ্গীথাঙ্গপ্রতিবদ্ধা উপাসনা ন শাখাস্বেব ব্যবস্থিতাঃ। অপি তু**

প্রতিবেদং সর্ব্বশাখাস্বেব প্রতিবধ্যন্তে। যতঃ উদ্গীথাদিশ্রুতেরবিশেষাৎ ॥

অস্যার্থঃ—উপাসনাকালে তাৎকালিক বদ্ধ অবস্থার চিন্তা পরিহার-পূর্ব্বক নিত্য মুক্তস্বরূপ চিন্তনের ব্যবস্থা করিয়া, এক্ষণে উদ্গীথাদি উপাসনাতে পৃথক্ পৃথক্ শাখায় উক্ত স্বর ও প্রয়োগাদিভেদে উপাসনাংশেরও পার্থক্য নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন:—"ওঁ এই একাক্ষর উদ্গীথ উপাসনা করিবেক" ইত্যাদি শ্রুতিতে উদ্গীথাদির সহিত সংযোজিত উপাসনাসকল বেদের যে শাখায় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল (যেমন উক্থকে পৃথিবীরূপে ধ্যান করিবেক, ইষ্টকাচিত অগ্নিকে এতৎসমস্ত লোক বলিয়া ধ্যান করিবে, ইত্যাদি) কেবল তত্তৎশাখার জন্য ব্যবস্থাপিত নহে; তাহা সকল শাখায় প্রযোজ্য। কারণ সকল শাখায়ই "উদ্গীথ উপাসনা করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি সমভাবে উক্ত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বত্র একই উপাসনা হওয়ায়, এক শাখায় উক্ত উপাসনা অপর শাখায় সমভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৪ সূত্র। মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥

ভাষ্য।—যথা "কুটরুরসী"-তি মন্ত্রঃ, যথা বা প্রযাজাস্তদ্বদন্যত্রোক্তানামুপাসনানামিতরত্র যোগোঽবিরোধঃ ॥

অস্যার্থঃ—যেমন তণ্ডুলপেষণার্থ প্রস্তরগ্রহণমন্ত্র "কুটরুরসি" যজুঃশাখায় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঐ কার্য্যে সর্ব্বত্র গ্রহণীয়; যেমন মৈত্রায়ণীশাখায় প্রযাজযাগ (সমিদ্ প্রভৃতি যাগ) উল্লিখিত হয় নাই, পরন্তু অন্যত্র উল্লিখিত হওয়াতে ঐ শাখার ক্রিয়াতেও তাহা গ্রহণীয়; তদ্রূপ এক শাখায় উক্ত উপাসনা অন্যত্র যোজিত করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৫ সূত্র। ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি ॥

(ভূম্নঃ = সমগ্রোপাসনস্যৈব, জ্যায়স্ত্বং প্রাশস্ত্যমিত্যর্থঃ ন ব্যস্তোপাসনানাম্ ক্রতুবৎ, যথা, পৌর্ণমাসাদেঃ সমস্তস্য ক্রতোঃ প্রয়োগে বিবক্ষিতে প্রযাজাদীনাং সাঙ্গানামেকঃ প্রয়োগঃ। তথা শ্রুতিরপি দর্শয়তি।)

ভাষ্য।—বৈশ্বানরবিদ্যায়াং সমগ্রোপাসনস্য প্রাশস্ত্যং, যথা পৌর্ণমাসাদীনাং সাঙ্গানামেকঃ প্রয়োগঃ, এবং "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ যন্মাং নাগমিষ্যঃ" ইত্যাদিকা প্রত্যঙ্গমুপাসনে দোষং ব্রুবন্তী, সমস্তোপাসনস্য প্রশস্ততাং দর্শয়তি শ্রুতিঃ ॥

অস্যার্থঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫ম প্রপাঠকে যে বৈশ্বানরবিদ্যা (উপাসনা) উক্ত হইয়াছে (যথা দ্যুলোক বৈশ্বানর-আত্মার মূর্দ্ধা, বিশ্বরূপ অর্থাৎ সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার মধ্যশরীর রয়ি তাঁহার বস্তি, পৃথিবী তাঁহার পাদ, বক্ষঃস্থল তাঁহার বেদী, দূর্ব্বা তাঁহার লোম, হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি, মনঃ তাঁহার অন্বাহার্য্যপচনাগ্নি, আহবনীয় অগ্নি তাঁহার মুখ—৫ম প্রপাঠক ১৮শ খণ্ড) তাহাতে দ্যুলোকাদি সমস্ত অঙ্গের একত্র উপাসনা কর্ত্তব্য; দ্যুলোকাদিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা সঙ্গত নহে, ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। যেমন পৌর্ণমাসাদি যাগে পৃথক্ পৃথক্ প্রকরণে উল্লিখিত হইলেও সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ একীভূত করিয়া একই পৌর্ণমাসী যাগ সম্পাদন করিতে হয়; তদ্রূপ বৈশ্বানরবিদ্যায়ও দ্যুলোকধ্যানাদি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের সমষ্টিভাবে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। শ্রুতিও তাহা স্পষ্টরূপে "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ যন্মাং নাগমিষ্যঃ" (তুমি আমার নিকট উপদেশ গ্রহণার্থ না আসিলে তোমার মূর্দ্ধা পতিত হইত) এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বাঙ্গের

একত্র ধ্যানের প্রশস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন। (ঔপমন্য প্রভৃতি বৈশ্বানর আত্মাকে কেহ দ্যুলোক, কেহ সূর্য্য, কেহ আকাশ ইত্যাদিরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। প্রাচীনশাল তাহা নিবারণ করিয়া দ্যুলোকাদি এক একটিকে বৈশ্বানর আত্মার এক এক অঙ্গমাত্র বলিয়া উপদেশ করিয়া সমগ্র অঙ্গের একত্র ধ্যানের প্রশস্ততা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত অঙ্গের ধ্যানের দ্বারাই জীব অমর হয়; এক এক অঙ্গকেই বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিলে, তাহাতে জীব মরণধর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে না)।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৬ সূত্র। নানাশব্দাদিভেদাৎ ॥

ভাষ্য।—শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনাং নানাত্বং, কুতস্তচ্ছব্দাদিভেদাৎ ॥

অন্বয়ার্থঃ—শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ভূমবিদ্যা, সদ্বিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোশল-বিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, আনন্দময়বিদ্যা, অক্ষরবিদ্যা, উক্থবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যা যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, (এবং যাহার বিষয় এই প্রকরণে বিচার করা হইল) তৎসমস্ত সমুচ্চিত করিয়া এক ব্রহ্মোপাসনা নহে; অর্থাৎ যেমন কোন যাগকালে তাহার অঙ্গীভূত সমস্ত অংশ একত্র করিয়া একটি যাগ সম্পন্ন হয়, উক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যাসকল তদ্রূপ একই ব্রহ্মোপাসনারূপ কার্য্যের অঙ্গ নহে, ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ব্রহ্মোপাসনা; কারণ এই সকল বিদ্যা পৃথক্ নামে পৃথক্ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের অনুষ্ঠানাদিও বিভিন্নরূপে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। যদিও তৎসমস্তই এক ব্রহ্মেরই উপাসনা, তথাপি অধিকারিভেদে প্রণালীর পার্থক্য শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৭ সূত্র। বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥

[বিকল্পঃ=যা কাচিৎ একৈবানুষ্ঠেয়েত্যর্থঃ, কুতঃ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ=

সর্ব্বাসাং ব্রহ্মবিদ্যানাং অবিশেষেণ ব্রহ্মভাবাপত্তিফলকত্বাৎ, এক এব প্রয়োজন-সংসিদ্ধাবিতরানুষ্ঠানে প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ ইত্যর্থঃ।]

ভাষ্য।—বিদ্যাভেদ উক্তস্তত্রানুষ্ঠানবিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ॥

অন্বয়ার্থঃ—বিদ্যা বিভিন্ন হওয়াতে তাহার যে কোনটি সাধকের পক্ষে উপযোগী হয়, সেইটির অবলম্বন করিলেই সম্যক্ ফল হয়; সমুদায়গুলি না করিলে যে সম্যক্ ফল হইবে না, তাহা নহে; কারণ ব্রহ্মস্বরূপোপ-লব্ধিরূপ ফল সকলেরই এক।

(এই সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও এইরূপই করিয়াছেন; অতএব সর্ব্ববিধ ব্রহ্মবিদ্যার যে এক ফল, তাহা বেদব্যাসের স্থিরসিদ্ধান্ত, ইহা স্মরণ রাখিলে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিচার বোধগম্য করিতে সুবিধা হইবে।) এবং ইহা এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে "অক্ষরবিদ্যা"ও অপরাপর বিদ্যার ন্যায় এই প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "নেতি" নেতি" ইত্যাকার ধ্যান, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যাহার একান্ত পক্ষপাতী, তাহাই অক্ষরবিদ্যায় প্রসিদ্ধ তাহারও ফলসম্বন্ধে একরূপ উক্ত হওয়াতে, এই প্রকরণ যে কেবল সগুণো-পাসনাবিষয়ক বলিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রকরণের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৮ সূত্র। কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ॥

(পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ = আসাং কাম্যানাং পূর্ব্বোক্তাবিশিষ্টফলত্বাভাবাৎ)

ভাষ্য।—ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্তফলানুষ্ঠানেঽনিয়মো নিয়ম-প্রযোজকপূর্ব্বোক্তহেত্বভাবাৎ॥

অন্বয়ার্থঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য ফলকামনা-পূরণার্থ, উপাসনাস্থলে যথাকাম (যদৃচ্ছাক্রমে) পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাও করিতে পারা যায়, এবং

সমস্ত উপাসনাও করিতে পারা যায়; কারণ সকাম উপাসনার ফল কামনানুসারে পৃথক্ পৃথক্ হয়; একফলপ্রার্থী এক উপাসনা করিতে পারে, বহুপ্রকার ফলপ্রার্থী বহুপ্রকারই উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে পারে। পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির (মোক্ষের) নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন করেন, তাঁহাদেরই কোন একটি বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় স্বীয় অধিকার অনুসারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদের পক্ষে বহুবিধ ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করা বিধেয় নহে এবং নিষ্প্রয়োজন; কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ব্রহ্মবিদ্যারই ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, বিদ্যাভেদে এই ফলের তারতম্য না হওয়ায় বহু বিদ্যার উপাসনা নিষ্প্রয়োজন; এবং বহুবিধ উপাসনা অবলম্বনে কোন বিশেষ উপাসনায় সম্যক্ নিষ্ঠা না হওয়াতে তাহা অবিধেয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৫৯ সূত্র। অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥

[অঙ্গেষু কর্ম্মাঙ্গেষু উপাশ্রিতানাং বিদ্যানাং কর্ম্মসু যথাশ্রয়ভাবঃ, যথা কর্ম্মাঙ্গানাং উদ্গীথাদীনামঙ্গত্বং তদ্বদ্বিদ্যানামপি ইত্যর্থঃ।]

ভাষ্য।—বহুভির্লিঙ্গৈঃ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতানামুদ্গীথাদিবিদ্যানাং নিয়মেন কর্ম্মসূপাদানমিত্যাক্ষিপতি, উদ্গীথাদিষ্বাশ্রিতানাং বদ্যানামুদ্গীথাদিবদঙ্গভাবঃ ॥

অস্যার্থঃ—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের আশ্রিত বিদ্যা, ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গের ন্যায়ই গ্রহণীয় অর্থাৎ উদ্গীথাদি যেমন কর্ম্মের অঙ্গ, তদ্রূপ ঐ সকল উদ্গীথাদি অঙ্গে আশ্রিত (সংযুক্ত) বিদ্যাসকলও (ব্রহ্মধ্যানও) কর্ম্মের অঙ্গীভূত। ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র, এবং এই পূর্ব্বপক্ষ পরবর্ত্তী ৩ সূত্রে সমর্থন করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬০ সূত্র। শিষ্টেশ্চ ॥

(শিষ্টিঃ=শাসনং, বিধানমিত্যর্থঃ)

ভাষ্য।—"উদ্গীথমুপাসীতে"-তি শাসনাচ্চোপাদাননিয়মঃ॥

অস্যার্থঃ—"উদ্গীথের উপাসনা করিবে" ইত্যাদি প্রকার শাসনবাক্যে স্পষ্টরূপে উল্লেখ শ্রুতি করিয়াছেন, তাহাতেও সিদ্ধান্ত হয় যে, উদ্গীথাশ্রি বিদ্যাও অবশ্য উদ্গীথের ন্যায় গ্রহণীয়; কারণ, তত্তদ্‌বিদ্যা ভিন্ন উদ্গীথে পাসনা হয় না।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬১ সূত্র। সমাহারাৎ॥

ভাষ্য।—"হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীথমনুসমাহরতী"-ি প্রণবোদ্গীথয়োরৈক্যেন সম্পাদনাচ্চ। (দুরুদ্গীথং=দুষ্টমুদ্ গীথং বেদনহীনম্ উদ্গাতা স্বকর্ম্মণি সমুৎপন্নং বৈগুণ্যং হোতৃ-ষদ নাৎ হোতৃকর্ম্মণঃ শংসনাৎ সমাদধাৎ ইত্যনেন সমাধানং ব্রুবন্তী শ্রুতির্বেদনস্যোপাদাননিয়মং দর্শয়তি)॥

অস্যার্থঃ— যদি উদ্গাতার অপারদর্শিতা হেতু উদ্গীথ দুষ্ট হয়, তা হইলে হোতার শংসনে (স্তোত্রে) তাহা পুনরায় সমাহৃত (অর্থাৎ অদু হয়। শ্রুতি এইরূপ উক্তি করাতে ঋগ্বেদীয় প্রণব ও সামবেদীয় উদ্গী থের একত্ব ধ্যান করা শ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং উদ্গীথাশ্রি ধ্যান (বিদ্যা) উদ্গীথের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গস্থলীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ৩য় পাদ ৬২ সূত্র। গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ॥

ভাষ্য।—"তেনেয়ং ত্রয়ী বর্ত্ততে" ইতি গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ

অস্যার্থঃ—বিদ্যার (ধ্যানের) আশ্রয়ীভূত ওঙ্কারসম্বন্ধে শ্রুতিই বলিয়াে যে "এই ওঙ্কার বেদত্রয়ের আশ্রয়"; অতএব ওঙ্কার বেদত্রয়ে প্রো উপাসনাকর্ম্মের অবর্জ্জনীয় অঙ্গ; অতএব ওঙ্কারাশ্রিত ধ্যানসক ওঙ্কারের অনুগামী।

৩ অঃ ৩ পাদ ৬৩ সূত্র। ন বা তৎসহভাবোঽশ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—নাঙ্গাশ্রিতানাং বিদ্যানামঙ্গবৎক্রতুষূপাদাননিয়মঃ, ক্রত্বঙ্গভাবাশ্রবণাৎ ॥

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত চারিসূত্রে ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সূত্রকার এই সূত্র ও পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা প্রদান করিতেছেন। সূত্রোক্ত "বা" শব্দে এই স্থলে পক্ষব্যাবৃত্তি বুঝায়। সূত্রকার উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, ক্রতুর ওঙ্কারাদি অঙ্গের ন্যায় ঐ ওঙ্কারাদি-অঙ্গাশ্রিত বিদ্যার যজ্ঞকর্ম্মে গ্রহণ করিবার অবধারিত নিয়ম নাই; কারণ অঙ্গসকলের ক্রতুতে অবশ্য-গ্রহণীয়তা শ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও, অঙ্গের ন্যায় তদাশ্রিত বিদ্যার অবশ্য-গ্রহণীয়তা শ্রুতি উল্লেখ করেন নাই। (ধ্যানকার্য্য পুরুষের চিত্তাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে, ইহা বাহ্যযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক নহে; সুতরাং ধ্যানকে বাহ্যযজ্ঞের অলঙ্ঘনীয় অঙ্গ বলা যাইতে পারে না; বাহ্যযজ্ঞ তদভাবেও সম্পন্ন হইতে পারে; মন্ত্রোচ্চারণ, উদ্গীথাদি গান এবং হোম প্রভৃতি দ্বারাই বাহ্য ক্রতু সম্পন্ন হয়; এই বাহ্য ক্রতু ভিন্ন ভিন্ন ফল কামনায় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষদ্বারা আচরিত হইতে পারে; বিদ্যাংশ জ্ঞানোৎপাদক; অতএব উদ্গীথাদি ক্রত্বঙ্গের ন্যায় ক্রত্বঙ্গাশ্রিত বিশেষ বিশেষ বিদ্যাও ক্রতুকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবশ্যগ্রহণীয় নহে। শ্রুতি তদ্রূপ উপদেশ করেন নাই। এই নিমিত্ত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য শ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ফলবর্ণনে উপদেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা বিদ্যাংশ অবলম্বন করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদি উত্তরমার্গ প্রাপ্ত হয়েন; পরন্তু যাঁহারা বিদ্যা-বিরহিত হইয়া অগ্নিহোত্র আচরণ করেন. তাঁহারা ধূমাদিমার্গ প্রাপ্ত হয়েন; অর্চ্চিরাদি মার্গ ব্রহ্মবিৎ ও মুমুক্ষুদিগের জন্যই ব্যবস্থাপিত আছে। কিন্তু বিদ্যাব্যতিরেকেও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সপন্ন হয়।

৩ অঃ ৩ পাদ ৬৪ সূত্র। দর্শনাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"এবং বিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতী"-তি শ্রুতৌ বেদনানিয়ততাদর্শনাচ্চ ॥

অস্যার্থঃ—"যে ব্রহ্মা (যজ্ঞের পুরোহিতবিশেষকে ব্রহ্মা বলে) এই প্রকার জ্ঞানবান্, সেই যজ্ঞ যজমান্ এবং সকল ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এইরূপ জ্ঞানবত্তা নিয়ত নহে; যজ্ঞকর্ত্তার জ্ঞানবত্তা থাকিলে যজ্ঞ অধিক ফলপ্রদ হয়, যেমন এই প্রকরণের ৪১ সংখ্যক সূত্রে শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে; পরন্তু এইরূপ জ্ঞানবত্তা না থাকিলেও যে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না, তাহা নহে; অতএব ক্রত্বঙ্গাশ্রিত বিদ্যাংশ বিদ্যাঙ্গের অনুগামিরূপে অবশ্যগ্রহণীয় নহে।

এই তৃতীয়পাদে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সকল বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তের দ্বারা এক ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য; তৎসমস্তের মোক্ষফলপ্রাপ্তিবিষয়ে কোন প্রভেদ নাই; অতএব যে কোন উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, তাহা নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিলেই জীব কৃতকৃত্য হয়।* আদিত্য, মনঃ, প্রাণ, চক্ষু, হৃদয়, ওঁকার ইত্যাদি ব্রহ্মের বিভূতিস্বরূপ বিভিন্ন প্রতীককে অবলম্বন করিয়া অথচ প্রতীকনিরপেক্ষভাবে সত্যসংকল্পত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে এবং অক্ষররূপে পরব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা শ্রুতি স্থাপিত করাতে, বিদ্যা বিভিন্ন হইয়াছে; কিন্তু সকল বিদ্যারই গন্তব্য এক পরব্রহ্ম। বিভিন্ন প্রতীককে

---

* তবে প্রতীকাবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাতে প্রথমে ব্রহ্মলোকে বাস হয়, এবং পরে ব্রহ্মার সহিত পরমাত্ম-প্রাপ্তি হয় বলিয়া সূত্রকার চতুর্থাধ্যায়ে পরে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন বিদ্যা উপদিষ্ট হওয়াতে, বিদ্যাসকলে ব্রহ্মধ্যানের তারতম্য স্বভাবতঃই হইয়াছে; কিন্তু কতকগুলি শক্তি ব্রহ্মে বিদ্যমান আছে, যাহা সকল বিদ্যাতেই সাধারণ—যেমন সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসংকল্পত্ব, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, আনন্দময়ত্ব ইত্যাদি। এবং সর্ব্ববিধ ব্রহ্মোপাসনাতেই সাধক আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করিবেন; ইহাও সর্ব্ববিধ ব্রহ্মবিদ্যায় সাধারণ। এই ত্রিবিধ অঙ্গের সহিত যে ব্রহ্মোপাসনা, তাহাই ভক্তিযোগ বলিয়া আখ্যাত; অতএব এই ভক্তিযোগই যে বেদান্তদর্শনের উপদেশ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক-ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

—**—

এই চতুর্থপাদে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিয়াছেন যে, কেবল ব্রহ্মবিদ্যা হইতেই মোক্ষলাভ হয়, কর্ম্ম কেবল চিত্তের মালিন্য দূর করিয়া বিদ্যার সহায়কারী হয়, যাগাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষপ্রাপক নহে, কর্ম্মব্যতিরেকেও বিদ্যাবান্ পুরুষ মোক্ষলাভ করিতে পারেন; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিহিত নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১ সূত্র। পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ॥

[অতঃ = বিদ্যাতঃ]

ভাষ্য।—ব্রহ্মপ্রাপ্তির্বিদ্যাতঃ, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমি"-ত্যাদি-শব্দাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে॥

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মবিদ্যাসাধনের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থ লাভ হয়। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন যে "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু মুক্তিকে লাভ করে"। ভগবান্ বাদরায়ণের ইহাই সিদ্ধান্ত।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২ সূত্র। শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেম্বিতি জৈমিনিঃ॥

ভাষ্য।—কর্ম্মাঙ্গভূতকর্তৃসংস্কারদ্বারেণ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং, কর্তুঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ। যথা "পর্ণময়ী"দ্রব্যাদিষ্ব-পাপশ্লোকশ্রবণাদিফলশ্রুতিস্তদ্বদিতি জৈমিনির্ম্মন্যতে ॥

অস্যার্থঃ—পরন্তু জৈমিনি বলেন যে, যজ্ঞকর্ত্তাও যজ্ঞকর্ম্মের এক অঙ্গ; কর্ত্তার দেহাদি হইতে পৃথক্ অস্তিত্বশীল বলিয়া জ্ঞান না হইলে, স্বর্গাদি-ফলপ্রদ যজ্ঞকর্ম্মে কর্ত্তার অভিরুচি ও বিশ্বাস হয় না; সুতরাং যজ্ঞকর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তিও জন্মে না; অতএব বিদ্যা যজ্ঞকর্ত্তার দেহব্যতিরিক্তত্ব-বিষয়ক সংস্কার (শুদ্ধি) উৎপাদন করাতে, তাহা যজ্ঞের অঙ্গরূপেই গণ্য হয়; কর্ত্তা যজ্ঞের অঙ্গীভূত হওয়ায় বিদ্যাবিষয়ক ফলশ্রুতি অর্থবাদ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। যেমন কিংশুক পলাশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যবিষয়ে নিষ্পাপত্বরূপ ফলশ্রুতি আছে, তাহা অর্থবাদমাত্র, তদ্রূপ বিদ্যাফল-শ্রুতিও অর্থবাদমাত্র; বিদ্যা যজ্ঞেরই অঙ্গ, ইহার পৃথক্‌রূপে ফলবত্তা নাই, স্বর্গাদি যজ্ঞফলের অতিরিক্ত মোক্ষোৎপাদকত্বসামর্থ্য স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যার নাই।

(জৈমিনি কর্ম্মকাণ্ডের উপদেষ্টা, সকাম সাধকের বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদন করা জৈমিনিসূত্রের উদ্দেশ্য; সুতরাং যজ্ঞের প্রতি নিষ্ঠা স্থাপন করিবার নিমিত্ত তিনি সকাম শিষ্যকে স্বীয় অধিকারাতীত নিষ্কাম ব্রহ্মবিদ্যাকেও যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে উচ্চ অধিকারীর নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যাই উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঐ বিদ্যার ফল যথার্থরূপেই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু জৈমিনিবাক্যের খণ্ডন না করিলে শিষ্যের সংশয় দূর হইবে না; অতএব প্রথমে জৈমিনিমত তদনুকূল যুক্তির সহিত ২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া, পরে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩ সূত্র। আচারদর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—"জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যো জনকাদীনামাচারদর্শনাৎ ॥

অস্যার্থঃ—বিদ্যাবানেরও যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণ শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, বৃহদারণ্যকে উক্ত আছে যে "বৈদেহ রাজা জনকও বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানী জনকাদিরও যজ্ঞকর্ম্ম আচরণ করা দৃষ্ট হওয়াতে, বিদ্যাকে কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা উচিত।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪ সূত্র। তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতী"-তি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মোপযোগিত্বস্য শ্রুতেঃ ॥

অস্যার্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন "বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের (রহস্যজ্ঞানের) সহিত যে বিহিত যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহা সমধিক ফল প্রদান করে," এই বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধান্ত হয়, যে বিদ্যার কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ আছে, বিদ্যা স্বতন্ত্র নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫ সূত্র। সমন্বারম্ভণাৎ ॥

ভাষ্য। "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সাহিত্যদর্শনাচ্চ ॥

অস্যার্থঃ—"বিদ্যা এবং কর্ম্ম মৃত জীবের অনুসরণ করে" এই শ্রুতি-বাক্যদ্বারা দেখা যায় যে, ফলারম্ভবিষয়ে বিদ্যা ও কর্ম্মের সহভাব আছে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৬ সূত্র। তদ্বতো বিধানাৎ ॥

ভাষ্য।—"আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য (স্বে) কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়-মধীয়ান"-ইতি কর্ম্মবিধানাচ্চ ॥

অন্বয়ার্থঃ—আরও দেখা যায়, শ্রুতিতে উক্ত আছে যে "বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর আদিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তনান্তে (ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া) স্বীয় কুটুম্বগণমধ্যে পবিত্র স্থানে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে," ইহাদ্বারা কর্ম্মবান্ হইয়া বাস করিবার বিধান স্পষ্টই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। অতএব বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গভূত অর্থাৎ কর্ম্মই বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য, বিদ্যা তাহার অঙ্গীভূতমাত্র।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৭ সূত্র। নিয়মাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা"-ইত্যাদি নিয়মাচ্চ ॥

অন্বয়ার্থঃ—শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যই শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" (ঈশোপনিষৎ), এইরূপ আরও শ্রুতিবাক্যসকল আছে; তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুপর্য্যন্ত কর্ম্মাচরণ করিবার নিয়ম শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; তদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গমাত্র।

এক্ষণে এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ক্রমশঃ প্রদত্ত হইতেছে:—

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৮ সূত্র। অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥

ভাষ্য।—তত্রোচ্যতে, জীবাৎ কর্ত্তুরধিকস্য সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্ব-নিয়ন্তুর্বেদ্যত্বেনোপদেশাৎ "পুরুষার্থোঽতঃ" ইতি ভগবতো বাদরায়ণস্য মতম্। "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বস্যেশানঃ তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তী"-ত্যাদি তদ্দর্শনাৎ।

অস্যার্থঃ—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—বেদান্তের উপদিষ্ট আত্মা সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বনিয়ন্তা; তিনি কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে উৎকৃষ্ট, তিনিই বেদ্যবস্তু বলিয়া বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছেন, এবং বিদ্যা দ্বারা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবকে দেহাতিরিক্ত বলিয়া উপদেশ করাই বিদ্যা উপদেশের সার নহে; অতএব ভগবান্ বাদরায়ণি সিদ্ধান্ত করেন যে, বিদ্যা হইতে পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভ হয়। কারণ, শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন "এই আত্মা সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বভূতের অন্তঃপ্রবিষ্ট, সকলের নিয়ন্তা ও শাস্তা; সমস্ত বেদই যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, সেই উপনিষদ্‌বর্ণিত পুরুষের বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি" এইরূপ এইরূপ বহুবিধ শ্রুতি কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে বিদ্যাবেদ্য পরমাত্মার উৎকৃষ্টত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মাঙ্গত্ব বর্ণনাদ্বারা বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সাধিত হয় না; পক্ষান্তরে কর্ম্মগম্য স্বর্গাদি হইতে উত্তমপুরুষার্থ মোক্ষ বিদ্যাগম্য হওয়াতে, বিদ্যা কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৯ সূত্র। তুল্যং তু দর্শনম্॥

ভাষ্য।—বিদ্যয়া অকর্ম্মাঙ্গত্বেঽপি "কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" ইত্যাদি দর্শনং তুল্যম্।

অস্যার্থঃ—বিদ্যার যেমন কর্ম্মের সহিত যোজনা জনকাদিস্থলে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ বিদ্যাবান্ পুরুষের পক্ষে কর্ম্মের অনাবশ্যকতাও শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা, "কি নিমিত্ত আমরা অধ্যয়ন করিব, কি নিমিত্তই বা যজ্ঞ করিব" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১০ সূত্র। অসার্ব্বত্রিকী॥

ভাষ্য।—"যদেব বিদ্যয়ে"-তি শ্রুতির্ন সর্ব্ব (বিদ্যা)-বিষয়া।

অস্যার্থঃ—"যদেব বিদ্যয়া" (যাহা বিদ্যাদ্বারা কৃত হয়) ইত্যাদি

পূর্ব্বপক্ষোল্লিখিত শ্রুতি কেবল উদ্গীথবিদ্যাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, এই শ্রুতি অপর বিদ্যাবিষয়ে প্রযোজ্য নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১১ সূত্র। বিভাগঃ শতবৎ ॥

ভাষ্য।—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইত্যত্র ফলদ্বয়নিমিত্তশতবিভাগবদ্বিভাগো জ্ঞেয়ঃ।

অস্যার্থঃ।—"বিদ্যা এবং কর্ম্ম মৃতপুরুষের অনুগামী হয়" এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যা এবং কর্ম্ম একত্র উক্ত হইলেও, ইহাদের ফল পৃথক্ পৃথক্; যেমন শতমুদ্রা এই দুইজনকে দান কর বলিলে, বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথকরূপে দান করা বুঝায়, তদ্রূপ। (অথবা এই দুই কার্য্যে শতমুদ্রা ব্যয় কর বলিলে, যেমন প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্রূপে শতমুদ্রাকে ভাগ করিয়া ব্যয় করা বুঝায়, এই স্থলেও বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয় অনুগমন করে বলাতে বিদ্যা আপনার অসাধারণ ফল দিবার নিমিত্ত এবং কর্ম্মও পৃথক্রূপে স্বীয় অসাধারণ ফল দিবার নিমিত্ত অনুগমন করে বুঝিতে হইবে)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১২ সূত্র। অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥

ভাষ্য।—"আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্যে"-ত্যত্র ত্বধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্ম বিধীয়তে।

অস্যার্থঃ—"বেদাধ্যয়নান্তে আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া" ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে বিদ্যাবান্ পুরুষের বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লিখিত হয় নাই, কেবল অধ্যয়নপটু পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম বিধান করা হইয়াছে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৩ সূত্র। নাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—নিয়মবাক্যস্যাপি নিয়মেন বিদ্বদ্বিষয়কত্বাযোগাৎ।

অস্যার্থঃ।—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে বিদ্যাবান্ পুরুষের বিশেষরূপে উল্লেখ নাই; ইহা অপর সাধারণের পক্ষে বিধি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৪ সূত্র। স্তুতয়েঽনুমতির্বা॥

ভাষ্য।—বিদ্যাস্তুতয়ে বিদুষঃ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণী"-তি কর্ম্মানুজ্ঞা ক্রিয়তে।

অস্যার্থঃ—পরন্তু "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি ঈশোপনিষদুক্ত শ্লোকে যে কর্ম্মের বিধি করা হইয়াছে, তাহা বিদ্যারই প্রশংসানিমিত্ত, অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলেও তিনি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য; শ্রুতির অর্থ এই যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম আবশ্যক না হইলেও, তিনি লোকহিতার্থে সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিবেন; কারণ এই কথা বলিয়াই শ্রুতি ঐ শ্লোকেরই শেষভাগে বলিতেছেন "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৫ সূত্র। কামকারেণ চৈকে॥

ভাষ্য।—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক"-ইত্যেকে বিদুষাং স্বেচ্ছয়া গার্হস্থ্যত্যাগমত এবাভিধীয়তে।

অস্যার্থঃ—"পুত্রকলত্রাদির প্রয়োজন আমাদের পক্ষে কি আছে? আমাদের সম্বন্ধে এক আত্মাই এতৎ সমস্ত লোক, আত্মাকে লাভ করাতে আমাদের সমস্তই লব্ধ হইয়াছে; সুতরাং পুত্রাদি লইয়া কি করিব?" ইত্যাদি বাক্যে অপর শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে জ্ঞানী ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ অথবা তাহা একদা বর্জ্জনও করিতে পারেন। সুতরাং গার্হস্থ্যাশ্রমবিহিত যাগাদি কর্ম্ম বিদ্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে যে নিষ্প্রয়োজন, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বিদ্বান্

ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণও করিতে পারেন; গ্রহণ করিলে তদ্বিহিত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাতে তিনি কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৬ সূত্র। উপমর্দ্দঞ্চ ॥

ভাষ্য।—অত এব বিদ্যয়া কর্ম্মোপমর্দ্দঞ্চ, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদিনা পঠন্তি।

অস্যার্থঃ—বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্যা হইতে কর্ম্মের বিনাশ হয় বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৭ সূত্র। ঊর্দ্ধরেতস্সু চ শব্দে হি ॥

ভাষ্য।—ঊর্দ্ধরেতস্সু আশ্রমেষু বিদ্যাদর্শনাচ্চ তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিশ্চীয়তে। তে তু "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদিশব্দে দৃশ্যন্তে।

অস্যার্থঃ—ঊর্দ্ধরেতঃ (সন্ন্যাস) আশ্রমে বিদ্যাসাধনেরই উপদেশ উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মের নহে। তদ্দ্বারা বিদ্যার কর্ম্ম হইতে স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধান্ত হয়। কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিও শ্রুতিতেই থাকা দৃষ্ট হয়। যথা ছান্দোগ্যে "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে" (ধর্ম্মস্কন্ধ ত্রিবিধ, যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান। যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপঃ উপাসনা করেন ইত্যাদি)। (এইরূপ অপরাপর অনেক শ্রুতিও আছে, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি", "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদি)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৮ সূত্র। পরামর্শ জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি ॥

[পরামর্শঃ = অনুবাদঃ ; অচোদনাৎ = বিধায়কশব্দাভাবাৎ ; অপবদতি = নিন্দতি)]

ভাষ্য।—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা" ইত্যাদৌ তেষামাশ্রমানামনুবাদমাত্রং বিধায়কশব্দাভাবাৎ। "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইত্যাশ্রমান্তরাপবাদশ্রবণাচ্চাশ্রমান্তরমননুষ্ঠেয়মিতি জৈমিনিঃ।

অস্যার্থঃ—জৈমিনি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তসম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি করেন, যথা :—

"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে বিধায়কশব্দের অভাবহেতু তদুক্ত সন্ন্যাসাশ্রমবিষয়ক বাক্য অনুবাদ (পরামর্শ) মাত্র (অর্থাৎ উক্তবাক্যে এমন বিভক্তি নাই, যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে শ্রুতি, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেক, এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন ; এইরূপ বিধায়কবিভক্তি না থাকাতে বুঝিতে হয় যে, লোকে যাহা কখন কখন আচরণ করে, তন্মাত্রই শ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিধি দেন নাই)। অধিকন্তু "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" (যিনি অগ্নি পরিচর্য্যা করেন, তিনি দেবতাদিগের শত্রুহন্তা হয়েন), "নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি" (অপুত্রক ব্যক্তির স্বর্গাদি উর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হয় না) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করিয়াছেন দেখা যায়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ১৯ সূত্র। অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ॥

ভাষ্য।—গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্যানুবাদবাক্যে তুল্যত্বশ্রবণাত্তদনুষ্ঠেয়মিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

অস্যার্থঃ—তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বাদরায়ণ বলেন যে, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ"

ইত্যাদিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায় গার্হস্থ্যাশ্রমসম্বন্ধেও অনুবাদবাক্যেরই উল্লেখ আছে, বিধায়কবাক্য নাই; তৎসম্বন্ধে উভয়ই তুল্য; অতএব গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধি যেমন অনুবাদবাক্যের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ সন্ন্যাসাশ্রমও এই অনুবাদবাক্যের দ্বারাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমও অনুষ্ঠেয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২০ সূত্র। বিধির্ব্বা ধারণবৎ।

ভাষ্য।—বিধিরেবাস্তি যথাদিষ্টাগ্নিহোত্রে শ্রূয়তে, "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি দেবেভ্যো ধারয়তী"-তি বাক্যং ভস্মোপরিধারণমপূর্ব্বত্বাদ্বিধীয়তে, তদ্বৎ।

অন্বয়ার্থ:—পরন্তু বাস্তবিকপক্ষে উক্ত আশ্রমত্রয়বিষয়ক বাক্য অনুবাদ নহে, ইহা বিধিবাক্য; যেমন "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি দেবেভ্যো ধারয়তি" (পিত্র্যহোমস্থলে ইহার (হোমের ঘৃতাদির) নীচে সমিধ্ স্থাপন করিবে, দেবতার উদ্দেশ্যে হইলে সমিধ্ উপরিভাগে ধারণ করিবে) ইত্যাদি বাক্যে "ধারয়তি" পদে বিধিসূচক বিভক্তি না থাকিলেও, উপরি-ধারণবিষয়ক উপদেশ পূর্ব্বে কোন স্থানে উক্ত না থাকাতে, জৈমিনি স্বয়ংই যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা বিধিবাক্য ("বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ" ইত্যাদি জৈমিনিসূত্র দ্রষ্টব্য); এইস্থলেও সন্ন্যাসাশ্রমের অপূর্ব্বতাদৃষ্টে বিধিবোধক বিভক্তির অভাবেও ইহাকে বিধিবোধক বাক্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। (বস্তুতঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রব্রজ্যাশ্রমের বিধিবাক্যও শ্রুতিতে বর্ণিত আছে; যথা "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ"; এবং জাবালশ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদি"-তি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২১ সূত্র। স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ।

ভাষ্য।—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোষ্টমো য উদ্গীথঃ ইয়মেবর্গাগ্নিঃ সাম অয়ং বাব লোকঃ এষোঽগ্নিশ্চিতঃ তদিদমেবোক্থমি"-ত্যাদি কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথাদিস্তুতিমাত্রং তৎসম্বন্ধিতয়া রসতমত্বাদিরুপাদানাদিতি চেন্ন,অপ্রাপ্তত্বাদুদ্গীথাদিষু রসতমত্বাদিদৃষ্টিবিধানম্।

অস্যার্থঃ—("এই সকল ভূতের রস (সার) পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল, জলের রস ওষধি, ওষধির রস মনুষ্য, মনুষ্যের রস বাক্য, বাক্যের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস উদ্গীথ, যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন) "এই অষ্টম রস (পৃথিবী হইতে গণনা করিয়া অষ্টম) উদ্গীথ, ইহা পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, পরমাত্মস্বরূপে উপাস্য ; ইহাই ঋক্, অগ্নি, সাম ও এতৎসমস্ত লোক, ইহাই চিত অগ্নি ও উক্থ", এই সকল বাক্য যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গীভূত উদ্গীথের স্তুতিমাত্র ; কারণ উদ্গীথ যজ্ঞকর্ম্মসম্বন্ধীয় অঙ্গবিশেষ, অপরাপর অঙ্গের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে উদ্গীথকেও গ্রহণ করিয়া, তত্তুলনায় ইহাকে রসতম বলা হইয়াছে। (যেমন "ইয়মেব জুহূরাদিত্যঃ কূর্ম্মঃ স্বর্গলোকঃ আহবনীয়ঃ" (এই জুহূ—আহুতিপাত্র পৃথিবী, আদিত্য, কূর্ম্ম) ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বাক্য জুহূর স্তুতিবাচকমাত্র, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত রসতমত্বাদিও উদ্গীথের স্তাবকবাক্যমাত্র)। এইরূপ সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত নহে ; কারণ ঐ উদ্গীথ-উপাসনার বিধি পূর্ব্বে করা হয় নাই ; বিধি থাকিলেই পরে স্থিত বাক্যকে স্তাবক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অতএব উদ্গীথ উপাসনা-সম্বন্ধীয় বাক্যসকল পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত থাকায়, ইহার রসতমত্বাদি বর্ণনা স্তাবক নহে, যথার্থ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২২ সূত্র। ভাবশব্দাচ্চ।

ভাষ্য।—"উদগীথমুপাসীতে"-ত্যাদিবিধিশব্দাচ্চ।

অস্যার্থঃ—"উদগীথ উপাসনা করিবেক" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উদ্গীথ উপাসনার স্পষ্ট বিধি করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, রসতমত্বাদিগুণবিশিষ্টরূপেই শ্রুতি উদ্গীথ-উপাসনার বিধান, করিয়াছেন, এই সকল স্তাবকবাক্য নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৩ সূত্র। পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ।

ভাষ্য।—বেদান্তেষ্বাখ্যানশ্রুতয়ঃ পারিপ্লবার্থা ইতি ন মন্তব্যম্। "পারিপ্লবমাচক্ষীতে"-ত্যুক্ত্বা "মনুর্বৈবস্বতো রাজে"-ত্যাদিনা কাসাঞ্চিদ্বিশেষিতত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—উপনিষদে অধিকাংশস্থলেই আখ্যায়িকাসকল দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন জনক রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল, জনশ্রুতির পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিতেন ইত্যাদি। এই সকল আখ্যান পারিপ্লবের নিমিত্ত উক্ত হয় নাই। (অশ্বমেধ-যজ্ঞের একটি অঙ্গ কয়েক দিন ধরিয়া স্তুতি গান ও আখ্যায়িকা পাঠ করা, বৈবস্বত মনু, বৈবস্বত যম ইত্যাদির উপাখ্যান পুরোহিতেরা বিধিপূর্ব্বক পর পর পাঠ করেন, যজ্ঞদীক্ষিত রাজা কুটুম্ববর্গসহ তাহা শ্রবণ করেন, ইহাকে পারিপ্লব বলে। উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকাসকল এইরূপ পারিপ্লব নহে)। কারণ শ্রুতি "পারিপ্লব আখ্যান করিবে" এইরূপ উক্তি করিয়া পারিপ্লবে কোন্ কোন্ আখ্যান পাঠ করিতে হয়, তাহা "মনুর্বৈবস্বতো" ইত্যাদিবাক্যে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকাসকল তন্মধ্যে উক্ত হয় নাই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৪ সূত্র। তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ।

ভাষ্য।—এবং সতি "অন্যাসাং দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বিধ্যেক-বাক্যতয়োপবন্ধাৎ সম্বন্ধাৎ তা বিদ্যার্থাঃ।

অস্যার্থঃ—মনুপ্রভৃতির আখ্যান বিশেষরূপে পারিপ্লবে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিবাক্যসম্বন্ধীয় উপনিষদুক্ত আখ্যানসকল বিদ্যাবিধির সহিত একত্র একবাক্যতায় সংযোজিত হওয়া সিদ্ধান্ত হয়। অতএব এই সকল উপাখ্যান বিদ্যাতে রুচি উৎপাদন ও তাহা সহজে ধারণা করিবার প্রয়োজনসাধক, পারিপ্লবাঙ্গ নহে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৫ সূত্র। অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা।

ভাষ্য।—"ব্রহ্মনিষ্ঠোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যাদিশ্রুতেরূর্দ্ধরেতঃসু অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা বিদ্যাঽস্তি।

অস্যার্থঃ—"ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিশ্চিত হয় যে, ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীদিগের মোক্ষলাভের নিমিত্ত অগ্নি, ইন্ধন (অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম) ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না ; কেবল বিদ্যাই তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ; জ্ঞানী পুরুষ বিদ্যাবলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৬ সূত্র। সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ॥

ভাষ্য।—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইত্যাদিশ্রুতের্গমনেঽশ্ববদ্বিদ্যা স্বোৎ-পত্তৌ সাধনভূতানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যপেক্ষতে।

অস্যার্থঃ—পরন্তু "ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সন্ন্যাসদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে বিদ্যার উৎপত্তিপক্ষে যজ্ঞ দান প্রভৃতি সমস্ত বিহিতকার্য্যের অপেক্ষা আছে

জানা যায়; কিন্তু যেমন গমনকার্য্যের নিমিত্ত অশ্ব প্রয়োজনীয়, গমনকার্য্য সিদ্ধ হইলে দেশপ্রাপ্তি হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণতা অশ্বে নাই, তদ্বৎ যাগাদি কর্ম্ম বিদ্যার সাধনভূতমাত্র; তদ্দ্বারা বিদ্যালাভ হয়; কিন্তু বিদ্যালাভ হইতে যে মোক্ষফল উৎপন্ন হয়, তৎ-সম্বন্ধে কর্ম্মের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন কারণতা নাই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৭ সূত্র। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাঽপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

ভাষ্য।—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর্বিদ্যাঙ্গভূতস্বাশ্রমকর্ম্মণা বিদ্যানিষ্পত্তি-সম্ভবেঽপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ। "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽত্মন্যেবাঽত্মানং পশ্যেদি"-তি বিদ্যাঙ্গতয়া শমাদিবিধেস্তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষ স্বীয় আশ্রমবিহিত বিদ্যার অঙ্গীভূত যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণ দ্বারা যদিও বিদ্যাসম্পন্ন হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার শমদমাদি (শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি) সাধনাভ্যাস আবশ্যক। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "অতএব বিদ্যার্থী পুরুষ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিবেন"; এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যার অঙ্গীভূতরূপে শমদমাদিসাধনের বিধি থাকায়, তাহা অবশ্য অনুষ্ঠাতব্য।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৮ সূত্র। সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে, তদ্দর্শনাৎ।

ভাষ্য।—"ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতী"-তি সর্ব্বা-

ম্নানুজ্ঞানং প্রাণাত্যয়াপত্তাবেব, প্রাণাত্যয়ে চাক্রায়ণো হীভ্যো- চ্ছিষ্টং ভক্ষণং কৃতবান্। তস্য শ্রুতৌ দর্শনাৎ।

অস্যার্থঃ—ছান্দোগ্যে যে "প্রাণোপাসকের পক্ষে কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য নহে"—সর্ব্ববিধ অন্নই প্রাণোপাসক গ্রহণ করিতে পারে, বলিয়া উক্তি আছে, তাহা সর্ব্বকালের জন্য ব্যবস্থা নহে; প্রাণসংশয়স্থলেই বুঝিতে হইবে। শ্রুতি তাহা চাক্রায়ণোপাখ্যানে প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা,—শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কুরুদেশে শস্যসম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, চাক্রায়ণ ঋষি স্বপত্নীসহ মিথিলাদেশে গমন করিয়াছিলেন; তথায় অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর হইয়া হস্তিপোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া দুই দিবস প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন, পরে মিথিলারাজ জনকের সভায় গমন করিয়া যথাযোগ্য আহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রুতি এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া প্রাণসঙ্কটকালেই আহার্য্যনিয়মের ব্যতিক্রম করিবার অনুমতি দিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ২৯ সূত্র। অবাধাচ্চ।

ভাষ্য।—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিরি"-ত্যস্যাবাধাচ্চ।

অস্যার্থ :—"আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়" এই যে শ্রুতি আছে, তাহার বাধক শ্রুতি কুত্রাপি নাই।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩০ সূত্র। অপি চ স্মর্য্যতে।

ভাষ্য।—"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসে"-তি স্মর্য্যতে চ।

অস্যার্থঃ—স্মৃতিও এই বিষয়ে এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা— "জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারবিহীন হইয়া

অন্ন গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন জল-সংযোগেও পদ্মপত্র তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩১ সূত্র। শব্দাশ্চাতোঽকামকারে।

ভাষ্য।—অত এব "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেদি"-তি শব্দো যথেষ্টাচারনিবৃত্তৌ বর্ত্ততে।

অস্যার্থঃ—অতএব যথেচ্ছাক্রমে অন্যকালে অভক্ষ্যাদিভক্ষণনিষেধক শ্রুতিও আছে, যথা—"অতএব ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না" ইত্যাদি। অতএব "প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য কিছু নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে প্রাণোপাসনার প্রশংসাপরমাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। শমদমাদির ন্যায় সর্ব্বান্ন-ভক্ষণকে প্রাণবিদ্যার অঙ্গীভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩২ সূত্র। বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি।

ভাষ্য।—যদ্বিদ্যাঙ্গং যজ্ঞাদি তদ্বদমুমুক্ষুণা চাশ্রমকর্ম্মত্বেনা-পাম্নুষ্ঠেয়ং "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতী"-তি বিহিতত্বাৎ।

অস্যার্থঃ—আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি-কর্ম্মকে বিদ্যার অঙ্গ বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু অমুমুক্ষুর পক্ষেও স্বীয় আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে" এই স্পষ্ট বিধিবাক্যেও শ্রুতি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৩ সূত্র। সহকারিত্বেন চ।

ভাষ্য।—বিদ্যাসহকারিত্বেনাপি"বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে"-ত্যাদিনা যজ্ঞাদের্বিহিতত্বান্মুমুক্ষূণামপ্যনুষ্ঠেয়ং সংযোগপৃথক্ত্বেনোভয়ার্থত্ব-সম্ভবাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—"যজ্ঞের দ্বারা সেই এই আত্মাকে ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করিবেন" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যজ্ঞের বিধান থাকাতে, মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষেও বিদ্যার সহকারিরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য; কারণ বিদ্যাবিহীনের পক্ষে যেমন কর্ম্ম তদীপ্সিত ফল প্রদান করে, মুমুক্ষুর পক্ষেও বিদ্যার সহকারিরূপে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম বিদ্যাকে দৃঢ়ীভূত করে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৪ সূত্র। সর্ব্বথাঽপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ।

ভাষ্য।—উভয়ার্থতয়া তে এব যজ্ঞাদয়ো বোধ্যাঃ। উভয়ত্রৈ-করূপকর্ম্মপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—আশ্রমবিহিত ধর্ম্মরূপে এবং বিদ্যার সহকারিরূপে, এই উভয়রূপে, যে অগ্নিহোত্রযাগাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা বিদ্যাপক্ষে এবং আশ্রমিপক্ষে বিভিন্ন নহে, একই কর্ম্ম; কারণ উভয়স্থলে শ্রুতিতে একই কর্ম্মের উপদেশ হওয়ার প্রতীতি হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৫সূত্র। অনভিভবং চ দর্শয়তি।

ভাষ্য।—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতী"-তিশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈর্যজ্ঞাদিভি-রেব বিদ্যাভিভবহেতুভূতপাপাপনয়নেন বিদ্যায়াঃ অনভিভবং দর্শয়তি।

অন্বয়ার্থঃ—"ধর্ম্মাচরণের দারা পাপসকলকে ক্ষালিত করিবে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যজ্ঞাদির দ্বারাই বিদ্যার অভিভবকারী পাপসকলের অপনয়ন এবং বিদ্যার অনভিভবতা প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হওয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে বিদ্যাবান্ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষেও বিহিতকর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। সন্ন্যাসাশ্রমী ঊর্দ্ধরেতাগণের যাগাদি কর্ম্ম অনাবশ্যক।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৬ সূত্র। অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।

ভাষ্য।—আশ্রমমন্তরা বর্ত্তমানানামপি বিদ্যাধিকারোঽস্তি। রৈক্কাদের্বিদ্যানিষ্ঠত্বস্য দর্শনাৎ।

অন্বার্থঃ—আশ্রমবহির্ভূত (অনাশ্রমি-)-রূপে অন্তরালে অবস্থানকারী বিধুরাদি (যাহারা সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করে নাই, অথচ সন্ন্যাসও গ্রহণ করে নাই, এবং যাহাদের পত্নীবিয়োগের পর সন্ন্যাস গ্রহণ হয় নাই, অথচ পুনরায় বিবাহও হয় নাই; এবং অত্যন্ত দরিদ্র প্রভৃতি) ব্যক্তিদেরও বিদ্যাতে অধিকার আছে; তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা রৈক্ক, বাচক্নবী ইত্যাদি বিধুর ও দরিদ্র হইলেও, ইহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৭ সূত্র। অপি চ স্মর্য্যতে।

ভাষ্য।—"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণঃ উচ্যতে" ইতি তেষামপি জপাদীনাং বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্য্যতে।

অন্বার্থঃ—স্মৃতিও বলিয়াছেন "জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিবেন, অপর কোন কর্ম্ম করুন বা না করুন, ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যসদৃশ"। এতদ্দ্বারা অনাশ্রমী পুরুষেরও জপাদিসাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হওয়া স্মৃতি উপদেশ করিয়াছেন। জপাদি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, তাঁহাদিগের বিদ্যারও উদয় হয় এবং বিদ্যাফল যে মোক্ষ তাহাও তাঁহারা লাভ করিতে পারেন। যেমন সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি অনাশ্রমী হইলেও জ্ঞানী হইয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতাদিতে উল্লেখ আছে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৮ সূত্র। বিশেষানুগ্রহশ্চ॥

ভাষ্য।—জন্মান্তরীয়েণাপি সাধনবিশেষেণ বিদ্যানুগ্রহঃ, স্মর্য্যতে চ "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমি"-তি।

অস্যার্থঃ—জন্মান্তরে কৃত বিশেষ সাধনফলেও কাহার কাহার ইহজন্মে বিদ্যালাভ হয়; যথা স্মৃতি (ভগবদ্গীতা) বলিয়াছেন "বহুজন্মের সাধনেরদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া পরে ইহ জন্মে পরাগতি লাভ করেন" ইত্যাদি।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৩৯ সূত্র। অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাৎ ॥

ভাষ্য।—অন্তরালবর্ত্তিত্বাদাশ্রমবর্ত্তিত্বং জ্যায়ঃ "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতে"-তিলিঙ্গাচ্চ।

অস্যার্থঃ—কিন্তু উক্ত প্রকার অন্তরালবর্ত্তী (কোন আশ্রম অবলম্বন না করিয়া) থাকা অপেক্ষা বিহিত আশ্রম গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ", "সম্বৎসরম্ অনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ" ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণদ্বারাও তাহা সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪০ সূত্র। তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাত্তদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥

[তদ্ভূতস্য = সন্ন্যাসাশ্রমপ্রাপ্তস্য ; অতদ্ভাবঃ = সন্ন্যাসাশ্রমত্যাগঃ, পুনর্গার্হস্থ্যাশ্রমপ্রাপ্তিঃ ; নিয়মাৎ = আশ্রমপ্রচ্যুত্যভাববিধানাৎ ; তদ্রূপাভাবেভ্যঃ = তস্য (অতদ্ভাবস্য—আশ্রমপ্রচ্যুতেঃ) রূপাণি (শব্দরূপাণি) তদ্রূপাণি আশ্রমপ্রচ্যুতিবোধকানি বাক্যানি ইত্যর্থঃ, তেষাম্ অভাবঃ তদ্রূপাভাবঃ, তস্মাৎ অনাশ্রমনিষ্ঠোৎপাদকানি বাক্যানি ন সন্তি ইত্যর্থঃ, বহুবচনেন অস্তেহভাবাঃ গৃহস্থে, সন্ন্যাসারোহণবোধকবাক্যবৎ অবরোহণবাক্যাভাবাৎ, প্রচ্যুতিনিমিত্তাভাবাচ্চ, শিষ্টাচারাভাবাচ্চ।]

ভাষ্য।—প্রাপ্তোর্দ্ধরেতোভাবস্যাভাবস্তু নোপপদ্যতে, ইতি জৈমিনেরপি সম্মতং বচনাভাবান্নিমিত্তাভাবাচ্ছিষ্টাচারাভাবাচ্চ।

অন্বয়ার্থঃ—একবার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগ করা যায় না; জৈমিনিও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; শাস্ত্রেও ইহা নিয়মিত হইয়াছে, যথা—"অরণ্যমীয়াৎ ততঃ পুনরেয়াৎ", "সন্ন্যাস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ" ইত্যাদি। পুনরায় গার্হস্থ্যাবলম্বনবিষয়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণও নাই এবং সন্ন্যাসাশ্রমপ্রচ্যুতির পক্ষে নিমিত্তও কিছু নাই (বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের ব্যবস্থা, নতুবা নহে; অতএব বীতরাগী সন্ন্যাসীর পুনরায় বিষয়গ্রহণের কোন নিমিত্ত হইতে পারে না), ইহা শিষ্টাচারেরও বিরুদ্ধ।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪১ সূত্র। ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানা-ত্তদযোগাৎ ॥

ভাষ্য।—অধিকারলক্ষণে নির্ণীতং প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকস্য ন সম্ভবতি, তস্য তদযোগাৎ। "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহে"-তি-স্মৃতেঃ।

অন্বয়ার্থ :—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে অধিকারলক্ষণে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতভঙ্গের নিমিত্ত যে নৈঋর্ত-যাগরূপ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে ব্যবস্থা নহে (তাহা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে); কারণ ঐ প্রায়শ্চিত্তে অগ্নিচয়ন এবং স্ত্রীগ্রহণ আবশ্যক, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে সম্ভব নহে, স্ত্রীগ্রহণ করা মাত্রই তাহার নৈষ্ঠিকত্ব বিনষ্ট হয়। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের সকৃৎ ভঙ্গ হইলেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পতিত হয়। স্মৃতিও বলিয়াছেন "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মে আরোহণ করিয়া যে ব্যক্তি পুনরায় তাহা হইতে চ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী পাতকী পুরুষ পুনরায় শুদ্ধিলাভ করিতে পারে এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না"।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪২ সূত্র। উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্ত-দুক্তম্॥

ভাষ্য।—একে তু নৈষ্ঠিকস্য ব্রহ্মচর্য্যচ্যবনমুপপাতকমতস্তত্র প্রায়শ্চিত্তং মন্যতে। উপকুর্ব্বাণবত্তস্য ব্রহ্মচারিত্বাবিশেষাৎ মধ্বশনাদিবত্তদুক্তম্ "উত্তরেষামবিরোধ"-তি।

অস্যার্থ:—কেহ কেহ বলেন যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ হইলে তাহাতে উপপূর্ব্ব অর্থাৎ উপপাতক হয়; অতএব প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই দোষ ক্ষালিত হইতে পারে। উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিকের ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে ভেদ না থাকাতে, মদ্য, মাংস প্রভৃতি ভক্ষণজনিত পাপ যেমন উপপাতক বলিয়া গণ্য এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার ক্ষালন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যব্রতভঙ্গজনিত পাতকও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষালিত হয়। জৈমিনিমীমাংসায় "উত্তরেষাং তদবিরোধী" সূত্রে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৩ সূত্র। বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ॥

ভাষ্য।—নৈষ্ঠিকাদীনাং স্বাশ্রমপ্রচ্যুতের্মহাপাতকত্বমুপ-পাতকত্বং বাহস্তূভয়থাপি তে ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাদ্বহির্ভূতাঃ "প্রায়-শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহে"-তি স্মৃতেঃ, শিষ্টা-চারাচ্চ।

অস্যার্থ:—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির আশ্রমপ্রচ্যুতিকারকপাতক মহা-পাতকই হউক অথবা উপপাতকই হউক, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাধিকার হইতে চ্যুত হয়েন; কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন "সেই আত্মঘাতী পুরুষ কোন প্রায়-শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না", এবং শিষ্টাচারও এইরূপই। (পাতকের নরকোৎপাদিকা ও ব্যবহারবিরোধিকা এই দ্বিবিধ শক্তি আছে; প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নরকোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ হইতে পারে, ইহা

জৈমিনিবাক্যে জানা যায়। পরন্তু বেদব্যাস বলিতেছেন যে, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধেও ব্যবহারবিরোধিকা শক্তির লোপ হয় না; কারণ তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যাধিকার হইতে চ্যুত হয়েন। অতএব তাঁহারা সর্ব্বদাই শিষ্টদিগের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য থাকেন। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রকারে পতিত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কোন প্রায়-শ্চিত্তের দ্বারা সম্যক্ শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন না।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৪ সূত্র। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ॥

ভাষ্য।—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুপাসনং যজমানকর্ত্তৃকমিত্যাত্রেয়ঃ। "যদেব বিদ্যয়ে"-তি ফলশ্রুতেঃ।

অন্বয়ার্থ:—আত্রেয় মুনি বলেন যে যজমানেরই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা করা কর্ত্তব্য; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে "শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও উপনিষদ্ সহ-কারে যে যজ্ঞ করা যায়, তাহা অধিকতর ফলপ্রদ হয়"; এই ফল-শ্রুতি দ্বারা যজমানেরই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৫ সূত্র। আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে।

ভাষ্য।—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুপাসনমৃত্বি(জ)ক্-কর্ত্তৃকং ত-(স্য)-স্মৈ কর্ম্মণে ক্রীতত্বাৎ ফলস্য যজমানাশ্রয়ম্।

অন্বয়ার্থ:—আচার্য্য ঔড়ুলোমি বলেন যে, কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যোপাসনা ঋত্বিকেরই কর্ত্তব্য; কারণ অঙ্গের সহিত ক্রতুকর্ম্ম সম্পাদনার্থ ঋত্বিক্ যজমান কর্ত্তৃক দক্ষিণাদি দান দ্বারা ক্রীত হয়েন। অতএব ঋত্বিক্কৃত উপাসনা দ্বারা যজমানে ফল আশ্রয় করে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৫ (ক) সূত্র। শ্রুতেশ্চ ॥

(এই সূত্র শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। নিম্বার্কাচার্য্য অথবা রামানুজস্বামিকর্ত্তৃক ইহা ধৃত হয় নাই। সূত্রার্থ এই :—শ্রুতিপ্রমাণেও এতদ্রূপই জানা যায়। শ্রুতি, যথা :—"যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসৃত ইতি যজমানায়ৈব তামাশাসত" (ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে যে সকল প্রার্থনা করেন, তৎসমস্ত যজমানের নিমিত্তই" ইত্যাদি)।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৬ সূত্র। সহকার্য্যন্তরবিধিঃ, পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো, বিধ্যাদিবৎ।

[বৃহদারণ্যকে কহোলপ্রশ্নে শ্রূয়তে "তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যং পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ বাল্যপাণ্ডিত্যবৎ মৌনমপি বিধীয়তে ? আহোস্বিদনূদ্যত ? তত্রোচ্যতে—তদ্বতো বিদ্যাবতঃ তৃতীয়ং বাল্যপাণ্ডিত্যয়োরপেক্ষয়া তৃতীয়ং সাধনং মৌনং মননশীলত্বং বিধীয়তে। এতদেবাহ—সহকার্য্যন্তরবিধিঃ। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সাধ্যে পাণ্ডিত্যবাল্যয়োরপেক্ষয়া সহকার্য্যন্তরং মৌনং তস্য বিধিরেব মুনিরিতি। বিধ্যাদিবৎ, বিধীয়তে উপকারিতয়েতি বিধিঃ, যজ্ঞদানাদিরূপঃ, সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মঃ শমাদিরূপশ্চ। আদিশব্দেন পাণ্ডিত্যং বাল্যঞ্চ গৃহ্যেতে, তদ্বৎ।]

ভাষ্য।—"তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যং চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরি"-ত্যত্র মননশীলে মৌনপদপ্রবৃত্তিসম্ভবেঽপি পক্ষেণ প্রকৃতমননশীলে প্রয়োগদর্শনাৎ পাণ্ডিত্যবাল্যয়োরপেক্ষয়া তৃতীয়ং সহকার্য্যন্তরং মৌনং বিধীয়তে, যজ্ঞাদিবৎ শমাদিবচ্চ।

অস্যার্থঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে কহোলপ্রশ্নে উক্ত আছে "অতএব

পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ বাল্যে (বালকবৎ সরলতাসম্পন্ন হইয়া) অবস্থিতি করিবেন; বাল্য এবং পাণ্ডিত্যলাভ হইলে মৌনী হইবেন" মননশীল অর্থে মৌনশব্দের প্রয়োগ হয়; এইস্থলে মননশীলতাই মৌনশব্দের অর্থ। পাণ্ডিত্য ও বাল্যের তুলনায় মৌনব্রতকে তৃতীয় সহকারী বিধিরূপেই উক্ত শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যদিও পাণ্ডিত্য ও বাল্যসম্বন্ধে "তিষ্ঠাসেৎ" পদদ্বারা বিধি জ্ঞাপন করা হইয়াছে, "মুনি"শব্দসম্বন্ধে তদ্রূপ বিধি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি পাণ্ডিত্য ও বাল্যের ন্যায় মননশীলত্বও ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সাধ্যবিষয়ে সহকারী সাধনান্তর। অতএব তাহার অপূর্ব্বত্বহেতু বিধিজ্ঞাপক বিভক্তি তৎসম্বন্ধে না থাকিলেও, তাহাও বিধিস্বরূপেই শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যেমন যজ্ঞদানাদি গার্হস্থ্যধর্ম্ম, শমদমাদি সর্ব্বাশ্রমধর্ম্ম, এবং পাণ্ডিত্য ও বাল্য বিধিস্বরূপে উপদিষ্ট, তদ্রূপ মৌনও বিধিস্বরূপে উপদিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৭ সূত্র   কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ।

ভাষ্য।—"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি গৃহিণোপসংহারঃ সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মসদ্ভাবাৎ সর্ব্বধর্ম্মপ্রদর্শনার্থঃ।

অন্বয়ার্থঃ—"তিনি এইরূপ যাবজ্জীবন বিধানানুসারে যাপন করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথা হইতে পুনরাবর্ত্তিত হয়েন না" ছান্দোগ্যোপনিষদ এইরূপ বাক্যদ্বারা গৃহস্থাশ্রমীর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিবিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রমবিহিত যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম যেমন কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বিদ্যোপাসনাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য; এই বিদ্যাবলেই পুনরাবর্ত্তনের নিবৃত্তি হয়, এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি

হয়। সুতরাং গৃহস্থের সম্বন্ধে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও পুনরাবর্ত্তননিবৃত্তি শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই সন্ন্যাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আশ্রমীর পক্ষেও ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও পুনরাবৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কেবল গৃহস্থাশ্রমীরই উক্ত ফললাভ হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে না।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৮ সূত্র। মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ।

ভাষ্য।—তথৈব তস্মিন্ বাক্যেঽপি মৌনোপদেশঃ সর্ব্বধর্ম্মপ্রদর্শনার্থঃ। মৌনোপদেশবৎ "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা" ইত্যাদিনা সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মোপদেশাৎ।

অস্যার্থঃ—এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত "অথ মুনিঃ" বাক্যে যে মৌনের (মৌনাশ্রমের) উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্যকুলবাসাদি আশ্রমান্তরেরও বিধান করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মৌনোপদেশের ন্যায় "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদিবাক্যে সর্ব্ববিধ আশ্রমধর্ম্মের বিধানই শ্রুতি করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৯ সূত্র। অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ।

ভাষ্য।—পাণ্ডিত্য (প্রযুক্ত) স্বমাহাত্ম্যাদ্যনাবিষ্কুর্ব্বন্ বাল্যেন নিরহঙ্কারভাবেন বর্ত্তেত। তস্যৈবান্বয়সম্ভবাৎ।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যাদিবাক্যে যে বাল্যভাব ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে পাণ্ডিত্যলাভপ্রযুক্ত স্বীয় মাহাত্ম্যাদি প্রকাশ না করিয়া, বালকের ন্যায় দম্ভাহঙ্কারশূন্য হইয়া ঋজুভাবে অবস্থান করিবেন; কারণ তাহাই বাক্যের সঙ্গতার্থ; জ্ঞানাভ্যাসের নিমিত্ত বালকের যথেচ্ছাচার উপযোগী নহে; অতএব উক্তবাক্যে বালকের যথেচ্ছাচারের প্রতি লক্ষ্য

করা হয় নাই; তাহার অদাম্ভিকতা, সরলতা প্রভৃতি গুণের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫০ সূত্র। ঐহিকমপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ॥

(অপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে—অসতি বাধকে)

ভাষ্য।—অসতি প্রতিবন্ধে ঐহিকং বিদ্যাজন্ম, তস্মিন্ সত্যামুষ্মিকং" মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামি"-ত্যাদৌ তদ্দর্শনাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) লাভ করা যায়, প্রতিবন্ধ থাকিলে পরজন্মে, প্রতিবন্ধ দূর হইলে, লাভ হয়। কারণ "যমরাজকথিত বিদ্যালাভ করিয়া নচিকেতাঃ যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদিবাক্যে কঠ ও অপরাপর শ্রুতি এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৫১ সূত্র। মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ॥

[তদবস্থাবধৃতেঃ বিদ্বদ্রূপাবস্থস্য সম্পন্নবিদ্যস্য অনিয়তমুক্তিকালত্বেন অবধৃতেরিত্যর্থঃ]।

ভাষ্য।—তথা মুক্তিফলানিয়মঃ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি বচনাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—তদ্রূপ মুক্তিরূপ ফল যে এই জন্মে লাভ হইবে, তাহারও নিয়ম নাই; কারণ ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন "মৃত্যুর পর ব্রহ্মরূপতা হয়," (যেমন প্রতিবন্ধাভাবে এই জন্মেই বিদ্যালাভ হয়, প্রতিবন্ধক থাকিলে

হয় না; অতএব এই জন্মেই হইবে বলিয়া বিদ্যালাভবিষয়ে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই; তদ্রূপ বিদ্যাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মুক্তিরূপ বিদ্যাফললাভ-বিষয়েও জীবিত থাকিতেই হইবার নিয়ম নাই; কারণ জীবিত থাকিতে হইবে বলিয়া শ্রুতি অবধারণ করেন নাই, মৃত্যুর পরেও হয় বলিয়াছেন।

এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে কর্ম্মকারী জীবের সংসারগতি বর্ণিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা যে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ মহদ্দুঃখ হইতে জীব উদ্ধার পায় না, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণিত করিয়া, তদ্দ্বারা বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাদে জীবের স্বপ্নাদি অবস্থার বিচার ও প্রাসঙ্গিকরূপে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব আরও বিশেষরূপে প্রতিপাদিত করিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা ব্রহ্মের উপাসনাই যে মুক্তির নিমিত্ত প্রয়োজন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৃতীয় পাদে উপনিষদুক্ত নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনার বিচার করিয়া তত্তৎউপাসনাসকলের সার যে নানাবিধরূপে ব্রহ্মচিন্তন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং আপন আপন অধিকারভেদে সাধক সেই সকল উপাসনার মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারেন এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। চতুর্থ পাদে যাগাদিকর্ম্ম হইতে বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য ও মোক্ষফলদানক্ষমতা প্রতিপাদিত করিয়া, গার্হস্থ্য সন্ন্যাসাদি আশ্রমভেদে উপাসনার প্রণালীগত যে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন; এবং বিদ্যাবান্ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ের মোক্ষাধিকার ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। এই তৃতীয় অধ্যায় সাধকের পক্ষে বিশেষ আদরণীয়; ইহা পাঠে নানাবিধ সাধনবিষয়ক সংশয় বিদূরিত হয়, এবং ব্রহ্মোপাসনায় নিষ্ঠা উপজাত হয়।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ

ওঁ হরিঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথম পাদ।

ব্রহ্মস্বরূপ, জগৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ, এবং ব্রহ্মের উপাসনা যদ্দ্বারা জীবের পরমপুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ হয়, এবং উপাসনাকালে ব্রহ্মের স্বরূপ যে ভাবে চিন্তা করিতে হয়, তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে। ইদানীং চতুর্থাধ্যায়ে মোক্ষসম্বন্ধে বিশেষ বিচার প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমপাদে অবিশ্রান্ত সাধন অবলম্বন করা যে প্রয়োজন, তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণিত করা হইবে, এবং উপাসনা-কালে সাধক আপনাকে কিরূপে চিন্তা করিবেন এবং পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত প্রতীকাদিকে কিরূপে ভাবনা করিবেন, এবং উপাসনাসিদ্ধ হইলে জীবিত পুরুষের কিরূপ অবস্থা লাভ হয়, ইত্যাদি জিজ্ঞাস্য বিষয়সকলও মীমাংসিত হইবে। দ্বিতীয়পাদে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের দেহপরিত্যাগকালে যেরূপে উৎক্রান্তি হয় তাদ্বিষয় বর্ণিত হইবে। তৃতীয়পাদে দেহপরিত্যাগান্তে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন ও তথায় পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি বর্ণনা করা হইবে। এবং অবশেষে চতুর্থপাদে বিদেহমুক্তপুরুষের

ব্রহ্মরূপতা লাভ হইলে যে অবস্থায় স্থিতি হয়, তাহা অবধারিত হইবে। এক্ষণে প্রথমপাদ নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১ সূত্র। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—অসকৃৎ সাধনাবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদিব্রহ্মদর্শনায়োপদেশাৎ।

অস্যার্থ:—একবারমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণের দ্বারা সিদ্ধমনোরথ হওয়া যায় না; পুনঃ পুনঃ অবিশ্রান্ত ব্রহ্মবিদ্যাসাধন করা কর্ত্তব্য; কারণ ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত "শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করা প্রয়োজন" বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ২ সূত্র। লিঙ্গাচ্চ ॥

[লিঙ্গ = স্মৃতি]

ভাষ্য।—"অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়" ইত্যাদি-স্মৃতেশ্চ।

অস্যার্থ:—"হে ধনঞ্জয়! তুমি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা আমাকে জানিতে ইচ্ছা কর" ইত্যাদিবাক্যে স্মৃতিও এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৩ সূত্র। আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥

ভাষ্য।—"এষ মে আত্মে"-তি পূর্ব্বে উপগচ্ছন্তি। "এষ তে আত্মে"-তি শিষ্যানুপদিশন্তি। অতো মুমুক্ষুণা পরমপুরুষঃ স্বস্যাত্মত্বেন ধ্যেয়ঃ।

অস্যার্থ:—"পরমপুরুষ ব্রহ্ম আমার আত্মা" এইরূপ বুদ্ধিতে ধ্যান করিবে, এবং শিষ্যদিগকেও "ব্রহ্মই তোমার আত্মা" এইরূপ ধ্যান করিতে উপদেশ করিবে; শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করাতে মুমুক্ষু ব্যক্তির

পক্ষে পরমপুরুষ পরমাত্মাই স্বীয় আত্মা, এইরূপ ধ্যান করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নজ্ঞানে ব্রহ্মচিন্তা করা কর্ত্তব্য। (ভেদ-সম্বন্ধজ্ঞান বদ্ধজীবের স্বাভাবিকই আছে, (ইহাই জীবের বন্ধের হেতু)। পরন্তু অভেদ-সম্বন্ধজ্ঞান পুনঃ পুনঃ অভেদ-চিন্তা দ্বারা সিদ্ধ হয়)।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৪ সূত্র। ন প্রতীকেন হি সঃ ॥

ভাষ্য।—প্রতীকে ত্বাত্মানুসন্ধানং ন কার্য্যং, ন স উপাসিতুরাত্মা।

অন্বয়ার্থঃ—মন, আদিত্য, নাম ইত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ইহাদিগের উপাসনা করিবার বিধি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মুমুক্ষুর পক্ষে এই সকল প্রতীকে একাত্মবুদ্ধি করিয়া ধ্যান করা পূর্ব্বসূত্রোক্ত উপদেশের অভিপ্রায় নহে; কারণ এই সকল প্রতীক উপাসকের আত্মা নহে।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৫ সূত্র। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥

ভাষ্য।—মনআদৌ ব্রহ্মদৃষ্টির্যুক্তৈব, নতু ব্রহ্মণি মনআদিদৃষ্টি, ব্রহ্মণ উৎকর্ষাৎ ॥

অন্বয়ার্থ:—মনঃপ্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে দর্শন, যাহা উপাসনাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্ত। পরন্তু ব্রহ্মকে মনঃপ্রভৃতিরূপে চিন্তা করা যুক্ত নহে; কারণ তিনি মনঃপ্রভৃতি প্রতীক হইতে উৎকৃষ্ট।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৬ সূত্র। আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ, উপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—"য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীতে"-ত্যাদ্যুপাসনেষূদ্গীথাদিষ্বাদিত্যাদিমতয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ আদিত্যাদেরুৎকর্ষোপপত্তেঃ ॥

অন্বয়ার্থ:—"যিনি এই তাপ প্রদান করিতেছেন (সূর্য্য), তিনিই উদ্গীথ, এই কল্পনায় উদ্গীথের উপাসনা করিবে" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যোক্ত

উদ্গীথোপাসনায় যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদিতে আদিত্যাদিবুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে; আদিত্যাদিতে প্রণবাদি যজ্ঞাঙ্গ কল্পনায় উপাসনা করা বিধেয় নহে; কারণ আদিত্যাদি প্রণব হইতে উৎকৃষ্ট; প্রণবাদিকে আদিত্যাদিদৃষ্টি দ্বারা সংস্কৃত করিলে কর্ম্মসকল বিশিষ্ট ফলপ্রদ হয়। (অর্থাৎ ব্রহ্ম মনঃপ্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাঁহাকে মনঃপ্রভৃতিরূপে দৃষ্টি না করিয়া মনঃপ্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে দৃষ্টি করিলে, মনঃপ্রভৃতি বিশুদ্ধ হয়। তদ্রূপ আদিত্যাদিকর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি হইতে শ্রেষ্ঠ; অতএব ঐ উদ্গীথাদিকেই আদিত্যাদিরূপে ভাবনা দ্বারা সংস্কৃত করিতে হয়; আদিত্যাদিকে উদ্গীথরূপে ভাবনা করিবে না; এইরূপ সাধক আপনাকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ভাবনা করিবেন, ব্রহ্মকে জীবরূপে ভাবনা করিবেন না, বুঝিতে হইবে)।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৭ সূত্র। আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥

ভাষ্য।—আসীন এবোপাসনমনুতিষ্ঠেৎ তস্যৈব তৎসম্ভবাৎ।

অস্যার্থঃ—উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবে; কারণ উপবেশন করিয়া উপাসনা করিলেই, তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হয় (শয়নে আলস্য ও নিদ্রার সম্ভব হয়; গমনশীল প্রভৃতি অবস্থায় শরীরধারণাদিবিষয়ক প্রযত্নহেতু বিক্ষেপের সম্ভব হয়)।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৮ সূত্র। ধ্যানাচ্চ ॥

ভাষ্য।—উপাসনস্য ধ্যানরূপত্বাদাসীন এব তদনুতিষ্ঠেৎ ॥

অস্যার্থঃ—ধ্যানের দ্বারাই উপাসনা করিতে হয়, সুতরাং আসীন হইয়াই উপাসনা করিবে; কারণ আসীন না হইলে ধ্যান সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ৯ সূত্র। অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥

ভাষ্য।—"ধ্যায়তীব পৃথিবী"-অত্রাচলত্বমপেক্ষ্য ধ্যায়তিপ্রয়োগো বর্ত্ততে। অত আসীন এবোপাসনমনুতিষ্ঠেৎ।

অন্বয়ার্থঃ—পৃথিবীর অচলত্বকে লক্ষ্য করিয়াই "পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। আসীন হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেই, এই অচলত্ব লাভ করা যায়। অতএব আসীন হইয়াই ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১০ সূত্র। স্মরন্তি চ ॥

ভাষ্য।—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য" ইত্যাদি স্মরন্তি চ ॥

অন্বয়ার্থঃ—স্মৃতিও তদ্রূপ উপদেশ করিয়াছেন; যথা "পবিত্রস্থানে আসন স্থাপন করিয়া" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্যে এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥

ভাষ্য।—যত্র চিত্তৈকাগ্র্যং তত্রোপাসীত, তদতিরিক্তদেশাদি-বিশেষাশ্রবণাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—যেখানে যে সময়ে একাগ্রতা জন্মে, সেই থানেই উপাসনা করিবে; কারণ তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ দেশকালাদির নিয়ম শ্রুতি উপদেশ করেন নাই; চিত্তের একাগ্রতাই উপাসনার নিমিত্ত প্রয়োজন; তাহা যেস্থানে যে কালে যাহার উপস্থিত হয়, তাহাই সেই উপাসকের পক্ষে উপাদেয়।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১২ সূত্র। আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥

ভাষ্য।— উপাসনমাপ্রয়াণাৎ কার্য্যম্। যতস্তত্রাপি "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষমি"-ত্যাদৌ তদ্দৃষ্টম্।

অন্বয়ার্থঃ—মৃত্যুকালপর্য্যন্ত আজীবন উপাসনা কার্য্য করিবে। কারণ তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি এইরূপে আজীবন অবস্থান করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন"।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৩ সূত্র। তদধিগমে, উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥

ভাষ্য।—বিদুষ উত্তরপূর্ব্বয়োরঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ। কুতঃ ? "এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে", "অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি ব্যপদেশাৎ ॥

অস্যার্থঃ—(পূর্ব্বোক্ত সূত্রসকলে উপাসনার প্রণালীর সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সকল ব্যাখ্যা করিয়া, এক্ষণে বিশেষরূপে বিদ্যার ফল বর্ণনা করিতে সূত্রকার প্রবৃত্ত হইতেছেনঃ)—

ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের পূর্ব্বকৃত পাপসকল বিনষ্ট হয়, এবং পরে কৃত পাপসকলও তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কারণ শ্রুতি তৎসম্বন্ধে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে "এইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে পাপকর্ম্ম লিপ্ত করে না; "তদ্ যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে" "যেমন জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্বৎ" ইত্যাদি, এবং "যেমন তুলারাশি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষের সমস্ত পাতকরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়" ইত্যাদি।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৪ সূত্র। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ, পাতে তু ॥

ভাষ্য।—পুণ্যস্য কাম্যকর্ম্মণোঽপি অঘবন্মুক্তিবিরোধিত্বা-ত্তুত্তরস্যাশ্লেষঃ, পূর্ব্বস্য বিনাশঃ এব। উত্তরপূর্ব্বয়োরশ্লেষবিনা-শান্তরং দেহপাতে সতি মুক্তিরেব।

অস্যার্থঃ—পাপের ন্যায় পুণ্যও মুক্তির বিরোধী; সুতরাং জ্ঞানী পুরুষের পূর্ব্বকৃত পুণ্যেরও বিনাশ হয়, এবং পরে কৃত পুণ্যকর্ম্মের সহিত তাঁহার অশ্লেষ (অলিপ্ততা) ঘটে। পূর্ব্বে ও পরে কৃত পুণ্যের বিনাশ ও অশ্লেষ হইয়া, দেহপাতে তাঁহার পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্ম বিলুপ্ত হয়; এবং তিনি সম্যক্ মুক্তপদবী লাভ করেন।

[মূলসূত্রে কেবল "অশ্লেষ" শব্দের প্রয়োগ আছে; তাহার অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরে কৃত পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞানিপুরুষকে লিপ্ত করে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ১৩ সংখ্যক সূত্রে যেমন পূর্ব্বকৃত পাপের বিনাশ স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এই পরবর্ত্তী সূত্রে তাহার উল্লেখ হয় নাই; তদ্দ্বারা এই সূত্রের অর্থ এইরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, জ্ঞানোদয়ের পরে কৃত পুণ্যকর্ম্মের সহিত জ্ঞানী পুরুষ লিপ্ত হয়েন না; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বকৃত পুণ্যের বিনাশ হয় না। এই অর্থ সঙ্গত নহে; কারণ পাপের ন্যায় পুণ্যেরও বিনাশ না হইলে, মোক্ষ হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" এবং "উভে উ হৈবৈষ এতেন তরতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ইহার প্রমাণ।]

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৫ সূত্র। অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥

[তদবধেঃ = তস্য দেহপাতাবধিত্বোক্তত্বাৎ।]

ভাষ্য।—বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বে পাপপুণ্যে হ্যপ্রবৃত্তফলে এব ক্ষীয়েতে। কুতঃ? "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে" ইতি শরীরপাতাবধিশ্রবণাৎ।

অস্যার্থঃ—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বকৃত পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয় বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত পাপপুণ্যসম্বন্ধে নহে, যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই (অর্থাৎ ইহজন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম্ম এবং অপরাপর-জন্মসঞ্চিত কর্ম্ম, যাহা ইহজন্মে ফলোন্মুখী হয় নাই), তৎসম্বন্ধেই এই উক্তি বুঝিতে হইবে। কারণ যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও ক্ষয় হয় না বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন; যথা—"তাহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) তাবৎকাল বিলম্ব যাবৎকাল দেহ থাকে; দেহান্তে তিনি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন"

ইত্যাদি, এই সকল বাক্যে শরীরপতনের অপেক্ষা থাকা, শ্রুতিই স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। (শরীর-ধারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মেরই ফল; জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এই তিনটি সাধারণতঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল; ইহজীবনে কৃতকর্ম্ম মৃত্যুকালে ফলদানের জন্য উদ্দীপিত হইয়া মৃতপুরুষকে প্রেরণা করে, এবং তদনুসারে স্বর্গ নরকাদিভোগান্তে তাহার ইহলোকে দেহপ্রাপ্তি হয়; ইহলোকে প্রাপ্ত দেহ, আয়ু ও ভোগ পূর্ব্বজন্মে কৃত ফলদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মসকলের ফলস্বরূপ। সূত্রকার বলিতেছেন যে, এইরূপ ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে কর্ম্ম, তাহা বিনাভোগে বিনষ্ট হয় না; যদি সমস্ত কর্ম্মই একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই বিনষ্ট হইত, তবে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গেসঙ্গেই মৃত্যু ঘটিত; কারণ সমস্ত কর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইলে, দেহকে জীবিত রাখে এমন কর্ম্মও কিছু থাকে না বলিতে হইবে; কিন্তু জীবিতব্যক্তিও, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, মুক্ত হয়েন বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে। অতএব মুক্তজীবিত ব্যক্তির সমস্তকর্ম্ম যে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কোন্ কোন্ কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে বেদব্যাস বলিতেছেন যে, অনারব্ধকর্ম্মেরই নাশ হয়; যাহা ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হয় না। পরন্তু জীবিতমুক্তপুরুষের আরব্ধকর্ম্মও তাঁহাকে লিপ্ত করে না, তিনি নির্লিপ্তভাবে তাহা ভোগ করেন; দেহের অবসানের সহিত তৎসমস্ত নিবৃত্ত হয়; সুতরাং তখন তাঁহার সর্ব্ববিধ কর্ম্মের সম্যক্ বিনাশ হয়)।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৬ সূত্র। **অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥**

ভাষ্য ।—বিদ্যয়াঽগ্নিহোত্রদানতপআদীনাং স্বাশ্রমকর্ম্মণাং নিবৃত্তিশঙ্কা নাস্তি, বিদ্যাপোষকত্বাদনুষ্ঠেয়ান্যেব। যজ্ঞাদিশ্রুতৌ তেষাং বিদ্যোৎপাদকত্বং দর্শনাৎ ॥

অন্বার্থঃ—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে অগ্নিহোত্র, দান, তপঃ প্রভৃতি আশ্রমবিহিত-কর্ম্মের নিবৃত্তির আশঙ্কা নাই, অর্থাৎ তাহা পরিত্যাজ্য নহে; কারণ এই সকল কার্ম্মেরদ্বারা বিদ্যার পোষণ হয়, অতএব এই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদাই অনুষ্ঠেয়। পূর্ব্বে উদ্ধৃত "যজ্ঞেন দানেন তপসা" ইত্যাদি শ্রুতিতে এইসকল কর্ম্মের বিদ্যোৎপাদকত্ব উল্লেখ আছে; অতএব এইসকল কর্ম্ম বিদ্যাবিরোধী নহে। কাম্যকর্ম্মেরই বিনাশ ও পরিত্যাজ্যত্ব সিদ্ধ আছে।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৭ সূত্র। অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥

ভাষ্য ।—অস্মাৎ প্রাপ্তবিষয়াৎ কর্ম্মণো বিদ্যোৎপাদকাদি-রূপাদন্যাপ্যলব্ধবিষয়াকৃত্যাঽস্তি। তদ্বিষয়মেকেষাং "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামি"-ত্যুভয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্বিভাগ-বচনম্।

অন্বার্থঃ—প্রাপ্তবিষয় কর্ম্ম (ফলোৎপাদনে প্রবৃত্ত কর্ম্ম) এবং অগ্নি-হোত্রাদি বিদ্যোৎপাদক কর্ম্ম ব্যতীত অপর অপ্রাপ্তবিষয় কর্ম্মও জীবন্মুক্ত পুরুষের অবশ্য থাকে; তৎসম্বন্ধে কোন কোন শাখীরা বলেন যে "মুক্ত-পুরুষের দেহান্তে [তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের ফল সুহৃদ্গণ এবং পাপকর্ম্মের ফল শত্রুগণ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতি ঐ সকল পাপ ও পুণ্যের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ইহাদের ফল মুক্তপুরুষকর্ত্তৃক ভুক্ত না হইলেও অপরকর্ত্তৃক বিভাগক্রমে ভুক্ত হয়।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৮ সূত্র। যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥

ভাষ্য।—কর্ম্মণঃ প্রবলত্বদুর্বলত্বসূচনার্থমিদমুচ্যতে "যদেব বিদ্যয়া " ইতি হি।

অস্যার্থঃ—ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে "যাহা বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের সহিত কৃত হয়, তাহা অধিকতর শক্তিশালী হয়"; এই বাক্যের অর্থ এইরূপ নহে যে, বিদ্যাবিরহিত যাগাদি অকর্ত্তব্য; এবং বিদ্যা-যুক্ত যাগাদিই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক আশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানী পুরুষেরও কর্ত্তব্য। বিদ্যাযুক্ত যাগাদির শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিদ্যাবিরহিত যাগাদির অশ্রেষ্ঠত্ব মাত্র উক্ত শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন; এই শ্রেষ্ঠত্ব, অশ্রেষ্ঠত্ব (প্রবলত্ব, দুর্ব্বলত্ব) প্রদর্শন করা মাত্র ঐ ছান্দোগ্যবাক্যের অভি-প্রায়; বিদ্যাবিরহিত যাগাদিকর্ম্ম নিষেধ করা ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

৪র্থ অঃ ১ম পাদ ১৯ সূত্র। ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাহথ সম্পদ্যতে॥

ভাষ্য।—বিদ্বানারব্ধকার্য্যে তু সুকৃতদুষ্কৃতে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে।

অস্যার্থঃ—আরব্ধবিষয় যে পাপ ও পুণ্য-কার্য্য, তাহা ভোগেরদ্বারা ক্ষয় করিয়া, জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎ সৎ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ তৎসৎ ॥

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১ সূত্র। বাঙ্‌মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ॥

ভাষ্য।—"বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইতি বাগিন্দ্রিয়স্য মনসি সংযোগরূপা সম্পত্তিরুচ্যতে, বাগিন্দ্রিয়ে উপরতেঽপি, মনঃ-প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইতি শব্দাচ্চ।

অস্যার্থঃ—শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রয়াণকালে মৃতপুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়"। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগকালে তাঁহার বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সংযোগরূপ-"সম্পত্তি" লাভ করে, (অর্থাৎ মনের সহিত বাগিন্দ্রিয়-যুক্ত হইয়া একত্ব লাভ করে, ইহার পৃথক্ স্ফুরণ থাকে না), কারণ বাগিন্দ্রিয় উপরত হইলেও-(মৃত্যুকালে পুরুষের বাক্‌রোধ হইলেও), মনের প্রবৃত্তির রোধ না হওয়া দৃষ্ট হয়; এবং পূর্ব্বোক্ত "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (বাক্য মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়) এই শ্রুতিবাক্যেও তাহা প্রমাণিত হয়।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অভিমত এই যে, এই পাদে কেবল সগুণোপাসক-দিগের গতি অবধারিত হইয়াছে। কিন্তু সগুণোপাসক ও নির্গুণোপাসক

বলিয়া কোন প্রকার প্রভেদ মহর্ষি সূত্রকার প্রদর্শন করেন নাই; এইরূপ প্রভেদ অপর কোন ভাষ্যকারও স্বীকার করেন নাই। সূত্রসকল পর পর পাঠ করিয়া গেলে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত কোন প্রকারে সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না। এই অধ্যায়ের প্রথমপাদে যে সর্ব্ববিধ মুমুক্ষু-পুরুষের আচরণীয় উপাসনার বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন মতবিরোধ নাই। এই পাদে উক্ত উপাসকদিগের মৃত্যুসময়ের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে; তাহাতে সূত্রকার কোন বিশেষ শ্রেণীর উপাসকের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন বলিয়া জ্ঞাপন না করাতে, সর্ব্ব প্রকার উপাসকের সম্বন্ধেই এই বর্ণনা প্রযোজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ২ সূত্র। অতএব সর্ব্বাণ্যনু।

ভাষ্য।—বাচমনু সর্ব্বাণ্যপীন্দ্রিয়াণি মনসি সম্পদ্যন্তে, তথা-দর্শনাৎ, ‘ইন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈরি”-তি শব্দাচ্চ।

অস্যার্থঃ—বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হইলে, তৎপশ্চাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয়সকলও মনের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়; কারণ মৃত্যুকালে প্রথমেই বাক্‌রুদ্ধ হওয়া এবং পরে অপরাপর ইন্দ্রিয় উপরত হওয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়; শ্রুতিও বলিয়াছেন “ইন্দ্রিয়সকল মনের সহিত সমতা লাভ করে”।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৩ সূত্র। তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ॥

ভাষ্য।—তচ্চ প্রাণেন সংযুজ্যতে। “মনঃ প্রাণে” ইত্যুত্তরা-চ্ছব্দাৎ।

অস্যার্থঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযুক্ত মন প্রাণের সহিত সংযুক্ত হয়; কারণ শ্রুতি উক্তবাক্যের পরেই বলিয়াছেন “মন প্রাণে সমতা লাভ করে”। (শ্রুতি, যথা—“অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্” ইতি)।

এই স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রুতি "পরস্যাং দেবতায়াম্" অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হইবার কথা উল্লেখ করিয়া, যে পুরুষ দেহান্তে পরমমোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই বিষয় যে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৪ সূত্র। সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥

ভাষ্য।—প্রাণো জীবেন সংযুজ্যতে। কুতঃ? "এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি," "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, কস্মিন্বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠিতঃ স্যামি"-তি তদুপগমাদিবোধকবাক্যেভ্যঃ জীবসংযুক্তস্য প্রাণস্য তেজসি সম্পত্তিরিতি ফলিতোঽর্থঃ।

অন্বার্থঃ—মনঃসংযুক্ত প্রাণ জীবের সহিত সংযুক্ত হয়; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্তকাল উপস্থিত হইলে প্রাণসকল জীবের অভিমুখে সমাগত হয়", "জীব উৎক্রান্ত হইলে মুখ্যপ্রাণও তৎসহ উৎক্রান্ত হয়, আর কাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে"। এই সকল বাক্যে জীবের সহিত প্রাণের উৎক্রমণ, অনুগমন ও অবস্থান উক্ত হইয়াছে। "প্রাণস্তেজসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রাণের তেজে লয়ও উক্ত হইয়াছে। অতএব জীব সংযুক্ত হইয়া প্রাণের তেজোরূপতাপ্রাপ্তি হয়, ইহাই সূত্রের ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৫ সূত্র। ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥

ভাষ্য।—সা চ জীবসংযুক্তস্য তস্য তেজঃসহিতেষু ভূতেষু ভবতি "পৃথ্বীময়ঃ আপোময়ো বায়ুময়ঃ আকাশময়স্তেজোময়ঃ" ইতি সঞ্চরতো জীবস্য সর্ব্বভূতময়ত্বশ্রবণাৎ।

অন্বার্থঃ—জীবসংযুক্ত প্রাণের অপরাপর ভূতসমন্বিত তেজঃপ্রধানরূপতা-

প্রাপ্তি হয়; কারণ "এই পুরুষ পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজোময় হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উৎক্রমণকারী জীবের সর্ব্বভূতময়ত্ব উক্ত হইয়াছে।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৬ সূত্র। নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি॥

ভাষ্য।—একস্মিংস্তু সা ন সম্ভবতি "তাসাং ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি," "নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ" ইতি শ্রুতিস্মৃতী একৈকস্য কার্য্যাক্ষমত্বং দর্শয়তঃ।

অস্যার্থঃ—কেবল এক তেজোরূপতাপ্রাপ্তি হয় না; কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি এক এক ভূতের পৃথক্‌রূপে কার্য্যাক্ষমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি, যথা "সেই তিন দেবতার (তেজঃ প্রভৃতির) এক একটিকে ত্রিবৃত করিয়াছিলেন" (অর্থাৎ এক একটিকে প্রধান করিয়া, অপর দুইটিকে তৎসহ সম্মিলিত করিয়া, জাগতিক প্রত্যেক বস্তু রচনা করা হইয়াছে। এই স্থলে ত্রিবৃতকরণশব্দ পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ অর্থবোধক; পঞ্চমহাভূত পরস্পর হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করে না, মিলিতভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করে; ইহাই শ্রুতিবাক্যের ফলিতার্থ)। স্মৃতি, যথা, "বিভিন্নশক্তিযুক্ত ভূতসকল মিলিত না হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, সৃষ্টিকার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই" ইত্যাদি।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৭ সূত্র। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য॥

[আসৃত্যুপক্রমাৎ বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিঃ সমানৈব। সৃতির্গতিরর্চ্চিরাদিকা, তস্যা উপক্রমো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণঃ, তস্মাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধন্য

নাড্যোৎক্রম্য বিদুষোঽপি ছান্দোগ্যে গতিঃ শ্রূয়তে। নাড়ীপ্রবেশে তু জীবন্মুক্তানাং বিশেষঃ। "অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য" ইত্যত্র চশব্দোঽবধারণে। অনুপোষ্যৈব (উষ দাহে ইত্যস্য রূপং); দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব অমৃতত্বং সম্ভবতি, তৎ "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা...অমৃতো ভবতি" ইত্যাদি-বাক্যেনোচ্যতে।]

সূত্রার্থঃ—দেহপরিত্যাগের পূর্ব্বে নাড়ীমুখপ্রবেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত অবিদ্বান্ পুরুষের সহিত বিদ্বান্ পুরুষের সাম্য (সমানভাব) আছে, এবং দেহসম্বন্ধ বিচ্যুত না হইলেও তাঁহার অমৃতত্বও আছে।

ভাষ্য।—"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভি-নিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধমাপন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগণ্যা উৎক্রমণে ভবন্তী"-তি নাড়ীবিশেষেণ বিদুষোঽপ্যুৎক্রম্য গতিঃ শ্রূয়তে। এবং সতি বিদুষো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণগত্যুপক্রমাৎ প্রাগুৎক্রান্তিঃ সমানৈব। যত্তু "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতী"-তি বিদুষ ইহৈবামৃতত্বং শ্রূয়তে। তদেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধমদগ্ধ্বৈবোত্তরপূর্ব্বাঘাশ্লেষবিনাশলক্ষণমুপপদ্যতে।

অন্বয়ার্থঃ—"হৃৎপুণ্ডরীকে একশত এক সংখ্যক নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণকালে ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে" ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানীর নাড়ীবিশেষের দ্বারা গতি বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব নাড়ীপ্রবেশলক্ষণ-গতিপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানী পুরুষ এবং অজ্ঞানী পুরুষের গতিপ্রণালী, যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির মুখ্যপ্রাণে লয়, তৎপর মুখ্যপ্রাণের তেজঃপ্রধান ভূতগ্রামে লয়), তাহা সমানই। কারণ "যখন সর্ব্ববিধ হৃদিস্থিত কাম হইতে মুক্ত

হয়, তখন মর্ত্ত্যব্যক্তিও অমৃতত্ব লাভ করে'' ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের জীবিতকালেই অমৃতত্বলাভ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই, পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ, এবং উত্তরকালকৃত পাপপুণ্যের সহিত অলিপ্ততা জন্মে। অতএব দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে জীবন্মুক্তপুরুষদিগেরও ইন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত হইয়াই উৎক্রান্তি (দেহ হইতে গমন) উপপন্ন হয়। (তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কা নাই।)

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা :—''সমানা চৈষোৎক্রান্তির্ব্বাঙ্‌মনসীত্যাদ্যা, বিদ্বদবিদুষোরাসৃত্যুপক্রমাৎ ভবিতুমর্হতি ; অবিশেষশ্রবণাৎ। অবিদ্বান্ দেহবীজভূতানি ভূতসূক্ষ্মাণ্যাশ্রিত্য কর্ম্মপ্রযুক্তো দেহগ্রহণমনুভবিতুং সংসরতি। বিদ্বাংস্তু জ্ঞানপ্রকাশিতমোক্ষং নাড়ীদ্বারমাশ্রয়তে, তদেতদাসৃত্যুপক্রমাদিত্যুক্তম্। নন্বমৃতত্বং বিদুষা প্রাপ্তব্যং, ন চ তদ্দেশান্তরায়ত্তং, তত্র কুতো ভূতাশ্রয়ত্বং সৃত্যুপক্রমো বেতি ? অত্রোচ্যতে ''অনুপোষ্য'' চেদম্ ; অদগ্ধ্বাহত্যন্তমবিদ্যাদীন্ ক্লেশানপরবিদ্যাসামর্থ্যাদাপেক্ষিকমমৃতত্বং প্রেপ্স্যতে ; সম্ভবতি তত্র সৃত্যুপক্রমো ভূতাশ্রয়ত্বঞ্চ। নহি নিরাশ্রয়াণাং প্রাণানাং গতিরুপপদ্যতে। তস্মাদদোষঃ'' ॥

অস্যার্থ :—(অর্চ্চিরাদিপথ অবলম্বনের উপক্রম পর্য্যন্ত বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞানী) এবং অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই বাক্যের মনে লয় প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তবিষয়সকল সমান বলিতে হইবে ; কারণ শ্রুতি তৎসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন তারতম্য করেন নাই। অবিদ্বান্ ব্যক্তি দেহের বীজভূত ভূতসূক্ষ্মসকলকে আশ্রয় করিয়া, স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া, দেহগ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করে ; বিদ্বান্ ব্যক্তি নাড়ীদ্বারপ্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত মোক্ষ লাভ করেন ; (সেই নাড়ীদ্বারপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়েন, অতএব নাড়ীদ্বারপ্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলা যায়)।

অতএব দেহপরিত্যাগের উপক্রম পর্য্যন্ত উভয়ের সমানত্ব উক্ত হইয়াছে। পরন্তু এই স্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বিদ্বান্ পুরুষ অমৃতত্বকেই লাভ করিবেন, কিন্তু মোক্ষ দেশান্তরপ্রাপ্তির অধীন নহে; অতএব তাঁহার ভূতসূক্ষ্মপ্রাপ্তি এবং অর্চ্চিরাদিমার্গাবলম্বন কি নিমিত্ত হইবে? এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, অনুপোষ্য চেদম্ (অমৃতত্বং) অর্থাৎ অবিদ্যাদিক্লেশসম্বন্ধ আত্যন্তিকরূপে দগ্ধ না হইলেও ব্রহ্মবিদ্যাবলে আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ হয়। অতএব সূক্ষ্মভূতাশ্রয়ত্ব ও অর্চ্চিরাদি-মার্গাবলম্বন সম্ভব হয়। প্রাণ কিছু আশ্রয় না করিয়া গমন করিতে পারে না; অতএব এই সিদ্ধান্তে কোন দোষ নাই)।

কিন্তু এই স্থলে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যা থাকিতে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হওয়া কথার কোন অর্থই নাই, এবং শ্রুতি কোন স্থানে এইরূপ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অমৃতত্বপদ ব্যবহার করেন নাই। "অনুপোষ্য" শব্দের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সহিতই মুক্তপুরুষও মোক্ষমার্গে গমন করেন। অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ না করিয়া, আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ হয় বলিয়া যে শাঙ্করভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সূত্রের বাক্যার্থের দ্বারা কোন প্রকারে প্রতিপন্ন হয় না; ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৮ সূত্র। তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥

[আ + অপীতেঃ = আপীতেঃ; অপীতিঃ ব্রহ্মভাবাপত্তিঃ।]

ভাষ্য।—তদমৃতত্বং দেহসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব বোধ্যম্। কুতঃ? "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি আবি-মুক্তেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, দেহসম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই অমৃতত্ব লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিই "তস্য তাবদেব চিরং" (ব্রহ্মজ্ঞানী-

পুরুষের ততকালই বিলম্ব, যতকাল তাঁহার দেহান্ত না হয়; দেহান্তে তিনি ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ করেন) ইত্যাদিবাক্যে উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত, জ্ঞানিপুরুষেরও অপর জীবের ন্যায় সাংসারিক কার্য্য থাকে। (অতএব নাড়ীমুখপ্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সমভাবে ইন্দ্রিয়ের মনে লয়, মনের প্রাণে লয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত)।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ৯ সূত্র। সূক্ষ্মং, প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥

ভাষ্য।—সূক্ষ্মং শরীরমনুবর্ত্ততে "বিদুষস্তং প্রতিব্রূয়াৎ, সত্যং ব্রূয়াৎ" ইতি প্রমাণতস্তস্তাবোপলব্ধেঃ ॥

অন্বয়ার্থঃ—স্থূলদেহ বিনষ্ট হইবার পর জ্ঞানী পুরুষের সূক্ষ্মশরীর থাকে; কারণ শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা তাহাই বোধগম্য হয়। যথা, শ্রুতি দেবযানপথে (অর্চ্চিরাদিপথে) গমনকারী জ্ঞানী পুরুষ এবং চন্দ্রমার কথোপকথন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মশরীর না থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না। সংবাদ-বোধক শ্রুতিবাক্য যথা, "বিদুষস্তং প্রতিব্রূয়াৎ" (বিদ্বান্ পুরুষ চন্দ্রমাকে প্রত্যুত্তর করেন) ইত্যাদি।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১০ সূত্র। নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥

ভাষ্য।—অতঃ "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি" ইতি ন দেহ-সম্বন্ধোপমর্দ্দেনামৃতত্বং বদতি।

অন্বয়ার্থঃ—"অনন্তর মর্ত্ত্যজীব অমৃতত্ব লাভ করে" এই শ্রুতিবাক্য দেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হইবার পর অমৃতত্বলাভ হইবার বিষয় বলেন নাই, (পরন্তু দেহ থাকিতেই অমৃতত্বলাভের বিষয় উপদেশ করিয়াছেন)। এতদ্দ্বারাও জানা যায় যে, জীবিতকালেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, এবং জীব মুক্তিলাভ করে।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১১ সূত্র। অস্যৈব চোপপত্তেরুষ্মা।

ভাষ্য।—স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহস্যৈব ধর্ম্মভূতঃ উষ্মোপলভ্যতে। তস্মিন্নসতি তদনুপলব্ধেরিত্যুপপত্তেঃ।

অস্যার্থঃ—সূক্ষ্মশরীরেরই ধর্ম্মভূত উষ্মা (উত্তাপ) স্থূলদেহে দৃষ্ট হয়; কারণ সূক্ষ্মশরীর নিষ্ক্রান্ত হইলে স্থূলদেহে উষ্মা দৃষ্ট হয় না; ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, স্থূলদেহের উত্তাপ নিজের নহে, তাহা সূক্ষ্মদেহের।

৪ অঃ ২ পা ১২ সূত্র। প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ স্পষ্টো হ্যেকেষাম্।

ভাষ্য।—"অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতী"-তি বিপ্রতিষেধাদ্বিদুষ উৎক্রান্তিরনুপপন্নেতি চেন্নায়ং বিরোধঃ, যতোঽয়ং প্রাণানামুৎক্রান্তিপ্রতিষেধাদ্বিদুষঃ প্রকৃতাচ্ছারীরা-"ত্ত-স্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তী"-তি স্পষ্ট একেষাং পাঠে। তস্মাদেব তেষামুৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ শ্রূয়তে।

অস্যার্থঃ—"পরন্তু যিনি কামনা করেন না; অতএব কামনারহিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম এবং আত্মকাম, তাঁহার প্রাণসকল (ইন্দ্রিয়সকল) উৎক্রান্ত হয় না, ব্রহ্মভাবলাভ করিয়া, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন" বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যে এই বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হওয়াতে, বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি, যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না; এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তরে বলিতেছি যে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রোল্লিখিত মীমাংসার কোন বিরোধ নাই। কারণ বৃহদারণ্যকোক্ত পূর্ব্বকথিত শ্রুতিবাক্যে শারীর-

বিদ্বান্‌পুরুষ হইতেই ইন্দ্রিয়সকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হইয়াছে, শরীর হইতে উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হয় নাই; মাধ্যন্দিনশাখায় উক্ত শ্রুতির পাঠে "তস্য প্রাণা" স্থলে "তস্মাৎ প্রাণা" এইরূপ পাঠ থাকাতে, ইহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। (উক্ত শ্রুতি এই, :—"যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্ম-কামো ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি")। অতএব বিদ্বান্‌পুরুষের প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, তৎসহ তাহারাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রথমোক্ত শ্রুতিও উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই সূত্রকে শাঙ্করভাষ্যে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। "প্রতি-ষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" এই অংশকে একটি স্বতন্ত্র সূত্র, এবং "স্পষ্টো হ্যেকেষাং" এই অংশকে অপর একটি স্বতন্ত্র সূত্র বলিয়া শাঙ্করভাষ্যে ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত অংশের অর্থসম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। যথা, এই সূত্রের ব্যাখ্যানে "অথা-কাময়মানো যোঽকামো" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের চতুর্থাধ্যায়োক্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন :—"অতঃ পরবিদ্যাবিষয়াৎ, প্রতিষেধাৎ, ন পরব্রহ্মবিদো দেহাৎ প্রাণানামুৎক্রান্তিরস্তীতি চেন্নেত্যুচ্যতে। যতঃ শারীরাদাত্মন এষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং, ন শরীরাৎ। কথমব-গম্যতে। "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শাখান্তরে পঞ্চমীপ্রয়োগাৎ। সম্বন্ধসামান্যবিষয়া হি ষষ্ঠী শাখান্তরগতয়া পঞ্চম্যা সম্বন্ধবিশেষে ব্যবস্থাপ্যতে। তস্মাদিতি চ প্রাধান্যাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিকৃতো দেহী সম্বধ্যতে, ন দেহঃ। ন তস্মাদুচ্চিক্রমিষোর্জ্জীবাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি সহৈব তেন ভবন্তি ইত্যর্থঃ।

অস্যার্থঃ—"পূর্ব্বোক্ত "অথাকাময়মানো" ইত্যাদিবাক্য পরবিদ্যা-বিষয়ক হওয়ায়, এবং তাহাতে প্রাণের উৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হওয়ায়, পর-ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মৃত্যুকালে দেহ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি হয় না, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ

শরীর হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তি উক্তবাক্যে প্রতিষিদ্ধ হয় নাই, শারীর-পুরুষ হইতেই উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হইয়াছে। যদি বল, শ্রুতিবাক্যের অর্থ কি নিমিত্ত এইরূপ বুঝিতে হইবে? তাহার উত্তর শাখান্তরে "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ পাঠ উক্ত শ্রুতির থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাতে ষষ্ঠ্যন্ত "তস্য প্রাণা" স্থলে পঞ্চম্যন্ত "তস্মাৎ প্রাণা" এইরূপ পাঠ আছে। ষষ্ঠীবিভক্তি যে পাঠে আছে, তাহাতে কেবল সম্বন্ধমাত্র প্রকাশিত হয়। ("তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না" এইমাত্র বাক্যার্থ। কিন্তু তাঁহার প্রাণসকল কাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, দেহ হইতে অথবা শারীরজীব হইতে, তাহা উক্তবাক্যে বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় নাই)। কিন্তু পঞ্চমী-বিভক্তি পাঠান্তরে থাকায়, শারীরজীব হইতেই যে উৎক্রান্তি হয় না, তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় (কারণ "তস্মাৎ" শব্দের পূর্ব্বে "শরীর" শব্দের উল্লেখমাত্র নাই, বিদ্বান্ পুরুষেরই উল্লেখ আছে, অতএব "তস্মাৎ" শব্দে তস্মাৎ পুরুষাৎ, ইহাই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়)। 'তস্মাৎ" শব্দের প্রাধান্য-হেতু মোক্ষাধিকারিদেহীর সহিতই "তৎ" শব্দের সম্বন্ধ, দেহের সহিত নহে। অতএব শ্রুতিবাক্যের অর্থ এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমনেচ্ছু জীবের প্রাণসকল তাঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ তাঁহার সহকারী হয়।"

পরন্তু এই সূত্রের এইরূপ অর্থ করিয়া, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ইহা পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্র, ইহাতে বেদব্যাস নিজমত জ্ঞাপন করেন নাই; পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ উল্লেখ করিয়া, তদুত্তর পরসূত্রে বেদব্যাস প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

"স্পষ্টো হ্যেকেষাম্"

এই সূত্রের অর্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথাঃ—"সপ্রাণস্য চ প্রবসতো ভবত্যুৎক্রান্তির্দেহাদিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে "স্পষ্টো

হ্যেকেষাম্"। নৈতদস্তি যদুক্তং পরব্রহ্মবিদোঽপি দেহাদস্ত্যুৎক্রান্তিঃ, প্রতিষেধস্য দেহপাদানত্বাদিতি। যতো দেহাপাদন এবোৎক্রান্তিপ্রতিষেধ একেষাং সমাম্নাতৃণাং স্পষ্ট উপলভ্যতে। তথা হ্যার্ত্তভাগপ্রশ্নোত্তরে 'যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে তদাস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহোস্বিন্নেতি" ইত্যত্র "নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" ইত্যুৎক্রান্তিপক্ষং পরিগৃহ্য ন তর্হ্যয়মনুৎক্রান্তেষু প্রাণেষু মৃত ইত্যস্যামাশঙ্কায়া 'অত্রৈব সমবলীয়ন্ত' ইতি প্রবিলয়ং প্রাণানাং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে 'স উচ্ছয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে' ইতি সশব্দপরামৃষ্টস্য প্রকৃতস্যোৎক্রান্ত্যবধেরুচ্ছয়নাদীনি সমামনন্তি। দেহস্য চৈতানি স্যুর্ন দেহিনঃ। তৎসামান্যাৎ 'ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে' ইত্যত্রাপ্যভেদোপচারেণ দেহদেহিনোর্দ্দেহপরামর্শিনা সর্ব্বনাম্না দেহ এব পরামৃষ্ট ইতি পঞ্চমীপাঠে ব্যাখ্যেয়ম্। যেষান্তু ষষ্ঠীপাঠস্তেষাং বিদ্বৎসম্বন্ধিন্যুৎক্রান্তিঃ প্রতিষিধ্যত ইতি প্রাপ্তোৎক্রান্তিপ্রতিষেধার্থত্বাদস্য বাক্যস্য দেহাপাদানৈব সা প্রতিষিদ্ধা ভবতি দেহাদুৎক্রান্তিঃ প্রাপ্তা ন দেহিনঃ। অপিচ 'চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' ইত্যেবমবিদ্বদ্বিষয়েষু সপ্রপঞ্চমুৎক্রমণং সংসারগমনঞ্চ দর্শয়িত্বা 'ইতি নু কাময়মানঃ' ইত্যুপসংহৃত্যাঽবিদ্বৎকথাম্ 'অথাকাময়মানঃ' ইতি ব্যপদিশ্য বিদ্বাংসং যদি তদ্বিষয়েঽপ্যুৎক্রান্তিমেব প্রাপয়েদসমঞ্জস এব ব্যপদেশঃ স্যাৎ। তস্মাদবিদ্বদ্বিষয়ে প্রাপ্তয়োর্গত্যুৎক্রান্ত্যোর্বিদ্বদ্বিষয়ে প্রতিষেধ ইত্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ং ব্যপদেশার্থবত্ত্বায়। ন চ ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য প্রক্ষীণকামকর্ম্মণ উৎক্রান্তির্গতির্ব্বোপপদ্যতে নিমিত্তাভাবাৎ। 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ো গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাবং সূচয়ন্তি।

অস্যার্থঃ—"দেহপরিত্যাগকারী বিদ্বান্ পুরুষও প্রাণসকলের সহিত যুক্ত হইয়া, দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়েন। এইরূপ আপত্তির উত্তর—

"স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" এই সূত্রে দেওয়া হইতেছে। যথা:—"তস্মাৎ" পদে পঞ্চমীবিভক্তি দৃষ্টে যে "অথাকাময়মানো" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বাক্যে দেহী পুরুষ হইতে প্রাণসকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করা হইয়াছে (দেহ হইতে উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করা হয় নাই), সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী-পুরুষেরও দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল, তাহা প্রকৃত নহে। কারণ দেহ হইতেই উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হওয়া একশাখার পাঠদৃষ্টে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়; যথা—বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে ২য় ব্রাহ্মণে, আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর উক্ত আছে, তাহাতে দেখা যায়, আর্ত্তভাগ প্রশ্ন করিলেন—"যখন এই পুরুষ মৃত হয়, তখন তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয়, অথবা হয় না?" তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না", অর্থাৎ তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না। পরন্তু এইমাত্র বলাতে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণ-সকল উৎক্রান্ত না হওয়াতে, বিদ্বান্ পুরুষের মৃত্যুই হয় না; এই আশঙ্কা নিবারণার্থ পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "ইহাতেই (এই দেহেই) তাঁহার প্রাণসকল সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হয়"; এইরূপে প্রাণসকলের লয় স্থাপন করিয়া, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য পুনরায় বলিলেন "তিনি তখন উচ্ছূনতা (বাহ্যবায়ুপ্রপূরণে বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হয়েন, এবং আধ্মাত হয়েন (ঘর্ ঘর্ শব্দ করেন), এবং এইরূপ ঘর্ ঘর্ শব্দ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করেন"। এই সকল বাক্যে শ্রুতি "স" শব্দের সহিতই অন্বয় করিয়া "উৎক্রান্তি" হইতে "উচ্ছয়নাদি" পর্য্যন্ত ক্রিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; পরন্তু "উচ্ছয়নাদি" কার্য্য দেহেরই হয়, তাহা দেহীর নহে; এই "উচ্ছয়নাদির" সহিত "উৎ-ক্রান্তি" পদেরও সমার্থভাব থাকায়, "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" এই স্থলেও পরবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া "তস্মাৎ" পদে যে তদ্‌শব্দের পর পঞ্চমীবিভক্তি আছে, সেই তদ্‌শব্দ যদিও আপাততঃ

দেহীকেই বুঝায়, তথাপি উক্ত স্থলে "দেহ" অর্থেই তাহার প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। আর যাঁহারা "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ পাঠ না করিয়া, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ পাঠ করেন, তাঁহাদের পাঠে বিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধে শ্রুতি উৎক্রান্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন; উৎক্রান্তির প্রতিষেধ ঐ বাক্যদ্বারা প্রাপ্ত হওয়াতে, দেহ হইতেই উৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হয়। বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে যে প্রাণাদির উৎক্রান্তি হয় না, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার আরও হেতু এই যে, বৃহদারণ্যকে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে শ্রুতি প্রথমতঃ জীব উৎক্রান্ত হইলে, "চক্ষু, মূর্দ্ধা অথবা শরীরের অন্য প্রদেশ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহকারী হয়; মুখ্য প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে, অন্যান্য প্রাণ সকল ইহার অনুসরণ করে" ইত্যাদি বাক্যে অবিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধে প্রাণাদির সহিত উৎক্রমণ এবং পুনরায় সংসার-গমন প্রদর্শন করিয়া, 'ইতি নু কাময়মানঃ' (সকাম পুরুষের এই প্রকার গতি) এই বাক্যেরদ্বারা তদ্বিষয়ক গতিবর্ণনার উপসংহারক্রমে, তৎপরে 'অথা-কাময়মানঃ' (অনন্তর যিনি নিষ্কামী) ইত্যাদি বাক্য উপদেশ করাতে, যদি বিদ্বান্ পুরুষেরও তদ্রূপ উৎক্রান্তিই উপদেশ করেন, তবে শ্রুতির উপদেশ অসমঞ্জস হইয়া পড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, অবিদ্বানের সম্বন্ধে যে গতি ও উৎক্রান্তির বিষয় শ্রুতি প্রথমে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই বিদ্বানের বিষয়ে পরে প্রতিষেধ করিয়াছেন; শ্রুতিবাক্যের এইরূপ অর্থ করিলেই, তাঁহার অর্থবত্তা স্থিরতর থাকে। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ সর্ব্বগত ব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সকামকর্ম্ম সমস্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাঁহার দেহ হইতে উৎক্রান্তির পক্ষে কোন নিমিত্ত থাকে না; অতএব মরণান্তে তাঁহার দেহ হইতে উৎক্রান্তি যুক্তিমূলেও উপপন্ন হয় না। "এখানেই তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন" ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতিবাক্য-সকলও ব্রহ্মজ্ঞানীর উৎক্রান্তিগতি না থাকারই সূচক।

পরন্তু শ্রীভাষ্যও (রামানুজভাষ্যও) নিম্বার্কভাষ্যেরই অনুরূপ। অতএব এইস্থলে বিচার্য্য এই, কোন্ ব্যাখ্যা সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণীয়? ব্যাখ্যাদ্বয় সম্পূর্ণরূপে বিরোধী, ইহাদের সামঞ্জস্য কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

প্রথমতঃ, দেখা যায় যে "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" সূত্রের এই অংশ যদি শাঙ্করিকব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বপক্ষের উক্তিমাত্র বলা যায়, তবে তাহার উত্তরস্বরূপে যে বেদব্যাস "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" এই সূত্রাংশ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোন নিদর্শন শেষোক্ত সূত্রাংশে (অথবা সূত্রে) নাই। পক্ষব্যাবর্ত্তনস্থলে বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে "তু" অথবা "বা" অথবা "ন বা" ইত্যাদিশব্দে উত্তরস্থানীয়সূত্রে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসূত্রে সংযোজিত করিয়াছেন, কিন্তু এইস্থলে তাহা না করিয়া, যেরূপভাবে সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে সূত্রার্থ এইরূপই বোধ হয় যে, সূত্রের "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" অংশ "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" এই অংশের পোষক, তদ্বিপরীত-মত-জ্ঞাপক নহে। এই দুই অংশ বিভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দুই সূত্ররূপে যেরূপ শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সূত্রার্থের কোন তারতম্য হয় না। এই সূত্রের গঠনের সহিত অপর দুইটি সূত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যথা, ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সূত্র। দ্বাদশসূত্র, যথা, "ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" এইস্থলে "ভেদাৎ" এই অংশ পূর্ব্বপক্ষ, তাহা তৎপরস্থিত 'ইতি চেৎ" বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া, তদুত্তরে বেদব্যাস বলিতেছেন "ন", এবং তৎপরেই কেন নহে, তাহার কারণ "প্রত্যেক-মতদ্বচনাৎ" এই বাক্যেরদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং "অপি চৈবমেকে" এই ত্রয়োদশসূত্রদ্বারা উক্ত কারণের সমর্থন করিয়াছেন। এই চতুর্থা-ধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের দ্বাদশ সংখ্যক সূত্র, যাহার অর্থ বিচার করা যাইতেছে,

তাহার গঠন পূর্ব্বোক্ত তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের ১২শ ও ১৩শ সংখ্যক সূত্রদ্বয়ের ঠিক অনুরূপ। পূর্ব্বপ্রদর্শিত রীত্যনুসারেই ইহার অর্থ গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। যথা "প্রতিষেধাৎ" এই অংশ পূর্ব্বপক্ষ, তাহা তৎপরস্থিত "ইতি চেৎ" বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া তদুত্তরে বক্তা সূত্রকার বলিতেছেন "ন"; এবং কেন নহে, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া সূত্রকার বলিতেছেন "শারীরাৎ"; এবং তৎপরবর্ত্তী "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" বাক্যের দ্বারা তাহারই সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব সূত্রের গঠনের বিচারদ্বারা সূত্রের উভয়াংশ একই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতেছে বলিয়াই অনুমিত হয়। আচার্য্য শঙ্কর যে একাংশকে পূর্ব্বপক্ষ এবং অপরাংশকে সেই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সূত্রের গঠনবিচারে অনুমান করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই ১২শ সূত্রের চারিটি সূত্র পূর্ব্বে, চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের ৭ম সংখ্যক সূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাৎ", তাহার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং এইরূপ করিয়াছেন যথা, "সমানা চৈষোৎক্রান্তির্ব্বাঙ্‌মনসীত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোরাসৃত্যুপক্রমাৎ ভবিতুমর্হতি। অবিশেষশ্রবণাৎ" (এই ৭ম সূত্রব্যাখ্যানে তৎসম্বন্ধীয় শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ও অব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষের উৎক্রান্তিক্রম, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মনে লয় হওয়া, মনের মুখ্যপ্রাণে লয় হওয়া, মুখ্যপ্রাণের জীবের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত সমান, কারণ তাহার কোন বিভিন্নতা শ্রুতি বলেন নাই। (বিদ্বান্ শব্দের ব্রহ্মজ্ঞ অর্থে ব্যবহার ব্রহ্মসূত্রে সর্ব্বত্রই হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই)। ঐ সূত্রে "অমৃতত্বং চানুপোষ্য" অংশের যে ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, তাহা যে সঙ্গত নহে, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। মাত্র চারিটি সূত্র পূর্ব্বে বেদব্যাস

এইরূপ বলিয়া, ১২শ সূত্রে নিষ্কাম বিদ্বান্ পুরুষের কোন প্রকার উৎক্রান্তি (গতি) নাই বলিবেন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? যদি সগুণ ও নির্গুণ উপাসকভেদে এইরূপ উৎক্রান্তি ও অনুৎক্রান্তির ব্যবস্থা করা তাঁহার অভিপ্রায় হইত (শঙ্করাচার্য্য এইরূপই মীমাংসা করিয়াছেন), তবে তৎসম্বন্ধে সূত্র রচনা করিয়া, তিনি তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতেন; কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে কোন স্থলে তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই; পক্ষান্তরে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৫৭ সংখ্যক সূত্রে ("বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ" সূত্রে) এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সর্ব্ববিধ বিদ্যারই এক ফল ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। সুতরাং এইরূপ ভেদকল্পনা করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার হেতু দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয়তঃ, "নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম" পুরুষের গতিবিষয়ক শ্রুতি শঙ্করাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই, সগুণব্রহ্মোপাসক, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিয়া বিদ্বান্-পদবী প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি নিষ্কাম না হইয়াই ব্রহ্মবিৎ হয়েন? তাঁহার জীবিতকালেই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা শ্রুতি অনুসারে বেদব্যাস তৃতীয়াধ্যায়ের শেষপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থাধ্যায় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বর্ণনা করিয়াছেন; এবং শাঙ্করভাষ্যেও তাহার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুতরাং তিনি জীবিতকালেই আপ্তকাম হয়েন, ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য। ব্রহ্মদর্শন হইলে, জীবের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম-সকলের ক্ষয় হয়, আরব্ধকর্ম্ম, যন্নিমিত্ত এইরূপ হইলেও তাঁহার দেহ জীবিত থাকে, তাহাতে তিনি কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না, ইত্যাদি সমস্তই সর্ব্ববিধ ব্রহ্মবিদ্যায় প্রতিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে বেদব্যাস শ্রুতিপ্রমাণানুসারে পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং তৃতীয়াধ্যায়ের উপাসনাপ্রকরণে স্পষ্ট-রূপে মীমাংসা করিয়াছেন যে, বিদ্যা বিভিন্ন হইলেও, সকল ব্রহ্মবিদ্যারই

এক ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এবং ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হইলে, জীবিতকালেই ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। সগুণব্রহ্মোপাসকের ন্যায় নির্গুণব্রহ্মোপাসকও ব্রহ্মদর্শন-লাভান্তে জীবিত থাকেন; অতএব সর্ব্ববিধ ব্রহ্মোপাসকেরই জীবিতকালেই নিষ্কামত্ব ও আপ্তকামত্ব লব্ধ হইতে পারে। সুতরাং যখন জীবন্মুক্ত সর্ব্ববিধ ব্রহ্মোপাসকই "অকাম, নিষ্কাম, আত্মকাম ও আপ্তকাম" হয়েন, তখন শ্রুতি এবং সূত্রকার কেহই কোন স্থানে তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া চরমকালে গতিবিষয়ে তারতম্য প্রদর্শন না করাতে, শঙ্করাচার্য্য যে এইরূপ তারতম্য কল্পনা করিয়াছেন, তাহা একান্ত অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। যদি "অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কামঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যানুরূপ করা যায়, তবে বলিতে হয় যে, সর্ব্ববিধ ব্রহ্মজ্ঞ (বিদ্বান্) পুরুষের সম্বন্ধেই তাহা খাটে; সগুণ ও নির্গুণ উপাসক উভয়ই যখন নিষ্কামপ্রভৃতি অবস্থালাভ করেন, এবং কেবল নিষ্কামত্বপ্রভৃতি উল্লেখ করিয়া, যখন শ্রুতি উৎক্রান্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন, এবং উক্ত নিষ্কামীদিগের মধ্যে যখন কোন শ্রেণীভেদ করেন নাই, তখন সর্ব্ববিধ জীবন্মুক্তপুরুষের পক্ষেই উক্ত প্রতিষেধ খাটে। পরন্তু, পূর্ব্বোক্ত "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাৎ" ইত্যাদি বহুসংখ্যক সূত্রে পূর্ব্বে ও পরে বেদব্যাস জীবন্মুক্ত বিদ্বান্ পুরুষেরও দেহ হইতে উৎক্রান্তি হওয়া শ্রুতিপ্রমাণানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা কাল্পনিক এবং প্রকৃত নহে।

চতুর্থতঃ, যদি সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার ভেদ কল্পনা করিয়া উক্ত আপত্তি সকলের কোন প্রকার সঙ্গতি করা যায়, তথাপি নিবিষ্ট হইয়া বিচার করিলে, পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য যে সকল হেতুতে স্বকৃত সূত্রব্যাখ্যা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না। শঙ্করোক্ত হেতুসকল এক একটি করিয়া, নিম্নে আলোচিত হইতেছে:—

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়ব্রাহ্মণোক্ত আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিয়া, তিনি উহার ব্যাখ্যা দ্বারা প্রথমতঃ স্বীয় মতের পুষ্টি সাধন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। উক্ত প্রশ্নোত্তরের সার নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

বৃহদারণ্যকোপনিষদ, তৃতীয়াধ্যায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

"জরৎকারুবংশোদ্ভব আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কয়টি এবং অতিগ্রহ কয়টি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, গ্রহ আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি। আর্ত্তভাগ বলিলেন, অষ্টগ্রহ এবং অষ্ট অতিগ্রহ কি কি? ১।

"যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রাণ গ্রহ; ঐ প্রাণ রূপ গ্রহ অপান-নামক অতিগ্রহকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, ঐ অপানের দ্বারাই গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। ২।

"বাক্ অপর একটি গ্রহ। ঐ বাক্ নামরূপ (বক্তব্যবিষয়রূপ) অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, বাক্ দ্বারা নামসকল উচ্চারণ করা যায়। ৩।

"জিহ্বা অপর একটি গ্রহ। ঐ জিহ্বা রসনামক অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, জিহ্বারদ্বারা ঐ রসসকল আস্বাদন করা যায়। ৪।

"চক্ষু একটি গ্রহ। তাহা রূপনামক অতিগ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। চক্ষুরদ্বারা রূপসকল দর্শন করা যায়। ৫।

"শ্রোত্র একটি গ্রহ, তাহা শব্দনামক অতিগ্রহের দ্বারা গৃহীত হয়। শ্রোত্রের দ্বারা শব্দসকল শ্রবণ করা যায়। ৬।

"মন একটি গ্রহ, মন কামনারূপ অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। মনের দ্বারা কাম্যবিষয়সকল কামনা করা যায়। ৭।

"হস্তদ্বয় গ্রহ। ইহারা কর্ম্মরূপ অতিগ্রহকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। হস্তদ্বয়ের দ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদন করা যায়"। ৮।

"ত্বক্ গ্রহ। তাহা স্পর্শরূপ অতিগ্রহের দ্বারা গৃহীত হয়। ত্বক্ দ্বারা স্পর্শসকল অনুভূত হয়। এই অষ্টগ্রহ ও অষ্ট অতিগ্রহ বর্ণিত হইল। ৯।

"আর্ত্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! দৃশ্যমান এতৎ সমস্তই মৃত্যুর অন্নস্বরূপ। পরন্তু মৃত্যুও যাঁহার অন্নস্বরূপ, সেই দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অগ্নিই মৃত্যু; সেই অগ্নি অপের (জলের) অন্ন। অপ্ মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে (জীব অপ্‌কে আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে জয় করে)। ১০। (এইস্থলে ছান্দোগ্যোক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা দ্রষ্টব্য)

"আর্ত্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই পুরুষের মৃত্যু হয়, তখন প্রাণসকল তাঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয়, অথবা হয় না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না; ইহাঁতেই লয় হয়; তিনি স্ফীত হইতে থাকেন, ঘর্ ঘর্ শব্দ করিতে থাকেন; ঐরূপ শব্দ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করেন। ১১।

(এই শেষোক্ত ১১শ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরই গ্রহণ করিয়া শাঙ্করভাষ্যে বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে)। অতএব মূলশ্রুতি, যাহার অর্থ উপরে ব্যাখ্যাত হইল, তাহা অবিকল এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে :—

"যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে"। ১১।

"আর্ত্তভাগ বলিলেন, যখন এই জীবের মৃত্যু হয়, তখন কে তাঁহাকে ত্যাগ করে না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, নাম তাঁহাকে ত্যাগ করে না; নাম অনন্ত, বিশ্বদেবগণ অনন্ত; মৃতব্যক্তি নামের দ্বারা লোকসকলকে জয় করে। ১২।

"পুনরায় আর্ত্তভাগ বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই মৃতপুরুষের বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষুর্দ্বয় আদিত্যে, মন চন্দ্রে, কর্ণ দিক্

সকলে, স্থূলশরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোমসকল ওষধিতে, কেশসকল বনস্পতিসমূহে, রক্ত এবং রেতঃ জলে, লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পুরুষ কোথায় অবস্থিতি করে? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সৌম্য আর্ত্তভাগ! আমার হস্ত ধারণ কর, আমরা দুজনেই এই প্রশ্নের উত্তর একান্তে অবধারণ করিব, জনাকীর্ণস্থানে (সভামধ্যে) ইহার উত্তর দাতব্য নহে। অনন্তর তাঁহারা দুইজনে, সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা মীমাংসা করিয়াছিলেন, কর্ম্মই জীবের আশ্রয়, কর্ম্মকেই তাঁহারা প্রশংসা করিয়াছিলেন; পুণ্যকর্ম্মকারী জীব পুণ্যের দ্বারা পুণ্যকেই প্রাপ্ত হয়েন, পাপকর্ম্মকারী জীব পাপের দ্বারা পাপকেই প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া, আর্ত্তভাগ পুনরায় প্রশ্ন করা হইতে বিরত হইলেন"॥ ১৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

পূর্ব্বোক্ত ১১শ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরব্যাখ্যাদ্বারাই প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মতের পোষকতা করিয়াছেন; তাঁহার মতে এই প্রশ্নোত্তর কেবল ব্রহ্মজ্ঞপুরুষবিষয়ক, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় কি না? ইহাই আর্ত্তভাগের প্রশ্ন; তৎসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর "না" হয় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে এই প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম্ম এই যে, বিদ্বান্ পুরুষের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণসকল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, দেহেই বিলীন হয়। যদি প্রশ্ন কেবল ব্রহ্মজ্ঞপুরুষসম্বন্ধে না হইয়া, বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের সম্বন্ধে হয়, অথবা কেবল অবিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধে হয়, তবে উক্ত ১১শ প্রশ্নোত্তরের ব্যাখ্যা যেরূপে শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, (অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না, দেহেই বিলীন হয়), তাহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ অবিদ্বান্ পুরুষের প্রাণসকল যে মৃত্যুকালে তৎসহ দেহ হইতে উৎক্রান্ত

হয়, তাহা শ্রুতি স্পষ্টরূপে অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন; যথা, "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি অন্যং নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" (জীব উৎক্রান্ত হইলে, তৎপশ্চাৎ প্রাণও দেহ হইতে উৎক্রমণ করে এবং অন্য নূতন ইষ্টসাধক রূপ নির্ম্মাণ করে)। ভগবান্ বেদব্যাসও তাহা স্পষ্টরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং ইহা শঙ্করাচার্য্যেরও সম্মত। অতএব উক্ত প্রশ্নোত্তর কেবল ব্রহ্মবিৎপুরুষের সম্বন্ধে যদি না হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা যে কথনই সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পরন্তু, উক্ত প্রশ্নোত্তর যে কেবল ব্রহ্মবিদ্‌বিষয়ক, তাহা শঙ্করাচার্য্য কি নিমিত্ত বলিতেছেন, তাহার কোন কারণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই। আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের যে বিচার হইয়াছিল, তাহা সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে। প্রথম প্রশ্ন, গ্রহ ও অতিগ্রহ কয় প্রকার ও কি কি? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য আটটি ইন্দ্রিয় ও আটটি ইন্দ্রিয়ার্থকে গ্রহ ও অতিগ্রহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে প্রশ্ন, মৃত্যু কাহার অন্ন? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, অগ্নিই মৃত্যু, এবং সেই অগ্নি অপের অন্ন। তৎপরে প্রশ্ন, পুরুষের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহা হইতে তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় কিনা? উত্তর, না। পুনরায় প্রশ্ন, পুরুষ মৃত হইলে, কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না? উত্তর, নাম। তৎপরে প্রশ্ন, পুরুষ মৃত হইলে, তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইলে, তিনি কি অবলম্বন করিয়া থাকেন? উত্তর কর্ম্ম। পুণ্যকর্ম্ম পুণ্যলোকপ্রাপ্তি করায়, এবং অপর পুণ্যকর্ম্মে প্রেরণা করে; পাপকর্ম্ম তদ্বিপরীত ফল প্রদান করে। এইমাত্র সমগ্র বিচার। ইহাতে ব্রহ্মবিৎপুরুষের সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোন প্রসঙ্গই দেখা যাইতেছে না। ১১শ প্রশ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নোত্তরে, অপের (জলের) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অগ্নিরূপ মৃত্যুকে জয় করিবার কথাই উল্লেখ আছে;

দশমপ্রশ্ন পরব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক নহে, অগ্নিজয়মাত্রই ইহার বিষয়; কারণ যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনিয়া আর্ত্তভাগ তাহা প্রকৃত উত্তর নহে বলিয়া প্রতিবাদ করেন নাই; অতএব প্রশ্নও অগ্নি এবং অপ্‌বিষয়ক ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এবং ১২শ ও ১৩শ প্রশ্নোত্তরে মৃতপুরুষকে "নাম" পরিত্যাগ করিয়া যায় না, এবং পাপকর্ম্মের ফলে মৃতপুরুষ পাপভোগ, ও পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুণ্যভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সম্বন্ধে এই সকল প্রশ্নোত্তর নহে। এই সকল কারণে অবিদ্বান্ পুরুষই পূর্ব্বোল্লিখিত ১১শ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরের বিষয় বলিয়া শ্রীরামানুজস্বামি-প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শ্রুতিতে কেবল বিদ্বান্ পুরুষই লক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণও শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শন করেন নাই; অতএব তদুক্ত মীমাংসা ও শ্রুতিব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত "গ্রহ" সকলের (ইন্দ্রিয়সকলের) কার্য্য বন্ধ হয়, ইহা সচরাচরই দৃষ্ট হয়; তাহাতে আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিতেছেন "এই সকল গ্রহ" কি জীবকে পরিত্যাগ করে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "না", অর্থাৎ দেহাদির ন্যায় তাঁহা হইতে ("অস্মাৎ") বিচ্যুত হয় না, তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে; ইহাদের কার্য্যরুদ্ধ হইলে, তিনি স্ফীত হইতে থাকেন, ঘর্ ঘর্ করিয়া শব্দ করিতে থাকেন এবং তৎপরে তিনি দেহকে পরিত্যাগ করেন; দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে। তিনি যখন দেহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহাতে লীন গ্রহসকল অবশ্য তাঁহার সঙ্গেই যায়; ইহা শ্রুতি ভাবতঃ মাত্র এইস্থলে বলিয়াছেন; কিন্তু অন্য শ্রুতিতে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ স্পষ্টরূপে শ্রীরামানুজস্বামী স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন; যথা "অবিদুষস্তু প্রাণানামুৎক্রান্তিবচনং, স্থূলদেহবৎ প্রাণা ন মুঞ্চন্তি, অপিতু ভূতসূক্ষ্মবজ্জীবং পরিষ্বজ্য গচ্ছন্তীতি প্রতিপাদয়তি"।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যে "অস্মাৎ" শব্দ আছে "(অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি)", তাহা ঐ বাক্যের অন্বয়ানুসারে "পুরুষ"-বোধক ; ঐ বাক্যের প্রথমোক্ত চরণে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "অয়ং পুরুষো ম্রিয়তে", সেই পুরুষশব্দের সহিতই পরবর্ত্তী "অস্মাৎ" শব্দ সম্বদ্ধ, অর্থাৎ "অস্মাৎ" শব্দে "এই পুরুষ হইতে" বুঝায় ; "পুরুষের শরীর হইতে" এই অর্থ বাক্যের অন্বয়ের দ্বারা লব্ধ হয় না ; কারণ "অস্মাৎ" শব্দের পূর্ব্বে "শরীর" শব্দের কোন প্রয়োগই নাই। পরন্তু ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি বলেন যে, "স উচ্ছ্বয়তি, আধ্মায়তি" (সে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি স্ফীত হয়, ঘর্ ঘর্ শব্দ করে), এই পরবর্ত্তী বাক্যে স্পষ্ট বোধ হয় যে "স" শব্দ শরীরবাচক, কারণ স্ফীত হওয়া, ঘর্ ঘর্ শব্দ করা শরীরেরই কার্য্য, জীবের নহে। অতএব প্রাণসকল "সমবলীয়ন্তে" (তাহাতে সম্যক বিলীন হয়) পদেও শরীরেই বিলীন হয় বুঝিতে হইবে ; "স" শব্দ জীব-বাচী হইলেও তাহা শরীরার্থক, সুতরাং "অস্মাৎ" পদও "শরীরাৎ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝা উচিত।

এই স্থলে বক্তব্য এই যে, "সে স্ফীত হয়, ঘর্ ঘর্ করে", এই বাক্যে স্ফীত হওয়া, ঘর্ ঘর্ শব্দ করা যদিও শরীরেরই কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু শরীরধারী জীবসম্বন্ধে এইরূপ বাক্য সচরাচরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। আমি স্ফীত হইয়াছি, আমি কৃশ হইয়াছি, আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, ইত্যাদি বাক্যব্যবহার সর্ব্বদাই প্রসিদ্ধ আছে। যদিও প্রধানতঃ শরীর-সম্বন্ধেই এই সকল বাক্য সার্থকতা লাভ করে, তথাপি শরীর জীবের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করাতে, এবং তাহাতে জীবের আত্মবুদ্ধি থাকাতে, এই সকল বাক্যের যিনি বক্তা, তিনি জীবেরই প্রতি তৎসমস্ত আরোপিত করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকেন ; শ্রুতিও তদ্রূপই করিয়াছেন। যদি "সেই পুরুষ স্ফীত হয়েন" প্রভৃতি

বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া, সেই পুরুষশব্দের শরীরমাত্র অর্থ করা যায়, এবং তদ্দৃষ্টে "সমবলীয়ন্তে" ও "উৎক্রামন্তি" পদেরও শরীর হইতে উৎক্রান্তি না হওয়া এবং শরীরেই লয় হওয়া অর্থ করা হয়, তবে প্রশ্নোক্ত "ম্রিয়তে" এবং পরবর্ত্তী "মৃতঃ শেতে" পদেরও অর্থ এইরূপই করা উচিত হয়, অর্থাৎ প্রশ্নের অর্থ তবে এইরূপ করিতে হয় যে, "শরীর যখন মৃত হয়, তখন তাহা হইতে প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় কি না"? এবং উত্তরেরও এইরূপ অর্থ করিতে হয় "না, হয় না, শরীরেই লীন হয়, শরীর স্ফীত হয়, ঘর্ ঘর্ করিয়া মৃত হইয়া শয়ন করে"। কিন্তু "শরীরের মৃত্যু" এইরূপ বাক্য সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, শ্রুতিও করেন নাই; জীবেরসম্বন্ধেই জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; এবং এই স্থলে যে জীবসম্বন্ধেই প্রশ্ন, তাহা পরবর্ত্তী বাক্যে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়; যথা, "নাম জীবকে পরিত্যাগ করে না, দেহের উপকরণসকল পৃথিব্যাদিতে লয় প্রাপ্ত হয়; স্বকৃত পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া জীব তৎফলভোগ করেন" ইত্যাদি। মৃত্যু অর্থাৎ দেহত্যাগ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটে, তাহাই শ্রুতি এইস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন; মৃত্যুর পর প্রাণসকল যে দেহে লীন হইয়া থাকে, জীবের অনুগমন করে না, তাহা শ্রুতি বলেন নাই। অতএব "উচ্ছ্বয়তি ও আধ্মায়তি" পদের উপর নির্ভর করিয়া, সমগ্র বাক্যে "পুরুষ" এবং "স" শব্দের "শরীর" অর্থ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

অবশেষে বক্তব্য এই, "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" এই পরিষ্কার যুক্তিপূর্ণ সূত্রাংশকে যদি পূর্ব্বপক্ষস্বরূপে বেদব্যাস বর্ণনা করিয়া থাকেন, এবং "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" এই অংশে যদি তাহার উত্তর দিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুত্যুক্ত "সমবলীয়ন্তে" পদের অর্থ "শরীরেই লয় হওয়া" সুস্পষ্টরূপে, অর্থাৎ অবিতর্কিতভাবে সকলের বোধগম্য হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাবিরোধ এবং যুক্তিদৃষ্টে, কি ইহা বলিতে পারা যায়

যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যে "সমবলীয়ন্তে" এই ক্রিয়ার অপাদান "অস্মাৎ" (পুরুষাৎ) পদের স্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকাতেও, এই "অস্মাৎ" শব্দের "শরীরাৎ" অর্থ এমনই স্পষ্ট যে, বেদব্যাস তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যাখ্যা না করিয়া, কেবল "স্পষ্ট" এই কথাদ্বারাই সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন; অতএব এস্থলে শাঙ্করমত গ্রহীতব্য নহে।

(২) অত:পর শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকোপনিষদের অপর একটি বাক্যের উল্লেখ করিয়া স্বীয় সূত্রব্যাখ্যার পুষ্টিসাধন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। এক্ষণে তদ্বিষয় সমালোচিত হইতেছে :—

বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে রাজর্ষি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহা বিবৃত হইয়াছে। ঐ চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদ্ যদেতদিদম্ময়োঽদোময় ইতি, যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ॥ ৫

"তদেষ শ্লোকো ভবতি। তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ—এই জীবাত্মা ব্রহ্ম, ইনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, যাহা কিছু প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষীভূত তৎসর্ব্বময়। যেরূপ কর্ম্ম করেন যেরূপ আচারবিশিষ্ট হয়েন, তদ্রূপই হয়েন। সাধুকর্ম্মকারী সাধু হয়েন, পাপকর্ম্মকারী পাপী হয়েন, পুণ্যকর্ম্মকারী পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয়েন, পাপকর্ম্মকারী পাপযোনিপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব পুরুষকে কামময় বলা যায়; তাঁহার যদ্রূপ কামনা, তদ্রূপই কর্ত্তা হয়েন এবং তদনুসারে তিনি কর্ম্মসকল আচরণ করেন, এবং যদ্রূপ কর্ম্ম করেন, তদ্রূপ অবস্থাই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। ৫।

তৎসম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা, ইহলোকে জীব যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহাতে তিনি আসক্তচিত্ত হইলে, সেই আসক্তিনিবন্ধন তৎসহ পরলোকগত হইয়া, তাহা ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত, পরলোকে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। ভোগান্তে পরলোক হইতে (নিষ্ক্রান্ত হইয়া) পুনরায় ইহলোকে কর্ম্মকরণার্থ প্রত্যাগমন করেন। কামনাবান্ পুরুষের সম্বন্ধেই এই কথা। অকামনাবান্ পুরুষের সম্বন্ধে এক্ষণে বলা হইতেছে; যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম, তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না; তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন। ৬।

এই ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাক্যের পূর্ব্বে উল্লিখিত চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রথম হইতে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বাক্যসকলের মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

যখন এই পুরুষ দুর্ব্বল হইয়া মোহিতের ন্যায় পতিত হয়েন, তখন তাঁহার প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকল তদভিমুখে আগমন করে। সেই পুরুষ তৈজস চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়প্রদেশে গমন করেন; তখন চাক্ষুষপুরুষ—আদিত্য চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অনুগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, অতএব পুরুষের তখন রূপজ্ঞান হয় না। ১।

চক্ষুঃ তখন আত্মার সহিত একীভূত হয়, এবং লোকে বলে "অমুক দেখিতেছে না।" এইরূপে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনা, শ্রবণ, মন, ত্বক্, বুদ্ধি জীবের সহিত একীভূত হয়; লোকে বলে "তিনি ঘ্রাণ করিতেছেন না, শ্রবণ করিতেছেন না, বোধ করিতেছেন না" ইত্যাদি। তখন তাঁহার হৃদয়ের অগ্রভাগ আলোকিত হইয়া প্রকাশ পায়; ঐ হৃদয়াগ্র নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইলে, জীবাত্মা চক্ষু, মূর্দ্ধা বা শরীরের অপরাংশ দ্বারা শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়; তিনি উৎক্রান্ত হইলে মুখ্যপ্রাণও তৎসহ উৎক্রান্ত হয়, এবং তৎপশ্চাৎ অপর ইন্দ্রিয়সকলও তৎসহ উৎক্রান্ত হয়; তিনি তখন সবিজ্ঞান অর্থাৎ কর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট থাকেন; তিনি তখন কর্ম্মসংস্কারকে সঙ্গে লইয়াই দেহ হইতে গমন করেন; বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা তাঁহার অনুগমন করে। ("তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ")। ২।

যেমন তৃণ-জলোকা একটি তৃণের অন্ত্যভাগে গমন করিয়া, অপর একটি তৃণকে আশ্রয় করিয়া, প্রথমোক্ত তৃণ হইতে আপনাকে উপসংহার করে, তদ্রূপ এই জীব, স্থূলশরীরকে পরিত্যাগ করিয়া, অবিদ্যাবশতঃ দেহান্তর অবলম্বন করে, এবং অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বদেহ হইতে উপসংহৃত হয়। ৩।

যেমন সুবর্ণকার সুবর্ণের অংশসকল লইয়া নূতন সুন্দর সুন্দর বস্তু নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা এই স্থূলদেহবিনাশান্তে অবিদ্যা অবলম্বন করিয়া অন্য নূতন অভীপ্সিত পৈত্র্য, অথবা গান্ধর্ব্ব, অথবা দৈব, অথবা প্রাজাপত্য, অথবা ব্রাহ্ম, অথবা অন্য প্রাণিসকলের রূপ অবলম্বন করে। ৪।

এই সকল বাক্যের পরেই পূর্ব্বোদ্ধৃত ৫ম ও ৬ষ্ঠ বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম বাক্যে পাপী, পুণ্যাত্মা, কামী, অকামী, সকলেরই দেহান্তে যথোপযুক্ত গতির বিষয় উল্লেখ করিয়া,

৬ষ্ঠ বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কর্ম্মানুসারে তৎফলসকল পরলোকে ভোগ করিয়া, সকামকর্ম্মকারী জীব পরলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইহলোকে পুনরায় কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আগমন করে। এই বাক্যের অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন যে, নিষ্কামপুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম নহে; "তাঁহাদের প্রাণসকল আর উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।" এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিষ্কামী পুরুষ যে আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না, তাহা উপদেশ করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। অবিদ্যাবশতঃই সংসারে পুনরায় আগমন হয়, ইহা শ্রুতি প্রথমতঃ বর্ণনা করিয়াছেন; বিদ্বান্ পুরুষের অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায়, তাঁহার প্রত্যাগমন হয় না, তাহাই শ্রুতি এই স্থলে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। স্থূলদেহপরিত্যাগকালে পরলোকগমনের সময় দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় কি না, তদ্বিষয় উপদেশ করা এই স্থলে শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া অনুমান করা যায় না; পরলোকে কর্ম্মফলভোগান্তে, পুনরায় ইহলোকে আবৃত্তি, যাহা সকামপুরুষসম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাক্যের প্রথমাংশে শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই উক্ত বাক্যের শেষাংশে নিষ্কাম পুরুষের সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন। নিষ্কাম পুরুষ মৃত্যুর পর, ব্রাহ্মদেহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বসতি করেন; এবং অবশেষে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন; ইহা শ্রুতি বহুস্থানে উপদেশ করিয়াছেন, এবং ইহা সকল ভাষ্যকারেরই সম্মত। অতএব অকাম পুরুষ যে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না ইহাই উপদেশ করা উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়। শ্রুতি বলিতেছেন যে, অকাম পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার সহিত ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ৭ম বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের জীবিতকালেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয় উপদেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে, জীবন্মুক্তপুরুষের দেহে আত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অপগত হয়, এবং তিনি

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হয়েন, এবং দেহান্তের পর তিনি মুক্তিপথে গমন করেন "তেন ধীরা অপি যান্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিতঃ উর্দ্ধং বিমুক্তাঃ।" অতঃপর নবম বাক্যে বলা হইয়াছে "এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ" ইত্যাদি। অতএব এই শ্রুতির বাক্যার্থবিচারেও, শাঙ্কর-ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না। এই শ্রুতির ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য যে স্বীয় মতের পুষ্টিসাধন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন, তাহাও নিষ্ফল।

(৩) অতঃপর আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের যখন "সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতত্ব" সিদ্ধি হয় এবং তাঁহার কর্ম্মসকল যখন সম্যক্ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তখন দেহ হইতে তাঁহার উৎক্রান্তি উৎপাদনের উপযোগী অপর কোন নিমিত্ত না থাকাতে, তাঁহার উৎক্রান্তি যুক্তিতঃও অসম্ভব; এবং পূর্ব্বোক্ত জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সংবাদোপলক্ষে কথিত "অত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে যখন ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া উল্লেখ আছে, তখন উৎক্রান্তির সম্ভাবনা কোথায়?

এই সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, জীবন্মুক্তপুরুষগণ যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহাতে তাঁহারা লিপ্ত হয়েন না সত্য, কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম অবশ্য তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; কারণ ঐ সকল কর্ম্মের স্মৃতি যে তাঁহাদের থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ এবং শাস্ত্রপ্রমাণ সিদ্ধ। পরন্তু শ্রুতি-প্রমাণানুসারে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় জীবন্মুক্ত-পুরুষদিগের কর্ম্ম তাঁহাদিগের সহিত লিপ্ত হয় না। সেই সকল কর্ম্ম তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে সক্ষম, সেই সকল কর্ম্ম ব্রহ্মলোকের দ্বারস্থিত বিরজানদী উত্তীর্ণ হইবার সময় তাঁহাদিগ হইতে সম্যক্ বিশ্লিষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগের বন্ধু ও দ্বেষ্টাগণকে আশ্রয় করে; এইরূপ কৌষীতকী শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যদি

এই সকল কর্ম্ম দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাতেও ব্রহ্মোপাসনারূপ কর্ম্ম, যাহা বিদ্বান্ পুরুষেরও কর্ত্তব্য বলিয়া পূর্ব্বাধ্যায়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সেই কর্ম্মবলেই তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হইতে পারেন। অতএব ব্রহ্মলোকপ্রাপক কোন নিমিত্ত নাই, এই কথা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না।

এবঞ্চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যে এই দেহ জীবিত থাকিতেই হইতে পারে, তাহা বেদব্যাস ইতিপূর্ব্বে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং "অত্র ব্রহ্ম-সমশ্নুতে" ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতিও তদ্বিষয়ে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন, এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যেরও এই বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা অথবা বিরুদ্ধ মত নাই; এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত। এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেই, পুরুষ মায়াবন্ধ হইতে মুক্ত হয়েন; সুতরাং তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়; তিনি জীবিত থাকিয়াও মুক্ত, তাঁহার আর পুনরায় অবিদ্যাবন্ধন কখন ঘটে না, এবং কোন প্রকার কর্ম্ম তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। এতৎ সমস্তই সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং বেদব্যাস তাহা স্পষ্টরূপে পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় পুরুষের সর্ব্বত্র সমদর্শন সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে; জীবন্মুক্তপুরুষ আপনাকে এবং জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কারণ, ইহা না হইলে "মুক্ত" কথার কোন অর্থই থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, বামদেবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার পর, তিনি বলিয়াছিলেন, "অহং সূর্য্যঃ, অহং মনুঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি আপনাকে এবং সূর্য্য, মনু ইত্যাদি সমস্ত জাগতিক বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক জীবিত থাকিয়া জীবন্মুক্ত-পুরুষ যে সকল পুণ্য ও পাপকর্ম্ম করেন, তাহাতে যে তিনি লিপ্ত হয়েন না, তাহারও এইমাত্রই কারণ যে, সর্ব্বত্রই তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভেদবুদ্ধিহেতুই সাধারণ জীবের অপ্রাপ্তবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা

ইত্যাদি জাত হইয়া, তাঁহাতে বাসনানুরূপ সংস্কারসকলও উপজাত হয়; ভেদবুদ্ধিরহিত হইলে, কাজেই তদ্রূপ বাসনা ও সংস্কার উপজাত হইতে পারে না। অতএব শ্রুতি যে বলিয়াছেন, "এখানেই তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন", ইহা জীবন্মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সত্য। বৃহদারণ্যকে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক-সংবাদে ১৩শ বাক্যে এইরূপ স্পষ্ট উক্তি আছে, যে "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাস্মিন্ সংদেহে গহনে প্রবিষ্টঃ স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা তস্য লোকঃ স উ লোক এব" (এই গহনস্বরূপ অনেকার্থসঙ্কুলদেহে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, এই লোক তাঁহার, এবং তিনি এই লোক)। তৎপরে ১৪শ সংখ্যক বাক্যে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন "ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ, যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" (আমরা এই দেহে থাকিয়াই আত্মাকে বিদিত হই, আত্মাকে যদি আমরা বিদিত না হইতাম, তবে আমাদের মহৎ বিনাশ উপস্থিত হইত, যাঁহারা ইহা জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন)। ব্রহ্ম সর্ব্বগত, এবং সেই সর্ব্বগত ব্রহ্মের সহিত জীবন্মুক্তপুরুষের অভেদজ্ঞানহেতু তাঁহার "সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মতা" সিদ্ধই আছে। পরন্তু জীব স্বরূপতঃ অণুস্বরূপ; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত তাঁহার ভেদাভেদসম্বন্ধ, ইহা বেদব্যাস পূর্ব্বেই বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব জীব মুক্ত হইলেও, তাঁহার পক্ষে স্থূলদেহধারী হইয়া থাকা অসম্ভব হয় না; মুক্ত হইয়াও তিনি এই দেহে জীবিত থাকেন। অতএব এই দেহান্তে, সূক্ষ্মদেহধারী হইয়া এই দেহ হইতে উৎক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার পক্ষে প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। তাঁহারা সর্ব্বগতভাব লাভ করিবার পরেও যদি স্থূলদেহবিশিষ্ট হইয়া জীবিত থাকিতে পারেন, তবে স্থূলদেহান্তে সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করা সম্ভব বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে? অতএব মৃত্যুকালে

তাঁহাদের স্থূলদেহ হইতে উৎক্রান্তি যুক্তিবলেও অসিদ্ধ হয় না। নারদ, শুকদেব, সনকাদি এবং অপরাপর মুক্তপুরুষসকল স্থূলদেহপরিত্যাগী হইলেও, পুণ্যবান্ সাধকদিগের নিকট সময় সময় দর্শনীয় হয়েন। তাঁহাদিগের আহ্বান, ধ্যান, পূজা প্রভৃতি শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের সম্যক্ লয় হইয়া থাকিলে—তাঁহাদের কোন প্রকার দেহ না থাকিলে, এই সমস্ত বিধির কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে না। কপিলাদি ঋষি যে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন; অথচ তাঁহারা ধ্যানগম্য। অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্মকে মুক্তপুরুষসকল লাভ করা হেতুতে, মৃত্যুকালেই তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহেরও আত্যন্তিকবিনাশ অথবা তাঁহাদিগহইতে সম্যক্ বিশ্লেষ কল্পনা করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। অতএব মৃতদেহ হইতে উৎক্রান্তিও অবশ্য সুসিদ্ধান্ত বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মদেহেরই অঙ্গীভূত, তদ্দ্বারাই সূক্ষ্মদেহ রচিত হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত; সুতরাং ইন্দ্রিয়সকল যে মরণান্তে জীবের অঙ্গীভূত হইয়া গমন করে, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত।

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবন্মুক্তপুরুষ এবং বিদেহমুক্তপুরুষ (অর্থাৎ যে মুক্তপুরুষের স্থূলদেহ মৃত্যুকালে বিনষ্ট হইয়াছে), এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? তদুত্তরে এই স্থলে, এই ব্রহ্মসূত্রের ও শ্রুতির মীমাংসানুসারে, এই মাত্রই বলা যাইতে পারে যে, জীবন্মুক্তপুরুষের ভেদবুদ্ধি রহিত হওয়াতে, এবং সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সমবুদ্ধি হওয়াতে, প্রারব্ধকর্ম্ম, যাহা জাতি, আয়ু ও ভোগ-সৃষ্টির দ্বারা ফলোন্মুখী হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট করিতে মুক্তপুরুষের প্রবৃত্তি হইবার কোন কারণ নাই ও হয় না; এই দেহকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা প্রথমে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে নহে; সেই উপাসনাবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ হইলে, তখন সুখ, দুঃখ,

দেহ, বিদেহ, সকল বিষয়েই তাঁহাদের সমবুদ্ধি আবির্ভূত হয়; তখন তদবস্থায় তাঁহাদের দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় আরব্ধকর্ম্ম ও তদনুগামী সুখদুঃখাদি বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নূতনকল্পে কোন ইচ্ছা বা সাধন উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কারণ থাকে না। অতএব প্রারব্ধ-কর্ম্ম, যাহা তাঁহাদের দেহ, আয়ু ও ভোগরূপ ফল উৎপাদন করিতে উন্মুখ হইয়াছে, তাহা প্রতিরোধ করিতে আভ্যন্তরিক কোন শক্তির প্রেরণা না থাকায়, তাহা অপ্রতিহত থাকে। এই প্রারব্ধকর্ম্ম যতদিন এইরূপে ভোগের দ্বারা ক্ষয় না হয়, ততদিন মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে স্থূল-দেহের কার্য্য অপর জীবের ন্যায়ই চলিতে থাকে। ইহাই জীবন্মুক্ত-পুরুষের বিশেষ। প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয়ে, এই স্থূলদেহ, বিনষ্ট হইলে, মুক্তপুরুষ-গণ নির্ম্মল সূক্ষ্মদেহমাত্র আশ্রয়পূর্ব্বক, অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া, বিদেহমুক্তপুরুষদিগের পদবীপ্রাপ্ত হয়েন; তখন তাঁহারা যে অবস্থা লাভ করেন, তাহা বেদব্যাস এই অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে উক্ত আছে যে, তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহের উপকরণ সমস্ত সাক্ষাৎব্রহ্মরূপতালাভ করে, তাঁহারা ব্রহ্মের ন্যায় আনন্দময় ও "স্বরাট" হয়েন; কিন্তু এইরূপ ব্রহ্মসারূপ্যলাভ হইলেও, বিশ্বের সৃষ্টিসংহারবিষয়ে স্বতন্ত্র সামর্থ্য তাঁহাদের থাকে না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ব্রহ্মের সহিত বিদেহমুক্তপুরুষদিগেরও সম্বন্ধ একান্ত অভেদসম্বন্ধ নহে, কিঞ্চিৎ ভেদও থাকে (অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, ব্রহ্মের অংশস্বরূপই থাকেন, বিভূস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম হয়েন না)। অতএব জীবন্মুক্তপুরুষ হইতে বিদেহমুক্তপুরুষের এই বিশেষ যে, জীবন্মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে যেমন ফলদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধকর্ম্মের কথঞ্চিৎ অধীনতা আছে, বিদেহমুক্তপুরুষের সম্বন্ধে সেই অধীনতাও নাই; জীবন্মুক্ত-পুরুষদিগের উক্ত কর্ম্মাধীনতা থাকাতে, তাহা ভোগের নিমিত্ত তাঁহাদের

ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে হয় না। সুতরাং শ্রুতি "স্বরাট" শব্দের দ্বারা বিদেহমুক্তপুরুষদিগকে জীবন্মুক্তপুরুষ হইতে বিশেষিত করিয়াছেন। পরব্রহ্মরূপতা সম্পূর্ণরূপে লব্ধ হইলে প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ, যাহা জীবন্মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। অতএব সেই ভোগের অনুরোধে জীবন্মুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধে পরব্রহ্মরূপত্ব-প্রাপ্তির বিষয় শ্রুতি উল্লেখ না করিয়া, বিদেহমুক্তপুরুষদিগের সম্বন্ধেই তাহা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। বিদেহমুক্তপুরুষদিগের যে বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম-শরীরগত উপকরণসকল ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হয়, তাহা কিরূপ, ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে; যোগসূত্রের বিভূতিপাদের ৩৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে "পৌরুষেয় প্রত্যয়" বলিয়া বেদব্যাস যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বিচার দ্বারা ইহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা বাক্যের অগম্য যাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে তাঁহারাই ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণে, উক্ত ১২শ সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যেরূপে করিয়াছেন, তাহা গৃহীত না হইয়া, এই গ্রন্থে শ্রীমন্নিম্বার্কাদি আচার্য্যের ব্যাখ্যাই গৃহীত হইল। বস্তুতঃ "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" এই মত যাহা আচার্য্য শঙ্কর নানাস্থানে নানাগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, ব্রহ্মজ্ঞ মুক্তপুরুষের দেহ হইতে মৃত্যুকালে উৎক্রান্তির নিষেধ অবশ্যই করিতে হয়; কারণ যে মতে দেহাদিপ্রপঞ্চ সত্য নহে, ইহাদিগকে সত্য বলিয়া বোধ করাই অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান যখন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই বিনষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহ হইতে উৎক্রান্তি কথার অর্থই কিছু হইতে পারে না। অবিদ্বান্ পুরুষের অজ্ঞানহেতু দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে সত্য বলিয়া ভ্রম থাকাতে, তাঁহার সম্বন্ধেই যাতায়াত শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। এই মতের পুষ্টিসাধন ও ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের

ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে, তাঁহার মায়াবাদের উপরও আস্থা স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা সুব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; তাহাতে তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডিত হইলে, সেই মায়াবাদই বরং পরিহার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। কিন্তু মুক্তিবিষয়ক বিচারের দ্বারা অন্য কারণেও শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট মায়াবাদকে রক্ষা করা যায় না। জীবন্মুক্তাবস্থা—জীবিতকালেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, সম্ভব বলিয়া বেদব্যাস স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন; এবং শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যদি কোন পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে "জগৎ-মিথ্যা"-বাদীদিগের মতে, কিরূপে সেই পুরুষের সম্বন্ধে "জীবিত" প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা বোধগম্য করা সুকঠিন। ফলপ্রদানে উন্মুখ কর্ম্মের ভোগই বা সেই পুরুষের সম্বন্ধে কিরূপে উক্ত হইতে পারে? দেহ, কর্ম্ম এতৎ সমস্তই ত অসত্য—মায়ামাত্র, জ্ঞানোৎপত্তিতে ত তৎসমস্তই তাঁহার নষ্ট হইয়াছে; তবে তাঁহার দেহ কি, প্রারব্ধকর্ম্মই বা কি এবং তাঁহার ভোগ এবং মৃত্যুই বা কি? যদি তাঁহার সম্বন্ধে, তাঁহার নিজ জ্ঞানে এতৎ সমস্ত কিছুই না থাকিল, তবে তাহা অপরের জ্ঞানেই বা থাকিবে কি নিমিত্ত? তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হওয়া মাত্রই ত অপর লোকও তাঁহার মৃত্যু হইল বলিয়া দর্শন করা উচিত; ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহার নিজের জ্ঞানে ত দেহ থাকিতেই পারে না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ শাঙ্করিকমতে দেহের কোন অস্তিত্বই নাই, ইহা ভ্রমমাত্র, ব্রহ্মজ্ঞানীর সেই ভ্রম অবশ্যই দূর হইয়াছে; অতএব ঐ দেহের আশ্রয়ীভূত অবিদ্যার বিনাশ হওয়াতে, অপর সকলেরও নিকট তাঁহার দেহ বিনষ্ট বলিয়া বোধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বাস্তবিক জগতের ও কর্ম্মসকলের অনস্তিত্ববাদ কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। ইহাই এই বিচারেরও ফল।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৩ সূত্র। স্মর্য্যতে চ॥

ভাষ্য।—"সন্নিরুদ্ধস্তু তেনাত্মা সর্ব্বেষ্বায়তনেষু বৈ। জগাম ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানং দিবমভ্যুৎপপাত হ॥" ইতি বিদুষ উৎক্রান্তিঃ স্মর্য্যতে॥

অন্বয়ার্থঃ—মহাভারতে উক্ত আছে যে, "তিনি দেহ পরিহার করিয়া মস্তক ভেদ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইলেন" এতদ্দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষের যে উৎক্রান্তি আছে তাহা স্মৃতিও প্রমাণিত করিয়াছেন।

শাঙ্কর ভাষ্যে—

"সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্‌ভূতানি পশ্যতঃ।
দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ॥"

এই মহাভারতীয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, এতদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষের দেহ হইতে উৎক্রান্তি নিষেধ করা হইয়াছে। এই শ্লোকের অর্থ এই:—"যিনি ভূতসকলকে আত্মভাবে দেখেন, যিনি সম্যক্ ভূতসকলকে সমদর্শন করেন, পদপ্রার্থী দেবতাসকলও সেই "অপদ" পুরুষের মার্গ (গতি) বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহারাও তাহা জানিতে পারেন না।" "পদৈষিণঃ দেবাঃ" শব্দে "পদ"-প্রার্থী দেবগণ বুঝায়; সুতরাং "অপদ" শব্দে সেই পদ (ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ ইত্যাদি) যাঁহার নাই এবং যিনি তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাকে বুঝায়। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেবলোকও অতিক্রম করিয়া যান, সুতরাং দেবতারাও তাঁহার গন্তব্য স্থান অবগত নহেন; এই মাত্র এই শ্লোকের অর্থ। ইহা দ্বারা স্মৃতি কিরূপে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সম্বন্ধে স্থূলদেহ হইতে উৎ-ক্রান্তির নিষেধ করিয়াছেন বুঝা যায়, তাহা শঙ্করাচার্য্য কিছুমাত্রই প্রকাশ করেন নাই।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৪ সূত্র। তানি পরে তথা হ্যাহ।

ভাষ্য।—তেজঃপ্রভৃতিভূতসূক্ষ্মাণি পরস্মিন্ সম্পদ্যন্তে। "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্"-ইত্যাহ শ্রুতিঃ।

অস্যার্থ:—তেজঃ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মসকলও পরব্রহ্মরূপতা লাভ করে। "তেজঃ পরমাত্মায় সমতা প্রাপ্ত হয়" ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৫ সূত্র। অবিভাগো বচনাৎ।

ভাষ্য।—তেষাং বাগাদিভূতসূক্ষ্মাণাং পরেঽবিভাগস্তাদাত্ম্যাপত্তিঃ, "ভিদ্যতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে" ইতি বচনাৎ॥

অস্যার্থঃ—"এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি," অর্থাৎ (নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে) সেইরূপ এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের ষোলকলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতসূক্ষ্ম) পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তগত হয়, ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ কলাসকলের ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, শ্রুতি বলিয়াছেন "ভিদ্যতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে" (সেই কলাসকলের নাম ও রূপ মিটিয়া যায়, তখন তাহাদিগকে পুরুষ এইমাত্র বলা যায়)। এতদ্দ্বারা বাগাদি ভূতসূক্ষ্ম কলাসকলের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব ও তদাত্মতাপ্রাপ্তি প্রতিপন্ন হয়। (এই "অবিভাগ" শব্দের অর্থ বিনাশ নহে, ব্রহ্মাত্মতাপ্রাপ্তি; বস্তুতঃ কোন বস্তুই একদা বিনষ্ট হয় না; সকলই ব্রহ্মের অংশরূপে নিত্য অবস্থিত)।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৬ সূত্র। তদোকোঽগ্রজ্বলনং, তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া॥

ভাষ্য।—"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ, তাসাং মূর্দ্ধান-

মভিনিঃসৃতিকা তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি” ইতি শ্রুত্যুক্তা নাড়ী বর্ত্ততে। বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ প্রসন্নেন বেদ্যেনানুগৃহীতো যদা ভবতি, ততস্তস্যৌকো হৃদয়মগ্রজ্বলনং ভবতি, তদা পরমেশ্বরপ্রকাশিতদ্বারস্তাং বিদিত্বা বিদ্বান্ তয়া নিষ্ক্রামতি।

অস্যার্থঃ—“হৃদয়প্রদেশে ১০১ নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী হৃদয় হইতে মূর্দ্ধার অভিমুখে গিয়াছে, এই নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন,” এই রূপে শ্রুতি এক নাড়ী থাকা বলিয়াছেন, তাহা আছে। নিজ বিদ্যাপ্রভাবে এবং নিজের শেষগতিস্বরূপ পরমাত্মার সর্ব্বদা স্মরণহেতু প্রসন্ন শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের অনুগ্রহে সেই নাড়ীর মূলস্থান (ওক) অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হইয়া উঠে; তৎপরে ভগবৎ-কৃপায় সেই নাড়ীর দ্বার প্রকাশিত হয়; তাহা তখন বিদিত হইয়া বিদ্বান্ পুরুষ উক্ত নাড়ীদ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়েন।

নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মৃত্যুকালে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ পুরুষের তুল্যত্ব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এবং দেহান্তে বিদ্বান্ পুরুষের লিঙ্গশরীরের ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তিও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এইক্ষণে এই সূত্র হইতে বিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রান্তি-প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৭ সূত্র। রশ্ম্যনুসারী॥

ভাষ্য।—বিদ্বান্মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা নিষ্ক্রম্য সূর্য্যরশ্ম্যনুসার্য্যেবোর্দ্ধং গচ্ছতি “তৈরেব রশ্মিভিরি”-ত্যবধারণাৎ।

অস্যার্থঃ—বিদ্বান্ পুরুষ মূর্দ্ধন্যনাড়ীদ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি (যাহা ঐ মূর্দ্ধন্যনাড়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা) অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করেন।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৮ সূত্র। নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥

ভাষ্য।—নিশি মৃতস্য বিদুষো ন পরপ্রাপ্তিরিতি ন বাচ্যম্, যাবদ্দেহভাবিকর্ম্মসম্বন্ধাপগমাত্তস্য তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদেব, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি শ্রুতেঃ।

অস্যার্থঃ—রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্ পুরুষের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, ইহা বক্তব্য নহে; যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে সেই পর্য্যন্ত বিদ্বান্ পুরুষের কর্ম্মসম্বন্ধ থাকে, (যে কোন কালে দেহত্যাগ হউক) দেহত্যাগ হইলেই তাঁহার পরব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী; কারণ শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন "তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে ততদিনই বিলম্ব যতদিন দেহসম্বন্ধ রহিত না হয়। (রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি থাকে না বলিয়া, রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্ পুরুষের ঐ রশ্মি অনুসরণ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করা অসম্ভব, ইহা বলা যায় না; কারণ দেহের সহিত নিয়ত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে; শ্রুতি বলিয়াছেন "অহরেবৈতদ্রাত্রৌ বিদধাতি" অর্থাৎ সূর্য্যদেব রাত্রিকালেও রশ্মি বিতরণ করেন; এই অর্থ শাঙ্করভাষ্যে করা হইয়াছে)।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১৯ সূত্র। অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥

ভাষ্য।—উক্তহেতোর্দক্ষিণায়নেঽপি মৃতস্য বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত হেতুতে দক্ষিণায়নে মৃত হইলেও বিদ্বান্ পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তির বাধা হয় না; তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন।

৪র্থ অঃ ২য় পাদ ২০ সূত্র। যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে, স্মার্ত্তে চৈতে ॥

(স্মার্ত্তে = স্মৃতিবিষয়ভূতে)

ভাষ্য।—"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিরি"-ত্যাদিনা চ যোগিনঃ

প্রতি স্মৃতিদ্বয়ং স্মর্য্যতে। তে চৈতে স্মরণার্হে, অতো ন কাল-বিশেষনিয়মঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "যে কালে মরিলে অনাবৃত্তি এবং যেকালে মরিলে আবৃত্তিপ্রাপ্তি হয়, তাহা বলিতেছি, হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! শ্রবণ কর" ইত্যাদি বাক্যের পর উত্তরায়ণ ও দিবাভাগে মৃত্যুতে অনাবৃত্তি ও দক্ষিণায়ন ও নিশাভাগে মৃত্যুতে আবৃত্তি উক্ত হইয়াছে। এই সকল বাক্যে পিতৃযান ও দেবযান এই দুইমার্গে গতির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে সত্য; পরন্তু এই সকল বাক্য যোগীদিগের কেবল গতিদ্বয়ের বোধের নিমিত্ত। সকাম কর্ম্মাঙ্গ অনুষ্ঠানের ফল পিতৃযানমার্গলাভ এবং জ্ঞানাঙ্গ অনুষ্ঠানের ফল দেবযানমার্গলাভ, ইহা সাধকদিগের হয়; ব্রহ্মজ্ঞ-যোগীদিগকে ইহা কেবল জ্ঞাপন করাই ঐ সকল বাক্যের অভিপ্রায়; তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও মৃত্যুর যে কালনিয়ম আছে, তাহা অবধারণ করা এই সকল বাক্যের অভিপ্রায় নহে। কারণ তদ্বিষয়ক বাক্যের উপ-সংহারে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "নৈতে সৃতী পার্থ, জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন" (এই দুইমার্গ জানিয়া যোগিপুরুষ কিছুতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন না), এই বাক্যে যোগীদিগের যে এই দুই গতি জ্ঞাতব্য এইমাত্র বলা হইয়াছে; জ্ঞান উপজাত হইলে যে দেবযানমার্গই লাভ হয়, তাহাই তাঁহাদের স্মরণার্থ উক্তস্থলে উপদেশ করা হইয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞানীরও যে মৃত্যুর সম্বন্ধে কালবিচার আছে, তাহা বলা উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় নহে।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ।

৪ অঃ ৩য় পাদ ১ সূত্র। অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ।

[প্রথিতেঃ=প্রসিদ্ধেঃ।]

ভাষ্য।—এক এব মার্গোঽর্চ্চিরাদির্জ্ঞেয়োঽতস্তেনৈব বিদ্বাংসো গচ্ছন্তি। "অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি এষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি ছান্দোগ্যে, তেঽর্চ্চিষমভি (সম্ভবন্তি) অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙাদিত্যমেতি মাসেভ্যঃ দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং তান্ বৈদ্যুতাৎ পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" ইতি বৃহদারণ্যকে, হন্যত্রাপি তথৈব প্রসিদ্ধেঃ।

অন্বয়ার্থঃ—অর্চ্চিরাদিমার্গ একটিই আছে জানিবে। শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, বিদ্বান্ পুরুষ তদ্দ্বারাই গমন করেন। ছান্দোগ্য

উপনিষদের ৪র্থ প্রপাঠকের ১৫শ খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অর্চ্চিরাদিমার্গপ্রাপ্ত হয়েন; অর্থাৎ প্রথমে অর্চ্চিঃকে প্রাপ্ত হয়েন, অর্চ্চির পর অহরভিমানী দেবতাকে, তৎপরে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতাকে, শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতার পর উত্তরায়ণষণ্মাসাভিমানী দেবতাকে, ষণ্মাসাভিমানী দেবতার পর সম্বৎসরাভিমানী দেবতাকে, সম্বৎসরাভিমানী দেবতার পর আদিত্যাভিমানী দেবতাকে, আদিত্যাভিমানী দেবতার পর চন্দ্রমসাভিমানী দেবতাকে, তৎপরে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, তৎপরে অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি করান; এইটিই দেবপথ, এইটিই ব্রহ্মপথ; এই পথ যাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল মনুষ্যলোকে আগমন করেন না।" বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণেও এইরূপই উল্লেখ আছে; যথা,—"যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যের উপাসনা করেন, তাঁহারাও এই অর্চ্চিরাদিমার্গপ্রাপ্ত হয়েন; প্রথমে অর্চ্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া পরে অহরভিমানী দেবতা, তৎপরে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতা, তৎপরে উত্তরায়ণষণ্মাসাভিমানী দেবতা, তৎপরে দেবলোকাভিমানী দেবতা, তৎপরে আদিত্যাভিমানী দেবতা, তৎপরে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন; তৎপরে অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান"। অন্যত্রও শ্রুতিতে এই প্রকার গতিই উক্ত আছে (যথা কৌষীতকী ইত্যাদি)।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ২ সূত্র। বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্।

[অব্দাৎ = সম্বৎসরাৎ।]

ভাষ্য।—ছান্দোগ্যশ্রুতিপঠিতাৎ সম্বৎসরাদূর্দ্ধমাদিত্যাৎ পূর্ব্ব-"মগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকমি"-তি কৌষীতকীশ্রুত্যুক্তং বায়ুমভিসম্ভবন্তি অবিশেষবিশেষাভ্যাম্ "অগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকমি"-ত্যত্র বায়ুরবিশেষেণোপদিষ্টত্বাৎ "তস্মৈ স

তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতী”-ত্যত্র বিশেষাবগমাচ্চ।

অস্যার্থঃ—কৌষীতকী উপনিষদে প্রথমাধ্যায়ে দেবযানপথে গতির বিষয়ে এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা,—“স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং” (তিনি দেবযানপন্থাপ্রাপ্ত হইয়া, অগ্নিলোকপ্রাপ্ত হয়েন, তিনি ক্রমশঃ বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং অবশেষে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়েন)। এই বর্ণনা সাধারণভাবের বর্ণনা, ইহাতে পন্থাকে সম্যক্ বিশেষিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। ছান্দোগ্যশ্রুতির সহিত এই শ্রুতির যোগ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই কৌষীতকীশ্রুতিতে যে অগ্নিলোকের পর বায়ুলোকপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই বায়ুলোক-প্রাপ্তি ছান্দোগ্যোক্ত সম্বৎসরাভিমানী দেবলোকপ্রাপ্তির পর এবং আদিত্যলোকপ্রাপ্তির পূর্ব্বে; কারণ, কৌষীতকীশ্রুতিতে অগ্নিলোকের পর যে বায়ুলোকের কথা উল্লেখ আছে, সেই বায়ুলোকের বিশেষ বর্ণনা উক্ত কৌষীতকীশ্রুতি করেন নাই; বৃহদারণ্যকে ৫ম অধ্যায়ে ১০ম ব্রাহ্মণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ বলা হইয়াছে, যথা “যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা চক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি” (যখন ঐ পুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তখন তিনি বায়ুকে প্রাপ্ত হয়েন; বায়ু তাঁহার নিমিত্ত আপনাকে সচ্ছিদ্র করেন, ঐ ছিদ্র রথচক্রের ছিদ্রসদৃশ; সেই ছিদ্রদ্বারা পুরুষ ঊর্দ্ধগামী হয়েন এবং তৎপরে আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়েন)। (অগ্নিশব্দে জ্বলন বুঝায়, অর্চ্চিশব্দেও জ্বলন বুঝায়; অতএব কৌষীতকীশ্রুত্যুক্ত অগ্নি এবং ছান্দোগ্যোক্ত অর্চ্চি একই; পরন্তু এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে

যে, অগ্নির পর যে বায়ুলোকপ্রাপ্তি কৌষীতকীশ্রুতিতে উল্লেখ আছে, তাহা কি অর্চ্চিঃপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে এবং অহঃপ্রভৃতির পূর্ব্বে, অথবা অর্চ্চিরাদিসম্বৎসরের পরে এবং আদিত্যের পূর্ব্বে প্রাপ্তি হয়? তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই বায়ুলোক-প্রাপ্তি সম্বৎসরাভিমানী দেবলোক-প্রাপ্তির পরে এবং আদিত্যলোক-প্রাপ্তির পূর্ব্বে হয়; কারণ বায়ুলোকের স্থান বিশেষরূপে কৌষীতকী উপনিষদে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; তাহাতে সাধারণ-ভাবে বায়ুলোকপ্রাপ্তিমাত্র উল্লেখ আছে; কিন্তু বৃহদারণ্যকোপনিষদের উপদেশ দ্বারা ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে, বায়ুলোক-প্রাপ্তি আদিত্যলোক-প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে হয়। ইহাই সূত্রার্থ।)

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৩ সূত্র। তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ।

(তড়িতঃ = বিদ্যুতঃ; অধি = উপরি; বরুণঃ = বরুণলোকঃ; সম্বন্ধাৎ = বিদ্যুদ্বরুণয়োঃ সম্বন্ধাৎ)।

ভাষ্য।—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকমি"-তি কৌষীতকীশ্রুত্যুক্তো "বরুণশ্চন্দ্রমসৌ বিদ্যুতমি"-তি ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তবিদ্যুত উপরি তেজো বিদ্যুদ্বরুণ-সম্বন্ধাদিন্দ্রপ্রজাপতী চ তদগ্রে যোজ্যৌ।

অস্যার্থঃ—কৌষীতকী উপনিষদে যে দেবযানপথের কথা উল্লেখ হইয়া প্রথমে অগ্নিলোকপ্রাপ্তি, তৎপরে ক্রমশঃ বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই বরুণলোকের স্থিতি ছান্দোগ্যোক্ত চান্দ্রমস্ ও বিদ্যুৎলোকের উপরে বুঝিতে হইবে, কারণ বিদ্যুতের সহিত বরুণের প্রকটসম্বন্ধ আছে; এই বরুণলোকের পর ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৪ সূত্র। আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ।

ভাষ্য।—অর্চ্চিরাদয়ো গন্তৄণাং গময়িতারঃ "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তী"-ত্যমানবস্য গময়িতৃত্বশ্রবণাৎ পূর্ব্বেষামপি গময়িতৃত্বং গম্যতে।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বে যে অর্চ্চিরাদি (অর্চ্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাস, সম্বৎসর বায়ু, আদিত্য ইত্যাদি) বলা হইয়াছে, ইঁহারা ব্রহ্মলোকে গন্তা পুরুষ-সকলের বাহনকারী দেবতা। কারণ বৃহদারণ্যকোক্ত "স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান) এই বাক্যে অমানুষের (দেবতার) ব্রহ্মলোকপ্রাপকত্ব উল্লেখ থাকাতে এই বাহকত্বচিহ্নদ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অর্চ্চিঃ, দিবস ইত্যাদি শব্দের বাচ্য বাহক-দেবতা বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়।

(এই সূত্রের পরে আর একটি সূত্র শাঙ্করভাষ্যে ধৃত হইয়াছে, তাহা অপর ভাষ্যকারগণকর্ত্তৃক ধৃত হয় নাই। সেই সূত্র এই :—

"উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ।"

অর্চ্চিঃপ্রভৃতি যদি অচেতন হয়, তবে তাহারা অচেতন হওয়াতে গন্তা পুরুষকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারে না; গন্তা পুরুষও উক্ত পথের বিষয়ে অজ্ঞ; সুতরাং অর্চ্চিরাদি অচেতনপদার্থ নহে, তদভিমানী চেতন দেবতা।)

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৫ সূত্র। বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ।

ভাষ্য।—বিদ্যুত উপরিষ্টাদমানবেনৈব বিদ্বান্নীয়তে। বরুণাদয়স্তু সাহিত্যেনোপকারকাঃ।

অস্যার্থঃ—বিদ্যুতের উপরে অমানবপুরুষকর্ত্তৃক বিদ্বান্ নীত হয়েন, বরুণাদি তাঁহার সঙ্গী হইয়া উপকার করেন। বৃহদারণ্যকশ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন "তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষোঽমানবঃ এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি"।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৬ সূত্র। কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ।

ভাষ্য।—অর্চ্চিরাদি-গণঃ কার্য্যং ব্রহ্ম তদুপাসকান্নয়তি, কার্য্যস্য ব্রহ্মণ এব গত্যুপপত্তেরিতি বাদরির্মন্যতে।

অস্যার্থঃ—বাদরিমুনি বলেন যে অর্চ্চিরাদিদেবতাগণ কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকেই তদুপাসকগণকে প্রাপ্তি করান, পরব্রহ্মকে নহে; কারণ গতিশব্দের দ্বারা দেশবিশেষবর্ত্তী কার্য্যব্রহ্মেরই সঙ্গতি হয়।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৭ সূত্র। বিশেষিতত্বাচ্চ।

ভাষ্য।—"তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবন্তো বসন্তী"-তি লোকশব্দবহুবচনাভ্যাং বিশেষিতত্বাচ্চ॥

অস্যার্থঃ—বিশেষতঃ, বৃহদারণ্যককথিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, "তাঁহারা ব্রহ্মলোকসকলে চিরকাল বাস করেন"; এইবাক্যে "ব্রহ্মলোক" শব্দ এবং বহুবচন থাকায়, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অর্চ্চিরাদিদেবগণ যথাক্রমে হিরণ্যগর্ভকেই প্রাপ্তি করান।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৮ সূত্র। সামীপ্যাত্তু তদুপদেশঃ।

ভাষ্য।—প্রথমজত্বেন ব্রহ্মসামীপ্যাত্তু "ব্রহ্ম গময়তী"-তি ব্যপদেশ উপপদ্যতে।

অস্যার্থঃ—বাদরিমুনি বলেন, "ব্রহ্ম গময়তি" (ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করান) এই বৃহদারণ্যকোক্ত পদে যে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে; কারণ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই সৃষ্টির আদিপুরুষ, তাঁহার পরব্রহ্মসামীপ্য-হেতু তাঁহাকে ব্রহ্মপদবী দেওয়া হইয়াছে।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ৯ সূত্র। কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভি-ধানাৎ।

ভাষ্য।—কার্য্যব্রহ্মলোকনাশে কার্য্যব্রহ্মণা সহ কার্য্যব্রহ্মণঃ

পরং প্রাপ্নোতি "তে ব্রহ্মলোকেতু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরি-মুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইত্যভিধানাৎ ॥

অন্বার্থঃ—কার্য্যব্রহ্মলোকের লয়কালে তদধ্যক্ষ-হিরণ্যগর্ভের সহিত তল্লোকবাসী সকলে শুদ্ধ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন; যথা "তে ব্রহ্মলোকে" ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষের যে সংসারে অনাবৃত্তি-সূচক শ্রুতি আছে, তাহাও উক্ত "তে ব্রহ্মলোকে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমঞ্জসীভূত হয়।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১০ সূত্র। স্মৃতেশ্চ।

ভাষ্য।—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদমি"-তি স্মৃতে-শ্চোক্তার্থোঽবগম্যতে।

অন্বার্থঃ—স্মৃতিতেও এইরূপই উল্লেখ আছে, যথা, "মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার লয় হইলে, তল্লোকবাসী সকলে লব্ধ-ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে প্রবেশ করেন"।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১১ সূত্র। পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ।

ভাষ্য।—"পরং ব্রহ্ম নয়তি" "এতান্ ব্রহ্ম গময়তী"-তি ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ।

অন্বার্থঃ—জৈমিনি মুনি বলেন যে, পরব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইবার নিমিত্তই অর্চ্চিরাদিদেবগণ লইয়া যান; ইনি বলেন যে, এইস্থলে ব্রহ্মশব্দ পরব্রহ্ম-বোধক; কারণ "পরং ব্রহ্ম নয়তি", "এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে; ব্রহ্মশব্দ মুখ্যার্থে পরব্রহ্মকেই বুঝায়; এই মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া, গৌণার্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। (লোকশব্দ বহুবচনান্ত হওয়াতেও তদ্দ্বারা কার্য্যব্রহ্ম বুঝায় না; কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বগত

হইলেও, তিনি স্বেচ্ছায় বিশেষদেশবর্ত্তী হওয়ার কোন বাধা হয় না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ তিষ্ঠতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি। এবং ব্রহ্মলোকেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ আছে, "অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকং সম্ভবানি" ইত্যাদিশ্রুতি তাহার প্রমাণ। লোক-প্রদেশের বাহুল্যবিবক্ষাতে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়া অসঙ্গত নহে; যথা, স্মৃতি বলিয়াছেন, "যে লোকা মম বিমলাঃ সকৃদ্বিভাস্তি ব্রহ্মাদ্যৈঃ সুরবৃষভৈ-রপীষ্যমাণাঃ॥ তান্ ক্ষিপ্রং ব্রজ সততাগ্নিহোত্রযাজিন্মত্তুল্যো ভব গরুড়োত্তমাঙ্গযান" ইত্যাদি দ্রোণপর্ব্বোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্য। শ্রীশ্রীনিবাসা-চার্য্যকৃতভাষ্য হইতে এই ব্যাখ্যাংশ গ্রহণ করা হইয়াছে।)

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১২ সূত্র। দর্শনাচ্চ।

ভাষ্য।—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে" ইতি পরপ্রাপ্যত্বদর্শনাচ্চ।

অস্যার্থঃ—শ্রুতিও অন্যত্র পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া-ছেন। যথা, "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইত্যাদি।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১৩ সূত্র। ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ।

(ব্রহ্মোপাসকস্য মৃত্যুকালে যা প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিসঙ্কল্পঃ সা ন কার্য্যে ব্রহ্মণি সম্ভবতি ইত্যর্থঃ)।

ভাষ্য।—"প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" ইত্যয়ং প্রাপ্তেঃ সঙ্কল্পঃ কার্য্যব্রহ্মবিষয়কো ন, কিন্তু পরমাত্মবিষয়কঃ তস্যৈব বাধিকারাৎ।

অস্যার্থঃ—"আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার সভাগৃহপ্রাপ্ত হইলাম" এই শ্রুতি-বাক্যে যে এইরূপ সঙ্কল্প উক্ত আছে, তাহা কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে, তাহা পরমাত্মবিষয়ক; কারণ "নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" (তিনি

নাম ও রূপের নির্ব্বাহক; নাম ও রূপ যাঁহার বহির্ব্বর্ত্তী, তিনি ব্রহ্ম। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে, উক্ত গতিশ্রুতি ঐ প্রস্তাবেরই অন্তর্গত। অতএব পরব্রহ্মই লব্ধ হয়েন, কার্য্যব্রহ্ম নহেন।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১৪ সূত্র। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষাত্তৎক্রতুশ্চ।

ভাষ্য।—অর্চ্চিরাদিগণঃ প্রতীকালম্বনব্যতিরিক্তান্ পরব্রহ্মোপাসকান্ ব্রহ্মাত্মকতয়াঽক্ষরস্বরূপোপাসকাংশ্চ পরংব্রহ্ম নয়তি। কুতঃ? উভয়থা দোষাৎ। কার্য্যোপাসকান্নয়তীত্যত্র "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্যে"-ত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। পরোপাসীনানেব নয়তীতি নিয়মে তু "তদ্‌যইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তী"-তিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। "তস্মাদ্ যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতী"-ত্যাদিশ্রুতেস্তৎক্রতুস্তথৈব প্রাপ্নোতীতি সিদ্ধান্তো ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্তবিষয়ে মহর্ষি বাদরায়ণের মীমাংসা এই যে, যাঁহারা কেবল প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন, (অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মভাবে নাম অথবা অপর প্রতিমাকে মাত্র উপাস্যস্বরূপে ভজন করেন—"যে নামব্রহ্মেত্যুপাসীতে" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তনামাদিপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা করেন) তদ্ব্যতীত অপর পরব্রহ্মোপাসকদিগকে, এবং যাঁহারা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিয়া অক্ষরাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চিরাদি বাহক-দেবতাগণ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্তি করান, কার্য্যব্রহ্মকে নহে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত উভয় (বাদরিকৃত ও জৈমিনিকৃত) মীমাংসাতেই দোষ আছে; যদি কার্য্য-

ব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চ্চিরাদিদেবগণ বহন করিয়া লইয়া কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তি করান (যাঁহারা পরব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহাদিগের কোন লোকে গমন নাই এবং তাঁহাদিগকে লইয়া যান না), এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" (এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতীরূপে সম্পন্ন হয়েন, এবং ব্রহ্মভাবলাভ করেন) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যের সহিত এই মীমাংসার বিরোধ হয়। আর যদি কেবল পরব্রহ্মোপাসককেই অর্চ্চিরাদিদেবগণ লইয়া যান, এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "তদ্য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" (যাঁহারা ইহা জানেন, এবং যাঁহারা অরণ্যে তপস্যারূপ শ্রদ্ধাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদিগতিপ্রাপ্ত হয়েন) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্য পঞ্চাগ্নি উপাসকদিগের অর্চ্চিরাদিগতি উপদেশ করাতে, উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল সেই মীমাংসার বিরোধী হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন "অতএব পুরুষ ইহলোকে যদ্রূপ ক্রতুবিশিষ্ট হয়েন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, তদ্রূপতাই প্রাপ্ত হয়েন," এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিও আছে; তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, যিনি যদ্রূপ ক্রতু (উপাসনা)-সম্পন্ন হয়েন, তিনি তদ্রূপ স্বরূপপ্রাপ্ত হয়েন; হিরণ্যগর্ভোপাসক হিরণ্যগর্ভকে প্রথমতঃ প্রাপ্ত হয়েন, পরব্রহ্মোপাসক পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীবাদরায়ণ বেদব্যাসের এই সিদ্ধান্ত।

৪র্থ অঃ ৩য় পাদ ১৫ সূত্র। বিশেষং চ দর্শয়তি।

ভাষ্য।—"যাবন্নাম্নোগতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতী"-ত্যাদিকা শ্রুতিঃ প্রতীকোপাসকস্য গত্যনপেক্ষং ফলবিশেষং চ দর্শয়তি।

অস্যার্থঃ—কেবল নামাদিপ্রতীকোপাসকদিগের সম্বন্ধে শ্রুতি পরব্রহ্ম-

প্রাপিকা গতি উল্লেখ না করিয়া, তাঁহাদিগের অপর্ ফলবিশেষই প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা,—"যাবন্নাম্নোগতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী যাবদ্বাচোগতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি মনো বাব বাচো ভূয়:" ইত্যাদি (নামধ্যাতা নামত্বপ্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার তদুপযুক্ত কামচারতা জন্মে ; বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ কামচারী হয়েন ; মন বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক তদ্রূপত্ব-প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ কামচারী হয়েন)। এই নিমিত্ত কেবল প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপরের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা হইল।

ফলতঃ সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি যাঁহার উপাসনা করেন, তিনি দেহপরিত্যাগ করিয়া তদ্রূপতাপ্রাপ্ত হয়েন। কেবল নাম, মন ইত্যাদি প্রতীককে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রতীকোপাসক বলে; সেই সকল প্রতীকে প্রকাশিত ব্রহ্মের যে সকল শক্তি আছে তদুপাসক তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া, তদনুরূপ কামচারতাপ্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের ধ্যানে প্রতীকই প্রধান হওয়ায়, ব্রহ্ম অপ্রধানভাবে তাঁহাদের উপাস্য হয়েন, সুতরাং মুখ্যব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ ফল তাঁহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে হয় না। পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বকর্ত্তা, সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বাত্মা, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, ইত্যাদিরূপে বিশেষপ্রতীক নিরপেক্ষ হইয়া ধ্যান ও উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনায় পরব্রহ্মই প্রধানরূপে ধ্যেয় ; সুতরাং তাঁহাদের দেহান্তে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ্যব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত অপর কর্ম্মাঙ্গ থাকিলেও (গৃহস্থদিগের পক্ষে বেদব্যাস তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন), তদ্দ্বারা তাহাদের মুখ্যব্রহ্মোপাসনার আনুকূল্য হয়। যাঁহারা উক্তপ্রকারে মুখ্যব্রহ্মোপাসনা করেন না, প্রতীকাদি

মুখ্যরূপে যাঁহাদের উপাস্য, তাঁহাদেরও উপাসনার উৎকর্ষভেদে কাহার কাহার দেবযানমার্গলাভ হইতে পারে; পরন্তু তাঁহারা সেই উপাসনা-বলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন না, তাঁহারা উপাসনার ফলস্বরূপ ইন্দ্র-লোকাদি উচ্চ লোকসকল প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং শাস্ত্রে কথিত আছে যে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা ঐ উপাসনার বলে পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই দেহত্যাগের পরেই প্রাপ্ত হয়েন না; ব্রহ্মলোকে তাঁহারা পরব্রহ্মোপাসনা করিয়া পরে ব্রহ্মার সহিত একীভূত হইয়া তৎসহ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা প্রত্যগাত্মাকে পরব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রতীকা-বলম্বন-উপাসনা না হওয়ায়, তাঁহাদেরও দেহান্তে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। অতএব কেবল প্রতীকাবলম্বন-উপাসক ভিন্ন সাক্ষাৎসম্বন্ধে সত্যকামত্বাদিগুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মোপাসক, এবং অক্ষরব্রহ্মাত্মকরূপে প্রত্যগাত্মার উপাসকগণ অমানব পুরুষ দ্বারা নীত হইয়া পরব্রহ্ম-রূপতা প্রাপ্ত হয়েন; ইহাই শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের মীমাংসা, এবং ইহাই পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যকপ্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদান্তদর্শন।

চতুর্থাধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

৪র্থ অ ৪র্থ পাদ ১ সূত্র। সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ।

ভাষ্য।—জীবোঽর্চ্চিরাদিকেন মার্গেণ পরং সম্পদ্য স্বাভাবিকেন রূপেণাবির্ভবতীতি "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত"-ইতিবাক্যেন প্রতিপাদ্যতে, স্বেনেতি শব্দাৎ।

অস্যার্থ:—অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনানন্তর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব স্বীয় স্বাভাবিকরূপপ্রাপ্ত হয়েন; অর্থাৎ তাঁহার দেবকলেবর কি অপর কোন বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট কলেবরপ্রাপ্তি হয় না; শ্রুতি যে "স্বেন" (নিজের) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চিত হয়; শ্রুতি যথা:—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিসম্পদ্যতে" (ছান্দোগ্যে প্রজাপতিবাক্য)। (এই সংসার দুঃখবিমুক্ত সম্প্রসাদপ্রাপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, (সর্ব্বপ্রকাশক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েন) হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক বিশুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়েন)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২ সূত্র। মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ।

ভাষ্য।—বন্ধাদ্বিমুক্ত এবাত্র স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইত্যুচ্যতে। কুতঃ? "য আত্মা অপহতপাপ্মা"-ত্যুপক্রম্য "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামী"-তি প্রতিজ্ঞানাৎ।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (স্বীয় স্বাভাবিকরূপসম্পন্ন হয়েন) বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ সর্ব্ববিধ বন্ধ হইতে মুক্ত হয়েন। ইহা উক্ত শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা স্থিরীকৃত হয়। শ্রুতি প্রথমে আখ্যায়িকার উপক্রমে বলিয়াছেন 'য আত্মা অপহত-পাপ্মা" (আত্মা নিষ্পাপ, নির্ম্মল); এই উপক্রমবাক্যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্তস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং পরে "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনু-ব্যাখ্যাস্যামি" (তোমাকে পুনর্ব্বার এই আত্মার কথা বলিতেছি), এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে প্রকরণশেষে উক্ত "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" এই বাক্য দ্বারা আখ্যায়িকা সমাপন করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৩ সূত্র। আত্মা প্রকরণাৎ।

ভাষ্য।—আত্মৈবাবির্ভূতরূপস্তৎপ্রকরণাৎ।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইত্যাদিবাক্যে যে "জ্যোতিঃ" শব্দ আছে, তাহা আত্মা-বোধক; কারণ, উক্ত প্রকরণে আত্মাই বর্ণিত হইয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্য সমাপনান্তে শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিয়াছেন "তস্মাদর্চ্চিরাদিনা পরং ব্রহ্মোপসম্পদ্য স্বাভাবিকেনৈব রূপে-ণাভিনিষ্পদ্যতে প্রত্যগাত্মেতি সিদ্ধম্ (অতএব অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া, পরব্রহ্মে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভান্তে জীব স্বাভাবিক বিশুদ্ধরূপপ্রাপ্ত হয়েন, ইহা সিদ্ধান্ত হইল; অর্চ্চিরাদিমার্গগামী পুরুষ যে কার্য্যব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন না, এবং যাঁহারা দেহান্তে পর-

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করেন না; এইরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৪ সূত্র। অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।

ভাষ্য।—মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি। তত্ত্বস্য তদানীমপরোক্ষতো দৃষ্টত্বাৎ, শাস্ত্রস্যাপ্যেবং দৃষ্টত্বাৎ।

অন্বার্থ:—মুক্তপুরুষ আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন; কারণ তাঁহার তৎকালে সমস্তকেই পরমাত্মস্বরূপে দর্শন হয়, শাস্ত্রও এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদেহমুক্তপুরুষের সর্ব্ববিধ বন্ধন মুক্ত হওয়াতে, তাঁহার ব্রহ্ম হইতে ভেদবুদ্ধি কখন স্ফুরিত হয় না, তিনি ব্রহ্মরূপেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু পূর্ব্বে জীব স্বভাবতঃ অণুস্বরূপ বলিয়া বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন, ব্রহ্ম কিন্তু বিভুস্বরূপ; সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্মের অংশ, পূর্ণব্রহ্ম নহেন; মুক্তজীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মের অংশ হওয়াতে ব্রহ্ম বলিয়াই সর্ব্বদা আপনাকে অনুভব করেন, এবং সমস্ত জগৎকেও তদ্রূপ দর্শন করেন। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দৃশ্যমান জড়জগতেরও ব্রহ্মাভিন্নত্বসিদ্ধি আছে। কিন্তু এতৎসমস্ত ব্রহ্মের অংশমাত্র; "একাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদিবাক্যে তাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। জীবাত্মাও এইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাঁহার অংশস্বরূপ; সংসারাবস্থায় তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না, মুক্তাবস্থায় তাঁহার এই ব্রহ্মাংশরূপতা সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। মহাপ্রলয়ে জড়জগৎও নামরূপাদিভেদসূচক সর্ব্ববিধ চিহ্নরহিত হইয়া, ব্রহ্মের সহিত একতাপ্রাপ্ত হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৫ সূত্র। ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ।

ভাষ্য।—অপহতপাপ্মত্বাদি-ব্রাহ্মেণ গুণেন যুক্তঃ প্রত্যগাত্মাহবির্ভবতীতি জৈমিনির্মন্যতে। দহরবাক্যে ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুতানামপহতপাপ্মত্বাদীনাং প্রজাপতিবাক্যে প্রত্যগাত্মসম্বন্ধিতয়াহপ্যুপন্যাসাদিনা জক্ষণাদিভ্যশ্চ।

অস্যার্থঃ—জৈমিনি বলেন যে, ব্রহ্মের যে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসকল শ্রুতিতে উক্ত আছে, মুক্তাবস্থায় জীব তদ্বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়েন। কারণ "দহর"-বিদ্যা-বিষয়ক বাক্যে এই অপহতপাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতিবাক্যে উক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ মুক্তজীবসম্বন্ধেও "এষ আত্মাপহতপাপ্মা" "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি উপন্যাসবাক্যে উক্ত হইয়াছে। এবং "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (তিনি সেইকালে স্বেচ্ছায় পরিক্রম করেন, ভোগ করেন, ক্রীড়া করেন, রমমাণ থাকেন) ইত্যাদিবাক্যেও তাহা জানা যায়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৬ সূত্র। চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ।

ভাষ্য।—ব্রহ্মণি চিদ্রূপে উপসন্নঃ প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্রেণ রূপেণাবির্ভবতি। "প্রজ্ঞানঘন এবে"-তি তস্য তদাত্মকত্বশ্রবণাদিত্যৌড়ুলোমির্মন্যতে।

অস্যার্থঃ—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন যে, মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা কেবল চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল চৈতন্যমাত্ররূপে আবির্ভূত হয়েন (অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণ কাল্পনিকমাত্র, তাহা তাঁহার প্রকৃতরূপ

নহে, কেবল শুদ্ধচৈতন্যমাত্রই তাঁহার রূপ হয়); কারণ শ্রুতি তাঁহাকে "প্রজ্ঞান ঘন" মাত্র বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৭ সূত্র। এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ।

[পূর্ব্বভাবাৎ= "পূর্ব্বোক্তাদপহতপাপ্মত্বাদি গুণসম্পন্নবিজ্ঞানস্বরূপপ্রত্যগাত্মাবির্ভাবাৎ"।]

ভাষ্য।—বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে সত্যপি অপহতপাপ্মত্বাদিমদ্বিজ্ঞানস্বস্বরূপাবির্ভাবাদবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? মুক্তজীবসম্বন্ধিতয়া অপহতপাপ্মত্বাদ্যুপন্যাসাৎ॥

অস্যার্থঃ—যদিচ মুক্ত-আত্মা বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন সত্য, তথাপি তাহার ঐ বিজ্ঞানস্বরূপ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্ট, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করেন; কারণ মুক্তজীবসম্বন্ধে অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসবাক্যে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কুত্রাপি প্রত্যাখ্যাত হয় নাই।

(বিদেহমুক্তাবস্থায়ও যে সত্যসঙ্কল্পাদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা বেদব্যাস এই স্থলে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন; ইহাই যে "ব্রহ্মভাব" এবং ইহাই যে সংসারাতীত মুক্তাবস্থা, তাহাও পূর্ব্বে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম চিন্মাত্র হইয়াও যে সত্যসঙ্কল্পাদি ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট আছেন, এবং তাহা যে তাঁহার জগদতীতস্বরূপ, ইহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়। এই স্থলে যে পূর্ণ মুক্তস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিরোধ নাই; ইহা যে ব্যবহারাতীত (সংসারাতীত) রূপ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না; কারণ ব্যবহারাবস্থার সহিত প্রভেদ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই বেদান্তে যে

পরব্রহ্মরূপতালাভ হয় তাহা, শ্রুতির অনুসরণ করিয়া বেদব্যাস এই সূত্রের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব পরব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব কেবল ব্যবহারিক বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে নানাস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বেদব্যাসের মতের এবং শ্রুতির উপদেশের বিরুদ্ধ। এই সকল গুণ থাকাতে পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ একদা গুণশূন্য—নির্গুণ নহেন; তবে গুণশব্দে সাধারণতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ, যাহাদ্বারা জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহাকে মাত্র বুঝায়; তিনি স্বরূপতঃ এই সকল গুণের অতীত, এই নিমিত্ত তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; তাঁহার স্বরূপগত গুণসকল প্রাকৃতগুণ নহে, তাহা অপ্রাকৃত।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও এইরূপই করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যবহারাপেক্ষায় এই সকল গুণ স্বীকার করা যায়। এই সূত্রের শঙ্করকৃত সম্পূর্ণ ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"এবমপি পারমার্থিকচৈতন্যমাত্রস্বরূপাভ্যুপগমেঽপি ব্যবহারাপেক্ষয়া পূর্ব্বস্যাপ্যুপন্যাসাদিভ্যোঽবগতস্য ব্রাহ্মৈশ্বর্য্যরূপস্যাপ্রত্যাখ্যানাদবিরোধং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে"।

উক্ত ব্যাখ্যানে "পারমার্থিক" এবং "ব্যবহারাপেক্ষয়া" এই দুইটি পদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের স্বকপোলকল্পিত, ইহা সূত্রে কোন স্থানে নাই; তাঁহার নিজ মতের সহিত বেদব্যাসের মতের অবিরোধ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এই দুইটি পদ ব্যাখ্যায় সংযোজনা করিয়াছেন। "ব্যবহারিক" বিষয়ের এই স্থলে কোন সম্বন্ধই নাই; দেহপাতে তৎসম্বন্ধ লোপ হইয়াছে, পরব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইয়াছে; সেই পরব্রহ্মভাব কি, তৎসম্বন্ধে জৈমিনি ও ঔড়ুলোমির মত উল্লেখ করিয়া এবং উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপন এবং শ্রুতিবাক্যের একতা স্থাপন করিয়া বেদব্যাস বলিতেছেন যে, ঐ

পরব্রহ্মভাব বলিতে একদিকে "বিজ্ঞানঘনত্ব" এবং অপরদিকে তৎসহ "সত্যসঙ্কল্পত্ব" "অপহতপাপ্মত্ব" প্রভৃতি বুঝায়।

অতএব বেদব্যাসকৃত এই সূত্র শাঙ্করিকমতের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, এবং ইহাই শাঙ্করিক ব্রহ্মস্বরূপনির্ণয়বিষয়ক মতের স্পষ্ট খণ্ডনস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মোপাসকগণ যে অর্চ্চিরাদিমার্গপ্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন, তদ্বিষয়েও এই সূত্র একটি অকাট্য প্রমাণস্বরূপ গণ্য, সন্দেহ নাই। কেবল স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপে যাঁহারা চিন্তা করেন, শাঙ্করিকমতে তাঁহারাই দেহান্তে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন; পরন্তু "যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যাহা বেদব্যাস বর্ণন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও শঙ্করাচার্য্যের এই মতের খণ্ডন হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৮ সূত্র। সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ॥

ভাষ্য।—মুক্তস্য সঙ্কল্পাদেব পিত্রাদিপ্রাপ্তেঃ। কুতঃ? "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইতি তদভিধানশ্রুতেঃ॥

অস্যার্থঃ—সত্যসঙ্কল্পাদিগুণ যে মুক্তপুরুষদিগের হয়, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন যে মুক্তপুরুষদিগের সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহাদের নিকট পিত্রাদির আগমন হয়। যথা দহরবিদ্যায় উক্ত আছে "তিনি যদি পিতৃলোকদর্শনকামী হয়েন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্র পিতৃগণ সমুত্থিত হয়েন"।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৯ সূত্র। অতএবানন্যাধিপতিঃ॥

ভাষ্য।—পরব্রহ্মাত্মকো মুক্ত আবির্ভূতসত্যসঙ্কল্পত্বাদেবানন্যাধিপতির্ভবতি, "স স্বরাড়্ ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ॥

অন্বার্থঃ—মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মাত্মক হইয়া সত্যসঙ্কল্পত্বগুণবিশিষ্ট হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ অনন্যাধিপতি অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েন, অপর কেহ তাঁহার অধিপতি থাকে না (তিনি আর গুণাধীন থাকেন না)। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি স্বরাট্ হয়েন"।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১০ সূত্র। অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্॥

["হ্যেবম্" = "হি" যতঃ শ্রুতিঃ "এবং" শরীরাদ্যভাবম্ আহ।]

ভাষ্য।—মুক্তস্য শরীরাদ্যভাবং বাদরির্মন্যতে; যতঃ "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"-ইতি শ্রুতিস্তথৈবাহ॥

অন্বার্থঃ—বাদরি মুনি বলেন যে মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নাই; কারণ শ্রুতি "তিনি অশরীর হয়েন, এবং প্রিয়াপ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করে না" ইত্যাদিবাক্যে তদ্রূপই বলিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১১ সূত্র। ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ॥

ভাষ্য।—তচ্ছরীরাদিভাবং জৈমিনির্মন্যতে। কুতঃ? "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি বৈবিধ্যামননাৎ॥

অন্বার্থঃ—জৈমিনি বলেন যে মুক্তপুরুষেরও শরীরাদি থাকে। কারণ সেই মুক্তপুরুষ কখন একপ্রকার হয়েন, কখন তিনপ্রকার হয়েন" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যে তাঁহার বিবিধ রূপ ধারণ করা বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১২ সূত্র। দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ॥

ভাষ্য।—সঙ্কল্পাদেব শরীরত্বমশরীরত্বঞ্চ মুক্তস্য ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। দ্বাদশাহস্য যথা "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ", "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েদি"-তি সত্রত্বমহীনত্বং চ ভবতি, তদ্বৎ॥

অন্বয়ার্থঃ—ভগবান্ বাদরায়ণ (বেদব্যাস) তদ্বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা করেন যে, মুক্তপুরুষ স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে কখন সশরীর কখন বা অশরীর হয়েন; যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় "দ্বাদশাহ" (দ্বাদশদিনব্যাপী এক যজ্ঞ) সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ" এই বাক্যে শ্রুতি "উপেয়ুঃ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যাগের "সত্রত্ব" প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" এই বাক্যে "যাজয়েৎ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যজ্ঞেরই "অহীনত্ব" স্থাপন করিয়াছেন; অতএব "দ্বাদশাহ" যজ্ঞের 'সত্রত্ব" ও "অহীনত্ব" উভয়রূপতাই সিদ্ধ, তদ্রূপ মুক্তপুরুষসম্বন্ধে শ্রুতি "সশরীরত্ব" ও "অশরীরত্ব" উভয় উপদেশ করাতে মুক্তপুরুষের উভয়রূপত্বই সিদ্ধ হয়। (যে যাগ "উপয়ন্তি" ও "আসতে" এই দুই ক্রিয়াপদের দ্বারা বিহিত হইয়াছে এবং যাহা বহুকর্ত্তার দ্বারা নিষ্পাদ্য, তাহা "সত্র", বলিয়া গণ্য; তদ্ভিন্ন যজ্ ধাতুর পদের প্রয়োগ যে যাগ সম্বন্ধে শ্রুতিতে আছে তাহা "অহীন" বলিয়া গণ্য)।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শাঙ্করভাষ্যের সহিত কোন প্রকার বিরোধ নাই।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৩ সূত্র। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥

ভাষ্য।—স্বসৃষ্টশরীরাদ্যভাবে স্বপ্নবদ্ভগবৎসৃষ্টশরীরাদিনা মুক্তভোগোপপত্তেঃ শরীরাদের্মুক্তস্রজ্যত্বানিয়মঃ ॥

অন্বয়ার্থঃ—স্বসৃষ্টশরীরাদির অভাবেও, স্বপ্নকালে বদ্ধজীবের যে ভোগ হয়, তাহার ন্যায়, ভগবৎসৃষ্টশরীরাদিসমন্বিত হইয়া মুক্তপুরুষের ভোগ উপপন্ন হইতে পারে; অতএব মুক্তপুরুষকর্ত্তৃকই যে তাঁহাদের শরীরাদি সৃষ্ট হয়, এমন নিয়মও নাই।

(এই সকল সূত্রে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, মুক্তাবস্থায়ও পরব্রহ্ম এবং মুক্তপুরুষে সম্পূর্ণ অভেদসম্বন্ধ হয় না; মুক্তপুরুষ ভগবদংশ বলিয়াই

তখনও গণ্য ; তিনি পূর্ণব্রহ্ম নহেন। অতএব মুক্তাবস্থার সম্বন্ধেও ভেদাভেদসম্বন্ধই বঝিতে হয় ; এবং তাহাই বেদব্যাস পূর্ব্বে সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব এক অদ্বৈতমীমাংসা বিশুদ্ধ মীমাংসা নহে ; দ্বৈতাদ্বৈতমীমাংসাই বেদান্তদর্শনের অনুমোদিত। ইহার 'পরের সূত্রও এই স্থলে দ্রষ্টব্য। এই সূত্রেও কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই।)

৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ পাদ ১৪ সূত্র। ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥

ভাষ্য।—স্বসৃষ্টশরীরাদিভাবেঽপি মুক্তস্য ভগবল্লীলারসভোগোপপত্তেঃ কদাচিদ্ভগবল্লীলানুসারিণা স্বসঙ্কল্পেনাপি সৃজতি ॥

অস্যার্থঃ—নিজেরই কর্তৃক সৃষ্ট শরীরাদিবিশিষ্ট হইয়াও মুক্তপুরুষ ভগবল্লীলারসভোগ করিতে পারেন ; অতএব মুক্তপুরুষ ভগবল্লীলার অনুসরণ করিয়া নিজেও জাগ্রৎপুরুষের ন্যায় সঙ্কল্পপূর্ব্বক শরীরাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৫ সূত্র। প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥

ভাষ্য।—প্রভায়া দীপস্যেব জ্ঞানেন ধর্ম্মভূতেন জীবস্যানেকশরীরেষ্বাবেশো ভবতি "স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি শ্রুতিস্তথাহি দর্শয়তি ॥

অস্যার্থঃ।— ঈশ্বরের ন্যায় বিভু স্বভাব না হওয়াতে) মুক্তপুরুষ এক হইয়াও কিরূপে জৈমিনি ধৃত "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অনুরূপ বহু শরীরধারী হইতে পারেন ? তদ্বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেমন এক স্থানে স্থিত হইয়াও তাহার প্রভার দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতে পারে ; তদ্বৎ মুক্তপুরুষও স্বীয় জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলে অনেক শরীরে আবিষ্ট হয়েন।

মুক্তপুরুষদিগের যে এইরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে পারে, তাহা শ্রুতিই প্রদর্শন

করিয়াছেন; যথাঃ—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" (কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহাকে পুনরায় শতভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম অণু-পরিমাণ; কিন্তু এইরূপ অণুস্বরূপ হইলেও তিনি গুণে অনন্ত হইতে পারেন) ইত্যাদি। (অতএব জীবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের সঙ্কোচত্ব এবং অসঙ্কোচত্ব দ্বারাই তাঁহার বদ্ধত্ব ও মুক্তত্ব নিরূপিত হয়; মুক্তপুরুষের জ্ঞানৈশ্বর্য্য কিছু দ্বারা বাধিত নহে; সুতরাং তিনি যে বহুদেহ চালনা করিতে পারেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কিছু নাই; বদ্ধজীবও হস্তপদাদি দূরবর্ত্তী অঙ্গসকলকে চালিত করেন; মুক্তপুরুষও তদ্রূপ বহুদেহের চালনা করিতে পারেন।)

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৬ সূত্র। স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥

(স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ = সুষুপ্তি-উৎক্রান্ত্যোঃ)

ভাষ্য।—প্রাজ্ঞেনাত্মনা পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদনান্তরমি"-তি বাক্যং তু ন মুক্তবিষয়ং, কিন্তু সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোরন্যতরাপেক্ষম্ "নাহ খল্বয়ং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যহমস্মী"-তি "নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেব" ইতি ভূতানীতি "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতী"-তি চ "স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে"-তি চ জীবস্যোভয়ত্র নির্বোধত্বং মুক্তাবস্থায়াং চ সর্বজ্ঞত্বং শাস্ত্রেণাবিষ্কৃতম্ ॥

অস্যার্থঃ।—বৃহদারণ্যকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "(যেমন কেহ প্রিয়স্ত্রীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার

বোধবিরহিত হয়, তদ্রূপ) জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা-কর্তৃক পরিবৃত হইয়া বাহ্য অথবা আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না"। এই বাক্য মুক্তপুরুষ-বিষয়ক নহে; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষবিষয়ক। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি (মৃত্যু) এই দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বাক্য অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে। যথা, ছান্দোগ্যে সুষুপ্তি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি তখন আপনি "আমি এই" বলিয়াও জানিতে পারেন না", "এতৎ সমস্ত যেন কিছু নাই, এইরূপ বোধ হয়", এবং মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে "এতেভ্যো ভূতেভ্যো" ইত্যাদি (এই সকল ভূত হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া সেসকলের বিনাশে বিনষ্ট হয়েন, তখন সংজ্ঞা কিছু থাকে না) ইত্যাদি। এইরূপ এই উভয় অবস্থাসম্বন্ধে বলিয়া, ছান্দোগ্যশ্রুতি মুক্তাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মনের দ্বারাই এতৎ সমস্ত দর্শন করেন" ইত্যাদি। এইরূপে সুষুপ্তি ও মৃত্যু এই উভয় অবস্থায় সংজ্ঞাহীনত্ব, এবং মুক্তাবস্থায় সর্ব্বজ্ঞত্ব শাস্ত্রে সর্ব্বত্র স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

(সূত্রোক্ত "সম্পত্তি" শব্দে কৈবল্য বুঝায় বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এই অর্থেও সম্পত্তিশব্দের ব্যবহার আছে; "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে···তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" ইত্যাদিস্থলে সম্পত্তিশব্দে লয় (মৃত্যু) বুঝায়। যদি কৈবল্যার্থে "সম্পত্তি" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই অর্থ হইতে পারে যে, সংজ্ঞাহীনতা সুষুপ্তিস্থলে এবং সর্ব্বজ্ঞতা মুক্তিস্থলে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া শ্রুতির প্রকরণবিচারে আবিষ্কৃত (প্রতিপন্ন) হয়)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৭ সূত্র। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য।—জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারেতরং মুক্তৈশ্বর্য্যম্। কুতঃ?

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদৌ পরব্রহ্মপ্রকরণা-মুক্তস্য তত্রাসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥

অস্যার্থঃ—জগৎস্রষ্টৃত্বাদিব্যাপার ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য মুক্ত-পুরুষদিগের হইয়া থাকে। কারণ "যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতগ্রাম সৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণোক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মেরই জগৎ-স্রষ্টৃত্ব উক্ত আছে; উক্ত প্রকরণে পরব্রহ্মই স্রষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (উক্ত প্রকরণ মুক্তপুরুষবিষয়ক নহে), এবং মুক্তপুরুষদিগের জগৎ-সৃষ্টিসামর্থ্য হওয়া শ্রুতি কোন স্থানে উপদেশ করেন নাই।

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন যে, সগুণব্রহ্মোপাসনাবলে যাঁহারা ঈশ্বরসাযুজ্য-রূপ মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই বেদব্যাস এই সূত্রে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের জগৎসৃষ্টিসামর্থ্য হয় না। পরন্তু এই প্রকরণে সগুণব্রহ্মো-পাসক অথবা নির্গুণব্রহ্মোপাসক বলিয়া কোন স্থানে কোন প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হয় নাই; ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ দেহান্তে যখন পরব্রহ্মে মিলিত হয়েন, যখন তাঁহার "ব্রহ্মসম্পত্তি" লাভ হয়, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহাই বেদব্যাস এই প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন; এই প্রকরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। তবে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে ব্রহ্মজ্ঞ-দিগের এইরূপ শ্রেণীভেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার মতে নির্গুণব্রহ্মোপাসকগণ পরব্রহ্মের সহিত একেবারে মিলাইয়া যান, তাঁহাদের আর কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না; এইমত বেদব্যাস কোন স্থানে ব্রহ্মসূত্রে ব্যক্ত করেন নাই; ইহা প্রকৃত হইলে, বেদব্যাস তদ্বিষয় অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ রাখিয়া, কেবল বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া শিষ্যকে মোহিত করিতেন না; তৎসম্বন্ধে ভেদসকল প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টরূপে সূত্র রচনা করিতেন। এই শেষপ্রকরণে ব্রহ্মসম্পৎপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অবস্থা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে সকল সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন স্থানে ব্রহ্মজ্ঞ

ব্রহ্মসম্পৎপ্রাপ্ত পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেণীভেদ প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল নাম, মন, প্রাণ, সূর্য্য প্রভৃতি প্রতীকে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদের পরব্রহ্মসম্পত্তিলাভই হয় না, তাঁহারা কার্য্যব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া স্পষ্টরূপে এই অধ্যায়ের তৃতীয় প্রকরণের ১৪ সংখ্যক সূত্রে বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন; নির্গুণব্রহ্মোপাসক ভিন্ন কাহারও সম্পূর্ণরূপে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি হয় না, এই শাঙ্করিকমত যদি বেদব্যাসেরও হইত, তবে তৎসম্বন্ধেও এইরূপ স্পষ্টসূত্র অবশ্যই থাকিত। পরব্রহ্মপ্রাপ্তি দেহান্তে হয়, ইহা তৃতীয় প্রকরণে বর্ণনা করিয়া, পরব্রহ্মরূপপ্রাপ্ত, সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত, পুরুষদিগের অবস্থা কি, তাহা বিচার করিবার নিমিত্তই এই চতুর্থপ্রকরণ রচিত হইয়াছে; শাঙ্করিকমত প্রকৃত হইলে, এই প্রকরণে তদ্বিষয়ে স্পষ্টসূত্র থাকা কি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইত না? শঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী; সুতরাং তাঁহার পক্ষে মুক্তপুরুষের কোন প্রকারও পার্থক্য থাকা স্বীকার্য্য হইতে পারে না; তাহা স্বীকার করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতমত তাঁহার অবলম্বন করিতে হয়; কারণ পরব্রহ্ম হইতে মুক্তপুরুষের কিঞ্চিন্মাত্রভেদ স্বীকার করিলে, নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ একেবারে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। এই সূত্রে বেদব্যাস বলিলেন যে, ব্রহ্মরূপপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষদিগেরও পরব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্বাদিশক্তি উপজাত হয় না; সুতরাং কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিয়াই গেল। যেমতে মুক্তজীবও পরব্রহ্মের অংশমাত্র, সেই মতে মুক্তপুরুষদিগের পরব্রহ্মরূপপ্রাপ্তি অথচ সৃষ্টিসামর্থ্যলাভ না করা স্বভাবতঃই স্বীকৃত; কারণ অংশ অংশী হইতে ভিন্ন নহে, অথচ অংশীর সম্যক্ শক্তি অংশে থাকিতে পারে না; মুক্তপুরুষগণ ভগবদংশ; সুতরাং তাঁহার সহিত তাঁহাদের ঐক্যও আছে এবং শক্তিবিষয়ে খর্ব্বতাও আছে। মুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের ভেদজ্ঞান সম্যক্ বিলুপ্ত হয়, সর্ব্ববিধ শাক্ত্যাশ্রয় যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান হওয়াতে

তাঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়, ইহাই বদ্ধজীবের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ। কিন্তু শাঙ্করিকমত রক্ষা করিতে গেলে, এই সূত্রের ও প্রকরণের উপদেশ-সকলের অর্থ সঙ্কোচ না করিলে চলিবে না; অতএবই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য সূত্রার্থের উক্তপ্রকার সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু জগৎ ও জীবের অন্ততঃ ব্যবহারিক অস্তিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত; ইহা নিষেধ করিতে কেহ সমর্থ নহেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদদ্বারা এই স্বীকৃত ব্যবহারিক অস্তিত্বেরও কোন প্রকার ব্যাখ্যা করা যায় না। যাহা হউক এই বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক বিচার করা হইয়াছে; এই স্থলে তাহার পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। এই স্থলে এইমাত্রই বক্তব্য যে, ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগের অবস্থাবিষয়ে বেদব্যাস এই সূত্রে এবং সাধারণতঃ এই প্রকরণে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শাঙ্করিকমতের বিরোধী।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৮ সূত্র। প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ॥

[আধিকারিকমণ্ডলস্থাঃ হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্থা ভোগাস্তেঽপি মুক্তানুভববিষয়া, স্তেষামুক্তেঃ ছান্দোগ্যাদিশ্রুত্যা তৎপ্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ।]

ভাষ্য।—"স স্বরাড়্ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারপ্রতিপাদনাৎ "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্"-িতি যদুক্তং তন্নেতি চেন্ন, তয়া শ্রুত্যা হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্থানাং ভোগানাং মুক্তানুভববিষয়তয়োক্তত্বাৎ॥

অস্যার্থঃ—"তিনি স্বরাট্ (সম্পূর্ণস্বাধীন) হয়েন, তিনি সকল লোকে কামচারী হয়েন" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যে মুক্তপুরুষদিগের জগৎস্রষ্ট্যাদিসামর্থ্য লাভ করা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়; অতএব "জগদ্ব্যাপার" ভিন্ন অন্য সামর্থ্য হয় বলিয়া যে উক্তি করা হইল, তাহা সৎসিদ্ধান্ত নহে;

এইরূপ আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ উক্ত শ্রুতির এইমাত্রই অভিপ্রায় যে হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্থিত পুরুষদিগের যে সমস্ত ভোগ হয়, তৎসমস্তই মুক্তপুরুষের আয়ত্তাধীন হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৯ সূত্র। বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥

[বিকারে জন্মাদিষট্কে ন আবর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি• জন্মাদিবিকারশূন্যং ; চ শব্দোঽবধারণে। তথাহি মুক্তস্থিতিমাহ শ্রুতিঃ ইত্যর্থঃ।]

ভাষ্য।—জন্মাদিবিকারশূন্যং স্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্তগুণসাগরং সবিভূতিকং ব্রহ্মৈব মুক্তোঽনুভবতি। তথাহি মুক্তস্থিতিমাহ শ্রুতিঃ। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে অনাত্ম্যে নিরুক্তে নিলয়নে ঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি," "রসো বৈ স, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি" ইত্যাদিকা।

অস্যার্থঃ—মুক্তপুরুষগণ (জগদ্ব্যাপারসামর্থ্য লাভ না করিলেও, তাঁহারা) জন্মাদিবিকারশূন্য হয়েন ; তাঁহারা স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত গুণসাগর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন। মুক্তপুরুষদিগের এইরূপ স্থিতিই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন ; যথা, তৈত্তিরীয় শ্রুতি মুক্তাবস্থার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"যখন এই জীব এই অদৃশ্য, দেহাদিবিবর্জ্জিত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ, যে পরব্রহ্ম, তাঁহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং তদ্ধেতু সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হয়েন, তখন তিনি সেই অভয়-ব্রহ্মরূপই হয়েন ;" "তিনি রসস্বরূপ ; এই জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরূপ লাভ করেন। ইত্যাদি। [মুক্তপুরুষ সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন ভগবান্‌কে লাভ করিয়া ভগবদ্‌বিভূতিবিশেষ হিরণ্যগর্ভাদির লোকসকলস্থিত ভোগসকলও প্রাপ্ত হয়েন ; ইহাই মুক্তপুরুষের কামচারিত্ব-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় ; মুক্তপুরুষ ভিন্ন অপরেও কদাচিৎ

হিরণ্যগর্ভলোক (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হইতে পারেন ; কিন্তু তাঁহারা পরব্রহ্ম-সম্পদ্ লাভ করেন না, এবং তাঁহাদের কেবল তদ্দ্বারাই পুনরাবর্ত্তন বন্ধ হয় না ; কারণ "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" (ভগবদ্গীতা ৮ম অধ্যায়) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তনের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।]

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, যথা,—পরমেশ্বর যে কেবল বিকারভূত সূর্য্যমণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাহা নহে, তিনি বিকারাবর্ত্তী অর্থাৎ নিত্যমুক্ত বিকারাতীতরূপেও বিরাজ করিতেছেন ; তাঁহার এই দ্বিরূপে স্থিতি শ্রুতিও বর্ণনা করিয়াছেন,—যথা "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ", "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি", "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদি (এতৎ সমস্তই পরমেশ্বরের বিভূতি ; তিনি এই সকলকে অতিক্রম করিয়া আছেন, ইহাদিগহইতে তিনি শ্রেষ্ঠ ; এই সমুদায় ভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র, অবশিষ্ট তিন পাদ অমৃত, স্বর্গে অবস্থিত)। এই ব্যাখ্যা এই স্থলে প্রাসঙ্গিক বলিয়া অনুমিত হয় না ; যাহা হউক ঈশ্বরের এই দ্বিরূপত্বই দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদিগের সম্মত ; ঈশ্বর গুণাতীত এবং সগুণ উভয়ই। যদি ইহাই বেদব্যাসের অভিপ্রায় হয়, তবে ব্রহ্ম কেবল নির্গুণ বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা, এই সূত্রের ব্যাখ্যা তিনি যেরূপ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই খণ্ডিত হইল। তাঁহার মত বেদব্যাসের অনুমোদিত যে নহে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। অতএব অপর স্থানে বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে তিনি ব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত ব্যাখ্যা নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২০ সূত্র। **দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে।**

[প্রত্যক্ষ = শ্রুতি ; অনুমান = স্মৃতি]

ভাষ্য।—কৃৎস্নজগৎস্রষ্ট্যাদিব্যাপারার্হ-ব্রহ্মৈব "স কারণং কারণাধিপাধিপঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ," "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরমি"-তি শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং মুক্তৈশ্বর্য্যম্।"

অস্যার্থঃ—সম্যক্ জগতের সৃষ্ট্যাদিব্যাপার যে কেবল ব্রহ্মেরই আছে, তাহা শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ই স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি, যথা "কারণং কারণাধিপাধিপঃ" ইত্যাদি; স্মৃতি, যথা "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (ইতি ভগবদ্গীতাবাক্য)। অতএব মুক্ত-পুরুষদিগের জগৎসৃষ্ট্যাদিসামর্থ্য না থাকা বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২১ সূত্র। ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ।

ভাষ্য।—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতে"-তি ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ মুক্তৈশ্বর্য্যং জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্।

অস্যার্থঃ—"মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধ ভোগ উপলব্ধি করেন," এই স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরের সহিত মুক্তপুরুষের কেবল ভোগবিষয়েই সমতা থাকা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, সামর্থ্যের সাম্য উপদেশ করেন নাই। অতএব ইহা দ্বারাও মুক্তপুরুষদিগের জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারসামর্থ্য না থাকা সিদ্ধান্ত হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২২ সূত্র। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।

ভাষ্য।—পরংজ্যোতিরূপসম্পন্নস্য সংসারাদ্বিমুক্তস্য প্রত্যগাত্মনঃ পুনরাবৃত্তির্ন ভবতি কুতঃ? "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে," "মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি শব্দাৎ।

অন্বয়ার্থঃ—পরমজ্যোতিঃস্বরূপপ্রাপ্ত, সংসার হইতে বিমুক্ত, জীবের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "এই দেবযানপথে প্রস্থিত পুরুষদিগের আর এই মনুষ্যসম্বন্ধীয় আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে হয় না।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ইহাদ্বারা সগুণব্রহ্মোপাসকের পুনরাবৃত্তিই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রতিষেধ করিয়াছেন. সগুণব্রহ্মোপাসকগণেরই যখন পুনরাবৃত্তি নিষিদ্ধ হইল, "তখন নির্ব্বাণপরায়ণ, সম্যক্ নির্গুণ ব্রহ্মদর্শীদিগের অনাবৃত্তি কাজেই সিদ্ধ আছে," অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিশেষ উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। পরন্তু বেদব্যাস যখন সর্ব্ববিধ ব্রহ্মোপাসকদিগের গতি এবং মুক্তাবস্থা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকের গতির ও মুক্তির তারতম্য থাকিলে, তাহা প্রদর্শন না করা, দোষাবহ বলিয়াই গণ্য হইত, এবং তাহাতে গ্রন্থের পূর্ণতার অভাব হইত। অতএব শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেবল নাম, মনঃ, প্রাণ, সূর্য্য ইত্যাদি প্রতীকালম্বনেই, যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদের ঐ উপাসনার ফলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না; তাঁহাদের সেই উপাসনার ফলে তাঁহারা হিরণ্যগর্ভধ্যানকারী হইলে, হিরণ্যগর্ভলোকপ্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং ব্রহ্মার জীবিতকাল পর্য্যন্ত তথায় বসতি করিয়া, তাঁহারা পরে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা হিরণ্যগর্ভেরও স্রষ্টা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিরণ্যগর্ভলোকে গমনের পর পরব্রহ্মের সহিতই একত্বপ্রাপ্তি হয়; সুতরাং ব্রহ্মসম্পত্তিলাভ করিতে তাঁহাদিগের আর অপেক্ষা থাকে না; পরব্রহ্মলাভের নিমিত্ত তাঁহাদিগের আর ব্রহ্মার জীবিতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। তাঁহাদের

সম্বন্ধেই শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"; তাঁহাদের পরব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একত্ববোধ হইলেও, তাঁহারা যে একেবারে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়েন না, উক্তবাক্যই তাহার প্রমাণ; যদি তাঁহাদের শক্তিবিষয়েও কোন প্রভেদ না থাকিত, তাঁহারা যদি ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমতাপ্রাপ্ত হইতেন, তবে "প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" ইত্যাদিবাক্য নিরর্থক হইত। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এই প্রকরণের ১২শ হইতে ১৫শ সূত্রে তাহা শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং মুক্তপুরুষদিগের যে জগৎসৃষ্ট্যাদি সামর্থ্য হয় না বলিয়া বেদব্যাস সপ্রমাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও মুক্তপুরুষ এবং পরব্রহ্মের যে সর্ব্বাংশে সমতা হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর একটি কথা এইস্থলে বক্তব্য যে, যাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া, ব্রহ্মার জীবনান্তে ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন, তাঁহাদিগকে সেই মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত যথার্থপক্ষে মুক্ত বলাই উচিত নহে। সাধারণ ব্রহ্মলোকবাসিদেবগণকে মুক্তপুরুষ বলা হয় না; ব্রহ্মলোকবাসিদেবগণ এবং মুক্তপুরুষদিগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা যোগসূত্রব্যাখ্যানে বেদব্যাস স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং বেদান্তদর্শনেও তৎসম্বন্ধীয় বহুশ্রুতি সকল ভাষ্যকারগণ উদ্ধৃত করিয়া, তাহা ব্যাসসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন; এবং ব্রহ্মলোক যে ধ্বংসশীল, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত; সুতরাং তন্মাত্র লাভ করিয়া যে জীব কৃতকৃত্য হইতে পারে না, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। জীবন্মুক্তপুরুষের আরব্ধকর্ম্ম-ভোগের নিমিত্ত দেহ থাকে; এই আরব্ধকর্ম্ম-ক্ষয় হইয়া গেলে, ব্রহ্মরূপতা লাভ করিতে আর কিছু অন্তরায় থাকে না। জগদতীত এবং সর্ব্বগত ব্রহ্মধ্যানরূপ উপাসনাকার্য্য তাঁহারা ইহজীবনে অবলম্বন করেন; সুতরাং অপরাপর লোকসকলের আশ্রয়ীভূত এবং সর্ব্বলোকব্যাপক ব্রহ্মলোক স্থূল-

দেহান্তে তাঁহাদিগের পক্ষে প্রথমেই প্রাপ্তি হওয়া উচিত; ইহাই স্বাভাবিক; এইরূপ সর্ব্বলোকাগ্রগীভূত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া, তদতীত পরব্রহ্মকে তাঁহারা লাভ করেন বলিয়া যে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তে আপত্তির বিষয় কি হইতে পারে?

শঙ্করাচার্য্য বলেন, প্রারব্ধকর্ম্ম যখন স্থূলদেহের নিধনের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন আর কোন্ হেতু অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ অর্চ্চিরাদিমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকে যাইবেন? এই তর্কের বিচার যথাস্থলে করা হইয়াছে; এইক্ষণে তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, জীব সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেও, স্বরূপতঃ বিভুস্বরূপ নহেন, কেবল পরমাত্মাই বিভুস্বরূপ; তাহা বেদব্যাস প্রথমেই প্রমাণিত করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ বিভুস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে, তাঁহার বদ্ধাবস্থার একেবারে অসম্ভব হয়; যিনি স্বভাবতঃ বিভু, তাঁহার আবরক কিছু হইতে পারে না; সঙ্কোচবিকাশধর্ম্ম যাহার আছে, তাহাকেই সীমাবদ্ধ বলিতে হয়, তিনি বিভু—সর্ব্বব্যাপী নহেন; সর্ব্বব্যাপিত্বধর্ম্মের সঙ্কোচ অসম্ভব, এবং বিকাশও অসম্ভব। সুতরাং জীব স্বভাবতঃ বিভুস্বরূপ হইলে, তাঁহার বদ্ধাবস্থা অসম্ভব। এই বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বিচার দ্বারা মীমাংসা করা হইয়াছে। অতএব জীব স্বভাবতঃ বিভুস্বরূপ না হওয়াতে, মুক্তাবস্থায়ও তাঁহার বিভুত্ব লাভ হয় না; তিনি ঈশ্বরের অংশরূপেই থাকেন; সুতরাং তিনি একেবারে অলিঙ্গ হয়েন না; অলিঙ্গ না হওয়াতে, তাঁহার গতি অসম্ভব নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইয়াও, জগদতীত। প্রকাশিত জগৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মলোকেই অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মলোক পরব্রহ্মের প্রকাশিত প্রধানতম বিভূতিস্বরূপ; সুতরাং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, এই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিও আবশ্যক। এই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি দ্বারা প্রথমতঃ এই চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপী ভগবদ্বিভূতির সাক্ষাৎকার

হয়, এবং এই বিভূতিসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তদতীত সর্ব্বাতীত সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মরূপও লব্ধ হয়; ইহাই শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন; ইহাই পরব্রহ্মপ্রাপ্তির ক্রম; এইরূপেই পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, এবং মহাভারতে স্বর্গারোহণ পর্ব্বে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহান্তে ব্রাহ্ম-বপুঃ-সমন্বিত হইয়া বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণরূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। সর্ব্বতোভাবে মুক্ত সনকাদি আচার্য্য এবং নারদ প্রভৃতিও ভক্ত সাধকগণকে দর্শন দিয়া থাকেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। এতৎসমস্তই কর্ম্ম; তাহা যদি তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে পরব্রহ্মজ্ঞমুক্তপুরুষের দেহান্তে ব্রহ্মলোকগমনরূপ কর্ম্ম করা অসম্ভব বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, দেহান্তে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষগণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া এই দেহ হইতে সূক্ষ্মশরীর দ্বারা নির্গত হয়েন, এবং অর্চ্চিরাদিমার্গ অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয়েন; তথায় তাঁহাদিগের সূক্ষ্মদেহান্তর্গত ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মরূপে সমতাপ্রাপ্ত হয়; তাঁহারা ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হওয়ায়, সর্ব্বত্র অভেদদর্শী ও ব্রহ্মদর্শী হয়েন, ধ্যানমাত্রই তাঁহাদিগের সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান উদ্ভূত হয়; তাঁহাদের ইচ্ছা অপ্রতিহত হয়; পরন্তু ঈশ্বর হইতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, জগৎসৃষ্টিব্যাপারাদিবিষয়ে তাঁহাদিগের ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকে না। এইরূপ মীমাংসাতে সমস্ত শ্রুতিবাক্য সমন্বিত হয়।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ ॥

উপসংহার।

বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল; এবং তৎসহ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত ষড়্দর্শনের ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ হইল। দার্শনিক বিচার বেদান্তদর্শনেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপ, জীবস্বরূপ এবং দৃশ্যমান জগতের মূলতত্ত্ব সমস্তই এই বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। কাম্যকর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া জীব যে সংসারে নানাবিধ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া, সুখ-দুঃখাদি ভোগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাও পর্য্যায়ক্রমে শ্রীভগবান বেদব্যাস এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন; এবং নিষ্কামকর্ম্মের দ্বারা হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বিহারপূর্ব্বক অন্তে যে পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়েন, তাহাও এই গ্রন্থে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সপ্রমাণ করিয়াছেন। অতঃপর নিষ্কাম পরব্রহ্মোপাসকগণ যে দেহান্তে অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, পরব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন, এবং তৎকালে তাঁহাদের যেরূপ অবস্থা হয়, তৎসমস্তও মহর্ষি বেদব্যাস অতি বিশদরূপে এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই গ্রন্থ অতিশয় আদরণীয়।

এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়সকল অতীন্দ্রিয়পদার্থ-বিষয়ক; প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না; অনুমান-প্রমাণ প্রত্যক্ষের উপরই স্থাপিত; সুতরাং কেবল অনুমানবলেও এই সকল অতীন্দ্রিয়বিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান লাভ করা যায় না; অতএব তৎসম্বন্ধে একমাত্র নিশ্চিত প্রমাণ শ্রুতি, যাহা ভারতবর্ষীয় ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত

হইয়াছিল। প্রধানতঃ ফলনিষ্পত্তির দ্বারাই শ্রুতিবাক্যসকল ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। পরন্তু শ্রুতিসকল নানাগ্রন্থে নানাবিষয়-উপলক্ষে নানাপ্রকারে লিপিবদ্ধ হওয়াতে, তৎসমস্তের সারমর্ম্ম কি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়; অতএব পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ বেদব্যাস জীবের কল্যাণের নিমিত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রুতিবাক্যসকলের [illegible]র বিচার করিয়া, তাঁহার সিদ্ধান্তসকল এই গ্রন্থে উপদেশ করিয়াছেন। [illegible]ন্তু অনুমানের বিরুদ্ধ হইলে, সাধারণ জীবের পক্ষে উপদেশ গ্রহণ ও [illegible]ায়ত্ত করা কঠিন বিবেচনায়, তিনি যুক্তিমূলেও শ্রুত্যুক্ত উপদেশসকলের সমর্থন করিয়া সাধকের বুদ্ধিকে তদ্বিষয়ে নিষ্ঠাসম্পন্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। শ্রুত্যর্থবিচার ও যুক্তিমূলে বেদব্যাস ব্রহ্মস্বরূপ এবং জীবতত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কয়েকটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রুতি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসকল উপদেশ করিয়াছেন :—

"ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন, ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১॥ ১ম অঃ॥
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥ ২॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

* * * *

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭
সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ,
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৮
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥
ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১১ ॥
এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১২ ॥

* * * *

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৪ র্থ অঃ ৫॥
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৬ ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭ ॥

* * * *

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ১০॥
যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং স চ বি চৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি" ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ—ওঁ। ব্রহ্মবাদিগণ (ব্রহ্মনিরূপণার্থ সমবেত হইয়া) প্রশ্ন করিলেন, ব্রহ্ম কি জগতের কারণ? আমরা কোথা হইতে জন্মলাভ করিলাম—উৎপন্ন হইলাম? কাহার দ্বারা আমাদের জীবনব্যাপার নির্ব্বাহ হইতেছে? কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা (জীবনান্তে) প্রতিষ্ঠিত হই? হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ! কাহারদ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা সুখদুঃখভোগে অবস্থিতি করি? ১ ॥ ১ম অঃ ॥

কালই কি জগতের কারণ? অথবা জাগতিক বস্তুসকল কি স্বভাবতঃই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে? অথবা পুণ্যাপাপরূপ কর্ম্মই (নিয়তি) কি জগৎকারণ? অথবা কোন কারণ ব্যতিরেকে হঠাৎ কি বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে? অথবা আকাশাদি ভূতই কি এই জগতের কারণ? অথবা পুরুষই (জীবাত্মাই) কি এই জগতের উৎপত্তিকারণ? (অথবা কালাদি কি মিলিতভাবে জগতের কারণ? না, কালাদি জগৎকারণ হইতে পারে না; কারণ) কালাদির সংযোগেও জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না, যেহেতু আত্মার অস্তিত্ব তদ্দ্বারা সাধিত হয় না। তবে কি আত্মাকেই (জীবাত্মাকেই) জগৎকারণ বলিয়া অবধারণ করা কর্ত্তব্য? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ আত্মাও সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন; তিনি

অবশ হইয়া পুণ্যপাপাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুখ-দুঃখাদিভোগের হেতুভূত হয়েন। ২॥

তাঁহারা ধ্যানসম্পন্ন হইয়া দেখিলেন যে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের (বাহ্যে প্রকাশিত) গুণসকলের অন্তরালে স্থিত স্বরূপগত শক্তিই (এতৎ সমস্তের কারণ), তিনি এক হইয়াও কাল ও আত্মা-সংযুক্ত অপর সমস্ত কারণে অধিষ্ঠান করিতেছেন (অন্য সমস্ত কারণ তাঁহারই শক্তিবিশেষ)। ["দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্তস্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং ন পৃথগ্‌ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণমপশ্যন্"। ইতি শাঙ্করভাষ্যে।] ৩॥

এই ব্রহ্মকেই বেদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (সর্ব্বসার) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; তাঁহাতেই ত্রিবিধত্ব (ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও দৃশ্য জগদ্রূপত্ব) প্রতিষ্ঠিত আছে; এবং তিনি (সর্ব্বাশ্রয়রূপে) অক্ষরস্বভাবও বটেন (সর্ব্বদা একরূপ, অপরিবর্তনীয়ও বটেন)। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ তাঁহারা ব্রহ্মের এতৎসমস্ত শক্তিভেদ অবগত হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হয়েন এবং তাঁহাতে লীন হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়েন। ৭॥

ক্ষরত্ব ও অক্ষরত্ব এই উভয় সংযুক্তভাবে ব্রহ্মস্বরূপে বর্ত্তমান আছে, [ক্ষররূপ জগৎও ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ—শক্তিবিশেষ হওয়ায়, তাহা এবং সর্ব্ববিধ শক্তির আশ্রয়রূপে স্থিত পূর্ব্বোক্ত "অক্ষর" ব্রহ্ম, নিত্য সংযুক্তভাবে অবস্থান করিতেছেন; তন্মধ্যে] ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বাবস্থাপন্ন জগৎকে ধারণ ও পোষণ করেন; জীবরূপী ব্রহ্ম অনীশ্বর (অল্পশক্তিমান্, অসর্ব্বজ্ঞ) হওয়ায়, (ভেদবুদ্ধিনিবন্ধন) আপনাকে ভোক্তা ও জগৎকে ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া বন্ধনপ্রাপ্ত হয়েন; পরন্তু যখন তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে অবগত হয়েন, তখনই সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করেন।৮॥

[পূর্ব্বে ৭ম শ্লোকে যে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে আরও বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইতেছে]। ব্রহ্মের ঈশ্বররূপে তিনি "জ্ঞ"

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞস্বভাব; অনীশ্বর অর্থাৎ জীবরূপে তিনি "অজ্ঞ" অর্থাৎ অপূর্ণজ্ঞস্বভাব; এই উভয়রূপত্বই তাঁহার নিত্য। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটি রূপ আছে, যাহা জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগসাধক—অর্থাৎ বহির্জগৎ; ইহাও নিত্য। এবঞ্চ ব্রহ্ম আত্মা-স্বরূপ, অনন্ত (সর্ব্বব্যাপী) এবং বিশ্বরূপ অর্থাৎ ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্ব তাঁহার স্বরূপগত; সুতরাং তিনি অকর্ত্তা; কারণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিতয়ই তাঁহার এই আত্মরূপের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া আছে। ["যত এবানন্তো বিশ্বরূপ আত্মা অতএব অকর্ত্তা কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ" ইতি শাঙ্করভাষ্যে। অর্থাৎ যখন ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্বই জীবশক্তি, জগৎশক্তি ও ঐশীশক্তি এতৎসমস্তই অক্ষররূপী ব্রহ্মের স্বরূপগত, তখন তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না, কারণ সকলই যখন স্বরূপে বর্ত্তমানই আছে, তখন তিনি আর নূতন করিয়া করিবেন কি?]। ৯॥

প্রধান (অর্থাৎ ভোগ্যস্থানীয় জগতের প্রকৃতি) ক্ষরস্বভাব—পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু হর (ঈশ্বর) অক্ষর—অপরিণামী ও অমৃত; তিনি এক অদ্বিতীয়রূপে প্রকাশিত হইয়া ক্ষরস্বভাব উক্ত প্রধানকে এবং জীবকে নিয়মিত করেন। পুনঃ পুনঃ তাঁহার ধ্যানের দ্বারা, তাঁহার সহিত বিশ্বের একত্বজ্ঞানের দ্বারা, তাঁহার সহিত জীবের একাত্মতাবোধের দ্বারা (ভোক্তৃভোগ্যরূপ) বিশ্বমায়া হইতে জীব বিনির্ম্মুক্ত হয়॥ ১০ ॥

সেই দেবকে (সর্ব্বপ্রকাশক ব্রহ্মকে) জানিতে পারিলে সমস্ত সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়; সুতরাং সেই জ্ঞানী পুরুষের অবিদ্যাদি ক্লেশসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হইতে তিনি বিমুক্ত হয়েন। তাঁহার (সেই দেবের) ধ্যানের দ্বারা দেহান্তে জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মের জগদতীত (পূর্ব্বোক্ত) তৃতীয় ঈশ্বররূপকে প্রাপ্ত হইয়া জাগতিক সমস্ত ঐশ্বর্য্যভোগের অধিকারী এবং গুণাতীত (কেবল) ও আপ্তকাম হয়েন॥ ১১ ॥

আত্মা-রূপে অবস্থিত এই ব্রহ্মই নিত্য জ্ঞেয় (তাঁহার জ্ঞানলাভ করিতে অবিরত যত্ন করা প্রয়োজন) ; তদ্ভিন্ন চিন্তনীয় বস্তু অপর কিছু নাই ; এই ব্রহ্মই ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ, এবং এতদুভয়ের নিয়ন্তা ও পরিচালক ঈশ্বর ; এই ত্রিবিধরূপই তাঁহার,—এই প্রকারে তাঁহাকে চিন্তা করিবে॥ ১২॥

* * * * * * *

জন্মরহিত (নিত্য) একটি (জীবাত্মা), তদ্রূপ নিত্যা লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণা (সত্ত্ব রজঃ এবং তমোরূপা) এবং নিজের সমানবর্ণবিশিষ্ট (ত্রিগুণাত্মক) প্রজাসৃষ্টিকারিণী অপর একটিকে (ত্রিগুণাত্মিকা নানারূপবিশিষ্টা প্রকৃতিকে) ভোগ করিয়া, তাহাতে সংযুক্ত হইয়া আছেন ; নিত্য অপর একটি (ঈশ্বর) ভোগদায়িকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া (তদতীত হইয়া) অবস্থিতি করেন। ৪র্থ অধ্যায়। ৫॥

সখ্যভাবে স্থিত পক্ষী দুইটি একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া আছেন ; তন্মধ্যে জীবরূপী পক্ষী ঐ বৃক্ষের ফলকে স্বাদু বোধে আস্বাদন করেন, অপরটি (ঈশ্বররূপী পক্ষী) ফল ভক্ষণ না করিয়া কেবল দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিতি করেন। ৬॥

একই বৃক্ষে জীবরূপী পক্ষী অবস্থান করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়েন, এবং সামর্থ্যাভাবে আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া শোক করিতে থাকেন। পরে যখন তিনি অন্য ঈশ্বররূপী পক্ষীকে ভজন করিয়া তাঁহার মহিমা অবগত হয়েন, তখন তিনি (তৎপ্রভাবে) শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন। ৭॥

* * * * * * *

এই জগতের উপাদান যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, তাঁহাকেই ব্রহ্মের মায়াশক্তি বলিয়া জানিবে ; এবং সেই মহেশ্বরকেই মায়াশক্তিমান্ (মায়া-

শক্তির আশ্রয়) বলিয়া জানিবে। সেই মায়ানাম্নী শক্তিরই বিভিন্ন অবয়বের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। ১০ ॥

সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে অধিষ্ঠান করিতেছেন তাঁহাতেই এতৎ সমস্ত সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হয়; সেই বরদ, জগন্নিয়ন্তা, সকলের পূজার্হ, সর্ব্বপ্রকাশক ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীব আত্যন্তিক শান্তি (মোক্ষ) লাভ করিয়া থাকেন। ১১ ॥ *

সিদ্ধান্ত :—

(১) এই সকল শ্রুতিবাক্যে প্রথমে এই উপদেশ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের আত্মভূত ঐশীশক্তিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ; সুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপতঃই সর্ব্বশক্তিমান্। (পূর্ব্বোদ্ধৃত ১ম হইতে ৩য় শ্লোক এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকসকল দ্রষ্টব্য)। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের ১ম ও ২য় সূত্রে শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও এই সিদ্ধান্তই বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথমাধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন যে, এই ব্রহ্মই সমস্ত উপনিষদে একমাত্র পরমপদার্থ বলিয়া উদ্গীত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের ৩য় ও ৪র্থ সূত্রে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) তৃতীয়তঃ, শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি পূর্ব্বোদ্ধৃত ২য় শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন যে, জড়স্বভাব মহাভূতাদি প্রকৃতিবর্গ এবং অসর্ব্বশক্তিমান্

* শ্লোকসকলের স্বাভাবিক অন্বয় অনুসারে যে অর্থ হয়, তাহাই অনুবাদে উল্লিখিত হইল।

জীব জগৎকারণ নহে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের ৫ম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যের বিচার এবং যুক্তিমূলে তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(৪) চতুর্থতঃ, শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি উক্ত ঈশ্বররূপী ব্রহ্মকে "জ্ঞ" (সর্ব্বজ্ঞ) স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়া, জীবকে অসর্ব্বজ্ঞস্বভাব অসর্ব্বশক্তিমান্ ও প্রকৃতিবর্গের ভোক্তা বলিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথমাধ্যায়ের ৯ম প্রভৃতি সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন; এবঞ্চ জীবকে ব্রহ্মেরই নিত্য অংশ এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৪২ সংখ্যক প্রভৃতি সূত্রে জীবকে ব্রহ্মের অংশমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(৫) পঞ্চমতঃ, দৃশ্যমান জগৎকে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ত্রিগুণাত্মক ও ক্ষর-স্বভাব অর্থাৎ পরিণামশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়া জগতের বীজরূপা প্রকৃতিকে "মায়া"শক্তি এবং "প্রধান"নামে অভিহিত করিয়াছেন; এবং এই শক্তিকে ব্রহ্মেরই নিত্যাশক্তি ও অংশস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (পূর্ব্বোদ্ধৃত ১ অ' ১০ম শ্লোক, ৪র্থ অঃ ৫ম এবং ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শ্রীভগবান্ বেদ-ব্যাসও বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম পাদে এবং তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদের ২৭শ প্রভৃতি সূত্রে এইরূপই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(৬) ষষ্ঠতঃ, শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি যেমন জীবশক্তি ও গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ নিত্য সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞস্বভাব ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম যে উক্ত গুণরূপ (প্রকৃতিরূপ) অংশ হইতে অতীত; সুতরাং জীব ও প্রকৃতির নিয়ন্তা হইয়াও জগদ্ব্যাপারে নির্লিপ্ত (অনাবদ্ধ), তাহাও স্পষ্টাক্ষরে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকসকলে উপদেশ করিয়া-ছেন। যথা, পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বিশ্বের কারণীভূত

ঐশীশক্তিকে "স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' (ব্রহ্মের "গুণ" সকলের অন্তরালে স্থিত) বলিয়া শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন; পুনরায় ঐ অধ্যায়ের ৯ম ও ১০ম সূত্রে "অজা" "ভোগ্য"-স্থানীয়া গুণাত্মিকা প্রকৃতি, এবং ভোক্তা জীব হইতে অতীত এবং এতদুভয়ের পরিচালক ও নিয়ামক বলিয়া ঈশ্বররূপী ব্রহ্মকে ঐ শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঐশীশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি (গুণরূপা প্রকৃতি) হইতে অতীত হওয়াতে, ঐ শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত; অতএব পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩য় শ্লোকে ইহাকে "দেবাত্মশক্তি" (ব্রহ্মের স্বরূপগত শক্তি) বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এই ঐশীশক্তির নাম মায়াশক্তি নহে; মায়াশক্তিও ব্রহ্মের শক্তি; কিন্তু যে শক্তিকে প্রথমাধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে ক্ষরস্বভাব "প্রধান" নামে, এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে "লোহিতশুক্লকৃষ্ণা" (সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই শক্তিকেই দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে "প্রকৃতি" নামে অভিহিত করিয়া শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ঐ প্রকৃতিরই অপর নাম "মায়া" এবং তাহা পরমেশ্বরেরই শক্তিবিশেষ। ১ম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে ব্রহ্মের ত্রিবিধত্বের ("ত্রয়ং") উল্লেখ করিয়া সেই ত্রিবিধত্ব কি, তাহা স্পষ্টরূপে তৎপরবর্ত্তী ৯ম শ্লোকে শ্রুতি উপদেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, অজ জীব, অজাপ্রকৃতি (ভোগ্যস্থানীয়া প্রকৃতি) এবং অজ ঈশ্বর এতৎ-ত্রিতয়ই ব্রহ্ম। সুতরাং ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম যে গুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত, তদ্বিষয়ে শ্রুতির অভিপ্রায়সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বেদান্তদর্শনে শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও যে তদ্রূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বেদান্তদর্শনব্যাখ্যানে সর্ব্বত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে। "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"-নামক মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদে এই ঐশীশক্তির স্বরূপ অবধারণ করিতে প্রযত্ন করা হইয়াছে। এইস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য। ঐশীশক্তির প্রকাশোন্মুখাবস্থাকেই মায়াশক্তি বলা যায়।

(৭) সপ্তমতঃ, প্রথমাধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ৭ম শ্লোকে ব্রহ্মের উক্ত ত্রিবিধত্ব বর্ণনা করিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম "অক্ষর"ও বটেন ("অক্ষরঞ্চ")। কিরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া, জগতের সৃষ্টি-সাধন, এবং জীব ও জগতের পরিচালন ধারণ ও রক্ষণ এবং জগতের সংহারসাধন করিয়াও ব্রহ্ম "অক্ষর"—অপরিবর্ত্তনশীল থাকেন, তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রুতি পূর্ব্বোদ্ধৃত ৯ম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম অনন্ত এবং বিশ্বরূপ; অতএব তিনি "অকর্ত্তা" ("অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্‌কর্ত্তা"। ব্রহ্ম অনন্ত ও বিশ্বরূপ—ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত জগৎ নিত্য তাঁহার স্বরূপভুক্ত; অতএব তাঁহার ঐশীশক্তি দ্বারা তাঁহার স্বরূপই বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়—তাঁহার স্বরূপকেই তিনি অনন্তরূপে দর্শন ও ভোগ করেন। তিনি যে শক্তিদ্বারা এই স্বরূপের সমগ্র দর্শন করেন, তাহাই তাঁহার ঐশীশক্তি—সমষ্টিশক্তি; যে শক্তির দ্বারা তিনি ঐ স্বরূপকে ব্যষ্টিভাবে দর্শন করেন, তাহাই তাঁহার জীবশক্তি; এবং ঐ জীবশক্তির দৃশ্য-(ভোগ্য)-স্থানীয় যে শক্তি তাহারই নাম গুণ অথবা প্রকৃতি। দৃশ্যত্বই গুণাত্মিকা প্রকৃতির স্বরূপ হওয়াতে তাঁহাকে "অচেতন" বলিয়া আখ্যাত করা হয়। কিন্তু প্রকাশিত অবস্থায়ই এই অচেতনত্ব; ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত অবস্থায় ইহার পৃথক কোন সংজ্ঞা নাই। অতএব "অক্ষর"ব্রহ্মে গুণ-গুণী বলিয়া কোন ভেদ নাই; ইহাকেই ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ বলা যায়; এই অক্ষর ব্রহ্মের তুলনায় জীব ও জগৎকে শক্তিবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, এবং ঐ শক্তি-দ্বয়ের আশ্রয় বলিয়া অক্ষরব্রহ্মকে ব্যাখ্যাত করা হয়। সুতরাং ব্রহ্ম "ক্ষর" এবং "অক্ষর"—সগুণ এবং নির্গুণ এই উভয়াত্মক; এই উভয়রূপে তাঁহার পূর্ণতা। অতএব অচেতন জগৎকে যখন ব্রহ্মের প্রকাশিত দৃশ্যশক্তিরূপে দর্শন এবং ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই ইহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ গুণাত্মক নামে বর্ণনা করা হয়; অক্ষরব্রহ্মের স্বরূপভুক্তরূপে ইহাকে অপ্রাকৃত ব্রহ্ম বলিয়াই

বর্ণনা করা হয়। সুতরাং জগতের ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ; জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের অংশ; সুতরাং উভয়ের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ, এবং ব্রহ্ম অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত,—দ্বৈত হইয়াও অদ্বৈত। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৪৩ সংখ্যক সূত্রে, এবং তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ২৭শ ও ১১শ প্রভৃতি সূত্রে এই সিদ্ধান্তেরই উপদেশ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৮) অষ্টমতঃ, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশমাত্র হওয়ায়, তিনি ব্রহ্মের ন্যায় বিভু নহেন, ঈশ্বরের ন্যায় জগৎকর্ত্তৃত্বাদি তাঁহার নাই। ইহা সত্য যে, তিনি মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের স্বরূপগত সমস্ত ভোগ লাভ করিয়া থাকেন, সর্ব্ববিধ অবিদ্যাজনিত (ভেদজ্ঞানজনিত) ক্লেশ হইতে তিনি বিমুক্ত হইয়া, আনন্দময়ত্ব লাভ করেন, এবং কোনপ্রকার কর্ম্মবন্ধন (যাহা ভেদজ্ঞান হইতে উপজাত হয়, তাহা) তাঁহার থাকে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথমাধ্যায়ের ১১শ সূত্রে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি এতৎসম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তদর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ৯ম হইতে আরম্ভ করিয়া ২২শ সূত্রে বিশদরূপে নানাবিধ শ্রুতি-প্রমাণবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মুক্তাবস্থায় দেহান্তে মায়াশক্তির অধীনতা (যাহা সকল বদ্ধজীবের আছে, তাহা) সম্যক্ দূরীভূত হয়, ইহাই শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ১ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহাই বিশেষ করিয়া পুনরায় ১১শ শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন। মুক্ত-পুরুষের যে অস্তিত্ব লোপ হয় এবং তাঁহার কোন প্রকার শক্তির স্ফুরণ থাকে না, তাহা উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে হইবে না। তিনি ব্রহ্মের ন্যায় দ্বিরূপে—শক্তিমান্ ও শক্ত্যাশ্রয়রূপে বর্ত্তমান হয়েন। তদবস্থায় ব্রহ্মের সহিত তাঁহার একত্ব হইলেও, এইমাত্র প্রভেদ থাকে যে, তিনি ব্রহ্মের অংশস্বরূপ—অণুস্বভাব, ব্রহ্ম অংশী—বিভুস্বভাব; অসংখ্য

মুক্তপুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মের অঙ্গীভূত। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ দেহান্তে সূক্ষ্মদেহকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং তৎপরে তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহের উপকরণসকল স্বীয় পরব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্ত হয়। এই সূক্ষ্মদেহে একাদশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এবং পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টাদশ উপকরণ আছে; তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই ত্রয়োদশ উপকরণের কোন প্রকার আয়তন নাই, এবং পঞ্চতন্মাত্র ভূতপরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম; ইহারাও বীজভাবপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞজীব পরব্রহ্মকে লাভ করিবার সময় যে অতিসূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্ত হয়েন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বিদেহমুক্তপুরুষের এই অতিসূক্ষ্ম উপকরণসকল জীবশক্তির সহিত একীভূত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মরূপতা লাভ করে। সুতরাং জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইলেও তিনি ব্রহ্মের অংশই থাকেন। আকাশস্থ জলবিন্দু সমুদ্রে নিপতিত হইলে, সমুদ্র হইতে ইহার কোন পার্থক্য থাকে না সত্য, কিন্তু সেই জলবিন্দু সমুদ্রের সর্বব্যাপকত্ব লাভ করে না। সমুদ্রের অবিভক্ত অংশরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়। পরন্তু সমুদ্রের তরঙ্গ—কোন না কোন প্রকার কার্য্য, সর্ব্বদাই আছে; সুতরাং সমুদ্রের সহিত একীভূত পূর্ব্বোক্ত জলবিন্দুরও সমুদ্রাধীনভাবে স্পন্দন থাকে। বিদেহমুক্তপুরুষও এইরূপ পরব্রহ্মরূপতা লাভ করেন; কিন্তু পরব্রহ্মের স্বরূপগত ঐশীশক্তির অধীন হইয়া তিনি কখন কখন শক্তিপ্রকাশও করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ করিলেও তিনি কখন গুণাধীন ও কর্ম্মবশ হয়েন না; তৎসম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই "স্বরাট্" থাকেন। অতএব জীবস্বরূপকে অণুস্বভাব অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া শ্রুতি নানা স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "এষোঽণুরাত্মা, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ" ইত্যাদি। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ১৯শ

হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০শ প্রভৃতি সূত্রে জীবকে স্বরূপতঃ অণুস্বভাব বলিয়াই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন; এবং চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদে বিদেহমুক্তপুরুষদিগের অবস্থা এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন

(৯) নবমতঃ, পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি এই উপদেশ করিয়াছেন যে, জীব, ভোক্তৃভোগ্যরূপ ভেদবুদ্ধিযুক্ত হইয়া যতদিন অবস্থান করেন, ততদিনই তাঁহার সংসারবন্ধন থাকে, এবং কর্ম্মের বশীভূত হইয়া তৎফল ভোগ করিবার নিমিত্ত তিনি সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন, এবং আপনাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন না; কিন্তু তিনি যখন ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের শরণাপন্ন হয়েন, তখন সমস্ত জগৎকে তাঁহারই বিভূতি বলিয়া অবগত হইয়া এবং আপনাকেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া, তিনি সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন। চতুর্থাধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে এবং প্রথমাধ্যায়ের ৮ম, ৯ম প্রভৃতি শ্লোকে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ইহা স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অক্ষরব্রহ্মের চিন্তনের দ্বারাও যে সম্যক্‌মুক্তি লাভ হয়, তাহাও ঐ ৯ম সূত্রে ভাবতঃ উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু গুণাতীত (শুদ্ধ) সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের উপাসনাই সম্যক্ মুক্তিপ্রদ বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে শ্রুতি বারংবার বর্ণনা করিয়াছেন। এবং শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপ সিদ্ধান্তই বেদান্তদর্শনে স্থাপিত করিয়াছেন (বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৪শ প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য)।

---

(১০) সিদ্ধান্ত।—(ক) অতএব সিদ্ধান্ত এই যে,—ঈশ্বর, জীব, গুণাত্মকজগৎ, এবং অক্ষর, এই চতুর্ব্বিধ রূপ ব্রহ্মের থাকাতে, অক্ষররূপে ব্রহ্মের একান্তাদ্বৈতত্বের সিদ্ধি আছে; ঈশ্বর, জীব ও জগৎরূপে তাঁহার দ্বৈতত্বেরও সিদ্ধি আছে; এবং ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম সশক্তিক হওয়াতে এবং জগদ্ব্যাপারসাধন

করিয়া তাহা হইতে সতত নির্লিপ্ত ও অতীতভাবে অবস্থান করাতে ব্রহ্মের বিশিষ্টাদ্বৈতত্বেরও সিদ্ধি আছে। ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও ত্রিগুণত্ব (সত্বাদি-গুণাত্মক জগদ্রূপত্ব) এই তিনটিই ব্রহ্মের সম্বন্ধে নিত্যসিদ্ধ হওয়াতে, দ্বৈতবাদিভাষ্যে যে দ্বৈতত্বের এবং বিশিষ্টাদ্বৈতভাষ্যে যে বিশিষ্টাদ্বৈতত্বের মীমাংসা করা হইয়াছে, তৎসমস্তই সত্য,—কিন্তু আংশিক সত্য; শাঙ্করভাষ্যে যে ব্রহ্মের কেবল অক্ষররূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একান্তাদ্বৈতমীমাংসা স্থাপন করা হইয়াছে তাহাও সত্য,—কিন্তু আংশিক সত্য। এই গ্রন্থে যে শাঙ্কর-ভাষ্যেরই বিশেষরূপ প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের অক্ষরত্বের প্রতিষেধ করিবার অভিপ্রায়ে নহে; এই অক্ষরত্বই যে একমাত্র সত্য ও ব্রহ্মের শক্তিমত্তা যে উপচারিক মাত্র এবং জগৎ যে অস্তিত্ববিহীন অবিদ্যা-কল্পিত মাত্র বলিয়া শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারই দোষসকল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত শাঙ্করিকমতের প্রতিবাদ বিশেষরূপে এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে সৎকার্য্যবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে, কার্য্য ও কারণের একত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে (বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ১৫শ ১৬শ ১৭শ ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য)। জগৎকারণ যে ব্রহ্ম, তাহা প্রথমাবধি সর্ব্বত্রই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যাখ্যাবিরোধ নাই। পরন্তু কারণরূপী ব্রহ্ম সত্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; অতএব কারণের ন্যায় কার্য্যজগৎও যে সত্য, ইহা কোন প্রকারে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। জগৎকে কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বলিয়া যে বোধ, ইহাই অজ্ঞান, ভ্রম এবং মিথ্যাশব্দের বাচ্য; অতএব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল জগৎ মিথ্যা, এইরূপ উক্তিতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এইরূপ না বলিয়া, যদি জগৎকে একেবারে অস্তিত্ববিহীন—কল্পিতমাত্র বলা যায়, তাহাতে বৈদিক উপাসনা-বিষয়ক অধিকাংশ উপদেশ অসার হইয়া পড়ে, ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি

তিরোহিত হয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যপাপ কিছুরই বিচার থাকে না, এবং কার্য্যতঃ নাস্তিকতা প্রশ্রয়প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্তই এই গ্রন্থে শাঙ্করভাষ্যের প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ হইয়াছে; বিতণ্ডার অভিপ্রায়ে নহে, এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার অভাববশতঃ নহে। বস্তুতঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যের লিখিত মতের যে কার্য্যতঃ পরে আদর করেন নাই, তাহা তৎকৃত "আনন্দলহরী" হইতে নিম্নোক্ত বাক্যসকলের দ্বারা আংশিকরূপে সপ্রমাণ হয়। যথা,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥ ১
ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা-
মিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ।
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাম্॥ ২২

অস্যার্থঃ—শক্তিযুক্ত হইলেই মহেশ্বর সৃষ্টিকার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন; নতুবা সেই দেব স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না। অতএব হরি, হর এবং বিরিঞ্চিরও আরাধ্যা সেই দেবীকে পুণ্যাত্মা পুরুষ ভিন্ন অপরে প্রণতি অথবা স্তুতি করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে॥ ১

"হে ভবানি! তোমার দাস—আমার প্রতি তুমি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ কর", এই বলিয়া স্তুতি করিতে ইচ্ছা করিয়া কোন্ ব্যক্তি কেবল "হে ভবানি! "তুমি" এইমাত্র বলিতে না বলিতে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতিরও মুকুট যে পদে নমিত হয়, তদ্রূপ আত্মসাযুজ্য অর্পণ করিয়া থাক॥ ২

আনন্দলহরীতে আদ্যোপান্ত এইরূপভাবই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিয়াছেন; সুতরাং সশক্তিক ব্রহ্মের অর্থাৎ (ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের) উপাসনা যে জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ইষ্টপ্রদ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও যে ইহাই অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন।

(খ) আর একটি বিষয়ের উল্লেখ এইস্থলে করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জগৎ ব্রহ্মেরই অংশ; কিন্তু বদ্ধজীবের জ্ঞানে জগতের সম্বন্ধে তদ্রূপ উপলব্ধি হয় না; বদ্ধজীবের জ্ঞানে জাগতিক প্রত্যেক বস্তু পৃথক্ পৃথক্; বদ্ধজীবের যে এইরূপ জ্ঞান, তাহা তাহার অপূর্ণদর্শিতা-হেতু; সমুদ্রের তরঙ্গসকল আপাততঃ দেখিতে পৃথক্ পৃথক্; বালকের জ্ঞানে ইহারা পৃথক্ বলিয়াই প্রতিভাত হয়; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে সমুদ্রেরই অংশ বলিয়া বোধ জন্মে। প্রথমে তরঙ্গসকলের সম্বন্ধে যে স্বাতন্ত্র্য-বোধ, ইহা অপূর্ণদর্শিতার ফল; এই অপূর্ণদর্শিতা হেতু অভিন্ন বস্তুকে ভিন্ন বস্তু বলিয়া জীবের জ্ঞান জন্মে। একবস্তুকে যে অপর বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকে "বিবর্ত্তজ্ঞান" বলে। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা; সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেতেই মিথ্যাকল্পে জগৎ-জ্ঞান জন্মে। শঙ্করাচার্য্যের এই মতকে "বিবর্ত্তবাদ" বলে। ইহার খণ্ডনের নিমিত্ত অপরাপর ভাষ্যকারগণ "পরিণামবাদ" উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই উভয় মতের মধ্যে যত বিরোধ থাকা আপাততঃ মনে করা যায়, বাস্তবিকপক্ষে ইহাদিগের মধ্যে তত বিরোধ নাই। জগতের যে ব্রহ্মভিন্ন অন্য উপাদান নাই, তাহা সকল ভাষ্যকারেরই সম্মত; অথচ জাগতিক বস্তু সকলকে যে বদ্ধজীব তদ্রূপ বোধ না করিয়া পৃথক্ বলিয়া বোধ করে, তাহাও অবশ্য সকলেরই সম্মত। সুতরাং এই অর্থে "বিবর্ত্তবাদ" সত্য বলিয়া সকলেরই স্বীকার্য্য। পক্ষান্তরে

ব্রহ্মের গুণরূপা প্রকৃতিকে "ক্ষরস্বভাবা"—পরিণামশীলা বলিয়া শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন (পূর্ব্বোদ্ধৃত "ক্ষরং প্রধানং" ইত্যাদি শ্রুতিগা দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল না হইলে—জাগতিক চিত্র সব অনবরত পরিবর্ত্তনপ্রাপ্ত না হইলে, জ্ঞানের ভেদই কিছু থাকিত ন অনন্তরূপে স্বীয় স্বরূপকে দর্শন ও ভোগ করিবেন বলিয়াই ব্রহ্ম স্বী ঐশীশক্তিবলে জগৎকে প্রকটিত করেন; তাহা "তদৈক্ষত বহুঃ স্যাম্" ইত্যা বাক্যে শ্রুতিই উপদেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক জগতের অনন্তরূপে প্রকটন পূর্ব্বোক্ত বিবর্ত্তজ্ঞানের একটি প্রধান হেতু; ব্রহ্ম অনন্ত পৃথক্ পৃথক্রূে প্রকটিত হয়েন বলিয়াই জাগতিক বস্তু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয় বোধ জন্মে। অতএব এই পরিণামবাদের সহিত বিবর্ত্তবাদের বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত বিরোধ নাই। যদি বিবর্ত্তবাদের এইরূপ অর্থ করা যায় যে জগৎ একদা অস্তিত্ববিহীন, ইহাকে অস্তিত্বশীল বলাই বিবর্ত্তবাদ, তবেই পরিণামবাদের সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হয়; যেহেতু সৎকারণ বাদিগণ জগৎকে একদা মিথ্যা বলিতে পারেন না; কারণ সত্যকারণ (ব্রহ্ম) মিথ্যাকার্য্যের (জগতের) জনক হয়েন, এইকথা একেবারে অর্থশূন্য; বন্ধ্যার পুত্র যেমন অর্থশূন্য বাক্য, "মিথ্যা (অস্তিত্ববিহীন) জগতের কর্ত্তা" এই বাক্যও তদ্রূপই অর্থশূন্য। কিন্তু শ্রুতি যখন জগৎকে ব্রহ্মের নিত্য অংশ এবং ব্রহ্মকে ইহার কর্ত্তা বলিয়াছেন, তখন ইহার মিথ্যাত্ববাদ গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব এই মিথ্যাত্ববাদ বর্জ্জ করিলে পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের আর প্রকৃতপ্রস্তাবে বিরোধ থাকে না। যাহা কিছু বিরোধ, তাহা কেবল জগতের একদা মিথ্যাত্ববাদসম্বন্ধেই।

---

(১১) বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধ।

সাংখ্যদর্শনে (সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে ও পাতঞ্জলদর্শনে) ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ রূপের মধ্যে জীব ও জগদ্রূপেরই বিশেষ বিচার প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই রূপদ্বয়ই যে নিত্য, তাহা বেদান্তদর্শনেরও স্বীকার্য্য। জগৎ হইতে যে জীব বিভিন্ন, তাহা অতি বিস্তৃত বিচারের দ্বারা সাংখ্যদর্শনে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; জীবকে দৃক্‌শক্তি (চিতিশক্তি) ও জগৎকে দৃশ্য অচেতন) শক্তি এবং গুণাত্মক বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে উপদেশ করা হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধেও বেদান্তদর্শনের সহিত কোন বিরোধ নাই। প্রকাশিত জগতে ব্রহ্মের জীবরূপ যে জগদ্রূপ হইতে বিভিন্ন, তাহা বেদান্তদর্শনেরও সম্মত। অতঃপর সাংখ্যশাস্ত্রে এই উপদেশ করা হইয়াছে যে "নেতি" "নেতি" বিচারের দ্বারা জীব আপনাকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জানিয়া, এবং আপনাকে স্বরূপতঃ গুণাতীত মুক্তস্বভাব বোধ করিয়া, ঐ গুণাতীত স্বীয় স্বরূপের চিন্তা দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। বেদান্তদর্শনের শিক্ষার সহিত সাংখ্যশাস্ত্রের এই উপদেশেরও কোন বিরোধ নাই; মোক্ষমার্গাবলম্বী সাধক যে আপনাকে স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ মুক্তস্বভাব বলিয়া চিন্তা করিবেন, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৫২ সংখ্যক প্রভৃতি সূত্রে জ্ঞাপন করিয়াছেন; এবং প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের শেষ সূত্রে যে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ চিন্তার আবশ্যকতা বর্ণনা করা হইয়াছে। পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে জীবাত্মাকে বিভুস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; তাহার ফল এই যে সাংখ্যমার্গীয় সাধক আপনাকে জগদতীত শুদ্ধ বিভু আত্মা বলিয়া চিন্তা করেন। বেদান্তদর্শনে পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই বিভুত্বের উপদেশ করা হইয়াছে; অতএব সাংখ্যমার্গীয় সাধন বেদান্ত-

দর্শনোক্ত "অক্ষর ব্রহ্মের" উপাসনার অঙ্গীভূত। "অক্ষর ব্রহ্মের" উপাসনায় "নেতি নেতি" বিচারের দ্বারা ব্রহ্মকে গুণাতীত নিষ্ক্রিয় ও বিভুস্বভাব বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, এবং সাধক আপনাকেও ঐ অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ধ্যান করেন; সুতরাং সাংখ্যশাস্ত্রের উপদিষ্ট উপাসনাপ্রণালী বেদান্তোক্ত অক্ষরব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত। এই অর্থে সাংখ্যমার্গের উপাসনাবিষয়ক উপদেশবিষয়েও বেদান্তদর্শনের কোন বিরোধ নাই। বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষপ্রদ উপাসনার মধ্যে ইহা একাঙ্গবিশেষ।

পুরুষবহুত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও জীবশক্তিকে নিত্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে; এবং জীব যে অনন্ত তাহাও বেদান্ত-দর্শনের অস্বীকার্য্য নহে; জীবকে "অণু"-স্বভাব এবং ব্রহ্মকে "বিভু"-স্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে জীবের অসংখ্যেয়ত্ব বেদান্তদর্শনের স্বীকার্য্য; এই অংশেও সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই।

ঈশ্বর যে জীব হইতে বিভিন্ন এবং তাঁহাকে যে "সর্ব্বজ্ঞ" ও "পুরুষ-বিশেষ" বলিয়া পাতঞ্জলদর্শনে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বেদান্ত-দর্শনের সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার্য্য নহে; কারণ ঐশীশক্তিকে জীবশক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া শ্রুতি এবং বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন; তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রেও "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" ইত্যাদি সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব এই অংশেও উভয় দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

কিন্তু বেদান্তদর্শনে সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে; অতএব ইহার উপদেশ সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে অধিক ব্যাপক। ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধ-রূপ যাহা এই উপসংহারের প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই বেদান্ত-দর্শনের উপদেশের বিষয়। সুতরাং জীবশক্তি এবং জগৎশক্তিকে পরস্পর

হইতে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াও এতদুভয়ের ব্রহ্মরূপে একত্ব বেদান্তদর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে; এবং জীবসকল পরস্পর হইতে বিভিন্ন; সুতরাং বহু হইলেও যে, ইহাঁরা সকলেই এক ব্রহ্মেরই অংশমাত্র এবং তাঁহার সহিত অভিন্ন, ইহাও বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্য-দর্শন একদেশদর্শী হওয়ায়—ব্রহ্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহার উপদেশের বিষয়ীভূত না হওয়ায়, গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে সাংখ্যশাস্ত্রে স্বভাবতঃই "গর্ত্তদাসবৎ" ঈশ্বরের অধীন ও জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং ঈশ্বরকে অকর্ত্তা এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত কেবল নিত্যসান্নিধ্য-সম্বন্ধে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে, ইহা ব্রহ্মেরই শক্তিবিশেষ; সুতরাং ব্রহ্মই জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্তকারণ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত ভূতাদির কারণত্ব থাকিলেও, ইহারা ব্রহ্মের অঙ্গীভূত এবং তাঁহার নিয়তির অধীন; সুতরাং মূলকরণত্ব ব্রহ্মেরই আছে। কিন্তু ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব থাকিলেও তিনি যে অক্ষররূপে অকর্ত্তা এবং গুণাতীত শুদ্ধস্বভাব, তাহা বেদান্তও উপদেশ করিয়াছেন। অতএব নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, উভয়দর্শনের মধ্যে যেরূপ বিরোধ থাকা কল্পনা করা হয়, তাহা প্রকৃত নহে। এইরূপ পরমাণুকারণবাদের সহিতও প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই। কারণ স্থূলপঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যসমস্ত যে পরমাণুসকলের পঞ্চীকরণের দ্বারা গঠিত, তাহা বেদান্তদর্শনের সম্মত। তবে ঈশ্বর পরমাণুরও প্রকাশক এবং নিয়ন্তা; সুতরাং মূলকারণ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বলিয়া যে ব্রহ্মসূত্রে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে পরমাণুকারণবাদের বিরোধী নহে। এইরূপে সকল দর্শনই বেদান্তে সমন্বিত হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মের দ্বিরূপতা যাহা এইগ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম

করিতে না পারিলেই সর্ব্ববিষয়ে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ থাকা দৃষ্ট হয়। নিম্বার্কভাষ্যোপদিষ্ট ব্রহ্মের ত্রিরূপতাতে সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিত হয়।

সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে একদেশদর্শী উপদেশ যে কারণে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্তস্থলে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, উপদেশপ্রার্থী শিষ্যের জিজ্ঞাসা ও প্রকৃতি এবং যোগ্যতার প্রভেদই ঋষিগণের উপদেশ সকলের বিভিন্নতার কারণ। এইস্থলে তৎসমস্ত বিষয়ের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজনীয়। উপদিষ্ট বিষয়ে শিষ্যের আস্থা সম্পাদনের নিমিত্ত দর্শনবক্তা ঋষিগণ অপর মত সকলের খণ্ডন করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের আপনাদিগের মধ্যে মতবিরোধ কল্পনা করা সঙ্গত নহে; এতৎসম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে। এইস্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।*

নিবেদন।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, আপন আপন প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুসারে সদ্গুরুর নিকট সাধন অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। তদ্রূপ করিলেই দর্শনশাস্ত্রপাঠ সফল হয়, এবং দর্শনশাস্ত্রের উল্লিখিত উপদেশ সকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। অপর সাহিত্যের ন্যায় দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলে, কেবল মতামতবিচারেই দক্ষতা জন্মে এবং তার্কিকতার বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বেদান্তদর্শনে যে ব্রহ্ম-

---

* নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, বৌদ্ধ এবং জৈনমতেও আংশিকরূপে দার্শনিক সত্য নিহিত আছে; এই সকল মতকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া যে মীমাংসা, তাহাই ভ্রান্ত এবং বেদান্তদর্শনে তাহারই প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

স্বরূপ, জীবতত্ত্ব ও জগতত্ত্ব শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জীবের পাপ-তাপ মোচনের নিমিত্ত এবং জিজ্ঞাসু সাধককে মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার স্বীয় পাণ্ডিত্য জগতে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নহে। সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বনিয়ন্তা ব্রহ্মই যে জীবের গন্তব্য, তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই যে জীব কৃতার্থ হয়, তিনিই যে জীবের পাপতাপহারী এবং আনন্দদাতা, তাহা নিশ্চিত-রূপে অবগত হইয়া জীব যাহাতে আপনার সুগতির নিমিত্ত তাঁহার শরণা-পন্ন হয়, এবং সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার ভজন ও চিন্তনে অনুরক্ত হয়, তদ্বিষয়ে বুদ্ধিকে প্রেরণা করাই পরমকারুণিক ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসের অভিপ্রায়। এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইলে, দর্শনশাস্ত্র পাঠে কেবল তার্কিকতারই পুষ্টিসাধন হয়, তাহাতে মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় না। অতএব যাঁহারা আপন কল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ সদ্গুরুর অনুগত হইয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা। ব্রহ্মবিদ্যালাভের নিমিত্ত যে ব্রহ্মবিৎ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সর্ব্বকালে সর্ব্ববিধ আর্য্যশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হই-য়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াও বলিয়াছেন যে—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪র্থ অঃ ৩৪।৩৫ শ্লোক॥

অস্যার্থঃ—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণকে প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা, এবং সেবা দ্বারা (তাঁহাদিগহইতে) তুমি এই জ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমাকে এই জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবেন। হে পাণ্ডব! এইরূপে এই জ্ঞান লাভ করিলে, তুমি আর মোহপ্রাপ্ত হইবে না, এবং তাহা হইলেই সমস্ত ভূতগণকে অশেষরূপে আত্মাতে এবং অবশেষে আমাতে দর্শন করিতে পারিবে।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মোহমুদ্গর নামক পরম উপাদেয় গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা" ॥

অস্যার্থঃ—"সৎ" পুরুষের যে সঙ্গলাভ, তাহাই ভবরূপ অপার সমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত একমাত্র তরণীস্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন;—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিক্ষায় আপনে ॥
সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয় ॥
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

* * * *

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥

সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থবিবর্ত্তন॥

ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যম খণ্ড
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ॥

শ্রীগুরু নানক প্রভৃতি অপর ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণও সর্ব্বত্র এইরূপই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রুতি স্বয়ং এই তথ্য নানা স্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

"আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং (সাধুতমত্বং) প্রাপয়তি।"

অস্যার্থঃ—আচার্য্য হইতে বিদ্যাকে লাভ করিলেই ঐ বিদ্যা সম্যক্ কল্যাণসাধন করে ইত্যাদি।

অতএব কল্যাণপ্রার্থী পুরুষ সর্ব্ববিধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের মত যে উপদেশ, তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, তাঁহাদের বাক্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থাপন করিয়া, কার্য্যে অগ্রসর হইলেই পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই ঘোর সংসারে পতিত হইয়া সংসারের পরপারে অবস্থিত আলোকপ্রদর্শক মহাপুরুষদিগের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইতি।

সমাপ্তমিদং ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রম্।
সমাপ্তঞ্চ দার্শনিকব্রহ্মবিদ্যা-ব্যাখ্যানম্।

এতৎ সর্ব্বং শ্রীবিষ্ণুপাদার্পিতমস্তু।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

ওঁ তৎ সৎ॥

ওঁ হরিঃ।